Peace কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ এর

২৪ ঘণ্টা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ভালবাসতেন ও অপছন্দ করতেন

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা

[রাসূল ﷺ যা ভালোবাসতেন ও অপছন্দ করতেন]

মূল

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

শাইখ আল্লামা আদ্নান আত্তারশাহ্ (সৌদি)

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ মাদানী

সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান

সংকলনে

মো: রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনায়

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

https://archive.org/details/@salim_molla

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ এর
২৪ ঘণ্টা

[রাসূল ﷺ যা ভালোবাসতেন ও অপছন্দ করতেন]

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর – ২০১২ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি – ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : হিটলার বাঁধাই, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : নিউ এস আর প্রেস, সূত্রাপুর

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

ISBN-978-984-8885-16-1

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সমুদয় প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে যিনি তাঁর একান্ত মেহেরবানীতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা নামক একটি জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করার তাওফীক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক রাসূল ﷺ-এর প্রতি, যিনি মানব জীবনে শান্তি আনার জন্য কুরআন ও সুন্নাহের বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছেন।

ইসলাম অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের ন্যায় কেবল কতিপয় কর্মকাণ্ডের সমাহারের নামই নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। একজন ব্যক্তি ফজরের সালাতের জন্য সুবহে সাদেকের পর ঘুম থেকে উঠা এবং দিন অতিবাহিত হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করার মাধ্যমে রাত্রিযাপন করে। আবার সুবহে সাদেক পর্যন্ত এই যে ২৪ ঘণ্টা সময় আছে তাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান বিদ্যমান আছে। আমাদের অনেকের ইসলাম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকা, সামাজিকভাবে ইসলাম বিদ্বেষীভাব, রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের প্রতি বৈরিতা প্রদর্শনসহ বিবিধ কারণে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় মনে করার মাধ্যমে ইসলাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছেন।

www.pathagar.com

বইটিতে সর্বমোট চারটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে–

১. রাসূল ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর স্বরণীয় বরণীয় ঘটনা,

২. রাসূল ﷺ যা ভালোবাসতেন,

৩. রাসূল ﷺ যা অপছন্দ করতেন,

৪. রাসূল ﷺ-এর দৈনন্দীন জীবনের আমলসমূহ।

তাছাড়া আমাদেরকে মসজিদ ও মক্তবে ছোটকালে ইসলামের পরিচয় দেয়া হয়েছে প্রচলিত ধর্মের ন্যায়। মানব জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়ে কবরে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের মূলনীতি অনুসারে বিধান দেয়া আছে। আর সে মূলনীতির আলোকে একজন মু'মিনের ২৪ ঘণ্টা সময় সেভাবে অতিবাহিত করতে হবে। তার নির্দেশনা দিয়েই আমরা এ গ্রন্থটি করার জন্য চেষ্টায় কোনো রকম ক্রটি করিনি।

পরিশেষে, মানুষের দ্বারে দ্বারে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণী পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠিত পিস পাবলিকেশনের রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা নামক গ্রন্থে যারা সময়, শ্রম ও মেধা কুরবানী করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা আমাদেরকে এই মহান কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন ও প্রেরণা দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার সাথে আমাদেরকেও কবুল করুন। আমীন ॥

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৈনন্দিন আমল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্নোত্তরে রাসূল ﷺ-এর জীবনী

ক. মাক্কী জীবন

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ২২ এপ্রিল মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

নোট : কিছু কিছু গ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

প্রশ্ন– তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : তিনি আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন– কেন ঐ বছরটিকে "আমূল ফীল" বা হস্তীবাহিনীর বছর বলা হয়?

উত্তর : ঐ বছর ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য এবং আরবের হজ্বযাত্রীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে। আর এ জন্য ঐ বছরটিকে "আমূল ফীল" বা হস্তীবাহিনীর বছর বলা হয়।

প্রশ্ন– আবরাহা এবং তার সৈন্যবাহিনী কীভাবে ধ্বংস হলো?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিদের ঠোঁটে ও পায়ে পাথর কণা দিয়ে পাঠালেন। তারা সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে লাগলো। আর এভাবে পাথর বর্ষণ করে হস্তীবাহিনী ধ্বংস করা হল। (১০৫ সূরা ফীল)

নোট : আবাবিল কোন পাখীর নাম নয় বরং আবাবিল অর্থ হলো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর পিতার নাম কী?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর মাতার নাম কী?

উত্তর : আমিনা বিনতে ওহাব বিন আবদে মানাফ বিন যাহরাহ।

প্রশ্ন–. কোথায় এবং কখন রাসূল ﷺ-এর পিতা ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্মের পূর্বে তিনি ইয়াসরিবে ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর দাদার নাম কী?

উত্তর : আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন– আব্দুল মুত্তালিবের সামাজিক পদ-মর্যাদা কী ছিল?

উত্তর : তিনি তাঁর গোত্র বনু হাশিমের প্রধান ছিলেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর পঞ্চ পিতৃ-পুরুষের পরিক্রমা কী?

উত্তর : তারা হলেন : মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদ মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-কে বা কারা দুধ পান করিয়েছেন?

উত্তর : প্রথমে তার মা আমেনা তারপর সুওয়াইবা যিনি ছিলেন তার চাচা আবু লাহাব নামে পরিচিত আব্দুল উযযার মুক্ত ক্রীতদাসী। এরপর হালিমা বিনতে যুআইব, যিনি হালিমা আস-সাদিয়া নামে সর্বাধিক পরিচিত।

প্রশ্ন– আরবের লোকেরা কেন তাদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য বেদুইন ধাত্রীদের কাছে পাঠাত?

উত্তর : মরুভূমির সুস্থ বায়ু বা আবহাওয়াতে তাদের সন্তানেরা যেন সুস্থভাবে বেড়ে উঠে এবং শুদ্ধভাষা ও ভদ্রতা শিখতে পারে সে জন্যই আরবের লোকেরা তাদের সন্তানদের বেদুইন ধাত্রীদের কাছে পাঠাত।

প্রশ্ন– হালিমা আস-সাদিয়া রাসূল ﷺ-কে কতদিন পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছেন?

উত্তর : দুই বছর পর্যন্ত।

প্রশ্ন– হালিমার কাছে থাকাকালীন যে মহান ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল সেটি কী ঘটনা ছিল?

উত্তর : ঘটনাটি হল : একদিন জিবরাঈল (আ) আসলেন এবং রাসূল ﷺ-এর বুক ছিঁড়ে তার রুহ বের করে আনলেন। এরপর রুহ থেকে এক পিণ্ড রক্ত বের করে এটিকে জমজমের পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করলেন। এরপর রূহকে তার যথাস্থানে রেখে তিনি চলে গেলেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর পালক পিতার নাম কী?

উত্তর : হারিছ বিন আব্দুল উযযা বিন রাফাহ। তিনি ছিলেন হাওয়াযিন গোত্রের অধিবাসী।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর পালক বোনদের নাম কী?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর বোনদের নাম হল– আনিশাহ বিনতে হারিছ এবং হুযায়ফা বিনতে হারিছ। যিনি সায়েমা নামে বেশি পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর নাম 'মুহাম্মদ' কে রেখেছিলেন?

উত্তর : তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন– এ নামটি তিনি কেন পছন্দ করলেন?

উত্তর : আব্দুল মুত্তালিব চাইলেন আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাতে। (আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য আব্দুল মুত্তালিব এ নামটি পছন্দ করেন।)

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ এর মাতা তাঁর কী নাম রেখেছিলেন?

উত্তর : আহমদ।

প্রশ্ন– তিনি কেন এ নামটি পছন্দ করলেন?

উত্তর : তিনি স্বপ্নে দেখলেন একজন ফেরেশতা নবাগত শিশুকে আহমদ বলে ডাকছেন। তাই তিনি এর নাম রাখলেন আহমদ।

প্রশ্ন– যখন মুহাম্মদ ﷺ এর মা মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স কত ছিল?

উত্তর : তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– তাঁর মা তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মদিনায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন– কোথায় তিনি ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : তিনি আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রশ্ন– পরবর্তীতে মুহাম্মদ ﷺ কে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন কে?

উত্তর : তাঁর বাবার ক্রীতদাসী উম্মে আইমান (রা)।

প্রশ্ন– মহানবী ﷺ-এর দায়িত্বভার কে গ্রহণ করলেন?

উত্তর : তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন– কতদিন তিনি তাঁকে দেখাশুনা করলেন?

উত্তর : দুই বছর যাবৎ।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এমনকি তার ছেলেদের চেয়ে তিনি তাকে অধিক পছন্দ করতেন।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তিনি কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন : আমার নাতি একটি সম্মানজনক অবস্থান লাভ করবে।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর : তাঁর বয়স তখন প্রায় আট বছর ছিল।

শৈশব এবং যৌবন

প্রশ্ন– বাল্যকালে মুহাম্মদ ﷺ কী করতেন?

উত্তর : বাল্যকালে তিনি অধিকাংশ সময় ভেড়া চড়াতেন।

প্রশ্ন– তিনি কি কখনও তাঁর বয়সী কোন ছেলে-মেয়েদের সাথে কোন বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন?

উত্তর : তিনি দুষ্টামিপূর্ণ কোন কিছুই কখনও করেননি এবং তাঁর বয়সী ছেলে-মেয়েরা যেসব খেলাধুলা করত তাতেও তিনি অংশ নিতেন না।

প্রশ্ন– আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পর কে মুহাম্মদ ﷺ-এর দেখাশুনা করেন?

উত্তর : তাঁর চাচা আবু তালিব।

প্রশ্ন– কখন এবং কার সাথে মুহাম্মদ ﷺ সিরিয়া ভ্রমণ করেন?

উত্তর : যখন তাঁর বয়স বার বছর তখন তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া ভ্রমণ করেন।

প্রশ্ন– সফরকালে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : কাফেলা যখন বুসরা নামক জায়গায় পৌছলো তখন বুহাইরা নামক এক সন্ন্যাসী তাদেরকে গাছের নিচে আশ্রয় নিতে দেখল। এরপর বুহাইরা আবু তালিবকে বলল

www.pathagar.com

তোমার ভাতিজা সকল মানবজাতির নেতা হবে। তাঁকে আল্লাহ্ এমন এক ঐশী বাণী দান করবেন, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য হবে পথ ও পাথেয়। বুহাইরা আবু তালিবকে আরো বললেন যে, আপনি মুহাম্মদের ভালোভাবে দেখাশুনা করবেন কারণ ইহুদিরা তার ক্ষতি করতে পারে। এজন্য আবু তালিব তাঁকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন।

প্রশ্ন– দ্বিতীয়বার কখন মুহাম্মদ ﷺ সিরিয়া সফর করেন এবং কেন?

উত্তর : যখন তার বয়স ২৫ বছর তখন তিনি খাদিজা (রা)-এর ব্যবসায়িক কাজে দ্বিতীয়বারের মতো সিরিয়া যান।

প্রশ্ন– খাদিজা (রা)-কে ছিলেন?

উত্তর : খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন আরবের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে খাদিজার পক্ষ থেকে কে এসেছিল?

উত্তর : তার বান্ধবী নাফিসা।

প্রশ্ন– বিয়ের জন্য খাদিজা (রা) কেন মুহাম্মদ ﷺ কে বেশি পছন্দ করলেন?

উত্তর : মুহাম্মদ ﷺ এর সত্যবাদিতা এবং সদ্ব্যবহারই খাদিজা (রা) কে আকৃষ্ট করেছে।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ কে তিনি কখন বিয়ে করেন?

উত্তর : যখন তাঁর বয়স চল্লিশ তখন তিনি মুহাম্মদ ﷺ কে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ যখন খাদিজা (রা) কে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর : তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর।

প্রশ্ন– 'মোহর' হিসেবে খাদিজাকে তিনি কী দিলেন?

উত্তর : বিশটি উট।

প্রশ্ন– খাদিজা (রা) কি বিধবা ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি একজন বিধবা নারী ছিলেন। মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন তাঁর তৃতীয় স্বামী।

প্রশ্ন– যখন খাদিজা ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর : মৃত্যুকালে খাদিজার বয়স ছিল পয়ষট্টি (৬৫) অপরদিকে মুহাম্মদ ﷺ এর বয়স তখন পঞ্চাশ।

প্রশ্ন– খাদিজা (রা) এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর : তাদের পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তারা পরস্পর একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়েছিলেন।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ এর জন্য তিনি কী করতেন?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদ ﷺ কে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতেন এবং বিপদে তাকে সান্ত্বনা দিতেন।

প্রশ্ন– বিয়ের পর মুহাম্মদ ﷺ কি ব্যবসায়িক সফরে গিয়েছেন?

উত্তর : না, বিয়ের পর তিনি কোন ব্যবসায়িক সফরে যাননি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– খাদিজা (রা) জীবিত থাকাকালীন মুহাম্মদ ﷺ আর কাউকে বিয়ে করেছিলেন?
উত্তর : না, খাদিজা (রা) জীবিত থাকাকালে তিনি আর কোন মহিলাকে বিয়ে করেননি।

প্রশ্ন– সমাজে মুহাম্মদ ﷺ কে তখন মানুষ কী বলে জানত?
উত্তর : সমাজে তাকে সবাই আল-আমীন (বিশ্বস্ত) বলে জানত।

প্রশ্ন– তিনি কি কোন ধরনের শিক্ষা পেয়েছেন? কিংবা তিনি কি পড়াশুনা করেছেন?
উত্তর : তিনি প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা পাননি। তিনি ছিলেন নিরক্ষর।

প্রশ্ন– কিশোর বয়সে রাসূল ﷺ যে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, সেটির নাম কী?
উত্তর : রাসূল ﷺ এর বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর তখন তিনি 'ফিজর' নামক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যা সংঘটিত হয়েছিল কোরাইশ ও বানু কিনানাহ এবং কোরাইশ আইলানের মাঝে।

প্রশ্ন– কেন ঐ যুদ্ধকে ফিজর বা ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণ যুদ্ধ বলা হয়?
উত্তর : কারণ পবিত্র মাসসমূহকে অবমাননা ও অপবিত্র করার কারণে ঐ যুদ্ধকে ফিজর বা ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণ ও মর্যাদাহানিকর যুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন– খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদ ﷺ এর কতজন ছেলেমেয়ে জন্ম লাভ করেছিলো?
উত্তর : খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদ ﷺ এর দু'জন ছেলে ও চারজন মেয়ে জন্মলাভ করেন।

নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হল– ১. কাসিম, তিনি শৈশবে ইন্তিকাল করেন।
২. আব্দুল্লাহ, যাকে তাইয়্যেব ও তাহির বলা হতো, তিনিও শৈশবে ইন্তিকাল করেন।
৩. যাইনাব, আবুল আসের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল। ৪. রুকাইয়া, প্রথমে আবু লাহাবের ছেলে উতবার সঙ্গে বিয়ে হয়, পরবর্তীতে উসমান বিন আফফান (রা)-এর সঙ্গে বিয়ে হয়। ৫. উম্মে কুলসুম, প্রথমে আবু লাহাবের ছেলে উতাইবার সঙ্গে বিয়ে হয়, পরবর্তীতে রুকাইয়ার ইন্তিকালের পর উসমান বিন আফফানের সঙ্গে বিয়ে হয়। ৬. ফাতিমা আয-যাহারা, আলী বিন আবু তালিবের সঙ্গে যার বিয়ে হয়।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর চাচাদের নাম কী?
উত্তর : তারা হলেন : হারিস, যুবাইর, আবু তালিব, হামযাহ (রা), আবু লাহাব, খিযাক, যাকওয়ান, সাফার ও আব্বাস (রা)।

প্রশ্ন– নবুওয়াতের পূর্বে রাসূল ﷺ "হিলফুল ফুযুল" নামক যে সংগঠনে যোগদান করেন সেটির লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর : হিলফুল ফুযুলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল অসহায়দের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং অবিচার ও সহিংসতা দমন করা।

প্রশ্ন– যৌবনে মুহাম্মদ ﷺ কেমন ছিলেন?
উত্তর : যৌবনকালে তাঁর সামাজিক গুণাবলিতে সবচেয়ে ভালো সমন্বয় ছিল। তার ধ্যান মগ্নতার অভ্যাস ছিল। তিনি মদপান ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া এবং পূজা উৎসবে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর মা আমিনার ইন্তিকালের পর তিনি যাদের "মা" বলে ডাকতেন তারা কারা?

উত্তর : তারা হলেন : ১. হালিমা আস-সাদিয়া, যিনি তাকে দুধ পান করিয়েছেন। ২. উম্মে আইমান, যিনি ছিলেন তার বাবার ক্রীতদাসী আর তিনিই রাসূলের বেশি দেখাশুনা করতেন। ৩. ফাতিমা বিনতে আসাদ, যিনি ছিলেন তার চাচী। আবু তালিবের স্ত্রী এবং আলী (রা)-এর মা।

প্রশ্ন– কুরআনে 'মুহাম্মদ' শব্দটি কতবার এসেছে?

উত্তর : সর্বমোট চারবার।

প্রশ্ন– ইঞ্জিলে (বাইবেল পুরাতনে) রাসূল ﷺ কে কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর : "ফারকালীত" "পারাক্লীত" নামে। (পারাক্লীত শব্দটির অর্থ সহায়, পয়গম্বর, দিশারী আত্মা, নবী, রাসূল।)

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর মামা ছিলেন কারা?

উত্তর : তারা হলেন : বনী যুহরা ও বনী আদি বিন নাজ্জার।

প্রশ্ন– নবুওয়াতের পূর্বে মুহাম্মদ ﷺ কার পথ অনুসরণ করতেন?

উত্তর : তিনি নবী 'ইবরাহীম' (আ)-এর পথ অনুসরণ করতেন।

প্রশ্ন– তাঁর চাচা আবু তালিব কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : না, তিনি ইসলাম কবুল করেননি। তিনি একজন মুশরিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর ডাক নাম কী ছিল?

উত্তর : তার ডাক নাম ছিল "আবুল কাসিম"। আরবের রীতি অনুযায়ী তার বড় ছেলে "কাসিম"এর নামানুসারে তাকে এ নামে ডাকা হতো।

প্রশ্ন– কে বলেছিল : "আমি হলাম দু'জন জবাই করা ব্যক্তির সন্তান"?

উত্তর : এ কথাটি বলেছিলেন রাসূল ﷺ কারণ; ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল এবং আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ এ দুজনকে আল্লাহর পথে কোরবানী (জবাই) করার হুকুম করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে তাদেরকে এ কঠিন পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করলেন।

প্রশ্ন– যখন কারো সামনে "মুহাম্মদ" ﷺ এর উল্লেখ করা হয় তখন কী বলা উচিত?

উত্তর : তখন, 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলা উচিত।

কা'বা সংস্কার ও সালিস-নিষ্পত্তি

প্রশ্ন– কোরাইশরা যখন কা'বা সংস্কারের উদ্যোগ নেন তখন রাসূল ﷺ এর বয়স কত ছিল?

উত্তর : তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর।

প্রশ্ন– কা'বা মানে কী?

উত্তর : কা'বা শব্দের অর্থ হল উচুঁ স্থান, এটি পৃথিবীর প্রাচীন সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– পবিত্র কা'বার আর কী কী নাম রয়েছে?

উত্তর : বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর), বায়তুল আতীক (পুরনো ঘর), মাসজিদুল হারাম (পবিত্র মসজিদ) হারামে ইবরাহীম (ইবরাহীম (আ)-এর তৈরি ইবাদাত গৃহ)

প্রশ্ন– কাবা শরীফ কে নির্মাণ করেন?

উত্তর : নবী ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) আল্লাহর হুকুমে তাঁর ইবাদতের জন্য এটি নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন– কোরাইশরা কেন কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিল?

উত্তর : কারণ কা'বা ঘর যে পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো বন্যায় নষ্ট হয়ে যায় এবং ছাদশূন্য হয়ে ভিতরের সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিল বলেই কোরাইশরা কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রশ্ন– কা'বা ঘরের উচ্চতা কত ছিল?

উত্তর : ইহার উচ্চতা ছিল ৬.৩০ মিটার।

প্রশ্ন– কা'বা সংস্কারের জন্য কোন ধরনের টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেন তারা?

উত্তর : শুধুমাত্র হালাল বা বৈধ অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া অন্যান্য সকল অর্থ যেমন– অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ, সুদের টাকা এবং বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রশ্ন– কা'বার দেওয়াল ভাঙ্গার কাজটি শুরু করেন কে?

উত্তর : ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমি।

প্রশ্ন– কোরাইশরা দেয়াল ভাঙতে ভয় পাচ্ছিল কেন?

উত্তর : তাদের ভয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে– তারা ভেবেছিল কোন অলৌকিক আযাব এসে তাদের গ্রাস করবে। সে জন্যই তারা ভয় পেয়েছিল।

প্রশ্ন– সংস্কারের কাজটি তারা কীভাবে ব্যবস্থা করলেন?

উত্তর : তারা বিভিন্ন গোত্রের মাঝে কাজ ভাগ করে দিলেন। তাই কা'বা সংস্কার প্রতিটি গোত্রেরই বিশেষ ভূমিকা ছিল।

প্রশ্ন– যিনি পাথর গেথেছিলেন তার নাম কী?

উত্তর : তার নাম ছিল 'বাকুম'। তিনি ছিলেন একজন রোমান স্থপতি বা রাজমিস্ত্রী।

প্রশ্ন– কীভাবে কাজ চলছিল?

উত্তর : 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরের কাছে আসা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবেই সবাই কাজ করেছিল।

প্রশ্ন– 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর কী? কা'বা শরীফের দেয়ালে এটি কে স্থাপন করেন?

উত্তর : এটি হল একটি বিশেষ এবং চমৎকার পাথর। কতিপয় ঐতিহাসিকদের মতে, এ পাথরটি জান্নাত থেকে আনা হয়, আর এটি প্রথমে ছিল সাদা পরবর্তীতে কোন এক পাপিষ্ঠ লোকের স্পর্শে এটি কালো হয়ে যায়। এ পবিত্র পাথরটি কা'বার দেয়ালে স্থাপন করেন নবী 'ইবরাহীম' (আ)।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– এটি কেন কা'বা শরীফের দেয়ালে লাগানো হল?

উত্তর : এটি কা'বা শরীফের দেয়ালে লাগানোর কারণ হল– হজ্ব যাত্রীরা যেন এখান থেকে তাদের 'তাওয়াফ' শুরু এবং এখানে এসে শেষ করতে পারে। তাদের জন্য এটি একটি নিদর্শনস্বরূপ।

প্রশ্ন– বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কী বিরোধ দেখা দিল এবং কেন?

উত্তর : 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাখা হয়েছিল আর প্রত্যেক গোত্রই চেয়েছিল এটিকে উত্তোলন করে যথাস্থানে স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে।

প্রশ্ন– বিরোধটি কতদিন পর্যন্ত চলছিল?

উত্তর : চার-পাঁচ দিন যাবৎ বিরোধটি বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন– সামাজিক এ বিরোধ সমাধানের জন্য কে পরামর্শ দেন?

উত্তর : আবু উমাইয়াহ, তিনি ছিলেন কোরাইশদের একজন প্রবীণ নেতা।

প্রশ্ন– তিনি কী পরামর্শ দিলেন এবং অন্যান্য গোত্রপ্রধানরা কী তার পরামর্শে একমত ছিল?

উত্তর : তিনি বললেন, আগামী দিন সকাল বেলা সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবা প্রাঙ্গনে আসবে, তাকে দিয়েই এ গোলযোগ সমাধা করা হবে। তার এ পরামর্শে অন্যান্য গোত্র প্রধানরাও রাজি হয়ে গেল। এরপর সবাই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করেছিল।

প্রশ্ন– পরের দিন সকাল বেলা সর্বপ্রথম কা'বা প্রাঙ্গনে কে প্রবেশ করেন?

উত্তর : বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ কে দেখে লোকেরা কী বলাবলি করতে লাগল?

উত্তর : লোকেরা বলল, এ তো দেখছি আমাদের মুহাম্মদ সেতো সত্যবাদী এবং বিশ্বাসভাজন, তাকে আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং তাকেই সমস্যাটি সমাধান করতে দেয়া হোক।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ কীভাবে বিরোধটি মীমাংসা করলেন?

উত্তর : তিনি বড় এক টুকরো কাপড়ের উপর 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরটি রাখলেন। তারপর তিনি সকল গোত্র প্রধানদের ডাকলেন এবং পাথরসহ কাপড়টি নিয়ে যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। এরপর বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ নিজ হাতে পাথরটি তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ কেন 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর চুম্বন করতেন?

উত্তর : ইবরাহীম ও ইসমাঈল -এর পবিত্র হাত ঐ পাথর স্পর্শ করেছিল বলেই তিনি যখন কা'বা ঘর 'তাওয়াফ' করতেন তখনই ঐ পাথর চুম্বন করতেন।

প্রশ্ন– 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর চুম্বন অথবা স্পর্শ করা কি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : না, এটি কোন ইবাদত নয় বরং আল্লাহর ঐশ্বিক আদেশানুযায়ী এটি একটি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শনমাত্র।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর চুম্বন করতে গিয়ে ওমর বিন খাত্তাব (রা) কী বলেছিলেন?

উত্তর : আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র আর কিছুই নও। কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমাকে স্পর্শ করতে (এবং চুম্বন করতে) না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে স্পর্শ (এবং চুম্বন) করতাম না। (সহীহ বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড-এর হজ্জ পর্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস নং ৬৭৫)

প্রশ্ন– হজ্জযাত্রী বা হাজীদের জন্য 'কালো পাথর' চুম্বন করা কী বাধ্যতামূলক?

উত্তর : না, হজ্জ যাত্রীদের জন্য 'কালো পাথর' চুম্বন বাধ্যতামূলক নয়। প্রচণ্ড ভীড়ের সময় অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে বরং দূর থেকে হাতে নির্দেশ করা বা স্পর্শ করাই যথেষ্ট।

ওহী নাযিল

প্রশ্ন– ওহীর সূচনালগ্নে রাসূল ﷺ কোথায় যেতেন?

উত্তর : তিনি হেরা গুহায় নির্জন স্থানে গিয়ে ইবাদতের মধ্যে সময় কাটাতেন।

প্রশ্ন– 'হেরা গুহা' কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : এটি মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে হেরা পর্বতে অবস্থিত। এ হেরা পর্বতকে নূরের পাহাড়ও বলা হয়।

প্রশ্ন– হেরা গুহার আয়তন কত?

উত্তর : এটির দৈর্ঘ্য ৪ গজ এবং প্রস্থ ১.৭৫ গজ।

প্রশ্ন– তিনি কেন সেখানে গমন করতেন?

উত্তর : সৃষ্টি জগতের ওপর ধ্যান করতে যেতেন। অর্থাৎ সেখানে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

প্রশ্ন– তিনি সেখানে কতদিন ছিলেন?

উত্তর : কয়েক রাত তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন।

প্রশ্ন– ওহীর সূচনা হয় কীসের মাধ্যমে?

উত্তর : সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, দিনের বেলা তা সত্য হয়ে দেখা দিত।

প্রশ্ন– এ অবস্থা কতদিন চলছিল?

উত্তর : প্রায় ছয় মাস যাবৎ এভাবে চলছিল।

প্রশ্ন– কখন সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর ওপর ওহী নাযিল হয়?

উত্তর : ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট, ২১ রমযান সোমবার রাতে সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়। তখন রাসূল ﷺ এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

প্রশ্ন– কে ওহী নিয়ে এসেছিলেন?

উত্তর : জিবরাঈল ।

প্রশ্ন– জিবরাঈল (আ)-কে?

উত্তর : তিনি হচ্ছেন প্রধান ফেরেশতা, তিনি নবীদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিতেন। তাকে রুহুল কুদ্দুস এবং রুহুল আমীনও বলা হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ কে কী বললেন এবং রাসূল ﷺ কী উত্তর দিলেন?
উত্তর : তিনি বললেন, "পড়"। তারপর মুহাম্মদ ﷺ বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না"।

প্রশ্ন– অতঃপর জিবরাঈল (আ) কি করলেন?
উত্তর : জিবরাঈল (আ) মুহাম্মদ ﷺ কে ধরে বুকের সাথে খুব জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি মুহাম্মদ ﷺ ঐ চাপ সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। এরপর তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়" এভাবে তিনি তিনবার মুহাম্মদ ﷺ কে ধরলেন এবং বললেন, "পড়"।

প্রশ্ন– এরপর মুহাম্মদ ﷺ কি পড়তে পেরেছেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি পড়তে লাগলেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

প্রশ্ন– অতঃপর রাসূল ﷺ-এর অবস্থা কী হয়েছিল?
উত্তর : তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

প্রশ্ন– সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি খাদিজা (রা)-কে কী বললেন?
উত্তর : তিনি খাদিজাকে বললেন, "আমাকে (কম্বল দিয়ে) জড়িয়ে দাও, আমাকে (কম্বল দিয়ে) জড়িয়ে দাও"।

প্রশ্ন– খাদিজা (রা) কী করলেন?
উত্তর : কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কম্বল দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখলেন।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ কি খাদিজাকে ঘটনাটি বলেছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি খাদিজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং বললেন, খাদিজা! আমি এখন আমার জীবন নিয়ে শঙ্কিত।

প্রশ্ন– খাদিজা (রা) কী বলে রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দিলেন?
উত্তর : খাদিজা বললেন, "আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি একজন সৎ লোক, আপনি আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করেন, অসহায়দের আশ্রয় দেন, গরিব, নিঃস্ব ও অভাবীদের সাহায্য করেন। আপনি অতিথিপরায়ণ"।

(বুখারী : প্রথম ওয়াহী অধ্যায়)

প্রশ্ন– এরপর তিনি তাকে নিয়ে কোথায় গেলেন?
উত্তর : এরপর তিনি রাসূল ﷺ কে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে গেলেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন ওয়ারাকা। তিনি ছিলেন ধর্মশাস্ত্রের একজন পণ্ডিত।

প্রশ্ন– ওয়ারাকা বিন নওফেল কী বললেন?
উত্তর : ওয়ারাকা বিন নওফেল সবকিছু শুনে বললেন, এতো সেই ওহী বহনকারী ফেরেশতা যাকে আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের কাছেও পাঠিয়েছেন। হায়! আমি যদি শক্তিশালী যুবক হতাম। হায়! আমি যদি তখন জীবিত থাকতে পারতাম। যখন আপনার

www.pathagar.com

গোত্রের লোকেরা আপনাকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিবে তখন আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করতাম।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ তখন তাকে কী বললেন?

উত্তর : মুহাম্মদ ﷺ অবাক হয়ে বললেন, "তারা আমাকে কেন বের করে দিবে"?

প্রশ্ন– ওয়ারাকা কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : ওয়ারাকা বললেন, আপনি যা নিয়ে এসেছেন অনুরূপ আপনার পূর্বে যারা এমন কিছু নিয়ে এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের সাথেই এমন শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। আমি যদি সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করব।

প্রশ্ন– ওয়ারাকা কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন– কতদিন যাবৎ ওহী নাযিল বন্ধ ছিল?

উত্তর : দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ ওহী নাযিল বন্ধ ছিল।

প্রশ্ন– হঠাৎ ওহীর সাময়িক বিরতিতে রাসূল ﷺ কী অনুভব করলেন?

উত্তর : তিনি এতটাই কষ্ট অনুভব করলেন যে, অনেক সময় তিনি নিজে নিজেকে পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু সবসময়ই জিবরাঈল এসে হাজির হত এবং বলত: "হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর সত্যিকার রাসূল।" এর ফলে তার আত্মা প্রশান্ত হত এবং তিনি শান্তিতে বাড়ি ফিরে যেতেন।

প্রশ্ন– দ্বিতীয়বার কি ওহী নাযিল হল?

উত্তর : তা হল–

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ . وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ . وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ .

প্রশ্ন– ওহীর প্রকারভেদগুলো অথবা ওহীর নিদর্শনগুলো কী?

উত্তর : ওহীর সাতটি নিদর্শন রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল–

১. সত্য স্বপ্ন। ২. জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-এর হৃদয়মনে অদৃশ্যভাবে ওহী নিক্ষেপ করতেন। ৩. জিবরাঈল (আ) অনেক সময় মানুষের আকৃতিতে রাসূল ﷺ এর কাছে এসে সরাসরি কথা বলতেন। ৪. জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-এর নিকট ক্রমাগত ঘণ্টা বাজার ধ্বনির মতো আসতেন। আর এটা ছিল সবচেয়ে কঠিন আকৃতি। কারণ জিবরাঈল এসে রাসূলকে এমন শক্তভাবে ধরতেন যে অত্যন্ত প্রচণ্ড শীতের দিনেও তার কপাল থেকে ঘাম ঝরত। ৫. রাসূল ﷺ জিবরাঈলকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখতেন। আর তিনি রাসূলের কাছে আল্লাহর বাণী নাযিল করতেন। ৬. রাসূল ﷺ যখন মিরাজে গেলেন তখন আল্লাহ সরাসরি তার ওপর সালাতের নির্দেশ জারি করেন। অর্থাৎ, সালাত ফরয করেন। ৭. ফেরেশতার মধ্যস্থতা ছাড়াই সর্বপ্রথম আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূলের কাছে পৌছানো হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– দ্বিতীয়বার ওহী নাযিলের পর রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : তিনি তার পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন।

প্রশ্ন– সর্বপ্রথম কারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল?
উত্তর : চার জন ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা হলেন– ১. রাসূল ﷺ এর স্ত্রী খাদিজা (রা), ২. রাসূল ﷺ এর ক্রীতদাস যায়িদ বিন হারিছাহ। ৩. রাসূল ﷺ এর চাচাতো ভাই আলী বিন আবু তালিব। ৪. রাসূল ﷺ এর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আবু বকর (রা)।

প্রশ্ন– আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে আর কারা ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : তারা হলেন, উসমান বিন আফফান, যুবাইর বিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ এবং সাঈদ বিন যায়িদ (রা)।

প্রশ্ন– সর্বপ্রথম মহিলাদের মধ্যে কারা ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : তারা হলেন. আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফজল, আবু বকরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস এবং তার মেয়ে আসমা বিনতে আবু বকর এবং ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (ওমরের বোন)।

প্রশ্ন– অন্যান্য আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের নাম কী?
উত্তর : তারা হলেন. বিলাল বিন রাবাহ এবং খাব্বাব বিন আরাত (রা)।

গোপনে ইসলাম প্রচার

প্রশ্ন– শুরুতে ইসলামের প্রচার কীভাবে চলতে লাগল?
উত্তর : মক্কার কাফিররা যেন প্রথমেই ইসলামের প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়, সেজন্য শুরুতে ইসলামের প্রচার গোপনেই চলছিল।

প্রশ্ন– ঐ সময় কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হতো?
উত্তর : প্রাথমিক অবস্থায় দুই রাক'আত করে সকাল ও সন্ধ্যায় সালাত আদায় করা হত।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-কে সালাত শিক্ষা দিলেন কে?
উত্তর : জিবরাঈল (আ) রাসূলকে অযু ও সালাত শিখালেন।

প্রশ্ন– ইসলামের সূচনালগ্নে সর্বমোট কতজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : প্রায় চল্লিশ জন লোক প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন– গোপনে ইসলাম প্রচার কত বছর চলেছিল?
উত্তর : তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার চলেছিল।

প্রশ্ন– গোপনে ইসলাম প্রচার চলাকালে মুসলমানরা কোথায় মিলিত হতো?
উত্তর : মুসলমানরা "দারুল আরকাম" নামক স্থানে গিয়ে মিলিত হতো। সেখানে তারা রাসূল ﷺ এর কাছে ওহীর শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কীভাবে দাওয়াতী কাজ করতেন?
উত্তর : তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে প্রাণপণে ইসলাম প্রচার করতেন এবং ইসলামী মতাদর্শে মানুষের ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূর করার চেষ্টা করতেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– ঐ সময় ঘোষিত ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর : সেগুলো হল– ১. আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ ﷺ কে আল্লাহর নবী বলে সাক্ষ্য প্রদান করা; ২. আল্লাহর নবীদের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাকদীরের প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা। ৩. সৎকাজ করা এবং চুরি ও ব্যভিচারের মতো অসৎ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা ।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন?

উত্তর : তিন বছর পর যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ .

অর্থ– আর তুমি (হে মুহাম্মদ!) তোমার পরিবার-পরিজনকে সতর্ক করে দাও।

(সূরা-২৬ শু'আরা. আয়াত-২১৪)

প্রশ্ন– তিনি কীভাবে প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করলেন?

উত্তর : একদিন বানকুত নামক স্থানে তিনি তার গোত্রের সকলকে এনে হাজির করলেন। কিন্তু আবু লাহাবের প্রচণ্ড বিরোধিতার কারণে সেদিন তিনি কিছুই বলতে পারেননি। পরে তিনি তাদের প্রায় ৪৫ জনের জন্য খাওয়ার আয়োজন করে আবার তাদের দাওয়াত করলেন। রাসূল ﷺ তাদের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে বলেন, মানুষের কাজ কর্মের হিসাবের জন্য একদিন সবাইকে একত্রিত করা হবে এবং হিসাবের পর সবাইকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ তার আন্দোলনকে তথা মিশনকে গতিশীল করার জন্য কী কী করতেন?

উত্তর : তিনি মক্কার জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন, বিশেষ করে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি বেশি আন্তরিক হয়ে গেলেন–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ .

তিনি দাওয়াতী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এমনকি তিনি মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের জন্য বাজারে যেতেন এবং বিভিন্ন মেলা যেমন, উকায এবং যুল মাজাযের মত বড় বড় মেলায়ও যেতেন।

প্রশ্ন– জনসম্মুখে দাওয়াতের প্রভাব কী ছিল?

উত্তর : লোকেরা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল এবং কোরাইশদের নির্মম নির্যাতন সত্ত্বেও তারা ইসলামের ওপর অটল ছিল।

www.pathagar.com

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযা

প্রশ্ন– মু'জিযা কী?

উত্তর : মু'জিযা হচ্ছে এক অলৌকিক বিষয় যা শুধুমাত্র নবীগণই করতে সক্ষম। তারা নিজেরা তা করতে পারে না বরং আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শনের শক্তি দান করেন। মু'জিযা হচ্ছে নবুওয়াতের একটি নিদর্শন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর প্রধান মু'জিযা কী?

উত্তর : আল কুরআন হচ্ছে রাসূল ﷺ এর প্রধান মু'জিযা, যা মানবজাতির জন্য চিরন্তন ঐশী বাণী।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ অন্য কোন মু'জিযা দেখিয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি আরো অনেক মু'জিযা দেখিয়েছেন, কখনও প্রয়োজনে আবার কখনও মানুষের দাবিতে।

প্রশ্ন– মক্কার কাফিররা রাসূলের কাছে কোন মু'জিযার দাবি করেছিল?

উত্তর : তারা রাসূলকে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত করার দাবি করেছিল।

প্রশ্ন– কাফিরদের নিয়মিত পীড়াপীড়িতে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন।

কোরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শুরুর দিকে তার দাওয়াতী কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য কোরাইশরা কী সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ এবং নওমুসলিমদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার নির্যাতন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এ জন্য আবু লাহাবের নেতৃত্বে তারা ২৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন এবং আপোষ-মীমাংসার জন্য তারা রাসূলকে পার্থিব-সুখের প্রলোভন দেখায়।

প্রশ্ন– মক্কার কোরাইশ নেতারা হজ্ব যাত্রীদের কাছে কী প্রচার করে বেড়াচ্ছিল?

উত্তর : হজ্বের মৌসুমে রাসূল ﷺ কে তার দাওয়াতী কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য তারা হজ্জযাত্রীদের মাঝে প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ হলেন একজন যাদুকর, সে পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-বোনে এবং স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাতে খুবই পারদর্শী।

প্রশ্ন– ইসলাম গ্রহণের পর ওসমান বিন আফফানের চাচা তার সাথে কী করল?

উত্তর : সে তাকে খেজুর পাতার মাদুরে মুড়িয়ে তার নিচে আগুন লাগিয়ে দিল।

প্রশ্ন– ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসআব বিন উমাইর (রা)-এর মা তার সাথে কেমন আচরণ করেছিল?

উত্তর : সে তাকে অনাহারে রাখত এবং অবশেষে বাড়ি থেকেই বের করে দিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– উমাইয়া বিন খালফ বিলাল (রা)-এর উপর কীভাবে নির্যাতন করত?
উত্তর : বিলাল (রা) ছিলেন উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস। তাই সে প্রায়ই বিলালকে মারধর করত। অনেক সময় সে তার গলায় রশি বেঁধে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদেরকে দিয়ে মক্কার গলিতে গলিতে তাকে নিয়ে টানা-হেঁছড়া করে ঘুরে বেড়াতো। আবার অনেক সময় তার হাত-পা বেঁধে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর ভারি পাথর দিয়ে রাখত।

ইসলামের চরম শত্রু

আবু জাহেল

প্রশ্ন– আবু জাহেল কে?
উত্তর : আবু জাহেল ছিলেন কুরাইশদের বড় নেতা।

প্রশ্ন– তার প্রকৃত নাম কি ছিল? তাকে কেন আবু জাহেল বলা হত?
উত্তর : তার প্রকৃত নাম ছিল ওমর বিন হিশাম, আর উপনাম ছিল আবুল হাকাম। কিন্তু ইসলামের প্রতি তার শত্রুতাপূর্ণ আচরণের জন্য তাকে আবু জাহেল বলা হত।

প্রশ্ন– আবু জাহেল কেন রাসূল ﷺ এর বিরোধিতা করতেন?
উত্তর : কারণ, রাসূল ﷺ মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন এবং আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর সাথে তার আচরণ কেমন ছিল?
উত্তর : সে রাসূল ﷺ এর সাথে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করত। অধিকাংশ সময়ে সে রাসূলকে অপমান করত, গালি-গালাজ করত, এমনকি মৃত্যুর হুমকি দিত। রাসূল ﷺ কে বিরক্ত করার জন্য সে মানুষকে উস্কানি দিত। আর সে একমাত্র ব্যক্তি যে বিভিন্ন গোত্রের লোকজনকে একত্রিত করে রাসূল ﷺ কে হত্যার প্রস্তাব করেছিল।

প্রশ্ন– কোথায় তাকে হত্যা করা হয়?
উত্তর : বদর যুদ্ধে দু'জন আনসার তরুণ তাকে হত্যা করে।

প্রশ্ন– পরবর্তীতে তার যে ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেন তার নাম কী?
উত্তর : ইকরিমা বিন আবু জাহেল।

প্রশ্ন– নওমুসলিমদের সাথে আবু জাহেল কী করত?
উত্তর : সে যখন শুনত, কোন সম্ভ্রান্ত বংশের উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তখনই সে তাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করত, গোপনে তার বদনাম করত এবং তাকে কঠিন পরিণতির ভয় দেখাত। আর নওমুসলিম যদি সামাজিকভাবে দুর্বল হত, সে তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করত এবং তাকে কঠোর নির্যাতনের উপর রাখত।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ যখন মানুষদের কাছে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন আবু জাহেল কী করলেন?
উত্তর : সে রাসূল ﷺ-এর মাথায় ময়লা নিক্ষেপ করল এবং মানুষদেরকে বলল, "তোমরা তার কথা শুনবে না। সে তোমাদেরকে লাত, মানাত এবং উযযার পূজা থেকে বিরত রাখতে চায়"। এ কারণে রাসূল ﷺ এর চলার পথে পাথর ও ময়লা নিক্ষেপ করত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কে হত্যার জন্য আবু জাহেল অন্য আরেকটি দিনে কী করেছিল?

উত্তর : একবার সে শপথ করল যে, সে রাসূল ﷺ এর মুখমণ্ডলে ময়লা নিক্ষেপ করবে এবং পা দিয়ে তার গলা চেপে ধরবে। এ কাজ করার জন্য সে সামনে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ ফিরে আসল এবং হাত দিয়ে নিজেকে কোন জিনিস থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, "আমি একটি আগুনের পরিখা ও কিছু ডানা দেখতে পেলাম।" পরবর্তীতে রাসূল ﷺ বললেন, "সে যদি আরেকটু অগ্রসর হত তাহলে জিবরাঈল তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক ছিন্ন ভিন্ন করে দিত।"

আবু লাহাব

প্রশ্ন– আবু লাহাব কে?

উত্তর : আবু লাহাব ছিল রাসূল ﷺ এর চাচা এবং মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় নেতা।

প্রশ্ন– আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল কে?

উত্তর : তার স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন আওরায়া বিনতে হারব। তার উপনাম ছিল উম্মে জামীল।

প্রশ্ন– আবু লাহাবের প্রকৃত নাম ছিল কী?

উত্তর : তার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল উযযা বিন আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর চাচা হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু। মুসলমানদের উপর নির্যাতন তীব্রতর করার প্রস্তাব সে ই রেখেছিল।

প্রশ্ন– তার স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূল ﷺ এর সাথে কেমন আচরণ করত?

উত্তর : স্বামীর মতো সেও রাসূল ﷺ এর সাথে ঘৃণা ও শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করত। রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সে রাসূল ﷺ এর বাড়ির সামনে প্রায়ই ময়লা-আবর্জনা ও কাটা বিছিয়ে রাখত।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ সম্পর্কে মানুষের কাছে আবু লাহাব কী বলত?

উত্তর : ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন আবু লাহাব প্রকাশ্যে বলত, "হে মানুষেরা! তোমরা তার কথা শুনবে না কারণ সে একজন মিথ্যাবাদী ও ধর্মত্যাগী।"

প্রশ্ন– কে রাসূল ﷺ এর মাথা থেকে এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করতেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর মেয়ে ফাতিমা (রা)।

প্রশ্ন– উকবা কি রাসূল ﷺ কে মারার চেষ্টা করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, সে রাসূল ﷺ এর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করেছিল।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কে বাঁচানোর জন্য কে এগিয়ে এসেছিল?

উত্তর : আবু বকর (রা) রাসূলকে বাঁচাতে এলেন। তিনি উকবাকে শক্তভাবে ধরে ধাক্কা মেরে রাসূল ﷺ থেকে তাকে আলাদা করে দিলেন।

প্রশ্ন– আবু বকর (রা) তাকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "তুমি কি এ কারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যে বলে তার পালনকর্তা আল্লাহ।"

www.pathagar.com

প্রশ্ন– উকবার কী পরিণতি হয়েছিল?

উত্তর : বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়। পরে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে সাফরা নামক স্থানে আলী বিন আবি তালিব তাকে হত্যা করে।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

প্রশ্ন– কখন কোরাইশদের নির্যাতন শুরু হয়?

উত্তর : নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শেষ দিকে শুরু হয় কোরাইশদের নির্যাতনের ধারা।

প্রশ্ন– মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের কারণ কী ছিল?

উত্তর : কোরাইশদের নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধির কারণেই মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন– মুসলমানরা কখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন?

উত্তর : নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে।

প্রশ্ন– সরাসরি হিজরতকে নির্দেশ করে কুরআনের কোন সূরা নাযিল হয়?

উত্তর : সূরা আয-যুমার।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কেন মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেয়ার কারণ হল তিনি জানতেন আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ, তিনি মুসলমানদের কোন ক্ষতি করবেন না।

প্রশ্ন– আবিসিনিয়ার রাজার নাম ও উপাধি কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর সময়কালে আবিসিনিয়ার রাজা ছিলেন "আসহামা"। আর আবিসিনিয়ার রাজাদের উপাধি ছিল 'নাজ্জাশী'।

প্রশ্ন– মুসলমানদের প্রথম দল কখন আবিসিনিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হন?

উত্তর : নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে রজব মাসে।

প্রশ্ন– প্রথম দলে কতজন লোক ছিলেন?

উত্তর : এ দলে ১২ জন পুরুষ ও চারজন মহিলা ছিলেন।

প্রশ্ন– তাদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন কে?

উত্তর : উসমান বিন আফফান এবং তাঁর স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়া (রা)

প্রশ্ন– এ দম্পতি সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, লূত ও ইবরাহীম (আ)-এর পর এরাই আল্লাহর পথে হিজরতকারী প্রথম দম্পতি।

প্রশ্ন– মুসলমানদের চলে যাওয়ার খবর শুনে কোরাইশরা কী আবিসিনিয়ায় তাদের কোন লোক পাঠিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা খুব দ্রুত মুসলমানদের পিছনে তাদের লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা মুহাজিরদেরকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে আটক করতে পারেনি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– মুহাজিরদের দ্বিতীয় দল কখন আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন?

উত্তর : ঐ বছরেই (নবুওয়াতের ৫ম বছরে)।

প্রশ্ন– দ্বিতীয় দলে কতজন লোক ছিল?

উত্তর : ঐ দলে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন– ঐ দলে বিখ্যাত সাহাবী কে ছিলেন?

উত্তর : জাফর বিন আবু তালিব।

প্রশ্ন– কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা অতি দ্রুত আমর বিন আল আস ও আব্দুল্লাহ বিন রাবি'আকে দূত হিসেবে আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদেরকে ফেরত দেয়ার দাবি নিয়ে পাঠাল।

প্রশ্ন– দূতেরা তাদের সাথে কী নিয়ে গেল?

উত্তর : তারা রাজা ও তার সভাসদদের জন্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে গেল।

প্রশ্ন– তারা কী দাবি করল?

উত্তর : তারা দাবি করল যে, মুসলিম শরণার্থীদের আবিসিনিয়া থেকে বহিস্কার করতে হবে এবং তাদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে আর এ আবেদন পেশ করার জন্য তাদের ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন– নাজ্জাশী কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুসলমানদেরকে তার দরবারে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে বললেন।

প্রশ্ন– মুসলমানদের পক্ষে কে কথা বললেন?

উত্তর : জাফর বিন আবু তালিব।

প্রশ্ন– নাজ্জাশীর দেশে হিজরতের কারণ কি তিনি রাজাকে বলেছিলেন?

উত্তর : হ্যা, তিনি বললেন, সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কোরাইশরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা চেয়েছিল মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদত বর্জন করে মূর্তিপূজায় ফিরে আসুক। কোরাইশদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তারা মুসলমানদের উপর অনেক অত্যাচার করে। তাদের কাছে নিরাপত্তা খুঁজে না পেয়ে শান্তিতে নিরাপদে রাজার অধীনে থাকার আশায় তারা তার দেশে আসলেন।

প্রশ্ন– জাফরের কথাবার্তায় রাজার ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল?

উত্তর : তার বক্তৃতায় রাজার মনকে অনেক প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতে বললেন।

প্রশ্ন– জাফর (রা) কি কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি সূরা মারইয়ামের প্রথম থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে রাজাকে শুনালেন। আর ঐ আয়াতগুলোতে ইয়াহিয়া ও ঈসার জন্মের কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– কুরআনের আয়াত শুনে নাজ্জাশী রাজা কী বললেন?
উত্তর : তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে ঐ বাণী যেন ঈসা এর ওপর নাযিলকৃত বাণী যা একই উৎস থেকে আলোর কিরণ বিকিরণ করছে।

প্রশ্ন– রাজা কোরাইশদের সে হতাশ দূতদ্বয়কে কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন, আমি শঙ্কিত তাই আমি এ শরণার্থীদের তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারব না। তারা আমার রাজ্যে স্বাধীন, তারা যেভাবে খুশি সেভাবে থাকতে পারে এবং ইবাদত করতে পারে।

প্রশ্ন– পরের দিন রাজার কাছে ঐ দূতদ্বয় কী বললেন?
উত্তর : তারা বলল, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরা ঈসাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

প্রশ্ন– রাজা কী করলেন?
উত্তর : তিনি আবারও মুসলমানদেরকে তার দরবারে হাজির করলেন এবং ঈসার সম্পর্কে তাদের মন্তব্য জানতে চাইলেন।

প্রশ্ন– মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কে এবং তিনি কী বললেন?
উত্তর : জাফর (রা) আবারও মুসলমানদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের রাসূল ﷺ আমাদেরকে ঈসা সম্পর্কে যা বলেছেন আমরাও তাই বলি তিনি বলেছেন ঈসা (আ) হলেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল তিনি তার আত্মা ও তার বাণী কুমারী মারইয়ামের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন।

প্রশ্ন– একথা শুনে রাজা কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন, আমরাও তাই বিশ্বাস করি। তোমাদের ওপর এবং তোমাদের রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন– মুসলমানদেরকে তিনি কী নিশ্চিত করলেন?
উত্তর : তিনি মুসলমানদেরকে তার পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলেন।

প্রশ্ন– তারপর তিনি কী করলেন?
উত্তর : তারপর তিনি কোরাইশদের দূতদ্বয়ের আনা উপহার সামগ্রী ফিরিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন– আবিসিনিয়ায় মুসলমানরা কীভাবে বসবাস করেছিল?
উত্তর : খায়বার বিজয়ের সময় মদিনায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা আবিসিনিয়ায় কয়েক বছর সুখে-শান্তিতে বসবাস করেছিল।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

প্রশ্ন- কারা কারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন?
উত্তর : নারীদের মধ্যে খাদিজাতুল কোবরা (রা), পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা), ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ ইবনে হারিছা (রা) এবং বালকদের মধ্যে আলী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

১. ওমর বিন খাত্তাব (রা) : ২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর শশুর ছিলেন।

www.pathagar.com

২. বিলাল বিন রাবাহ (রা) : তিনি যখন নির্যাতনের সম্মুখিন হতেন কেবল "আহাদ আহাদ" (আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়) বলতেন। তিনি ছিলেন হুমাইয়া বিন খালফের কৃতদাস।

৩. ইয়াসির (রা) : তিনি ছিলেন আবু জাহেলের কৃতদাস– ইয়াসিরের স্ত্রী ছিল সুমাইয়া (রা) যিনি ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ। ইয়াসিরের পরিবারকে আল্লাহর রাসূল ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

৪. যায়িদ বিন হারিছাহ (রা) : তিনিও ছিলেন একজন কৃতদাস– খাদিজা (রা) রাসূল ﷺ-কে হাদিয়া হিসেবে তাকে দান করেন। তিনি মুতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৫. জাফর বিন আবু তালিব (রা) : তিনি ছিলেন আলী (রা)-এর বড় ভাই। তিনি মুতার যুদ্ধে দুটি হাত হারিয়ে শাহাদত বরণ করেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে সম্বোধন করে বললেন– এ দুটি হাতের বদলে জান্নাতে জাফরকে দুটি ডান দান করা হয়েছে। এ জন্য তাকে তাইয়ার বলা হয়।

৬. আলী বিন আবু তালিব (রা) : আলী (রা) কেবারে কম বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা। তিনি অনেক যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছেন।

৭. খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা) : তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা। রাসূল ﷺ থেকে তার বয়স ছিল ১৫ বছর বেশি। রাসূল ﷺ ছিলেন তার তৃতীয় স্বামী এরপর খাদিজার গর্বে রাসূল ﷺ-এর দুই জন ছেলে এবং চার জন মেয়ে জন্ম লাভ করেন। যে বছর খাদিজা (রা) ইন্তেকাল করেন ঐ বছরটাকে দুঃখের বছর বলা হয়।

৮. সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) : তিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে রাসূল ﷺ-কে চারদিক থেকে রক্ষা করেন এবং প্রায় ১০০টি তির নিক্ষেপ করেন। রাসূল ﷺ তার সাহসিকতার প্রশংসায় বললেন– আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হক।

৯. আবু বকর সিদ্দীক (রা) : আবু বকর রাসূল ﷺ-এর শ্বশুর এবং ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন। হিজরতের মহান সাথী আবু বকর (রা) জান্নাতের ১০ সুসংবাদ প্রাপ্তদের প্রধান।

১০. উসমান বিন আফফান (রা) : উসমান (রা) ইসলামের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। তিনি রাসূল ﷺ-এর দুই কন্যা রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুম (রা) এদের বিয়ে করার মাধ্যমে "জুননুরাইন" উপাধি লাভ করেন। তিনি জন্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের তৃতীয়।

১১. হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) : তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর চাচা। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করে বদর ওহুদসহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইসলামের পতাকাকে শক্তিশালী করেন। ওহুদের যুদ্ধে "ওয়াহশী" কর্তৃক শাহাদত বরণ করেন। অবশ্য ওয়াহশী পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন ধন্য হন।

www.pathagar.com

মক্কী জীবনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

প্রশ্ন– মক্কী জীবনে ইসলামের ক্রমোন্নতির পর্যায়ে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলো কী ছিল?

উত্তর : নীতিমালাগুলো হল, 'তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদ) "সৎ কাজ করা" এবং "অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা।" (পরিত্যাগ করা)।

প্রশ্ন– ইসলাম বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

প্রশ্ন– ঈমান কী?

উত্তর : ঈমান হলো– ১. অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. মুখে স্বীকার করা এবং ৩. বাস্তবে তা প্রয়োগ করা।

প্রশ্ন– ঈমানের দফা কয়টি? কোন কোন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়?

উত্তর : ঈমানের ছয়টি দফা রয়েছে– ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান; ২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান; ৩. আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি ঈমান; ৪. আল্লাহর রাসূলদের ওপর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান; ৫. শেষ দিনের প্রতি ঈমান; ৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

প্রশ্ন– আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বলতে বোঝায়, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং তিনিই একমাত্র রব যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ। সবকিছু তার মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। সবচেয়ে উত্তম নামসমূহ এবং যাবতীয় সকল গুণাবলীর মালিক তিনি।

প্রশ্ন– ফেরেশতা কারা?

উত্তর : ফেরেশতারা নূরের তৈরি। তারা আল্লাহর অনুগত দাস। তাদের যা আদেশ করা হয় তারা তাই পালন করেন। তাদের দৈহিক কোন চাহিদা যেমন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিবাহের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন– কিতাবসমূহের প্রতি এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির কাছেই নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ ﷺ হলেন শেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ তা'আলা ধর্মগ্রন্থও পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআন হল সর্বশেষ গ্রন্থ।

প্রশ্ন– কখন সালাত ফরয হয়?

উত্তর : ওহীর সূচনালগ্নে সালাত ফরয হয়।

প্রশ্ন– শুরুতে সালাত কত রাকাত ছিল?

উত্তর : শুরুতে সালাত ছিল দুই রাক'আত করে যা সকাল ও সন্ধ্যায় যথাসময়ে আদায় করা হতো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন?

উত্তর : তাহলো. 'শিরক' (আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা)।

প্রশ্ন– মুশরিকদের ভালো কাজগুলো কি আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে?

উত্তর : কখনো না, যখন কোনো ভালো কাজের সাথে শিরক মিশ্রিত হয় তখন তা গ্রহণ করা হয় না।

আবু তালিব ও রাসূল ﷺ এর সাথে কোরাইশদের বৈঠক

প্রশ্ন– কোরাইশরা কেন মুহাম্মদ ﷺ এর দাওয়াতী কাজে বিরোধিতা করত?

উত্তর : কারণ তিনি মূর্তিপূজা অপছন্দ করতেন এবং মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হুকুম করতেন। তিনি বিচার দিবসের প্রতিও মানুষদেরকে সতর্ক করতেন যেদিন সকল মানুষকে তাদের স্বীয় কাজের হিসাব দিতে হবে।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কে দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখতে প্রথমে তারা কী করল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ-এর চাচা আবু তালিবের কাছে আসল এবং বলল. "হে আবু তালিব! আমাদের মধ্যে আপনি একজন সম্মানিত লোক। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ আমাদের পূর্বপুরুষ, বাপদাদা ও আমাদের দেবতাদেরকে গালিগালাজ করবে এবং আমাদেরকে বিপথগামী করবে আমরা তা মোটেও সহ্য করতে পারব না। তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখুন না হয় আমাদের নিকট হস্তান্তর করুন। আমরা আপনাকে তার থেকে মুক্ত করে দেব। কেননা আমরা যেমন তার বিরোধী আপনিও তেমনি তার বিরোধী।

প্রশ্ন– আবু তালিব কী করলেন?

উত্তর : তিনি ভদ্রভাবে তাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

প্রশ্ন– মক্কার পৌত্তলিকগণ দ্বিতীয় বৈঠকে আবু তালিবের কাছে কী চাইলেন?

উত্তর : তারা চাইলেন তার ভাতিজার কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে। নইলে তারা তার কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে শক্তি প্রয়োগ করবে।

প্রশ্ন– আবু তালিব কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদকে ডেকে আনলেন এবং কাফিররা যা বলে গেল তা বললেন। তিনি তাকে এ কথাও বললেন, আমার উপর এমন কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না যা আমি সইতে পারব না।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কী জবাব দিলেন?

উত্তর : তিনি জবাব দিলেন. "চাচাজান! আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় আর এ কাজ পরিত্যাগ করতে বলে, তবুও আমি আমার কাজ পরিত্যাগ করতে পারব না। যে পর্যন্ত না বিজয় আসে প্রয়োজনে সে প্রচেষ্টায় আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিব।" এরপর তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে উঠে চলে গেলেন। কিন্তু আবু তালিব তাকে ডাকলেন এবং বললেন, "যাও এবং তুমি যা ভালো মনে কর তা প্রচার কর। আল্লাহর কসম আমি কখনো তোমাকে কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করব না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– কোরাইশরা তৃতীয় বৈঠকে আবু তালিবকে কী প্রস্তাব করেছিল?

উত্তর : তারা আবু তালিবের কাছে প্রস্তাব করল. ওমর বিন ওয়ালিদের বিনিময়ে মুহাম্মদকে তাদের হাতে অর্পণ করতে এবং গোপনে তারা মুহাম্মদকে ﷺ হত্যা করে ফেলবে।

প্রশ্ন– আবু তালিব জবাবে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "এটা আসলেই একটি অন্যায় চুক্তি যে, তোমরা তোমাদের ছেলেকে লালন পালন করতে আমাকে দিবে, আর আমি আমার ভাতিজাকে হত্যা করতে তোমাদেরকে দিব।" আল্লাহর কসম! এটা কখনো সম্ভব নয়। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।"

প্রশ্ন– কোরাইশদের পক্ষ থেকে কে রাসূল ﷺ এর কাছে আপোষের প্রস্তাব নিয়ে সাক্ষাত করেছিল?

উত্তর : উতবা বিন রাবি'আহ।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কে তিনি কী প্রস্তাব করলেন?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদ ﷺ কে বললেন, "হে মুহাম্মদ! সমগ্র গোত্রের মধ্যে তুমি হচ্ছ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তুমি তোমার জাতিকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। তুমি তাদেরকে বিপথগামী ও নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করেছ। তুমি তাদের দেবতাদের অপমান করেছ। সে জন্য আমার কথা শোন যা আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং ভেবে দেখ, যদি তার কোন একটা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তুমি যা চাও তা যদি ধন-সম্পদ হয়ে থাকে, আমরা তোমার জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে তোমার ভাগ্য খুলে দিব, যাতে তুমি আমাদের সকলের চেয়ে ধনবান হতে পার। আর যদি তুমি সম্মান চাও, আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দিব। আর যদি তুমি ক্ষমতা চাও, আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে দিবো; আর তোমাকে যদি কোন জ্বীন বা ভূত ধরে থাকে তাহলে বল আমরা আমাদের সম্পদ দিয়ে তোমার চিকিৎসা চালিয়ে যাব, যে পর্যন্ত না তুমি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠ।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কীভাবে উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি পবিত্র কুরআনের হা-মীম-আস সাজদার ১ থেকে ১৩ নং আয়াত পর্যন্ত উতবার কাছে তিলাওয়াত করলেন।

প্রশ্ন– কুরআনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উতবার মন কি প্রভাবিত হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি কুরআনের ভাষার সৌন্দর্যে অবাক হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন– তার মুখমণ্ডলের ভাব প্রকাশে পরিবর্তন দেখে তার সাথীরা কী বলল?

উত্তর : তারা অবাক হয়ে বলতে লাগল, "মুহাম্মদ ﷺ তোমার ওপর যাদু-মন্ত্র নিক্ষেপ করেছে।"

প্রশ্ন–. উতবা পুনরায় কী বললেন?

উত্তর : তিনি পুনরায় বললেন, "আমি এমন এক বাণী শুনে এলাম যা আমি আর কখনো শুনিনি। এটি কবিতাও নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষীর কথাও নয়। এখন আমি যা বলি তা কর। তাকে তার পথে অগ্রসর হতে দাও। যদি অন্য আরবরা তাকে হত্যা করে, তাহলে তোমরা তার থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আর সে যদি ক্ষমতা লাভ করে, তাহলে তার ক্ষমতা মানে আমাদের শক্তি।"

www.pathagar.com

সামাজিক বয়কট

প্রশ্ন– কখন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট শুরু করে এবং কখন তা শেষ হয়?

উত্তর : সামাজিক বয়কট শুরু হয়েছিল নবুওয়াতের সপ্তম বছর এবং শেষ হয় নবুওয়াতের দশম বছরে। তিন বছর যাবৎ এটি স্থায়ী ছিল।

প্রশ্ন– এ বয়কটের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : বয়কটের পেছনে কারণ ছিল, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ওমর ও হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং কোরাইশরা রাসূল ﷺ-কে আপোষের যে প্রস্তাব করেছিল রাসূল ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করার কারণে কোরাইশরা সামাজিক বয়কটের ঘোষণা দেয়।

প্রশ্ন– বয়কট চুক্তিটি কী ছিল?

উত্তর : চুক্তিটি ছিল, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব যে পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ কে কোরাইশদের হাতে হস্তান্তর করতে রাজি না হবে অথবা তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত না হবে সে পর্যন্ত তাদের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য, লেনদেন, বিয়ে শাদী, পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত এমনকি কোন কথাবার্তাও নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন– চুক্তিনামাটি কে লিখেছিল?

উত্তর : চুক্তি নামাটি লিখেছিল বাগীদ বিন আমির।

প্রশ্ন– কোরাইশরা চুক্তিনামাটি কোথায় ঝুলিয়ে ছিল?

উত্তর : তারা এটি কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে ছিল।

প্রশ্ন– বাগীদ বিন আমিরের কী পরিণতি হল?

উত্তর : রাসূল ﷺ তার ওপর আল্লাহর গযবের (অভিশাপের) দোয়া করলেন। এর ফলে সে হাতে যে চুক্তিনামাটি লিখেছিল তার সে হাতটি অবশ হয়ে গেল।

প্রশ্ন– বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ আবু তালিবকে কোথায় বন্দী করা হয়?

উত্তর : বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ আবু তালিবকে মক্কার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত "শি'আবে আবু তালিব" নামক উপত্যকায় বন্দী করা হয়। সেখানে তাকে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ থাকতে হয়েছিল।

প্রশ্ন– 'শি'আবে আবু তালিব' উপত্যকায় মুসলমানদের কী দশা হয়েছিল?

উত্তর : তারা উপত্যকায় মারাত্মক কষ্ট ভোগ করেছেন। তাদেরকে সেখানে গাছের পাতা খেতে হয়েছিল এবং পশুর শুকনো চামড়া রান্না করে ঝোল বানিয়ে খেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর নিরাপত্তার জন্য আবু তালিব কেমন নজর রাখতেন?

উত্তর : যখনই লোকেরা ঘুমাতে যেতেন, তখনই তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর বিপদ হতে পারে এ আশংকায় বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে বলতেন তুমি তোমার বিছানা পরিবর্তন করে ঘুমাও।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– কখন এবং কে প্রথম বয়কট চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেন?

উত্তর : নবুওয়াতের দশম বছরের মুহাররম মাসে হিশাম বিন আমর সর্বপ্রথম বয়কট চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেন। এছাড়া তিনি প্রায় সময় 'আবু তালিব' উপত্যকায় আটক লোকদের জন্য খাবার সরবরাহ করতেন। একরাতে তিনি গোপনে যুহাইর বিন আবু উমাইয়া মাখযুমীর নিকট গেলেন এবং বয়কট চুক্তি তুলে নেয়ার জন্য পাঁচ জনের একটি দল গঠন করলেন।

প্রশ্ন– ঐ পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন কারা?

উত্তর : তারা ছিলেন. ১. হিশাম বিন আমর, ২. যুহাইর বিন আবু উমাইয়া, ৩. মুত'ইম বিন আদি আবুল বোখতারি এবং ৫. যামা বিন আসওয়াদ।

প্রশ্ন– তারা কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তারা সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের সভাস্থলে মিলিত হয়ে সামাজিক বয়কটের বিরুদ্ধে তারা তাদের মিশন অভিযান শুরু করবেন।

প্রশ্ন– সেখানে বিপুলসংখ্যক লোকদের উদ্দেশ্যে যুহাইর কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন. "তোমরা কি সন্তুষ্ট যে, তোমরা খাবার, পানি, পোশাক এবং বিয়ে শাদী করতে পারছ। অপরদিকে সামাজিক বয়কটের কারণে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা কত কষ্ট ভোগ করছে?"

প্রশ্ন– আবু জাহেল কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, চুক্তিনামা কখনো বাতিল করা হবে না।

প্রশ্ন– যামাহ্ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. চুক্তিনামাটি জনগণের সমর্থন ছাড়াই লিখা হয়েছে। তাই ঐ চুক্তিনামা আমরা মানি না।

প্রশ্ন– আবু তালিব ঐ সময়ে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, এ মর্মে তার ভাতিজার কাছে ওহী এসেছে যে, 'বিসমিল্লাহ' بِسْمِ اللّٰهِ। ছাড়া চুক্তিনামার সকল শব্দ উইপোকা খেয়ে ফেলেছে।

প্রশ্ন– মক্কার নেতাগণ কি ঐ প্রস্তাবে রাজি ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা ঐ প্রস্তাবে রাজি ছিলেন এবং মুত'ইম বিন আদি কাবার দেয়াল থেকে চুক্তিনামাটি নিয়ে আসলেন।

প্রশ্ন– মক্কার নেতাগণ কি বয়কট চুক্তি বাতিলের পক্ষে ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা সবাই বয়কট চুক্তি বাতিলের পক্ষে ছিলেন। এমনকি মুত'ইম বিন আদি নিজে গিয়ে চুক্তিনামাটি এনে ছিড়ে ফেললেন।

প্রশ্ন– তারা কী উদঘাটন করল?

উত্তর : তারা উদঘাটন করল যে, "বিসমিল্লাহ" শব্দটি ছাড়া চুক্তিনামার বাকি সকল শব্দ উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে।

www.pathagar.com

দুঃখের বছর

প্রশ্ন– কেন নবুওয়াতের দশম বছরকে 'আমুল হুযন "দুঃখের বছর" বলা হয়ে থাকে?

উত্তর : কারণ এ বছর আবু তালিব ও খাদিজা (রা) উভয়ই ইন্তিকাল করেন, যারা রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, তিনিও তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাদের মৃত্যু রাসূল ﷺ এর জন্য ছিল অত্যন্ত দুঃখ ও হতাশার কারন।

প্রশ্ন– আবু তালিব কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : সামাজিক বয়কট চুক্তি তুলে নেয়ার ছয় মাস পর ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াতের দশম বছরের রজব মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন– তার মূল নাম কী ছিল?

উত্তর : তার আসল নাম ছিল 'আবদ মানাফ' কিন্তু তার বড় ছেলে তালিবের নামেই তিনি আবু তালিব (তালিবের বাবা) নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ শেষ মুহূর্তেও কি তাকে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন. "চাচাজান! আপনি শুধুমাত্র একবার বলুন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' তাহলে আমি আল্লাহর কাছে শপথ করে সাক্ষ্য দিব আপনি একজন মু'মিন।"

প্রশ্ন– আবু তালিবের মৃত্যু শয্যায় আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া তাকে কী বললেন?

উত্তর : তারা তাকে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর অটল থেকে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বললেন।

প্রশ্ন– আবু তালিব কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : না, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

প্রশ্ন– কাফির হিসেবে আবু তালিবের মৃত্যুতে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি নাছোড়বান্দার মত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব, যে পর্যন্ত আমাকে তা করতে নিষেধ করা না হয়।"

প্রশ্ন– এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর প্রতি কুরআনের কোন আয়াতটি নাযিল হয়?

উত্তর : আয়াতটি হল –

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْآ اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

(সূরা–৯ তাওবা, আয়াত-১১৩)

www.pathagar.com

প্রশ্ন– এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর কাছে অন্য কোন আয়াতটি নাযিল হয়?

উত্তর : আয়াতটি হলো–

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

অর্থ– তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেও তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে। (সূরা-২৮ কাসাস, আয়াত-৫৬)

প্রশ্ন– আবু তালিব রাসূল ﷺ কে কত বছর আশ্রয় দিয়েছিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর বাল্যকাল থেকে শুরু করে আবু তালিবের মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত প্রায় ৪২ বছর তিনি রাসূল ﷺ কে আশ্রয় দেন।

প্রশ্ন– আবু তালিবের মৃত্যুর পর কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ এর প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে দিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

প্রশ্ন– খাদিজা (রা) কখন ইনতিকাল করেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পর নবুওয়াতের দশম বছরের রমজান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর দাওয়াতি মিশনের সময় কি তিনি কোনো দুঃখ-কষ্টের শরীক হয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং সবসময় ধৈর্যধারণ করতেন।

প্রশ্ন– খাদিজা (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ এর প্রশংসার উক্তি কেমন ছিল?

উত্তর : নিম্নোক্ত ভাষায় তিনি খাদিজা (রা)-এর প্রশংসা করতেন, রাসূল ﷺ বলতেন "যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন খাদিজাই আমার একমাত্র বিশ্বাসী ছিল; যখন অন্যরা আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল, তখন সে আমাকে নবী হিসেবে মেনে নিল; যখন লোকেরা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল তখন সে আমাকে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে সাহায্য করল।"

প্রশ্ন– ঐ একই বছরে অন্য যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল তা কী?

উত্তর : ঘটনাটি হল– রাসূল ﷺ এর সাথে সাওদাহ বিনতে যাম'আহ (রা)-এর বিবাহ।

প্রশ্ন– কখন তিনি সাওদাহ (রা)-কে বিয়ে করেন?

উত্তর : খাদিজা (রা)-এর মৃত্যুর ছয় মাস পর নবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে তিনি তাকে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন– সাওদাহ (রা) কি বিধবা ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ছিলেন একজন বিধবা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– তার পূর্ববর্তী স্বামী কে ছিলেন এবং তিনি কখন ইনতিকাল করেন?

উত্তর : তার পূর্ববর্তী স্বামী ছিলেন, সাকরান বিন আমর (রা)। তিনি দ্বিতীয়বার সাওদাহর সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে ফেরার সময় ইনতিকাল করেন।

প্রশ্ন– ইসলামের কারণে সাওদাহ (রা)-কেও কি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তাকেও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন– তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : দাওয়াতের সূচনালগ্নেই সাওদাহ ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন– তার পূর্বের স্বামীও কি ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, সাওদাহর অনুপ্রেরণায় তিনি স্বাচ্ছন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন– ঐ একই মাসে ঘটে যাওয়া অন্য ঘটনাটি কী ছিল?

উত্তর : তাহলো, রাসূল ﷺ এর সাথে আয়েশা (রা)-এর বিবাহ চুক্তি।

প্রশ্ন– তখন আয়েশার বয়স কত ছিল?

উত্তর : তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।

নোট. এ বয়স নিয়ে মতনৈক্য আছে।

প্রশ্ন– কখন রাসূল ﷺ এর সাথে আয়েশা (রা)-এর বাসর হয়?

উত্তর : হিজরী প্রথম বছরের শাওয়াল মাসে মদিনায় হিজরতের পর তাদের বাসর হয়। তখন আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল নয় বছর।

ইসরা ও মিরাজ

প্রশ্ন– 'ইসরা' মানে কী?

উত্তর : ইসরা অর্থ হল– রাত্রিকালীন ভ্রমণ। রাসূল ﷺ এর মক্কা থেকে জেরুসালেমে রাত্রিকালীন সফরকে ইসরা বলে।

প্রশ্ন– 'মিরাজ' মানে কী?

উত্তর : মিরাজ মানে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ। জেরুসালেমের মাসজিদে আকসা থেকে জান্নাত পর্যন্ত রাসূল ﷺ এর ভ্রমণকেই মিরাজ বলা হয়।

প্রশ্ন– কখন এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল?

উত্তর : এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবুওয়াতের দশম বছরের রজব মাসের ২৭ তারিখে।

প্রশ্ন– মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ কোথায় ছিলেন?

উত্তর : ঐ রাতে তিনি তার চাচাতো বোন আবু তালিবের মেয়ে হিন্দার ঘরে ছিলেন। হিন্দা উম্মে হানি নামে সুপরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন– মিরাজের শুরুতে রাসূল ﷺ এর কী ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : হঠাৎ জিবরাঈল এসে তার বুক চিড়ে রূহ বের করে আনলেন এবং তা যমযম কূপের পানি দিয়ে ভালোভাবে ধৌত করলেন। এরপর এটিকে পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কীভাবে মক্কা থেকে জেরুসালেম ভ্রমণ করলেন?
উত্তর : তিনি বিদ্যুতের ন্যায় 'বোরাক' নামক স্বর্গীয় ঘোড়ায় আরোহণ করে মক্কা থেকে জেরুসালেমে ভ্রমণ করেন।

প্রশ্ন– এ ভ্রমণে রাসূল ﷺ এর সঙ্গী হয়েছিলেন কে?
উত্তর : প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল ।

প্রশ্ন– জেরুসালেমের মাসজিদুল আকসায় গিয়ে রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন, নেমে ঘোড়াটিকে মসজিদের গেইটের একটি বৃত্তের মধ্যে বাঁধলেন এবং সালাতে নবীদের ইমামতি করলেন।

প্রশ্ন– এরপর রাসূল ﷺ কোথায় গেলেন?
উত্তর : তিনি জিবরাঈলের সঙ্গে জান্নাতে আরোহণ করলেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে জান্নাতে অন্যান্য নবীদের কি দেখা হয়েছিল?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি প্রথম জান্নাতে দেখা করেন, মানব জাতির আদি পিতা আদম -এর সঙ্গে; দ্বিতীয় জান্নাতে দেখা করেন ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের সঙ্গে; তৃতীয় জান্নাতে দেখা করেন, ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গে; চতুর্থ জান্নাতে দেখা করেন, ইদ্রিস (আ)-এর সঙ্গে; পঞ্চম জান্নাতে দেখা করেন; হারুন (আ)-এর সঙ্গে, ষষ্ঠ জান্নাতে দেখা করেন; মূসা (আ)-এর সঙ্গে এবং সপ্তম জান্নাতে দেখা করেন ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে।

প্রশ্ন– 'বাইতুল মামুর' কী এবং এটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : 'বাইতুল মামুর' হল পবিত্র কাবা ঘরের মতই একটি ঘর যা 'সিদরাতুল মুনতাহায়' অবস্থিত। মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ কে তা দেখানো হয়েছে যার দেখাশুনার জন্য প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন এবং শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত তারা এ কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

প্রশ্ন– মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ এর ওপর প্রথম কত ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়?
উত্তর : প্রথমে প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ যখন মূসাকে ৫০ ওয়াক্ত সালাতের কথা বললেন, তখন মূসা কী বললেন?
উত্তর : মূসা (আ) মুহাম্মদ ﷺ কে বললেন, আপনার উম্মতরা এত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং সালাতের ওয়াক্ত কমানোর জন্য আবেদন করুন।

প্রশ্ন– মুহাম্মদ ﷺ কী করলেন?
উত্তর : নবী মুহাম্মদ (ﷺ) জিবরাঈলকে সাথে করে আল্লাহর কাছে গেলেন আল্লাহ দয়া করে ৫ ওয়াক্ত সালাতে নিয়ে আসলেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছেন?
উত্তর : না, তার পূর্ববর্তী নবীদের মতো তিনিও আল্লাহকে দেখেননি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– মি'রাজ রজনীতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী কী ছিল?

উত্তর : ১. জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ এর বক্ষ বিদীর্ণ করে তার রূহ বের করে আনলেন এবং তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এবং এরপর যথাস্থানে এটিকে স্থাপন করলেন। ২. রাসূল ﷺ এর কাছে দুটি সোনার পান পাত্র আনা হলো. একটির মধ্যে ছিল দুধ ভর্তি আর অন্যটির মধ্যে ছিল মদ ভর্তি। রাসূল ﷺ কে বলা হল দুটির মধ্যে যে কোন একটি পছন্দ করতে। তিনি দুধ ভর্তি পান পাত্রটি বাছাই করলেন এবং তা পান করলেন। তা দেখে জিবরাঈল বললেন, "আপনি আপনার উম্মতদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আপনি যদি মদ বাছাই করতেন তাহলে আপনার উম্মতরা ভুল পথে পরিচালিত হতো।" তার মানে রাসূল ﷺ ভালো জিনিস পছন্দ করলেন এবং মন্দ জিনিস পরিত্যাগ করলেন। ৩. রাসূল ﷺ দুটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নদী দেখতে পেলেন। মনে হয় যেন দুটি প্রকাশ্য নদী নাইল ও ইউফরেটস মুসলমানেরা সব সময় কিসে ইসলামের অনুগত থাকবে তার সীমানা নির্দেশ করছে। ৪. রাসূল ﷺ জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বিমর্ষ ও ভ্রূকুটি চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি এও দেখলেন যে, জাহান্নামীদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে। ৫. মুহাম্মদ ﷺ কে যারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতেন তাদের কাছে মিরাজ একটি উত্তেজনার সৃষ্টি করল। রাসূল ﷺ ঐ রাতের সবকিছু খোলাখুলি বর্ণনা করলেন যা পরে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

ইয়াসরিবের ছয় ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ

প্রশ্ন– হজ্বের মৌসুমে রাসূল ﷺ কখন হজ্জযাত্রীদের সাথে দেখা করতেন এবং ঐ সময় কেন দেখা করতেন?

উত্তর : হজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত রাত্রিবেলায় হজ্জযাত্রীদের সাথে দেখা করতেন, কারণ শত্রুরা যেন তার দাওয়াতী কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে সে জন্যই রাতে তিনি হজ্জযাত্রীদের কাছে যেতেন।

প্রশ্ন– একবার তিনি কাদের সঙ্গে করে আকাবায় যান?

উত্তর : আবু বকর ও আলী (রা)-কে নিয়ে তিনি মিনায় অবস্থিত আকাবায় যান।

প্রশ্ন– সেখানে তিনি কাদের সাক্ষাত পান?

উত্তর : তিনি সেখানে ছয় ব্যক্তির সাক্ষাত পান। ঐ ছয় ব্যক্তির সবাই ছিলেন ইয়াসরিব নগরীর খাযরাজ গোত্রের অধিবাসী। রাসূল ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন।

প্রশ্ন– রাসূলের ﷺ কথা শুনে তারা কী ভাবল?

উত্তর : তারা প্রায়ই শুনতো যে ইয়াহুদিরা বলাবলি করত যে, শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা সকলেই সে নবীর প্রতি ঈমান আনবে এবং তার অনুসরণ করবে। তাহলে এ হচ্ছে সে নবী?

প্রশ্ন– ঐ ছয় ব্যক্তির নাম কী ছিল?

উত্তর : তারা হলেন. ১. উকবা বিন আমির, ২. জাবির বিন আব্দুল্লাহ, ৩. আসাদ বিন যারারাহ, ৪. আওফ বিন হারিস, ৫. রাফি বিন মালিক এবং ৬. কুতবা বিন আমির (রা)।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– তারা কি রাসূল ﷺ এর কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তারা রাসূল ﷺ এর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনল এবং স্বাচ্ছন্দে ইসলাম গ্রহণ করল।

প্রশ্ন– ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা কী করল?
উত্তর : তারা মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগলেন।

প্রশ্ন– এ ঘটনায় কীসের ইঙ্গিত পাওয়া গেল?
উত্তর : ইসলামের প্রসারতা এবং কোরাইশদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতনের মাত্রা বন্ধ হওয়ার ইঙ্গিত এ ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেল।

প্রথম আকাবার শপথ

প্রশ্ন– কোরাইশদের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ কীভাবে ইসলাম প্রচার চালিয়ে যেতেন?
উত্তর : যে সব লোকেরা মক্কায় হজ্ব করতে আসত তিনি সেসব লোকদের কাছে যেতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন।

প্রশ্ন– ইয়াসরিবের ঐ ছয়জন ব্যক্তির সাথে তিনি কখনও দেখা করতে এসেছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, ৬২০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াতের একাদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে রাসূল ﷺ ঐ ছয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

প্রশ্ন– প্রথম আকাবার শপথ কী ছিল?
উত্তর : খাযরাজ গোত্রের ঐ ছয় ব্যক্তি ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে সেখানকার মানুষদেরকে তারা যা দেখেছে এবং যা শুনেছে তা বিস্তারিতভাবে বলল। যার ফলে পরের বছর হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। ঐ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তখন আনুগত্যের শপথ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম আকাবার শপথ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন– কখন প্রথম আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৬২১ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের হজ্জের মৌসুমে প্রথম আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন– ঐ শপথ অনুষ্ঠানে কতজন লোক উপস্থিত ছিলেন?
উত্তর : তারা ছিলেন সর্বমোট বার জন, তাদের মধ্যে এমন পাঁচজন ছিলেন যারা আগের বছরেও এসেছিলেন।

প্রশ্ন– ষষ্ঠ ব্যক্তিটির নাম কী যিনি পরের বছর আসেননি?
উত্তর : তিনি ছিলেন জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা)।

প্রশ্ন– তারা কোন গোত্রের অধিবাসী ছিলেন?
উত্তর : তাদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং ২ জন ছিলেন আওস গোত্রের অধিবাসী। ইয়াসরিবে উভয় গোত্রই ছিল বিখ্যাত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– তাদের সকলের নাম কী ছিল?

উত্তর : তারা হলেন. ১. আসাদ বিন যুরারাহ, ২. আওফ বিন হারিস, ৩. রাফি বিন মালিক, ৪. কুতবা বিন আমির, ৫. উকবা বিন আমির, ৬. মুয়ায বিন হারিস, ৭. যাকওয়ান বিন আবদ কাইস, ৮. উবাদা বিন সামিত, ৯. ইয়াযীদ বিন সালবাহ, ১০. আব্বাস বিন উবাদা (এ ১০ জন হলেন খাযরাজ গোত্রের অধিবাসী), ১১. আবুল হাইশাম বিন তাইহাম এবং ১২. উওয়াইম বিন সাইদাহ (রা) (এ ২ জন হলেন আওস গোত্রের অধিবাসী।)

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর সঙ্গে তারা কোথায় দেখা করেন?

উত্তর : তারা গোপনে রাসূল ﷺ এর সঙ্গে আকাবায় দেখা করেন।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর হাতে তারা কী শপথ করল?

উত্তর : তারা রাসূলের হাত ধরে শপথ করল যে, ১. আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। ২. চুরি করবে না, ৩. ব্যভিচার করবে না, ৪. তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, ৫. মিথ্যা বলবে না এবং ৬. যে কোন ব্যাপারে রাসূলের অবাধ্য হবে না।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে তাদের সঙ্গে কাকে পাঠালেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে তাদের সঙ্গে 'মুস'আব বিন উমাইরকে শিক্ষক হিসেবে পাঠালেন।

দ্বিতীয় আকাবার শপথ

প্রশ্ন– আকাবার দ্বিতীয় শপথ কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৬২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের হজ্জের মৌসুমে আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন– আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে কত জন লোক এসেছিল?

উত্তর : ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা এসে আকাবায় রাসূল ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

প্রশ্ন– আকাবায় রাসূল ﷺ এর সঙ্গে তখন কে ছিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)।

প্রশ্ন– কা'ব বিন মালিক (রা) উত্তরে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমরা আপনার কথাগুলো শুনলাম, এখন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এবার আপনি বলুন এবং আমাদের কাছে থেকে যে কোন ধরনের শপথ নিতে পারেন, যা আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন।

প্রশ্ন– এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যেভাবে আগলে রাখ ও রক্ষা কর আমাকেও সেভাবে রক্ষা করবে।"

প্রশ্ন– বারা বিন মারুর (রা) কী বললেন?

উত্তর : তিনি রাসূল ﷺ এর হাত ধরে বললেন, "অবশ্যই, যিনি আপনাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন সে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি–আমরা যেভাবে আমাদের স্ত্রীদের

www.pathagar.com

হেফাজত করে থাকি ঠিক সেভাবে আপনারও হেফাজত করব। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আল্লাহর কসম, আমরাই প্রকৃত যোদ্ধা এবং যুদ্ধের জন্য আমরাই যোগ্য, এটি আমাদের একটি বিশেষত্ব যা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছি।"

প্রশ্ন– আবুল হাইশাম বিন তাইহান (রা) কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের কিছু চুক্তি আছে যা এখন আমাদেরকে বাতিল করতে হবে। আল্লাহ যদি আপনাকে ক্ষমতা ও বিজয় দান করেন, তাহলে আপনি কিন্তু আমাদের ছেড়ে আপনাদের স্ব-জাতির কাছে ফিরে যাবেন না।"

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন. "এমনটি কখনো হবে না; তোমাদের রক্ত হবে আমার রক্ত, জীবনে-মরণে আমি তোমাদের সাথে থাকব, তোমরা আমার সাথে থাকবে। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সাথে সন্ধি করব।"

প্রশ্ন– মক্কার মুসলমানদের জন্য 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ' কোন কল্যাণ বয়ে এনেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর রাসূল ﷺ মক্কার মুসলমানদেরকে মক্কা ছেড়ে দ্রুত ইয়াসরিবে গিয়ে তাদের দ্বীনি ভাইদের সঙ্গে যোগদান করতে নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন– শপথের পর রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে ইসলাম প্রচারের জন্য যে বার জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন তাদের নাম কী ছিল?

উত্তর : তারা ছিলেন. ১. আসাদ বিন যুরারাহ, ২. আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, ৩. সা'দ বিন রাবি, ৪. রাফি বিন মালিক, ৫. বারা বিন মারুর, ৬. আব্দুল্লাহ বিন আমর, ৭. উবাদা বিন সামিত, ৮. সা'দ বিন উবাদা, ৯. মুনযির বিন আমর, ১০. উসাইদ বিন হুযাইর, ১১. সা'দ বিন খায়সামাহ, ১২. রাফাহ বিন আব্দুল মুনযির (রা)।

প্রশ্ন– মহিলাদের কাছ থেকে কীভাবে বাই'আত নেয়া হয়েছিল?

উত্তর : মহিলাদের কাছ থেকে মৌখিকভাবেই শপথ নেয়া হয়েছিল। রাসূল ﷺ অপরিচিত মহিলাদের সঙ্গে কখনো হাত মিলাননি।

প্রশ্ন– এ ঘটনা শুনে কোরাইশরা কী অনুভব করল?

উত্তর : তারা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করল যে, এ ধরনের চুক্তি অদূর ভবিষ্যতে তাদের জীবন ও সম্পদের ওপর বিভিন্ন শাখা বিস্তার করবে।

প্রশ্ন– আসন্ন বিপদ রোধ করার জন্য কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা শপথের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে ইয়াসরিবের হজ্জযাত্রীদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন :

"হে খাযরাজের লোকেরা! আমরা জেনে গেছি যে, তোমরা এখানে এসেছ মুহাম্মদের সাথে একটি চুক্তি করতে এবং তাকে মক্কা থেকে নিয়ে যেতে। আল্লাহর কসম, আমরা চাই না যে, তোমাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হোক।"

www.pathagar.com

প্রশ্ন– ইয়াসরিব থেকে আগত পৌত্তলিক হজ্জযাত্রীগণ কী বলল?
উত্তর : পৌত্তলিকগণ কোরাইশদের সকল অভিযোগ অস্বীকার করল এবং তাদেরকে নিশ্চিত করল যে তাদের আপত্তিগুলো যথার্থ সত্য নয়। তার কারণ মুসলমানগণ রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করতেন যা তাদের পৌত্তলিকরা জানত না এবং বাই'আত সম্পর্কেও তাদের কোন কিছু জানা ছিল না।

প্রশ্ন– কোরাইশরা যখন নিশ্চিত হল যে, শপথ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়েছিল তখন তারা কী করল?
উত্তর : তারা হজ্জযাত্রীদের পিছনে ছুটল যারা ইতিমধ্যেই মক্কা ছেড়ে চলে গেছে। যে কোনভাবে তারা সা'দ বিন উবাদাহকে ধরে ফেলল এবং তাকে অনেক অত্যাচার করল। পরবর্তীতে মুত'ইম বিন আদি এবং হারিস বিন হারব এর সঙ্গে তার ব্যবসায়িক সম্পর্কের খাতিরে তাকে উদ্ধার করা হয়।

প্রশ্ন– আকাবার দ্বিতীয় শপথ যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শপথ নামেও পরিচিত সেটির কী প্রভাব ছিল?
উত্তর : মক্কার ও ইয়াসরিবের মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসার চেতনা, সাহায্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা এ শপথের মাধ্যমে জেগে উঠল।

প্রশ্ন– সর্বপ্রথম কে ইয়াসরিবে হিজরত করেন?
উত্তর : তিনি হলেন আবু সালামাহ (রা)।

প্রশ্ন– হিজরতের জন্য আবু বকর (রা)ও অনুমতি চেয়েছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তবে তাকে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

রাসূল ﷺ-এর মদিনায় হিজরত

প্রশ্ন– কোরাইশরা আকাবার শপথের অদূর-ভবিষ্যতের প্রভাব সম্পর্কে কী ভাবল?
উত্তর : তারা সন্দিগ্ধ ছিল যে, রাসূল ﷺ যে কোন সময়ে মক্কা ত্যাগ করতে তৈরি আছেন। তারা শংকিত ছিল যে, মদিনার মুসলমানগণ রাসূলের নেতৃত্বাধীন তাদের একটি বিশাল ঘাঁটি তৈরি করে মক্কায় হামলা চালাবে এবং মক্কা আক্রমণ করতে পারেন।

প্রশ্ন– এরপর তারা কী করল?
উত্তর : তারা আসন্ন বিপদ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে 'দারুন নাদওয়া' (সভাকক্ষে) একটি বৈঠক করেন–

প্রশ্ন– ঐ সভায় কতজন কোরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন?
উত্তর : ঐ বৈঠকে ১৪ জন কোরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন. ১. শাইবা বিন রাবিয়া, ২. উতবা বিন রাবিয়া, ৩. আবু সুফিয়ান, ৩. বিন হারব, ৪. সুআইমাহ বিন আদি, ৫. জুবাইর বিন মুত'ইম, ৬. হারিস বিন আমির, ৭. নযর বিন হারিস বিন কুলাব, ৮. আবুল বুখতারি বিন জিহশাম, ৯. যামাহ বিন আসওয়াদ, ১০. হাকীম বিন হিযাম, ১১. আবু জাহেল বিন হিশাম, ১২. নাবিহ বিন হাজ্জাজ, ১৩. মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ, ১৪. উমাইয়া বিন খালফ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– তারা কী পরিকল্পনা করল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ-কে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনানুযায়ী যুগপৎভাবে রাসূল ﷺ কে হত্যা করার জন্য প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নিয়ে একটি দল গঠন করল, যাতে হত্যা করার অপরাধ সকলের ঘাড়ে চাপে।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কীভাবে চক্রান্তটি সম্পর্কে জানলেন?

উত্তর : কোরাইশরা তাদের চক্রান্তটি খুব গোপন রেখেছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন এবং মদিনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। আল্লাহ বলেন–

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ـ

প্রশ্ন– এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার প্রিয় সাহাবী আবু বকরকে প্রস্তাবিত মদিনায় হিজরত সম্পর্কে জানালেন এবং বললেন যে, আপনি হবেন আমার সফর সঙ্গী।

প্রশ্ন– হিজরতের জন্য আবু বকর (রা) কী প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন?

উত্তর : তিনি দুটি উটনীর বন্দোবস্ত করলেন, আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত নামে একজন পথ প্রদর্শক ও আমির বিন ফুহাইরা নামে একজন দাসেরও ব্যবস্থা করলেন।

প্রশ্ন– মক্কার নেতারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী করল?

উত্তর : তারা ১১ জন লোক বাছাই করল এবং রাতের অন্ধকারে রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও করার পরামর্শ দিল। সে এগারো জন ব্যক্তি ছিল– ১. আবু জাহেল বিন হিশাম, ২. হাকাম বিন আস, ৩. উকবা বিন আবি মুয়িত, ৪. নযর বিন হারিস, ৫. উমাইয়া বিন খালফ, ৫. যামা বিন আসওয়াদ, ৭. সুআইমা বিন আদি, ৮. আবু লাহাব বিন আব্দুল মুত্তালিব, ৯. উবাই বিন খালাফ, ১০. নাবিহ বিন হাজ্জাজ, ১১. মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ।

প্রশ্ন– এরপর গুপ্তঘাতকেরা কী করল?

উত্তর : যখন অন্ধকার নেমে আসল তখন ঘাতকেরা রাসূল ﷺ এর দরজায় এসে ভীড় করতে লাগল, ভোর বেলায় যখনই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন তখনই তাকে হত্যা করে ফেলবে এ উদ্দেশ্যে তারা অপেক্ষা করতে থাকল।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ এর বাড়ি অবরোধকারী লোকদের উদ্দেশ্য করে আবু জাহেল কী বলল?

উত্তর : সে তাদেরকে ধমকের স্বরে বলল, "মুহাম্মদ দাবি করবে যে, যদি তোমরা তার অনুসরণ কর তাহলে সে তোমাদেরকে আরব অথবা অনারবের শাসক নিযুক্ত করবে এবং পরকালে তোমাদের পুরস্কার হবে জান্নাত; নতুবা সে তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে এবং মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ আলী বিন আবু তালিব (রা)-কে কী করতে পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন রাসূলের বিছানায় সবুজ চাদর মুড়িয়ে শুয়ে থাকেন। রাসূল ﷺ তাকে নিশ্চিত করে বললেন কোন ধরনের বিপদ তোমার আসবে না।

প্রশ্ন– তিনি আলী বিন আবু তালিব (রা)-কে কেন তার পরিবর্তে রেখে গেলেন?

উত্তর : কারণ, রাসূল ﷺ এর তত্ত্বাবধানে থাকা গচ্ছিত কিছু অর্থ-সম্পদ তাদের সঠিক মালিকদের কাছে হস্তান্তর করার দায়িত্বভার তিনি আলী (রা)-কে দিয়ে যান। আর এ ঘটনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আমাদের রাসূল ﷺ কতটা সৎ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন যদিও তারাই তাকে মক্কা থেকে বের করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ যখন ঘর থেকে বের হলেন তখন তিনি কি করলেন?

উত্তর : যেহেতু ঘাতকেরা বাহিরে অপেক্ষা করছিল, রাসূল ﷺ বের হয়ে এক মুঠো বালি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন–

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ -

(সূরা-৩৬ ইয়াসীন. আয়াত-৯)

প্রশ্ন– এরপর যারা রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল তাদের কী হল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ কে দেখতে পায়নি কারণ আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টি সরিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন– ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ কোথায় চলে গেলেন?

উত্তর : তিনি সোজা আবু বকর (রা)-এর বাড়িতে চলে গেলেন যিনি পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গী হন। তারা দুজনই দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সাওর পর্বতে গিয়ে উঠেন এবং একটি গুহায় আশ্রয় নেন। যাকে 'সাওর গুহা' বলা হয়।

প্রশ্ন– কখন এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ১২/১৩ সেপ্টেম্বরে নবুওয়াতের চতুর্দশ বছরের ২৭ সফর মাসে হিজরত' নামে পরিচিত এ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন– কেন রাসূল ﷺ আবু বকর (রা)-কে নিয়ে 'সাওর গুহায়' আশ্রয় নিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ কোরাইশদের সঙ্গে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন, তাহলো তিনি জানতেন কোরাইশরা তাকে খোঁজার জন্য বের হবেন সে জন্য তিনি মক্কার উত্তরে অবস্থিত মদিনার পথে না গিয়ে বরং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সাওর গুহায় আশ্রয় নেন। যেন কাফিররা ভাবেন যে তিনি ইয়েমেনের পরিচিত রাস্তা অনুসরণ করেছেন।

প্রশ্ন– আলী (রা)-এর সাথে কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা তাকে মক্কার চত্বরে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মারতে লাগল এবং রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবী ও আবু বকরের সন্ধান দেয়ার জন্য তাকে প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ আটকে রাখে। কিন্তু কোন লাভ হলো না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– এরপর তারা কোথায় গেল?

উত্তর : তারা আবু বকরের বাড়ি গেল এবং আবু বকরের মেয়ে আসমাকে জিজ্ঞেস করল, রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) কোথায়?

প্রশ্ন– আসমা বিনতে আবু বকরের সঙ্গে আবু জাহেল কেমন আচরণ করল?

উত্তর : আবু জাহেল তাকে এমনভাবে চড় মারল যে, তার কানের দুল নিচে পড়ে গেল।

প্রশ্ন– এরপর কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা জরুরি একটি বৈঠক ডাকল। তারা নিকটস্থ সকল জায়গায় গেল এবং মক্কার বাহিরের সকল পরিচিত রাস্তা বন্ধ করে দিল।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা)-কে ফিরিয়ে আনার জন্য কোরাইশরা কী পুরস্কার ঘোষণা করল?

উত্তর : তারা পুরস্কার হিসেবে ১০০টি উট ঘোষণা করে।

প্রশ্ন– কে সর্বপ্রথম গুহায় প্রবেশ করল এবং কেন?

উত্তর : গুহায় ক্ষতিকারক কোন কিছু আছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রথমে আবু বকরই গুহায় প্রবেশ করেন। তিনি গুহাটি পরিষ্কার করলেন এবং কাপড় ছিড়ে ছিড়ে সকল গর্ত বন্ধ করে দেন এরপর তিনি রাসূলকে প্রবেশ করতে বললেন।

প্রশ্ন– গুহার ভিতর আবু বকর (রা)-এর কী হল?

উত্তর : রাসূল ﷺ আবু বকরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ একটি বিষাক্ত পোকা আবু বকরের পায়ে কামড় দিল। এ আঘাত তাকে এতটাই কষ্ট দিচ্ছিল যে, তার চোখের পানি এসে রাসূল ﷺ-এর মুখমণ্ডলে পড়ল।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ তা দেখে কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার মুখের থুথু আবু বকরের পায়ে লাগিয়ে দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তিনি যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন– কতদিন যাবৎ তারা গুহায় অবস্থান করেছিলেন?

উত্তর : শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার পর্যন্ত মোট তিনদিন তারা সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

প্রশ্ন– কে তাদেরকে মক্কার নতুন খবরাখবর জানাতেন?

উত্তর : আবু বকর (রা)-এর ছেলে আবদুল্লাহ সন্ধ্যার পর তাদেরকে দেখতে যেতেন। তিনি সেখানে রাত্রিযাপন করতেন এবং তাদেরকে মক্কার নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতেন।

প্রশ্ন– কে তাদের জন্য দুধ নিয়ে আসতেন?

উত্তর : আমির বিন ফাহাইরা ভেড়া চরাতেন এবং গুহার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুধ সরবরাহ করে যেতেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– কোরাইশরা কি তাদের উদ্ধার অভিযানের সময় গুহার নিকটে এসেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, একবার তারা গুহার নিকট এসে পড়ল। তখন রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

প্রশ্ন– 'সাওর গুহায়' প্রবেশ হতে কাফিরদের কিসে বাঁধা দিল?

উত্তর : আল্লাহ্ তাদের কাছে গুহার প্রবেশ পথ অস্পষ্ট রাখলেন. মাকড়সা গুহার মুখে বাসা বাঁধল এবং কবুতর সেখানে ডিম পাড়ল। তাই তারা ভিতরে প্রবেশের চিন্তা করেনি।

প্রশ্ন– গুহার কাছে দাঁড়িয়ে আবু জাহেল কী বলল?

উত্তর : সে বলল, "আমার মনে হয় সে আমাদের খুব কাছেই আছে। সে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে এবং আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে।"

প্রশ্ন– আবু বকর যখন দেখলেন শত্রু খুব কাছেই চলে এসেছে তখন তিনি কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "তারা যদি আমাদেরকে পাথরের ছিদ্র দিয়ে দেখে ফেলে এবং আমাদের যদি ধরে ফেলে!"

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ আবু বকর (রা)-কে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "হে আবু বকর! শান্ত হও। আচ্ছা তুমি ঐ দুই জন সম্পর্কে কী মনে কর যাদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ্ আছেন"?

প্রশ্ন– আব্দুল্লাহ্ বিন উরাইকিত কখন গুহার কাছে এলেন?

উত্তর : পরিকল্পনানুযায়ী তিনি তিন রাত পর আবু বকর (রা)-এর দুটি উটনী সঙ্গে করে গুহায় এসে হাজির হন।

প্রশ্ন– আব্দুল্লাহ্ বিন উরাইকিত কে ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন আবু বকর (রা)-এর ভাড়া করা একজন বিশ্বাসী পথপ্রদর্শক। যদিও তিনি একজন কাফির ছিলেন তবুও তার প্রতি আবু বকর আস্থাশীল ছিলেন।

প্রশ্ন– আবু বকর (রা)-এর উটনী কি রাসূল ﷺ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি এ শর্তে গ্রহণ করলেন যে, তিনি এর জন্য মূল্য প্রদান করবেন।

প্রশ্ন– কে আসমা (রা)-কে উপাধি দিল যে, "আসমা হল দুই কোমর বাঁধুনী"?

উত্তর : আসমা বিনতে আবু বকর (রা) দুই মুহাজিরের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতেন। তাদেরকে উটনীর পিঠের সাথে বেঁধে দেয়ার জন্য তিনি তার কোমর বন্ধনী ছিড়ে দুই টুকরা করেন, আর এ কারণে রাসূল ﷺ তাকে বললেন "আসমা হল দুই কোমর বাঁধুনী।" যা রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাকে দেয়া উপাধি।

প্রশ্ন– আব্দুল্লাহ্ বিন উরাইকিতের সঙ্গে তারা কোন পথে চললেন?

উত্তর : তারা উপকূলীয় অঞ্চলের পথ দিয়ে চললেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– তাদের সাথে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে কে হিজরত করেন?
উত্তর : আমির বিন ফুহাইরাহ।

প্রশ্ন– সুরাকা বিন মালিক বিন জুশাম কেন রাসূল ﷺ এর পেছনে পেছনে ছুটলেন?
উত্তর : কারণ, তিনি আশা করেছিলেন যে, মুহাজিরদেরকে তিনি খুঁজে বের করবেন এবং একশটি উট পুরস্কার হিসেবে লাভ করবেন।

প্রশ্ন– রাসূলের পিছনে ছুটার সময় সুরাকার কী পরিণতি হল?
উত্তর : তার ঘোড়াটি দুই দুই বার হোঁচট খেল এবং তাকে নিচে ফেলে দিল। কিন্তু সে যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল ﷺ ও তার সাথীদের দেখছিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাদের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। যখন সে তাদের খুব কাছে এসে পড়ল ঠিক তখন আবারও তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ঐ সময় ঘোড়ার পাগুলো নিচে গেড়ে গেল।

প্রশ্ন– তখন সে কী উপলব্ধি করল?
উত্তর : সে তখন ভালোভাবেই বুঝতে পারল যে রাসূল ﷺ তার কাছ থেকে নিরাপদ।

প্রশ্ন– সে রাসূল ﷺ কে কী বলল?
উত্তর : সে বলল. 'আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

প্রশ্ন– সে কীভাবে ঐ বিপদ থেকে মুক্তি পেল?
উত্তর : সে রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করল তার জন্য প্রার্থনা করতে রাসূল ﷺ তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তার ঘোড়ার পাগুলো ঠিক হয়ে গেল।

প্রশ্ন– সে রাসূল ﷺ-এর কাছে কী চাইল?
উত্তর : তিনি রাসূলকে একটি নিরাপত্তার নোট লিখে দিতে অনুরোধ করলেন যা তার জন্য প্রবেশের একটি টোকেন হবে।

প্রশ্ন– নোটটি কে লিখেছিলেন?
উত্তর : আমির বিন ফুহাইরা নোটটি লিখে সুরাকাকে দিলেন।

প্রশ্ন– সুরাকার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ কী ভবিষ্যৎ বাণী করলেন?
উত্তর : তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন. "হে সুরাকা! তোমার কেমন লাগবে যখন তোমার হাতে নেতৃত্ব আসবে।" (সম্রাটের কংকন পরবে")

প্রশ্ন– তা কি আসলেই ঘটেছিল?
উত্তর : হ্যাঁ, উমর বিন খাত্তাবের খেলাফত আমলে তা সত্যিই ঘটেছিল।

প্রশ্ন– সুরাকা কি রাসূল ﷺ এর ঠিকানা কোরাইশদের বলেছিল?
উত্তর : না, রাসূল ﷺ এর ঠিকানা সম্পর্কে সে তাদের কিছুই বলেনি।

প্রশ্ন– যখন রাসূল ﷺ ও তার সাথীরা তৃষ্ণার্ত ছিলেন তখন তারা এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে যান, কে সেই মহিলা?
উত্তর : ঐ মহিলার নাম ছিল আতিকা বিনতে খালিদ যিনি উম্মে মা'বাদ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ তার কাছে কী চাইলেন?

উত্তর : তিনি তার কাছে বকরীর দুধ চাইলেন।

প্রশ্ন– মহিলা কী বললেন?

উত্তর : মহিলা বললেন, সকল পশুই এখন বাহিরে। তবে অত্যন্ত দুর্বল একটি ছাগল চারণভূমির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওটা থেকে কোন দুধ পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহ্ বলে ছাগলের ওলান স্পর্শ করলেন। হঠাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ আসতে লাগল।

প্রশ্ন– রাসূল ﷺ প্রথমে ঐ দুধ কাকে দিলেন?

উত্তর : তিনি প্রথমে উম্মে মা'বাদকে দিলেন এরপর অন্যান্যদেরকে এবং সবার শেষে তিনি পান করলেন।

প্রশ্ন– এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আবারো দুধ দোহন করলেন এবং পাত্র ভর্তি দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে আসলেন।

প্রশ্ন– সফরকালে তাদের সাথে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তাদের সাথে যুবাইরের দেখা হয়।

প্রশ্ন– যুবাইর রাসূল ﷺ ও তার সাহাবী আবু বকর (রা)-কে কী উপহার প্রদান করেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে দুটি সাদা কাপড় উপহার দেন যা তারা ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন– সুরাকা ছাড়া আর কেউ কি রাসূল ﷺ এর পিছু নিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, আবু বুরাইদা নামে আরেক জন পুরস্কার পাওয়ার লালসায় রাসূলকে ধরার চেষ্টা করেছিল।

প্রশ্ন– তারপর কি ঘটনা সংঘটিত হল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর সামনাসামনি হয়ে তার সাথে কথা বলতে না বলতেই তিনি সত্তরজন লোকের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন।

প্রশ্ন– এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার পাগড়ি নিয়ে তার বল্লমের চারপাশে বাঁধলেন এবং রাসূল ﷺ এর আগমনের চিহ্ন হিসেবে এটিকে পতাকা হিসেবে ব্যবহার করলেন।

প্রশ্ন– মদিনার সফর কেমন ছিল?

উত্তর : এটা ছিল ক্লান্তিকর সফর যদিও প্রত্যেকে আশাবাদী ছিল। রাসূল ﷺ ও তার সফরসঙ্গীদের মরুভূমি, পাহাড় ও পর্বতের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন– মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব কত কিলোমিটার?

উত্তর : মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার।

প্রশ্ন– এ দূরত্ব অতিক্রম করতে কতদিন লেগেছে?

উত্তর : এ দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় নয় দিন লেগেছে।

www.pathagar.com

খ. মাদানী জীবন

হিজরতের প্রথম বছর

মুহাম্মদ ﷺ-এর কোবায় পৌঁছা

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কখন কোবা গিয়ে পৌঁছেন ?

উত্তর : ৬২২ খ্রিস্টাব্দ ২৩ সেপ্টেম্বর নবুওয়াতের চতুর্দশ বছরের ৮ রবিউল আউয়াল সোমবারে রাসূল ﷺ কোবা গিয়ে পৌঁছেন। কোবা ইয়াসরিব থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রশ্ন- ইয়াসরিবের লোকেরা কি রাসূল ﷺ এর জন্য অপেক্ষা করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। তারা রাসূল ﷺ এর জন্য উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিল। কারণ, মক্কা থেকে রাসূল ﷺ এর বের হয়ে যাওয়ার সংবাদ ইতোমধ্যে সকল লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। জানাজানি হয়ে গেলে দিনের বেলায় তারা শহরের বাহিরে চলে যেতেন এবং রৌদ্র অসহনীয় হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত তারা সেখানে অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতেন। রাসূল ﷺ যেদিন কোবায় পৌঁছলেন সেদিনও লোকেরা যথারীতি প্রতিদিনকার মতো অপেক্ষা করে ঘরে ফিরে গেল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-কে সর্বপ্রথম ইয়াসরিবে কে দেখেছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ-কে সর্বপ্রথম এক ইয়াহুদী দেখেছিল। সে লোকদেরকে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল এবং রাসূল ﷺ এর আগমনের সংবাদটি জানিয়ে দিল।

প্রশ্ন- কে কোবায় রাসূল ﷺ এর আতিথেয়তার সৌভাগ্য লাভ করেন?

উত্তর : আমর বিন আওফ গোত্রের প্রধান কুলসুম বিন হাযম, রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর আতিথেয়তার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কতদিন কোবায় অবস্থান করেন?

উত্তর : তিনি সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট চারদিন কোবায় অবস্থান করেন।

প্রশ্ন- কোবায় থাকাকালীন রাসূল ﷺ কী করলেন ?

উত্তর : রাসূল ﷺ কুলসুম বিন হিযম (রা)-এর দানকৃত জায়গার উপর একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রশ্ন- এ মসজিদের গুরুত্ব কী?

উত্তর : এটি ইসলামের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কোবা' নামে পরিচিতি।

প্রশ্ন- আলী (রা) কখন রাসূলের ﷺ সাথে মিলিত হন?

উত্তর : রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) কোবায় অবস্থানকালে বৃহস্পতিবারে আলী (রা) এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কখন কোবা ত্যাগ করেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ শুক্রবারে কোবা ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর কোবা থেকে ইয়াসরিব সফরের তাৎপর্য কী?

উত্তর : ইয়াসরিব রাসূল ﷺ এর নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল হিসেবে নির্ধারিত হওয়ার কারণে তিনি কোবা ত্যাগ করেন। কোবা থেকে ইয়াসরিব যাওয়ার পথিমধ্যে রাসূল ﷺ এর

www.pathagar.com

ইমামতিতে বনু সালিম উপত্যকায় ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুম'আর সালাত আদায় করা হয়। একশজন মুসলমান সেদিন তার পেছনে সালাত আদায় করেন। রাসূল ﷺ সেদিন জুম'আর সালাতের খুৎবাও দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কে ইয়াসরিবের লোকেরা কীভাবে অভ্যর্থনা জানাল?

উত্তর : ইয়াসরিব শহরের সুপরিচিত গোত্র বনু নাজ্জার এবং রাসূল ﷺ-এর মাতৃলালয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা সশস্ত্রভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসল। তাকে বীরত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা দেয়া হলো। তাকে অভিবাদন জানাতে উৎফুল্ল লোকেরা চারপাশে দলে দলে জমায়েত হতে লাগল। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা স্বাগত সংগীত গাইতে লাগল এভাবে–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

অর্থ– ছানিয়াতুল ওয়াদা থেকে আমাদের মাঝে পূর্নিমার চাঁদ এসেছে,
যতদিন কোন প্রার্থনাকারী আল্লাহকে ডাকবে ততদিন তাঁর শোকর করা আমাদের কর্তব্য।
হে প্রেরিত নবী! আপনি অনুসরণযোগ্য আদেশ নিয়ে এসেছেন।

প্রশ্ন- যখন শহরের প্রত্যেকে রাসূল ﷺ এর আতিথেয়তার গৌরব অর্জনের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালো, তখন তিনি তাদেরকে কী বললেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ তার উটনিটিকে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য ছেড়ে দিলেন আর সকলকে বললেন উটনিটি যেখানে গিয়ে থামবে তিনি আপাতত সেখানেই অবস্থান করবেন। তিনি বললেন, "উটনিটিকে তার পথে যেতে দাও কেননা সে আল্লাহর নির্দেশের অধীনে।

প্রশ্ন- উটনিটি কোথায় গিয়ে থামল?

উত্তর : উটনিটি আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-এর বাড়ির সামনে গিয়ে দুজন এতীম শিশুর পতিত জায়গার উপর থামল।

প্রশ্ন- কতদিন রাসূল ﷺ আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান করলেন?

উত্তর : প্রায় সাত মাস তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন- কিছুদিন পরে রাসূল ﷺ এর সাথে কারা এসে মিলিত হন?

উত্তর : তাঁর স্ত্রী সাওদাহ এবং কন্যা ফাতিমা ও উম্মে কুলসুম (রা)।

প্রশ্ন- কেন রাসূল ﷺ নিজের নামে ঐ দুই এতীম বালকের কাছ থেকে তাদের পতিত জায়গা কিনে নিলেন?

উত্তর : যেহেতু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার একটি জায়গার জরুরি প্রয়োজন ছিল। তাই রাসূল ﷺ একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। আর এজন্যই তিনি ঐ জায়গাটি কিনে নেন যদিও ঐ এতীম বালকেরা জায়গাটি দান করতে আগ্রহী ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মসজিদের নির্মাণ কাজ কীভাবে হল?

উত্তর : মসজিদের নির্মাণ কাজে রাসূল ﷺ একজন সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় কাজ করলেন। মুহাজির এবং আনসার সাহাবীরাও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

প্রশ্ন- তাদের জন্য তিনি কী দোয়া করলেন?

উত্তর : তিনি দোয়া করলেন. "হে আল্লাহ! পরকালের পুরস্কারই হল আসল পুরস্কার। অতএব, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহম করুন।"

প্রশ্ন- এ মসজিদের তাৎপর্য কী?

উত্তর : এটি হল. নবীজির মসজিদ" (মসজিদে নববী)

প্রশ্ন- মসজিদটি কেমন ছিল?

উত্তর : এটি ছাদবিহীন বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে বানানো হয়েছিল যার চারটি দেয়ালই ছিল ইট ও কাদার তৈরি। খেজুরের ডাল ও পাতার তৈরি সীলিং দিয়ে একটি কেল্লাও বানানো হয়েছিল। যাদের কোন ঘর-বাড়ি ছিল না তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্য আরেক পাশে আশ্রয় স্থান স্থাপন করা হয়। আর ঐ আশ্রয়স্থানকে বলা হতো "সুফফাহ'। আর যারা সেখানে থেকে ইসলামের শিক্ষা ও কুরআন মুখস্থ করত তারা আহলে সুফফাহ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন- ইয়াসরিব কীভাবে মদিনা হল?

উত্তর : যখন থেকে রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে বসবাস শুরু করলেন তখন থেকে এটি মাদিনাতুন নাবী (নবীর শহর) বা আল-মদিনা আল মুনাওয়ারাহ (আলোকিত শহর) ও ত্বাইয়্যেবাহ (সুরভি) নামে পরিবর্তিত হয়।

শান্তিতে ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ

প্রশ্ন- মদিনায় কত ধরনের লোকদের সাথে রাসূল ﷺ-এর সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়েছিল?

উত্তর : তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে রাসূল ﷺ-এর সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়েছিল–

১. তাঁর সৎ ও আল্লাহ ভীরু সাহাবীগণ, ২. যারা মদিনার প্রকৃত স্থায়ী বাসিন্দা, ৩. ইয়াহুদী।

প্রশ্ন- মদিনায় রাসূল ﷺ-এর লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ একটি নতুন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। কেননা এটি এমন একটি জায়গায় যেখানে মুহাজিররা ১০ বছর যাবৎ কোরাইশদের নির্মম অত্যাচার থেকে নিরাপদে ছিল। তাই ইসলামী দাওয়ার জন্য এটিই উপযুক্ত পরিবেশ।

প্রশ্ন- পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কতটা গভীর ছিল?

উত্তর : আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এতটাই সুগভীর ছিল যে, মুহাজিরদের জন্য আনসারগণের সম্পদ ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি কতিপয় আনসার তার মুহাজির ভাইয়ের জন্য তাদের স্ত্রীদেরকেও তালাক দিয়েছিল।

০৪—ফর্মা-; ২৪ ঘণ্টা

www.pathagar.com

প্রশ্ন- যখন আনসারগণ তাদের বাগানসমূহকে সমানভাবে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে রাসূল ﷺ কে অনুরোধ করলেন তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ তা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। যা হোক তিনি রায় দিলেন মুহাজিরগণ আনসারদের সঙ্গে একত্রে বাগানে কাজ করবে এবং বাগানের উৎপাদিত ফল তাদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করা হবে।

প্রশ্ন- মদিনায় রাসূল ﷺ এর আগমনে ইয়াহুদিদের কেমন লাগল?

উত্তর : তারা কোন আগ্রহ দেখায়নি। বরং নতুন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে তারা কেবল ঘৃণার চোখেই দেখল। কেননা, আল্লাহর রাসূল ছিলেন একজন ভিন্ন গোত্রের লোক।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিদের সাথে শান্তিতে বসবাসের জন্য রাসূল ﷺ কী পদক্ষেপ নিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ ইয়াহুদীদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিদেরকে কোন ঘটনাটি আঘাত করেছিল?

উত্তর : মদিনায় ইয়াহুদিদের নেতা এবং বিখ্যাত পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাসূলের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করায় তাদেরকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল।

প্রশ্ন- প্রতিদিন কয় ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর : পূর্বে শুধুমাত্র দুই ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল। হিজরী প্রথম বছরে আরো তিন ওয়াক্ত ফরয করা হয়– জোহর, আসর, এশা। কিন্তু সফরকালীন সালাতের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর মদিনায় হিজরতের পর কোরাইশরা কী অনুভব করল?

উত্তর : মদিনায় রাসূল ﷺ এর শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তারা ছিল ঈর্ষান্বিত। আর মুসলমানদের পেছনে কড়া দৃষ্টি রাখত এবং তাদেরকে অত্যন্ত কষ্ট দিত।

প্রশ্ন- 'সারিয়া' কী? 'সারিয়া' এর তাৎপর্য কী?

উত্তর : মক্কার লোকদের হুমকির কারণে রাসূল ﷺ কোরাইশদের গতিবিধি এবং তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণের জন্য টহল বাহিনী পাঠাতে শুরু করলেন। এ রকম পূর্ব সর্তকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের অভিযানকে 'সারিয়া' বলা হয়।

প্রশ্ন- হিজরতের প্রথম বছর রাসূল ﷺ এরকম কয়টি মিশন পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজিরের একটি দল প্রথম সারিয়ায় পাঠানো হয়। উবাইদা বিন হারিছের নেতৃত্বে ৬০ জনের একটি দল দ্বিতীয় সারিয়ায় পাঠানো হয়। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এর নেতৃত্বে ২০/৭০ জনের একটি দল তৃতীয় সারিয়ায় পাঠানো হয়। এ তিনটি টহল বাহিনী কোরাইশদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

হিজরতের দ্বিতীয় বছর

প্রশ্ন- যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদেরকে কখন অনুমতি প্রদান করা হয়?

উত্তর : হিজরতের দ্বিতীয় বছরের সফর মাসের ১২ তারিখে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- এ সূত্রে রাসূল ﷺ এর কাছে কোরআনের কোন কোন আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : এ পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়-

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا

(সূরা-২ বাক্বারা : আয়াত-১৯০)

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ -

(সূরা-২২ হাজ্জ : আয়াত-৩৯)

প্রশ্ন- গাযওয়াহ্ কী?
উত্তর : মদিনায় মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাসূল ﷺ স্বয়ং কিছু সংখ্যক সেনা অভিযানে অংশ নেন, এ ধরনের অভিযানগুলো গাযওয়াহ্ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর জীবনে তিনি কয়টি গাযওয়ায় (যুদ্ধ) অংশ নেন?
উত্তর : সাতাশটি গাযওয়ায় (যুদ্ধে) তিনি তার জীবদ্দশায় অংশ নেন।

প্রশ্ন- 'গাযওয়ায়ে আবওয়া কখন' অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : হিজরতের দ্বিতীয় বছর সফর মাসে।

প্রশ্ন- কতজন মুসলমান রাসূল ﷺ এর সাথে শরীক হয়েছিলেন?
উত্তর : সত্তরজন।

প্রশ্ন- মদিনার যাবতীয় কাজ-কর্ম দেখাশুনার জন্য কাকে নিযুক্ত করা হয়?
উত্তর : সা'দ বিন উবাদাহ (রা)-কে।

প্রশ্ন- কে পতাকা বহন করেছিল?
উত্তর : হামযাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)।

প্রশ্ন- যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল?
উত্তর : ১৫ দিন পার হয়ে গেল কিন্তু কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এরপর রাসূল ﷺ বনু দাযরাহ এর সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে বুওয়াত কখন সংঘটিত হয়?
উত্তর : দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে বুওয়াতে রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কতজন মুসলমান অংশ নেন?
উত্তর : ২০০ জন।

প্রশ্ন- মদিনার যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য কাকে হুকুম করা হয়?
উত্তর : সা'দ বিন মু'আয (রা)-কে।

প্রশ্ন- ঐ যুদ্ধটি কি সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর : না, কাফেলা চলে যাওয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

প্রশ্ন- 'গাযওয়ায়ে সাফওয়ান' কখন সংঘটিত হয়?
উত্তর : এটি সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- এ অভিযানের কারণ কী ছিল?

উত্তর : মুশরিকদের একটি দল মদিনার একটি পশু চারণভূমিতে হঠাৎ আক্রমণ চালায় এবং কিছু পশু লুট করে নিয়ে যায়। আর এ কারণে রাসূল ﷺ ৭০ জন মুসলমানসহ তাদের পিছু ধাওয়া করেন।

প্রশ্ন- কার হাতে পতাকা দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : আলী বিন আবি তালিব (রা)-এর হাতে।

প্রশ্ন- কখন গাযওয়ায়ে যুল উশাইরা সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ২য় হিজরীর জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরাহ।

প্রশ্ন- এ অভিযানের উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : এটির উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ানের অধীনে কুরাইশদের একটি বণিক দলের গতিরোধ করা।

প্রশ্ন- কাকে মদিনার যাবতীয় কার্য সম্পাদনের হুকুম দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : আবু সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমি (রা)-কে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কতজন মুসলমান ছিলেন?

উত্তর : পালাক্রমে চড়ার জন্য ৩০টি উট নিয়ে ২০০ জন মুসলমান রাসূলের সঙ্গী হন।

প্রশ্ন- কার হাতে পতাকা দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)-এর হাতে।

প্রশ্ন- এ অভিযান চলাকালে রাসূল ﷺ কাদের সাথে চুক্তি সাক্ষর করেন?

উত্তর : বনু যাদলিজ এবং তাদের মিত্র গোত্র বনু দোযরাহের সঙ্গে।

প্রশ্ন- সালাতের জন্য লোকদের ডাকার জন্য গৃহীত পদ্ধতি কী ছিল?

উত্তর : এটি ছিল আযান, যাতে নিহিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাপূর্ণ সুনিশ্চিত বাক্যাবলি এবং মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াতের দৃঢ় সমর্থন এবং পরকালের সফলতার জন্য লোকদেরকে সালাতের জন্য আহ্বান করা।

প্রশ্ন- কাকে মুয়াযিন নিযুক্ত করা হয়?

উত্তর : বিলাল বিন রাবাহ (রা)-কে।

প্রশ্ন- সালাতের জন্য লোকদেরকে ডাকার জন্য হর্ন, ঘন্টা ও বেলকে রাসূল ﷺ কেন অপছন্দ করতেন?

উত্তর : তিনি এগুলো অপছন্দ করতেন কারণ "হর্ন' ছিল ইয়াহুদিদের নিজস্ব অপরদিকে 'বেল' ছিল খ্রিস্টানদের নিজস্ব ডাকার পদ্ধতি .....।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর যে কন্যার সাথে আলী বিন আবি তালিবের বিয়ে হয় তার নাম কী?

উত্তর : ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ।

প্রশ্ন- কিবলা কী? কখন এটি পরিবর্তন করা হয়?

উত্তর : এটি হল দিক নির্দেশনা, যে দিকে মুসলমানরা তাদের সালাতে মুখ ফিরায়। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে এটি জেরুসালেম থেকে মক্কার কাবার দিকে পরিবর্তন করা হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- কিবলা পরিবর্তনের কারণে ইয়াহুদিরা কেন ক্রুদ্ধ ছিল?

উত্তর : কারণ এটি তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিনষ্ট করেছে। তারা ভেবেছিল যে মুসলমানেরা তাদের সঙ্গে প্রভাবিত হয়ে তাদের পরিচালনায় জেরুসালেমের দিক মুখ ফিরাচ্ছে।

প্রশ্ন- কিবলা পরিবর্তনের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর : সবার আগে ও সর্বপ্রথমে এটি ছিল রাসূল ﷺ এর ইচ্ছা যে কিবলা কা'বায় পরিবর্তন হোক। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি আনন্দের সংবাদ যে নিকট ভবিষ্যতে মক্কার শাসন ক্ষমতা তারাই গ্রহণ করছে। যদিও ঐ সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতটা উপযুক্ত বা অনুকূলে ছিল না।

প্রশ্ন- পারস্য দেশ হতে এসে যে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল তার নাম কী?

উত্তর : তিনি ছিলেন সালমান ফার্সী (রা)।

প্রশ্ন- কোন দুটি ইবাদত বাধ্যতামূলক করা হয়?

উত্তর : যাকাত ও রোযা। এটি ছিল প্রথমবারের মত। মুসলমানগণ দীর্ঘ একমাস রোযা পালন করেছে এবং রাসূল ﷺ এর নেতৃত্বে খোলা ময়দানে ঈদের সালাত পড়ে ঈদ উদযাপন করেছে।

গাযওয়ায়ে বদর

প্রশ্ন- বদরের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় হিজরী ২য় সনের ১৭ রমযান।

প্রশ্ন- বদর কী?

উত্তর : এটি মদিনা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

প্রশ্ন- বদর যুদ্ধের পেছনে কারণ কি ছিল?

উত্তর : আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে কোরাইশদের একটি বণিক দল ফিরে যাচ্ছিল। মাত্র ৪০ জন দেহরক্ষী সৈন্য দল সাথে করে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান মালামাল সামগ্রী বহন করে তারা যাচ্ছিল।

কোরাইশদের মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি করার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে মুসলমানরা তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়, কারণ কোরাইশরা মুসলমানদের এমন কোন ক্ষতি নেই যা তারা করেনি।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ প্রথমে কী করলেন?

উত্তর : শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং সাঈদ বিন যায়িদ (রা)-কে পাঠালেন। এরপর তিনি বণিকদের উপর হামলা চালিয়ে তারা মক্কায় যাওয়ার পূর্বে তাদের সম্পদ গুদামজাত করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন- কতজন মুসলমান রাসূল ﷺ এর সাথে শরীক হয়েছিলেন?

উত্তর : মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং ২১৩ জন ছিলেন আনসার।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- তারা কি সু-সজ্জিত ছিলেন?

উত্তর : না, তাদের মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল যেগুলো যুবাইর বিন আওয়াম, মিকদাদ বিন আসওয়াদ ধারণ করেছিলেন। আর ৭০টি উট ছিল।

প্রশ্ন- মদীনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কাকে হুকুম করা হয়েছিল?

উত্তর : প্রথমে ইবনে উম্মে মাকতুম এরপর আবু লাহাব বিন আব্দুল মুনযির (রা)।

প্রশ্ন- সাধারণ পতাকা কে ধারণ করেছিল?

উত্তর : মুস'আব বিন উমাইর কোরাইশী (রা)।

প্রশ্ন- পতাকাটির রং কেমন ছিল?

উত্তর : সাদা।

প্রশ্ন- আবু সুফিয়ান কী করলেন?

উত্তর : যখনই তার লোকেরা তাকে জানালো যে মুসলমানেরা তার বাণিজ্য কাফেলার উপর অতর্কিত হামলা চালানোর জন্য ওঁত পেতে আছে, তখনই সে তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য মক্কায় একটি বার্তা পাঠাল।

প্রশ্ন- কোরাইশদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর : তারা রাগে উন্মত্ত ছিল। তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের প্রায় সকল সৈন্যবাহিনীকে একত্রিক করল। ১৩০০ সৈনিকের এক বিশাল সেনাবাহিনী ১০০ অশ্বারোহীসহ দ্রুত বদর পথে রওয়ানা হল।

প্রশ্ন- বদর প্রান্তরে যাওয়ার পথে তারা কী সংবাদ পেল?

উত্তর : তাদেরকে আবু সুফিয়ান খবর পাঠিয়ে বলল যে, আপনারা সবাই বাড়ি ফিরে যান। কারণ বাণিজ্য কাফেলা এখন মুসলমানদের আক্রমণ থেকে মুক্ত।

প্রশ্ন- আবু সুফিয়ান কোন কৌশল অবলম্বন করেছিল?

উত্তর : সে তার বাণিজ্য কাফেলাকে প্রধান পথ থেকে বাহিরের পথে নিয়ে গেল এবং মুসলমানদের অগোচরে লোহিত সাগরের দিকে চলে গেল।

প্রশ্ন- আবু সুফিয়ানের পাঠানো সংবাদ শুনে মক্কার লোকেরা কী চিন্তা করল?

উত্তর : তারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করল। কিন্তু আবু জাহেল তাদেরকে বদরের দিকে অগ্রসর হতে যেতে বাধ্য করল এবং সেখানে প্রায় তিন দিন অবস্থান করল।

প্রশ্ন- পৌত্তলিক সৈন্যরা কোথায় নিজেরাই তাঁবু গেড়েছিল?

উত্তর : তারা নিজেরা তাঁবু গেড়েছিল বদরের আশে পাশের আল-উদওয়াহ আল-কুসওয়ায়ের একটি বালিয়াড়ির পেছনে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কেন শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : যখন রাসূল ﷺ জানতে পারলেন যে, পৌত্তলিক সৈন্যরা নিজেরাই বদরে তাঁবু গেড়েছে, তখন তিনি ও অন্যান্য মুসলমানগণ চাইলেন যে কোনভাবে শত্রুদেরকে সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ থেকে বাধা দিতে হবে এবং মদিনার ইসলামের মূল কেন্দ্রের অভ্যন্তরে যুদ্ধের যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুরু করতে হবে। তাই তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করে বদর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কীভাবে শত্রু ক্যাম্পের সঠিক স্থান, যোদ্ধাদের সংখ্যা এবং কোরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জানলেন?

উত্তর : আলী বিন আবি তালিব, যুবাইর বিন আওয়াম এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) এদের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে জানলেন, যারা শত্রুদের গতিবিধি গোপনে দেখেছিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কীভাবে বদর যুদ্ধের পূর্ব রাত অতিবাহিত করলেন?

উত্তর : তিনি বদর যুদ্ধের পূর্ব রাত সালাতে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে রাত কাটালেন।

প্রশ্ন- পরের দিন সকাল বেলা রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুসলিম সৈন্যদেরকে সারিতে সারিতে সাজালেন এবং তার অনুমতিতে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে আরো পরামর্শ দিলেন যে, যখন শত্রু তোমাদের খুব কাছে চলে আসবে তখন তোমরা শুধুমাত্র তরবারির আশ্রয় নিবে।

প্রশ্ন- যুদ্ধে কে সর্বপ্রথম গুলি চালিয়েছিল?

উত্তর : আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী নামের এক মূর্তি পূজারী।

প্রশ্ন- তার কী পরিণতি হল?

উত্তর : সে শপথ করেছিল যে, সে মুসলমানদের ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে নতুবা সে এটা ধ্বংস করে দিবে অথবা এজন্য সে মৃত্যুবরণ করবে। হামযা (রা) তার তলোয়ার দিয়ে তার পায়ে আঘাত করল এবং ঐ ঝর্ণার পাশেই তাকে হত্যা করে ফেলল।

প্রশ্ন- ফলাফল কী হল?

উত্তর : তাৎক্ষণিকভাবে উতবা বিন রাবি'আহ তার ভাই শাইবাহ বিন রাবি'আহ এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন রাবি'আহ শত্রু পক্ষ থেকে মুহাজিরদের সঙ্গে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করল। উবাইদা বিন হারিস, হামযা এবং আলী (রা) মুশরিকদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করলেন কিন্তু উবাইদা বিন হারিস (রা) আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাকে মুসলিম ক্যাম্পে আনা হলে সেখানে তিনি চার-পাঁচ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন- যখন সাধারণ যুদ্ধ শুরু হল তখন রাসূল ﷺ কী করতেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ আল্লাহর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতেন।

প্রশ্ন- প্রার্থনার ফলাফল কী হল?

উত্তর : আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা পাঠালেন। রাসূল ﷺ জিবরাঈলের উপস্থিতিতে এক মুঠো বালি নিলেন এবং এটি শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করলেন আর বললেন− তোমাদের মুখমণ্ডল ধুলায় মলিন হোক।

প্রশ্ন- এ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য কী?

উত্তর : কুরআনের বক্তব্য হল−

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ـ

অর্থ− আর তুমি (মুহাম্মদ) নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা−৮ আনফাল : আয়াত-১৭)

www.pathagar.com

প্রশ্ন- আবু জাহেলকে কে হত্যা করেছিল?
উত্তর : দু'জন আনসার– মু'আয বিন আমর এবং মু'আওয়ায বিন আফরা (রা)।

প্রশ্ন- আবু জাহেলের তরবারি কে গ্রহণ করেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) যিনি আবু জাহেলের মাথা কেটে রাসূল (সা)-এর কাছে তা রেখে দিলেন।

প্রশ্ন- আবু জাহেলের মাথা দেখে রাসূল (সা) কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَعَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

অর্থ– আল্লাহ্ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তার বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাই দুষ্কর্মের সহযোগিকে পরাজিত করেছেন।

প্রশ্ন- রাসূল (সা) তার মৃত দেহ দেখে কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন : "এ জাতির জন্য এ হল ফেরআউন।"

প্রশ্ন- বদর যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল?
উত্তর : মুশরিকদের জন্য এটি ছিল একটি অপমানকর পরাজয় আর মুসলমানদের জন্য এটি ছিল সুস্পষ্ট বিজয়।

প্রশ্ন- এ যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হন?
উত্তর : ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসারসহ মোট ১৪ জন।

প্রশ্ন- এ যুদ্ধে কতজন মুশরিককে হত্যা করা হয় এবং কতজনকে বন্দী করা হয়?
উত্তর : ৭০ জনকে হত্যা করা হয় এবং ৭০ জনকে বন্দী করা হয়।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কীভাবে বণ্টন করতেন?
উত্তর : রাসূল ﷺ-এর কাছে ওহী নাযিলের পর তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ একপাশে রেখে বাকিটুকু সৈন্যদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিতেন।

প্রশ্ন- বন্দীদের সম্বন্ধে রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?
উত্তর : তিনি অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রশ্ন- মুক্তিপণের অন্য পদ্ধতি কী ছিল?
উত্তর : অন্য পদ্ধতিটি ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ। প্রত্যেক বন্দী ১০ জন শিশুকে লেখাপড়া শিখাতে হয়েছিল। আবার কিছু বন্দীদের তাদের জনহিতকর কাজের জন্য মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কখন মদিনায় ফিরে যান?
উত্তর : বদর বিজয়ের তিন দিন পর তিনি মদিনায় ফিরে যান।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- কেন আল্লাহ বদর দিবসকে 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' হিসেবে বর্ণনা করলেন?
উত্তর : কারণ এটি ঈমানদার ও সত্যবাদী মুসলমান এবং অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল বলেই আল্লাহ এ দিবসটিকে 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' হিসেবে বর্ণনা করলেন।

ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে বহিষ্কার

প্রশ্ন- হিজরী ২য় সনের বদর যুদ্ধের পর কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর : তিনটি ১. গাযওয়ায়ে বানু সালিম ২. গাযওয়ায়ে বানু কাইনুকা ও ৩. গাযওয়ায়ে সাওয়াকি।

প্রশ্ন- কখন এবং কেন গাযওয়ায়ে বানু সালিম সংঘটিত হয়?
উত্তর : এটি ছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাস। যখন বানু সালিম মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী জড়ো করতে লাগল, রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের জন্মভূমিতে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের অবাক করে দিবেন। যেহেতু মুসলমানরা পৌঁছার পূর্বেই তারা পলায়ন করেছে তাই ঐ যুদ্ধটি আর সংঘটিত হয়নি।

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে বানু কাইনুকার পেছনে কী কারণ ছিল?
উত্তর : বানু কাইনুকা ছিল মদিনার একটি ইয়াহুদি গোত্র। একদিন এক ইয়াহুদী এক মুসলিম মহিলার লজ্জাস্থানের পোশাক খুলে ফেলল। একজন মুসলিম লোক সেখানে ছিল সে ঐ ইয়াহুদিকে হত্যা করে ফেলল। সেজন্য ইয়াহুদিরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঐ মুসলিম লোকটিকে হত্যা করে ফেলল। হত্যাকৃত মুসলিম পরিবারের লোকেরা সাহায্যের জন্য মুসলমানদের কাছে আহ্বান করলেন আর এভাবেই যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখে রাসূল ﷺ বানু কাইনুকার বাসস্থানে গেলেন। মুসলিম সৈন্যরা প্রায় ১৫ দিন যাবৎ ইয়াহুদিদের দূর্গ অবরোধ করে রাখে।

প্রশ্ন- ফলাফল কী হল?
উত্তর : ইয়াহুদিরা আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের জীবন-যাপন, সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি হল।

প্রশ্ন- বানু কাইনুকার ইয়াহুদিদের কী পরিণতি হল?
উত্তর : তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ার আযরুয়ায় পাঠানো হল। সেখানে তারা কিছুদিন অবস্থান করে। অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

হিজরতের তৃতীয় বছর

প্রশ্ন- হিজরতের তৃতীয় বছরে কোন কোন গাযওয়া বা যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
উত্তর : সেগুলো হল– গাযওয়ায়ে যু আমর, গাযওয়ায়ে বুহরান, গাযওয়ায়ে উহুদ এবং গাযওয়ায়ে হামরা আল-আসাদ।

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে যু আমার কখন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- এ যুদ্ধাভিযানের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর কাছে সংবাদ আসল যে বনু তালবাহ ও বনু মুহারিব মদিনার উপকণ্ঠে হামলা চালানোর জন্য সৈন্যবাহিনী জড়ো করছে। এ সংবাদ শুনে তিনি ৪৫০ জন অশ্ববাহিনী নিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি হলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর অনুপস্থিতিতে মদিনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কাকে হুকুম দেয়া হয়?

উত্তর : উসমান বিন আফফান (রা)-কে।

প্রশ্ন- কখন গাযওয়ায়ে বুহরান অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৩য় হিজরীর রবিউস সানিতে।

প্রশ্ন- এ যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর সাথে কতজন মুসলমান ছিলেন?

উত্তর : ৩০০ জন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর নাতি হাসান (রা) কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : আলী ও ফাতিমা (রা)-এর পুত্র এবং রাসূল ﷺ এর নাতি হাসান (রা) জন্মগ্রহণ করেন তৃতীয় হিজরীর ১৭ রমজানে।

প্রশ্ন- ঐ বছর রাসূল ﷺ কাকে বিয়ে করেন?

উত্তর : তিনি ঐ বছর ওমরের কন্যা হাফসাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন খুনাইস বিন হুযাফার একজন বিধবা স্ত্রী।

কা'ব বিন আশরাফকে গোপনে হত্যা

প্রশ্ন- কা'ব বিন আশরাফ কে ছিল?

উত্তর : সে ছিল মদিনার বনু নাযির গোত্রের একজন ইয়াহুদি ও একজন প্রতিভাবান কবি।

প্রশ্ন- মুসলমানদের প্রতি তার ভাব-ভঙ্গি কেমন ছিল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের প্রতি গভীর ঘৃণা পোষণ করত।

প্রশ্ন- বদর প্রান্তরে কোরাইশদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে সে কী বলেছিল?

উত্তর : সে প্রতিজ্ঞা করল যে, যদি সংবাদটি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সে জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই অধিক পছন্দ করবে।

প্রশ্ন- যখন সংবাদটি সত্য প্রমাণিত হল তখন সে কী করল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখল এবং কোরাইশদের উচ্চ প্রশংসা করেও কবিতা লিখল। সে মক্কায়ও গিয়েছিল এবং বদরে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাজিমাতের যুদ্ধের জন্য কোরাইশদেরকে উত্তেজিত করল।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি সাহাবীদেরকে একত্রিত করলেন এবং কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার আদেশ দিলেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কুৎসা রটনা করেছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- যারা তাকে হত্যা করার প্রস্তাব করেছিল তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন, মোহাম্মদ বিন মাসলামাহ, আব্বাদ বিন বিশর, হারিস বিন আওস, আবু আবস বিন হিবর ও কা'বের পালক ভাই আবু নাইলাহ সালকান বিন সালামাহ (রা)।

প্রশ্ন- তারা কীভাবে তাকে হত্যা করল?

উত্তর : তারা কা'বের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, তার কাছে অস্ত্র বন্ধক রেখে ঋণ চাইলেন। সে এতে রাজি হয়ে গেল। তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়ালের ১৪ তারিখে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বের হলেন। তার বাড়িতে পৌছে তারা তাকে ডেকে বাহিরে আনলেন। তার স্ত্রী ঘর থেকে বাহিরে যেতে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সে বলল, এ হল মোহাম্মদ বিন মাসলামাহ ও আমার পালক ভাই নাইলাহ সালকান বিন সালামাহ। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে, পরস্পর কথা বলার সময় সালকান কা'বের মাথার ঘ্রাণ নিবে এবং তাকে হত্যা করার জন্য অন্যান্যদেরকে নির্দেশ করতে তাকে শক্তভাবে ধরে ফেলবে। এভাবেই মুসলমানেরা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে ফেলল এবং এ সংবাদ রাসূল ﷺ-কে জানাল।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিদের মধ্যে কা'বের মৃত্যুর কী প্রভাব পড়ল?

উত্তর : কা'বের মৃত্যুর খবর শুনে ইয়াহুদিরা ভয় পেয়ে গেল এবং তারা এও বুঝতে পারল যে, রাসূল ﷺ কখনও আল্লাহর কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবেন না। তাই তারা স্তব্ধ হয়ে গেল এবং রাসূল ﷺ এর সাথে যে চুক্তিপত্র সই করেছিল তাতে অবিচল থাকার ভান করল।

গাযওয়ায়ে উহুদ

প্রশ্ন- কখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উত্তর : তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৬ তারিখে।

প্রশ্ন- উহুদ কী?

উত্তর : এটি মদিনার একটি পাহাড়।

প্রশ্ন- উহুদ যুদ্ধের কারণ কী ছিল?

উত্তর : বদরের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কোরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করল।

প্রশ্ন- মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করতে কি কৌশল বের করল?

উত্তর : তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে সাহায্যের জন্য দূত পাঠাল এবং কিনানাহ ও তিহামা গোত্র সাহায্য করতে রাজি হল। মুশরিকরা কাফেলার ব্যবসায়িক মুনাফা যা যুদ্ধের কারণে মুসলিমদের নজরে পড়েনি তা ভাগ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা কবিদেরকে নিযুক্ত করার এবং যোদ্ধাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদেরকেও নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশ্ন- পৌত্তলিক সৈন্যদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : ৩,০০০ হাজার।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন?

উত্তর : আবু সুফিয়ান এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন অশ্ববাহিনীর নেতা।

প্রশ্ন- কোরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে রাসূলকে ﷺ কে জানালেন?

উত্তর : রাসূলের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব কোরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখে তার কাছে পাঠালেন। রাসূল ﷺ যখন মসজিদে কোবায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি চিঠিটি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুহাজির ও আনসারদের একটি সমাবেশ ডাকলেন এবং নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সমগ্র মদিনার মানুষ ছিল সতর্ক এবং সকল মানুষ ছিল অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত এমনকি সালাতের সময়ও।

প্রশ্ন- পৌত্তলিক সৈন্যরা নিজেরা কোথায় শিবির স্থাপন করেছিল?

উত্তর : তারা নিজেরা হিজরী ৩য় সনের ৬ শাওয়াল শুক্রবারে উহুদ পর্বতে তাঁবু গেড়ে ক্যাম্প শিবির করেছিল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : পৌত্তলিক সৈন্যদের সৈন্য-সমাবেশের কথা শুনে রাসূল ﷺ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আবারো সাহাবীদেরকে একটি জরুরি সমাবেশ ডাকলেন। তিনি তাদেরকে মদিনা থেকে শত্রুদেরকে শহরের বাহিরে রাখতে পরামর্শ দিলেন। দৈবক্রমে যদি শত্রুরা শহরে ঢুকে পড়ে তাহলে মুসলমানেরা যুদ্ধ করবে আর মুসলিম মহিলারা বাড়ির ছাদের উপর থেকে তাদেরকে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন- ঐ মুনাফিকের নাম কী যে রাসূল ﷺ এর পরিকল্পনায় তাকে সাহায্য করেছিল?

উত্তর : আবদুল্লাহ বিন উবাই সালুল যার যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল না।

প্রশ্ন- ভিন্নভাবে কারা পরামর্শ দিয়েছিল?

উত্তর : কিছু সাহাবী যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি তারা পরামর্শ দিলেন শহরের বাহিরে গিয়ে প্রকাশ্যে মোকাবেলা করতে।

প্রশ্ন- চূড়ান্তভাবে কী সিদ্ধান্ত হল?

উত্তর : সাহাবীদের আগ্রহে সিদ্ধান্ত হল যে মদিনার বাহিরে উহুদ পর্বতে গিয়ে শত্রুদের প্রতিহত করা।

প্রশ্ন- মুসলিম সেনাবাহিনীদেরকে রাসূল ﷺ কীভাবে ভাগ করলেন?

উত্তর : তিনি তার সেনাবাহিনীকে তিনটি সেনাদলে ভাগ করেছেন।

১. মুস'আব বিন উমাইর (রা)-এর অধীনে মুহাজির সেনাদল।

২. উসাইদ বিন হুযাইর (রা)-এর অধীনে আওস গোত্রের আনসারগণ।

৩. হাবাব বিন মুনযির (রা)-এর অধীনে খাযরাজ গোত্রের আনসারগণ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : ১,০০০ এক হাজার। এদের মধ্যে ১০০ জন ছিলেন কর্মচারী আর ৫০ জন ছিলেন অশ্বারোহী।

প্রশ্ন- মদিনার যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য কাকে নিযুক্ত করা হয়?

উত্তর : ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিদের অবস্থান কী ছিল?

উত্তর : খাযরাজ গোত্রের আত্মীয় হওয়ায় ইয়াহুদিরা চেয়েছিল মুসলিম সেনাবাহিনীর সঙ্গী হয়ে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, যেহেতু তারা মুসলমান নয় সেহেতু তাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন- শাইখান নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি সৈন্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং যারা যুদ্ধের জন্য অযোগ্য তিনি তাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ রাফি বিন খাদীজ ও সামুরা বিন জুনদুবের বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও কেন তাদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগ দান করতে অনুমতি দিলেন?

উত্তর : কারণ, প্রথমে তারা ছিল দক্ষ তীরন্দাজ কিন্তু পরবর্তীতে যখন প্রমাণিত হল যে, তারা শারীরিকভাবেও শক্তিশালী তখন তিনি তাদের যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিলেন।

প্রশ্ন- আব্দুল্লাহ বিন উবাই কেন মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে সরে গেল?

উত্তর : সে দাবি করল যে তাঁর সরে যাওয়া রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয় কারণ তিনি ইতোমধ্যে তার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অন্যান্যদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। মূলত ঐ মুনাফিক মক্কার লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়নি। তাছাড়া যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হোক তা সে আশা করেনি। সে বরং চেয়েছিল এ সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া সৃষ্টি করা হোক।

প্রশ্ন- তার সঙ্গে কতজন লোক সরে গেল?

উত্তর : ৩০০ জন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তার লোকদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. তোমাদের মধ্যে কে পারবে আমাদেরকে মূর্তি পূজারীদের সঠিক স্থানের পথ দেখাতে।

প্রশ্ন- মুসলিম সেনাবাহিনীকে কে পথ দেখিয়েছিল?

উত্তর : আবু খাইসামাহ (রা)।

প্রশ্ন- উহুদে রাসূল ﷺ কোথায় শিবির স্থাপন করেছিলেন?

উত্তর : তিনি মদিনার দিকে মুখ করে তার সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে উহুদের গিরিপথে (সুড়ঙ্গে) শিবির করেছিলেন। আর তাদের পেছনে ছিল উহুদ পাহাড়।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কীভাবে তার সেনাবাহিনীকে সাজালেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দুই সারিতে সাজালেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- তিনি কতজন তীরন্দাজকে বাছাই করলেন?

উত্তর : আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা)-এর অধীনে ৫০ জন তীরন্দাজকে বাছাই করলেন।

প্রশ্ন- তীরন্দাজদেরকে কোথায় স্থাপন করা হল?

উত্তর : তাদেরকে পাহাড়ে স্থাপন করা হল। পরবর্তীতে ঐ পাহাড়কে বলা হত. তীরন্দাজের পাহাড়' এটি ছিল মুসলিম শিবিরের দক্ষিণ-পূর্ব কানাত আল-ওয়াদির দক্ষিণ তীরে, মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে অবস্থিত।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাদেরকে কী হুকুম দিলেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে কড়াকড়ি নির্দেশ দিলেন যে, মুসলমানদের জয় বা পরাজয় যাই ঘটুক তোমরা কোন অবস্থায় তোমাদের অবস্থান থেকে সরবে না এবং মুশরিকদের থেকে মুসলিম সেনাবাহিনীদের প্রতি নিরাপত্তা ও প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন- সেনাবাহিনীর ডানদিকে কাকে নিযুক্ত করা হল?

উত্তর : মুনযির বিন আমির (রা)-কে।

প্রশ্ন- বাম দিকে কে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন?

উত্তর : যুবাইর বিন আওয়াম (রা)। তার কাজ ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদের অশ্বারোহীদের দিকে দৃঢ় হয়ে থাকা।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সাহসিকতার চেতনাকে দৃঢ় করতে কী করলেন?

উত্তর : তিনি একটি তরবারি আনলেন এবং সাহাবীদেরকে বলতে লাগলেন এ তরবারিটির সঠিক মূল্য দিয়ে এটি নিতে কে রাজি আছ?

প্রশ্ন- তরবারিটি নিতে কারা এগিয়ে এল?

উত্তর : আলী বিন আবি তালিব, যুবাইর বিন আওয়াম, ওমর বিন খাত্তাব (রা) সহ আরো কয়েকজন সাহাবী। কিন্তু এটি কাউকে দেয়া হল না।

প্রশ্ন- আবু দুজানা কী জিজ্ঞেস করলেন?

উত্তর : তিনি জিজ্ঞেস করলেন. হে আল্লাহর রাসূল। এটির মূল্য কত?

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, 'এটি বাকা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শত্রুদেরকে এটি দিয়ে আঘাত করতে হবে' এবং তার অনুরোধে রাসূল ﷺ তাকেই তরবারিটি দিলেন।

প্রশ্ন- মক্কার সেনাবাহিনীদেরকে কীভাবে সাজানো হল?

উত্তর : আবু সুফিয়ান যুদ্ধের প্রধান হওয়ায় সে প্রধান অবস্থান ধারণ করছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন ডান দিকে, ইকরিমা বিন আবু জাহেল ছিলেন বাম দিকে। সাফওয়ান বিন উমাইয়া ছিলেন পদাতিক বাহিনীর তদারকিতে; তীরন্দাজরা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রাবি'আর অধীনে।

প্রশ্ন- মক্কার সেনাবাহিনীর পতাকা বহন করেছিল কে?

উত্তর : বানী আবদে দার গোত্রের এক সৈনিক পতাকা বহন করেছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মুসলমানদের মধ্যে আবু সুফিয়ান কীভাবে মতানৈক্যের বীজ বপনের চেষ্টা করল?

উত্তর : সে আনসারদের কাছে একটি বার্তা পাঠাল এ বলে যে, যুদ্ধের জন্য আমাদের ভাতিজাকে আমাদের কাছে একা ছেড়ে দাও এবং তোমরা তাতে নাক গলাবে না। তোমরা যদি পাশে কোথাও অবস্থান কর তাহলে আমরা কিন্তু যুদ্ধ করব না, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের মোটেও উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আনসারদের উত্তর ছিল হতাশাব্য ক। তাই সে যুদ্ধে আনসারদেরকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে রাসূল ﷺ এর মদিনায় আসার পূর্বে আওস গোত্রের প্রধান ও মদিনার আদিবাসী আবু আমরকে তাদের কাছে পাঠাল। কিন্তু আবু আমরকে আনসাররা বলতে লাগল, "ওহে ফাসিক" কারো চোখই তোকে দেখে সহানুভূতি জানাবে না।"

প্রশ্ন- কোরাইশদের মহিলা প্রধান কে ছিল যে সেনাবাহিনীর সাথী হয়েছিলেন?

উত্তর : আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনত উতবা।

প্রশ্ন- কে মুসলমানদের সঙ্গে আলাদা যুদ্ধ করার চ্যালেঞ্জ করেছিল?

উত্তর : পতাকা বহনকারী তালহা বিন আবু তালহা আবদে দার।

প্রশ্ন- তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিম সৈন্য হতে কে এগিয়ে আসল?

উত্তর : যুবাইর বিন আওয়াম (রা)। তিনি সিংহের মতো তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে তার উটের পিঠ থেকে টেনে নিচে ফেলে দিলেন। তারপর তার তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করে ফেলল।

প্রশ্ন- এরপর যুবাইর সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, প্রত্যেক নবীর একজন শিষ্য থাকে আর যুবাইর হল আমার শিষ্য।"

প্রশ্ন- তালহা বিন আবু তালহার মৃত্যুর পর মুশরিক সেনাবাহিনীর পতাকা কে উত্তোলন করেছিল?

উত্তর : তালহার ভাই উসমান।

প্রশ্ন- তালহার ভাই উসমানকে কে হত্যা করেছিল?

উত্তর : হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)।

প্রশ্ন- পৌত্তলিক সেনাবাহিনীর পতাকার কী পরিণতি হল?

উত্তর : যারাই তাদের পতাকা বহন করেছিল তাদের সকলকে একের পর এক হত্যা করা হতো আর পতাকা মাটিতে পড়ে যেত। শেষে পতাকা বহন করতে আসার মতো কেউ ছিল না। এভাবেই যুদ্ধের ময়দানে সর্বত্র যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কীভাবে যুদ্ধ করছিল?

উত্তর : ঈমানের চেতনায় অভিভূত হয়ে এবং আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার বাসনায় তারা দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। উহুদ দিবসে মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমি মৃত্যু চাই।

প্রশ্ন- আবু দুজানা কীভাবে যুদ্ধ করছিলেন?

উত্তর : তিনি হিংস্রভাবে যুদ্ধ করছিলেন আর মুশরিকদের সৈন্যদের টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। যারাই তার সামনে দাঁড়িয়েছে তাদের সকলকে তিনি হত্যা করে ফেলেছেন। তিনি রাসূল ﷺ এর তরবারীর সকল মূল্য প্রদান করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- হামযা (রা) কীভাবে যুদ্ধ করলেন এবং কীভাবে শহীদ হলেন?

উত্তর : হামযা (রা) মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চমৎকার বীরত্বের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ওয়াহশী বিন হারব তার বল্লম দিয়ে হামযা (রা)-কে শহীদ করেছিল। কারণ তার মনিব ওয়াদা করেছিল যদি সে হামযাকে হত্যা করতে পারে তাহলে সে তাকে মুক্ত করে দিবে। অবশ্য ওয়াহশী পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন- হানযালা (রা)-কে কীভাবে শহীদ করা হয়?

উত্তর : হানযালা (রা) যিনি ছিলেন নববিবাহিত এবং যিনি জিহাদের জন্য বাসর রাতে স্ত্রীর বিছানা ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন। শাদ্দাদ বিন আসওয়াদের তলোয়ারের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

প্রশ্ন- তীরন্দাজ বাহিনীদের কী অবদান ছিল?

উত্তর : তারা খালিদ বিন ওয়ালিদের এবং তার অশ্বারোহীদের তিনটি আক্রমণ প্রথমবারেই ব্যর্থ করে দেয় এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনীদেরকে পেছন থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ থেকেই তারা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়।

প্রশ্ন- এরপর মুসলমানরা কী করল?

উত্তর : তারা লুটের মাল সংগ্রহের পিছনে ছুটতে লাগল।

প্রশ্ন- তীরন্দাজ বাহিনী কী করল?

উত্তর : যখন মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল, তখন তীরন্দাজদের অধিকাংশরাই একটি মারাত্মক ভুল করে বসল যা সমস্ত পরিস্থিতিটাকে লণ্ডভণ্ড করে পাল্টে দিল এবং যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপে মুসলিম সেনাদলের পরাজয়ের মারাত্মক কারণ হয়ে দাঁড়াল। আর তীরন্দাজদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা তাদের নিজস্ব অবস্থান ত্যাগ করে অন্যান্যদের মতো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের পেছনে ছুটল।

প্রশ্ন- পাহাড়ে অবশিষ্ট কারা ছিল এবং তাদের কী পরিণতি হল?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তার নয় জন লোক নিয়ে সেখানে অবস্থান করেছিলো। খালিদ বিন ওয়ালিদের অশ্বারোহীরা তাদের আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলল। যারা এ সুযোগটির জন্যই অপেক্ষা করছিল।

প্রশ্ন- এরপর পলায়নকারী মুশরিকরা কী করল?

উত্তর : তারা মুসলমানদের উপর হামলা করতে আবার ফিরে আসল। উমরা বিনতে আলকামা নাম্নী এক মহিলা পতাকা উত্তোলন করল এবং আরেকবার যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য মূর্তিপূজারীদের পতাকার চারপাশে এনে একত্রিত করল।

প্রশ্ন- মুসলমানদের অবস্থান কী ছিল?

উত্তর : তাদেরকে দুটি যাতাকলের ফাঁদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল।

প্রশ্ন- ঐ সময় রাসূল ﷺ কোথায় ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর পেছনে নয় জন লোকের ছোট্ট একটি দলের মাঝখানে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- কে তাদেরকে অবাক করেছিল?

উত্তর : খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং তার অশ্বারোহিরা।

প্রশ্ন- এ নাজুক পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ এর কাছে কী উপায় ছিল?

উত্তর : তার দুটি উপায় ছিল– ১. তার জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যাওয়া এবং তার সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করা, ২. তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের ডেকে আনা এবং উহুদ পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী করার সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তিনি দ্বিতীয় উপায়টি গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিতে মুসলমানদের ডেকে আনলেন কারণ এ পথে মুশরিকরা তার অবস্থান সন্ধান করতে পারে এবং মুসলমানেরা তার কাছে পৌছার পূর্বে মুশরিকরা তার উপর হামলা চালাতে পারে।

প্রশ্ন- মূর্তিপূজারীরা কী তার অবস্থান নির্দিষ্ট করতে পেরেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা তার কাছে পৌছে গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

প্রশ্ন- অন্যান্য মুসলমানরা রাসূল ﷺ এর কাছে পৌছার পূর্বে কতজন মুসলমান তাঁর আশেপাশে ছিল?

উত্তর : ৭ জন আনসার ও ২ জন মুহাজিরসহ মোট ৯ জন।

প্রশ্ন- নয়জন সাহাবী ও মূর্তিপূজারীদের মধ্যে কীভাবে যুদ্ধ চলছিল?

উত্তর : তুমুল লড়াই চলছিল। যেহেতু মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে হত্যা করতে চেয়েছিল যিনি ছিলেন তাদের প্রধান লক্ষ্য সেহেতু সাহাবীরা গভীর ভালোবাসা উৎসর্গ করে এবং নিজেদেরকে কোরবানি দিয়ে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করতে কঠিন যুদ্ধ করছিলেন।

প্রশ্ন- এরপর কী ঘটল?

উত্তর : সাতজন আনসার একজনের পর আরেকজন শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাহসিকতার সাথে সাথী বিহীন শত্রুদের বাঁধা দিয়েছিলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ মাত্র দুই জন মুহাজির তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সাথে ছিলেন।

প্রশ্ন- এরপর শত্রুরা কী করল?

উত্তর : তারা সুযোগটির সুবিধা গ্রহণ করল এবং রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য তাদের আক্রমণ ঘনীভূত করল।

প্রশ্ন- উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস কী করল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ কে পাথরের ঢিল ছুড়ে মারল।

প্রশ্ন- এতে রাসূল ﷺ এর কী ক্ষতি হল?

উত্তর : একটি পাথর রাসূল ﷺ এর মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করল এবং যার কারণে তার নিচের মাড়ির ডান দিকের দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং নিচের ঠোঁটে মারাত্মক আঘাত পেলেন।

প্রশ্ন- উতবা বিন আবু ওয়াক্কাসকে কে হত্যা করলেন?

উত্তর : হাতিব বিন আবি বালতা (রা)।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- উতবার পর রাসূল ﷺ-কে কে আক্রমণ করল?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন শিহাব যুহরী রাসূল ﷺ কে আক্রমণ করে তার কপাল ফাটিয়ে দেয়।

প্রশ্ন- আব্দুল্লাহ বিন কামিয়া রাসূল ﷺ এর কোথায় আক্রমণ করে?

উত্তর : সে তার তরবারি দিয়ে রাসূল ﷺ এর কাঁধে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেন।

প্রশ্ন- এটি কি রাসূল ﷺ-কে যন্ত্রণা দিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, এটি প্রায় একমাস যাবৎ তাকে কষ্ট দিয়েছিল।

প্রশ্ন- দ্বিতীয়বার ইবনে কামিয়া রাসূল ﷺ এর কোথায় আক্রমণ করে?

উত্তর : সে দ্বিতীয়বার রাসূল ﷺ এর চোয়ালে আঘাত করে।

প্রশ্ন- এতে রাসূল কী পরিমাণ আঘাত পেলেন?

উত্তর : আঘাতটি এতই মারাত্মক ছিল যে, তার লোহার তৈরি হেলমেটের দুটি আংটাই তার পবিত্র চোয়ালের মধ্যে ঢুকে যায়।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কপালের রক্ত মুছতে মুছতে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. আমার অবাক লাগছে যে কীভাবে লোকেরা তাদের নবীর মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং তার দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে? তারা কি সফল হবে? এরপর তিনি দোয়া করলেন. হে আল্লাহ! আমার লোকদের তুমি ক্ষমা করে দাও কারণ তাদের কোন জ্ঞান নেই। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে হেদায়েত করে দাও কারণ তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা বুঝে না।

প্রশ্ন- তালহা ও সা'দ (রা) কীভাবে শত্রুদেরকে চলে যেতে বাধ্য করলেন?

উত্তর : শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা তীর ছুঁড়তে লাগলেন।

প্রশ্ন- সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাসকে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক।

প্রশ্ন- তালহা সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, কেউ যদি কোন শহীদকে পৃথিবীতে হাটা অবস্থায় দেখতে চায় সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।'

প্রশ্ন- কখন বিশিষ্ট সাহাবীরা রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে হাজির হলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবং সাতজন আনসার নিহত হওয়ার পর তারা এসে হাজির হলেন। সর্বপ্রথম হাজির হলেন রাসূলের অন্যতম সাহাবী আবু বকর (রা)।

প্রশ্ন- সাহাবীরা কীভাবে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করলেন?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ কে তাদের শরীর ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঘিরে ফেললেন। আর আল্লাহ তা'আলাও ফেরেশতাদের আকৃতিতে তার গায়েবী সাহায্য পাঠালেন যারা শত্রুদের হাত থেকে রাসূল ﷺ কে রক্ষা করছিলেন।

প্রশ্ন- আবু উবাইদা কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার দাঁত দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে একের পর এক দুটি আংটাই টেনে বের করে আনলেন। যার ফলে তার সামনের দাঁত পড়ে গেল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য যেসব মুসলিম বীর যোদ্ধারা তার চারদিকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন– আবু দুজানা, মুস'আব বিন উমাইর, আলী বিন আবু তালিব, সুহাইল বিন হানিফ, ওমর বিন খাত্তাব, আবু তালহা, হাতিব বিন আবু বালতা, কাতাদা বিন নুমান ও উম্মে আম্মারাহ (রা)।

প্রশ্ন- আবু দুজানা কীভাবে তীরের হাত থেকে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করলেন?

উত্তর : তিনি রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করার জন্য তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তার পিঠ দিয়ে তীরের হাত থেকে রাসূলকে রক্ষা করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ নিজে তীর নিক্ষেপের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি নিজে অনেকগুলো তীর নিক্ষেপ করলেন শেষে তার ধনুকটি চ্যাপ্টা হয়ে যায়।

প্রশ্ন- কাতাদা বিন নু'মানের কী হল?

উত্তর : যুদ্ধ করার সময় তার চোখে এমন আঘাত লাগল যে, তা চোয়ালে এসে পড়ল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তখন কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার হাত দিয়ে এগুলো পুনরায় কোটরে রেখে দিলেন এবং এটি অনেক ভাল হয়ে গেল আর দুটি চক্ষুই আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে গেল।

প্রশ্ন- আব্দুর রহমান বিন আওফ কীভাবে যুদ্ধ করলেন?

উত্তর : তিনি এতই হিংস্রভাবে যুদ্ধ করলেন যে তার মুখমণ্ডলে মারাত্মক আঘাত পেলেন। তিনি ২০টি আঘাত ভোগ করেছিলেন। পায়ে কিছু আঘাত পেলেন যার কারণে তিনি খোড়া হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন- মুস'আব বিন উমাইর (রা)-এর কী হল?

উত্তর : যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ নিহত হয়ে গেছেন এ বলে ইবনে কাইমা চিৎকার করল কেন?

উত্তর : মুস'আব বিন উমাইরকে নিহত দেখে সে চিৎকার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়ে গেছেন কারণ মুস'আব (রা)-এর সঙ্গে রাসূলের চেহারার কিছুটা মিল ছিল।

প্রশ্ন- এর ফল কী হল?

উত্তর : এ গুজবের ফলে মুসলমানদের মানসিক শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন- মুস'আব বিন উমাইর শহীদ হওয়ার পর কে পতাকা উত্তোলন করেন?

উত্তর : আলী বিন আবু তালিব (রা)।

প্রশ্ন- কে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ কে দেখতে পান?

উত্তর : কা'ব বিন মালিক (রা)। তিনি আনন্দে চিৎকার করতে লাগলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কোথায় রাসূল ﷺ জীবিত আছেন।"

প্রশ্ন- চিৎকারের সাথে সাথে কতজন মুসলমান ঐ দিকে ছুটে গেলেন?

উত্তর : প্রায় ৩০ জন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- তাদের সাথে রাসূল ﷺ কোনদিকে সরে গেলেন?

উত্তর : পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন।

প্রশ্ন- হারিস বিন সিমমা (রা)-এর কী হল?

উত্তর : তাকে আব্দুল্লাহ বিন জাবির যে আবু দুজানা (রা) কে হত্যা করেছিল সে ঘাতক তার উপর আক্রমণ চালায় এবং তাকে মারাত্মক আঘাত করে।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কোথায় আশ্রয় নেন?

উত্তর : তারা উহুদ পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নেন।

প্রশ্ন- যখন উবাই বিন খালফ রাসূল ﷺ-কে হত্যার চেষ্টা করল তখন তিনি কী করলেন ?

উত্তর : রাসূল ﷺ হারিস বিন সিমমা থেকে একটি বল্লম নিয়ে উবাইকে আঘাত করলেন। আঘাতটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, তাকে মক্কায় নেয়ার সময় পথিমধ্যেই সে মারা যায়।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ পাহাড়ের উপরে উঠার সময় যখন বড় শিলা খণ্ডটি তাকে বাধা দিয়েছিল তখন তিনি কীভাবে উপরে উঠলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ পাহাড়ে উঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন কিন্তু ক্লান্ত ও মারাত্মক আঘাত থাকায় তিনি উঠতে পারেননি। তাই তালহা (রা) এমনভাবে বসলেন যে রাসূল ﷺ তার পিঠের উপর দাঁড়ালেন। এরপর তিনি উপরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত তালহার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, এ কাজের জন্য তালহা জান্নাতের উপযুক্ত।

প্রশ্ন- যখন মুশরিকরা পুনরায় রাসূল ﷺ এর প্রাণনাশের চেষ্টা করল তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন মূর্তিপূজারীরা যেন উপরে উঠতে না পারে।

প্রশ্ন- মুশরিকরা কি রাসূল ﷺ এর নিকট আসতে পেরেছিল?

উত্তর : না, ওমর বিন খাত্তাব (রা) ও অন্যান্য মুহাজিররা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে পাহাড়ের নিচে ফেলে দিল।

প্রশ্ন- যুদ্ধের পর মুশরিকরা শহীদদের সঙ্গে কী করেছিল?

উত্তর : তারা শহীদদের নাক, কান কেটে ফেলল ও এমনকি তাদের পেট কেটে নাড়িভুড়ি বের করে ফেলল।

প্রশ্ন- হিন্দা বিনতে উতবা কী করল?

উত্তর : সে হামজা (রা)-এর বুক ছিঁড়ে কলিজা বের করে তা চিবাতে লাগল। এমনকি সে শহীদদের নাক, কান দিয়ে গলার হার ও পায়ের নুপুর বানিয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মুসলিম মুনাফিকরা যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে মদিনায় এসেছিল তাদের সঙ্গে উম্মে আইমান (রা) কেমন আচরণ করলেন?

উত্তর : তিনি তাদের মুখমণ্ডলে ময়লা নিক্ষেপ করলেন এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে ভৎর্সনা করলেন।

পশ্ন- এরপর তিনি কি করলেন?

উত্তর : তিনি আঘাতপ্রাপ্ত মুসলমানদের জন্য পানি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দৌড়ে গেলেন।

প্রশ্ন- তার কী অবস্থা হল?

উত্তর : হিববান বিন আরকা তার দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করল। যার ফলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তার কাপড়-চোপড় হাল্কা উপরে উঠে গেল। এ দৃশ্য দেখে মূর্তি পূজারীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি প্রতিশোধের জন্য সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসকে একটি তীর দিলেন। তিনি তীরটি এমনভাবে নিক্ষেপ করলেন যে, তীরটি গিয়ে ঐ কাফিরের কণ্ঠ পর্যন্ত ভেদ করল। কাফিরটি মাটিতে পড়ে গেল এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অনাবৃত হয়ে গেল। আর রাসূল ﷺ তার এ দৃশ্য দেখে এতই হাসলেন যে, তার দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

প্রশ্ন- যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান কী বলে গেল?

উত্তর : সে বলল, আমরা আগামী বছর আবারও বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে মোকাবেলা করব।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে তার উত্তরে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে প্রতি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ এটি আমাদের ও তাদের জন্য একটি হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ মুশরিকদের পেছনে আলী (রা)-কে কেন পাঠালেন? তিনি তাকে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি আলী (রা)-কে মুশরিকদের পেছনে পাঠালেন কারণ মুশরিকরা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে নাকি মদিনার দিকে যাচ্ছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তিনি তাকে বললেন, মুশরিকরা যদি উটে আরোহণ করে তাহলে বুঝবে তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে আর যদি তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে তাহলে বুঝবে তারা মদিনা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আলী (রা) দেখলেন যে তারা সবাই উটে আরোহণ করছে।

প্রশ্ন- কোরাইশদের চলে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি আঘাতপ্রাপ্ত মুসলিমদেরকে খুঁজে বের করতে লোক পাঠালেন।

প্রশ্ন- উসাইরিয়া (রা)-কে ছিলেন? রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন একজন নওমুসলিম। এমনকি তিনি এক ওয়াক্ত সালাতও পড়েননি। কিন্তু তিনি ইসলামের জন্য যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করলেন। রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে বললেন, " উসাইরিয়া হল জান্নাতের একজন অধিবাসী।

www.pathagar.com

হিজরতের চতুর্থ বছর

প্রশ্ন- হিজরতের চতুর্থ বছরে কোন দুটি শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : 'মাউনা ঝর্ণার' শোকাবহ ঘটনা ও রাজীর' দূর্ঘটনা– দুটিই সফর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন- 'রাজীর' দুর্ঘটনা কী ছিল?

উত্তর : দশজন মুসলিম ধর্ম প্রচারককে বিশ্বাস ঘাতকতার সাথে কৌশলে ধরে কাফিররা তাদেরকে জেদ্দা ও রাবিহর মাঝখানে রাজি নামক স্থানে হত্যা করে ফেলল।

প্রশ্ন- এ শোকাবহ ঘটনার সূচনা কী?

উত্তর : একদিন আযাল ও কারাহ গোত্র হতে এক প্রতিনিধি রাসূল ﷺ এর নিকট আসল এবং তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার জন্য সাহাবীদের একটি দল পাঠাতে রাসূলের কাছে অনুরোধ করল। রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে ১০ জন সাহাবী পাঠালেন। এরপর তারা যখন রাজি নামক জায়গায় পৌছলেন তখন বানী লিহিয়ান গোত্রের তীরন্দাজ বাহিনী তাদের চারদিকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালায়। যার ফলে সাতজন মুসলমানকে শহীদ ও তিনজনকে বন্দী করা হয়।

প্রশ্ন- আইন লজ্ঞনকারীদের চুক্তিপত্রের চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে যে সাহাবী প্রতিবাদ করেছিল তার কী পরিণতি হল?

উত্তর : তাকেও শহীদ করা হল।

প্রশ্ন- বাকী দুইজন সাহাবীর সঙ্গে অপরাধীরা কী করল?

উত্তর : ৭০ জন কুরআন পাঠককে রাসূল ﷺ নজদবাসীর লোকদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু যখন তারা বানী আমির, হারাব ও সালিম বাসীর মাঝে মাউনা নামক স্থানে পৌছলেন তখন বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল এবং আমির বিন উমাইয়া (রা) ছাড়া বাকি সবাইকে শহীদ করে ফেলল।

প্রশ্ন- 'মাউনা ঝর্ণার' শোকাবহ ঘটনাটি কী?

উত্তর : ৭০ জন কুরআন পাঠককে রাসূল ﷺ নজদবাসীর লোকদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু যখন তারা বানি আমির, হারাব ও সালিম বাসীর মাঝে 'মাউনা' নামক স্থানে পৌছলেন তখন বিশ্বাসঘাতকতার সাথে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল এবং আমির বিন উমাইয়া (রা) ছাড়া বাকি সবাইকে শহীদ করে ফেলল।

প্রশ্ন- মদিনায় ফিরে আসার সময় পথে আমর বিন উমাইয়া (রা) কী করলেন?

উত্তর : তার সাথীদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি বানি কিলাব গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেললেন।

প্রশ্ন- পরবর্তীতে তিনি কী জানতে পারলেন?

উত্তর : পরবর্তীতে তিনি জেনে আসলেন যে বানী কিলাব গোত্র রাসূল ﷺ এর কাছে অঙ্গীকার দিয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর সাহাবীদেরকে যারা খুন করেছিল তাদের জন্য আল্লাহর কাছে তিনি কী দোয়া করলেন?

উত্তর : 'রাজি' ও 'মাউনার' শোকাহত ঘটনায় রাসূল ﷺ এত গভীর মর্মাহত হলেন যে, তিনি প্রায় ৩০ দিন যাবৎ হামলাকারী খুনীদের জন্য আল্লাহর গযবের প্রার্থনা করলেন। (কুনূতে নাযেলা পড়লেন)

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ ঐ বছর কতটি সারিয়া পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : ২টি- ১. সারিয়ায়ে আবু সালামাহ (রা), ২. সারিয়ায়ে ইবনে উমাইস (রা)।

প্রশ্ন- ঐ বছর কতটি গাযওয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর : দুইটি। গাযওয়ায়ে বানী নাযির ও গাযওয়ায়ে দ্বিতীয় বদর।

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে বানী নাযিরের পেছনে কারণ কী ছিল?

উত্তর : একবার রাসূল ﷺ আবু বকর ও ওমরকে সঙ্গে নিয়ে আমর বিন উমাইয়া দাযারি (রা) কর্তৃক ভুলে হত্যাকৃত ব্যক্তিদের রক্তপণ তালাশ করতে বানী নাযির গোত্রের ইয়াহুদিদের কাছে যান। তখন তারা রাসূলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিরা রাসূলকে কী বললেন?

উত্তর : তারা তাঁকে তাদের ঘরে গিয়ে বসতে বললেন এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন।

প্রশ্ন- ইতোমধ্যে তারা কী পরিকল্পনা করল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ এর মাথার উপর বড় পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে দ্রুত মদিনায় ফিরে গেলেন কারণ জিবরাঈল এসে রাসূল ﷺ কে ইয়াহুদিদের কুচক্রান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন- বানী নাযির গোত্রের ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ কী ব্যবস্থা নিলেন?

উত্তর : তিনি মোহাম্মদ বিন মাসলামাহ (রা)-কে বানী নাযির গোত্রের লোকদের কাছে পাঠালেন এবং তাদেরকে ১০ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে বললেন। নচেৎ তারা মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

প্রশ্ন- বানী নাযির গোত্রের লোকদেরকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই কি পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ এর চরমপত্র উপেক্ষা করতে তাদেরকে প্ররোচিত করল এবং তাদেরকে তাদের বাড়িতেই থাকতে বলল। সে তার ২ হাজার সাথী দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিল এবং বানী কুরাইযা ও বানী গাতফান গোত্র থেকে তাদের সাহায্য আসার ব্যাপারে নিশ্চিত করল।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিরা রাসূল ﷺ কে কেমন উত্তর দিল?

উত্তর : তারা ঐ পরিস্থিতি নিয়ে মোটেও হতাশ ছিল না। বরং তারা আত্ম বিশ্বাসী ছিল এবং মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। তাদের নেতা হুআই বিন আখতাব রাসূল

www.pathagar.com

ﷺ কে একটি বার্তা পাঠাল, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ছাড়ব না, তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ প্রতি উত্তর পেয়ে কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়লেন। মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রায় ১৫ দিন যাবৎ বানী নাযীরকে অবরোধ করে রাখলেন। এটি ছিল চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা।

প্রশ্ন- বানী কুরাইযা ও বানী গাতফানের মুনাফিকরা বানী নাযিরকে সাহায্য করতে এসেছিল?

উত্তর : না, তারা তাদের সাহায্য করার অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হল।

(সূরা ৫৯– হাশর : আয়াত নং ১১-১২)

প্রশ্ন- বানী নাযির গোত্রের লোকেরা কী করল?

উত্তর : তারা তাদের ঘন খেজুর গাছের মাঠের সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল।

প্রশ্ন- এরপর মুসলমানদেরকে কী আদেশ করা হল?

উত্তর : তাদেরকে ঐ খেজুর গাছগুলো কেটে তা পুড়ে ফেলার আদেশ করা হল। তারপর ইয়াহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হল এবং মদিনা ছাড়তেও রাজি হল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে কী কী জিনিস নেয়ার অনুমতি দিলেন?

উত্তর : তিনি তাদের অস্ত্র ছাড়া উটগুলো যে পরিমাণ মাল-পত্র বহন করতে পারে সে পরিমাণ জিনিস নিতে তাদের অনুমতি দিলেন। তাই তারা তাদের মালিকানাধীন সকল কিছু নিয়ে গেল। আর ৬০০ উটের উপর এগুলো বোঝাই করা হয়েছিল।

(সূরা–৫৯ হাশর : আয়াত নং ২)

প্রশ্ন- তারা কোথায় গেল?

উত্তর : তাদের কিছুসংখ্যক তাদের নেতা হুআই বিন আখতাব ও সালাম বিন আবি আল-হুকাইক এর সঙ্গে খাইবারের দিকে চলে গেল। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

প্রশ্ন- কতজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : ২ জন ব্যক্তি, ইয়ামীন বিন আমর ও আবু সা'দ বিন ওহাব নামক দুই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন- কখন দ্বিতীয় গাযওয়ায়ে বদর অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলে ৪র্থ হিজরীর শা'বান মাসে।

প্রশ্ন- এ গাযওয়ার পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : আবু সুফিয়ান ২০০০ পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হল এবং মাজান্নাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। সে জন্য রাসূল ﷺ ১৫০০ সাহাবী নিয়ে পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- যুদ্ধ করার জন্য মক্কার লোকেরা কি আগ্রহী ছিল?
উত্তর : না তারা আগ্রহী ছিল না।

প্রশ্ন- আবু সুফিয়ান তার লোকদের কী প্রস্তাব করল এবং কেন?
উত্তর : সে পানি ও খাদ্য সরবরাহের অভাবের কারণে তার লোকদেরকে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করল। তারাও এ প্রস্তাবে রাজি হল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কতদিন সেখানে অবস্থান করেন?
উত্তর : আট দিন।

প্রশ্ন- ঐ বছর আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করে?
উত্তর : ঐ বছর শা'বান মাসে রাসূল ﷺ-এর ছোট নাতি এবং আলী বিন আবি তালিবের ছোট ছেলে হুসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন- ঐ বছর রাসূল ﷺ এর কাছে ওহীর মাধ্যমে কী নিষিদ্ধ করা হয়?
উত্তর : মদপান।

হিজরতের পঞ্চম বছর

প্রশ্ন- কখন গাযওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল সংঘটিত হয়?
উত্তর : ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ দুমাতুল জানদালের আশেপাশের লোকদের সম্পর্কে কী শুনতে পেলেন?
উত্তর : তিনি শুনতে পেলেন যে, তারা লুটতরাজ ও ডাকাতির সঙ্গে জড়িত এবং মদিনায় ছিনতাই করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : তিনি এক হাজার মুসলমান সঙ্গে নিয়ে দুমাতুল জানদালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তারা রাত্রিবেলায় সফর করলেন এবং দিনের বেলায় বিশ্রাম নিলেন এ কারণে যে শত্রুদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় যেন পাকড়াও করতে পারেন।

প্রশ্ন- কাকে মদিনার যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা হল?
উত্তর : শিবা বিন আরফাতাহ গিফারি (রা)-কে।

প্রশ্ন- মুসলমানরা গন্তব্যস্থলে গিয়ে কী দেখলেন?
উত্তর : তারা দেখল যে ডাকাতরা অন্য জায়গায় চলে গেছে। তাই তারা তাদের গবাদি পশু ও মেষপালককে আটক করলেন।

গাযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধ)

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে খন্দক কখন সংঘটিত হয়?
উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে।

প্রশ্ন- এ যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল কারা?
উত্তর : ইয়াহুদিরা। তাদেরকে খায়বারে নির্বাসিত করার পর তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য নিয়মিত ষড়যন্ত্রের ফঁন্দি আটতে লাগল, কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল ছিল খুবই কাপুরুষোচিত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- তারা কী করল?

উত্তর : ইয়াহুদিদের বিশজন নেতা মক্কায় গেল এবং তাদেরকে সকল সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করে মুসলমানদের উপর হামলা চালাতে কোরাইশদের উত্তেজিত করল। কোরাইশদের যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাইল তারা ভাবল এটা হল তাদের অবস্থান ফিরিয়ে আনার একটি সোনালী সুযোগ। তাই তারা ইয়াহুদিদের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। এরপর ইয়াহুদিদের প্রতিনিধি একই প্রস্তাব নিয়ে বানী গাতফান ও আরবের অন্যান্য গোত্রের কাছে গেল। ফলে সকল মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ কাফির মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এ কারণেই এটি গাযওয়ায়ে আহযাব বা মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন- কতজন পৌত্তলিক সৈন্য মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল?

উত্তর : কোরাইশ, কিনানাহ ও অন্যান্য গোত্রের (চার হাজার) ৪০০০ এবং বানী সালীম, গাতফান ও বানী মুররাহ গোত্রের ছয় হাজারসহ মোট ১০,০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌত্তলিকেরা মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ যখন তাদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি মদিনাকে কীভাবে রক্ষা করা যায় সে পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে একটি সমাবেশ করলেন।

প্রশ্ন- মদিনার প্রতিরক্ষার জন্য মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করার জন্য কে পরামর্শ দিল?

উত্তর : সালমাল ফার্সি (রা)।

প্রশ্ন- এ প্রস্তাব কি অনুমোদিত হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, রাসূল ﷺ ও তাঁর উপদেষ্টা কমিটি এটি অনুমোদন করলেন এবং মুসলমানরা মদিনার উত্তর দিকের চারদিকে পরিখা খননের কাজ শুরু করে দিলেন। আর অন্য সকল দিক পাহাড় ও খেজুর বাগানে আবদ্ধ ছিল। তখন থেকে এটি গাযওয়ায়ে খন্দক বা পরিখা খননের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন- পরিখা খননের সময় কী কী অলৌকিক ঘটনা দেখা গিয়েছিল?

উত্তর :

১. একবার জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাসূল ﷺ কে ক্ষুধার্ত দেখে একটি ভেড়া জবাই করলেন, কিছু গোশত রান্না করলেন এবং রাতে রাসূল ﷺ কে খাবার খেতে আসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ যারা পরিখা খনন করছিল তাদের সকলকে ডাকলেন তারা সকলেই তাদের পেট পুরে খেয়েছিল কিন্তু খাবার মোটেই কমেনি।

২. একজন মহিলা একমুষ্টি খেজুর এনে রাসূলকে দিলেন তিনি এগুলো তার চাদরে রেখে সাহাবীদেরকে ডেকে খেতে বললেন। আশ্চার্যজনকভাবে খেজুরের সংখ্যা বেড়েই চলল।

www.pathagar.com

৩. খনন করার সময় একটি কঠিন পাথর আসন্ন বাধা হয়ে দেখা দিল। বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে জানানো হলে তিনি একটি কোদাল নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলে হঠাৎ এটি মরুভূমির নরম বালিতে পরিণত হয়ে গেল।

প্রশ্ন- পরিখা খনন করতে কতদিন লেগেছিল?

উত্তর : প্রায় ১৫ দিন।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কীভাবে নিজেদেরকে গঠন করেছিল?

উত্তর : তাদের পিছন দিকে ছিল শিলা পর্বত। আর সামনে তাদের ও কাফিরদের প্রতিবন্ধক হিসেবে ছিল গর্ত।

প্রশ্ন- বিশাল গর্ত দেখে পৌত্তলিক সৈন্যরা কী করল?

উত্তর : তারা মদিনা অবরোধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নিল এবং গর্ত ভেদ করে কীভাবে মদিনায় প্রবেশ করতে পারে সে কৌশল বের করার চেষ্টা শুরু করে দিল।

প্রশ্ন- শত্রুদেরকে বাধা দিতে মুসলমানরা কী করল?

উত্তর : মুসলমানরা শত্রুদেরকে গর্তের যে কোন ফাঁকের নিকটবর্তী কিংবা পার হওয়া থেকে বাধা দিতে তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল।

প্রশ্ন- কাফিরদের কোন দল খন্দক ও শিলা পর্বতের মধ্যখানের জলাভূমিবিশিষ্ট জায়গা পার হতে পেরেছিল?

উত্তর : কাফিরদের একটি দল আমর আবদ উদ, ইকরিমা বিন আবু জাহেল ও দিরার একত্রিত হয়ে গর্তটি পার হল এবং মুসলমানদেরকে আলাদা যুদ্ধ করার ঘোষণা দিল।

প্রশ্ন- তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে কাকে নির্দেশ করা হল?

উত্তর : আলী বিন আবু তালিব (রা)-কে। যিনি সামান্য আঘাতে আমর আবদ উদকে হত্যা করে ফেললেন এবং বাকিরা ভয়ে পালাতে বাধ্য হলো।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কীভাবে কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা করলেন?

উত্তর : পরপর তীর নিক্ষেপ করার কারণে মুসলমানরা কিছু সালাত সঠিক সময়ে আদায় করতে পারেননি। আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাত কাযা হওয়ার কারণে এতই ক্ষুদ্ধ ছিলেন যে তিনি কাফিরদের জন্য অনেক অভিশাপ করলেন।

প্রশ্ন- কতজন মুসলমান শহীদ হলেন?

উত্তর : ছয়জন।

প্রশ্ন- কতজন মুশরিক নিহত হয়?

উত্তর : দশজনকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় আর দুই একজনকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন- সা'দ বিন মু'আয (রা)-এর কী হল?

উত্তর : তিনি একটি তীর বিদ্ধ হলেন যা তার ধমনীকে ছিদ্র করে দিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মুসলমানদের অবস্থাকে আরো নাজুক করতে বানী নাযির গোত্রের প্রধান হুআই বিন আখতাব কী করল?

উত্তর : সে বানী কুরাইযার নেতা কা'ব বিন আসাদের নিকট গেল। যিনি রাসূল ﷺ এর সঙ্গে একটি চুক্তিতে সই করেছিলেন। যার সঙ্গে রাসূল ﷺ এর একটি চুক্তি ছিল। হুআই তাকে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করতে উত্তেজিত করতে লাগল এবং মৈত্রিচুক্তিবদ্ধ যুদ্ধে সাহায্য করতে বলল।

প্রশ্ন- কা'ব বিন আসাদ কি তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। এভাবেই বানী কুরাইযা মুসলিম নারী ও শিশু আশ্রিত শিবিরে হামলা করার পরিকল্পনা করে।

প্রশ্ন- তারা কি নারী ও শিশুদের দুর্গে হামলা করেছিল?

উত্তর : একজন ইয়াহুদির মৃত্যুর পর, তারা ভাবল যে, নারী ও শিশুরা মুসলিম যোদ্ধাদের মুজাহিদ কর্তৃক সুরক্ষিত। তাই তারা হামলা থেকে বিরত থাকল।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তদন্ত করার জন্য খুব দ্রুত চারজন লোক পাঠালেন আর তারা রাসূলকে খবর দিল যে, ইয়াহুদিরা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছে যে, মুসলমানদের সঙ্গে আর কোন চুক্তি থাকতে পারে না। এরপর রাসূল ﷺ মুসলিম মহিলা ও শিশুদের রক্ষার জন্য কিছু মুজাহিদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালেন।

প্রশ্ন- মুনাফিকরা কী করল?

উত্তর : তারা পারস্য (ইরান) ও সিরিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখে মুসলমানদের সঙ্গে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা দুঃস্বপ্নের বীজ বপন করা শুরু করল। আর তাদের ঘর বাড়ির প্রতিরক্ষার জন্য বের হওয়ার ভান করল। যদিও হুমকি প্রদর্শনের মত তাদের কিছুই ছিল না।

গাযওয়ায়ে বানী কুরাইযা

প্রশ্ন- খন্দক যুদ্ধ থেকে রাসূল ﷺ ফিরে আসার পর পরই তাঁর কাছে জিবরাঈল কী ওহী নিয়ে আসলেন?

উত্তর : জিবরাঈল ওহী নিয়ে এলেন যে, রাজবৈরী কুরাইশরা গোত্রের লোকদের বাসস্থানের মুখোমুখি হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তিনি আরো বললেন যে, তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন শত্রুদের দুর্গগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে এবং তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিতে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তার মুয়াযযিনকে কী করতে হুকুম করলেন?

উত্তর : তিনি মুয়াযযিনকে বানী কুরাইযার লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে তাদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য সকলকে আদেশ করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কতজন মুসলমান শরীক হয়েছিলেন?

উত্তর : তিন হাজার পদাতিক সৈন্যবাহিনী ও ত্রিশজন অশ্বারোহী তাঁর সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- বানী কুরাইযা গোত্রের লোকদের বাসস্থানে পৌছে মুসলমানেরা কী করল?

উত্তর : মুসলিম বাহিনী তাদের দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিদের নেতা কা'ব বিন আসাদ যে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছিল সেগুলো কি?

উত্তর :

১. হয় ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বীনে প্রবেশ করে স্বীয় জানমাল এবং সন্তান সন্ততির ধ্বংস প্রাপ্তি থেকে রক্ষা করবে, এ প্রস্তাব উপস্থাপনকালে কা'ব বিন আসাদ এ কথাও বলেছিল যে, 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন প্রকৃতই একজন নবী এবং রাসূল। অধিকন্তু তিনি হচ্ছেন সে ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা স্বীয় আল্লাহর কিতাবে অবগত হয়েছ।'

২. অথবা স্বীয় সন্তান সন্ততিগণকে স্বহস্তে হত্যা করব। অতঃপর তলোয়ার উত্তোলন করে নবী ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করবে। পরিণামে হয় আমরা বিজয়ী হব, নতুবা সমূলে নিঃশেষ হয়ে যাব।

৩. অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাব কেরাম ﷺ-কে ধোঁকা দিয়ে শনিবার দিবস তাঁদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন যে, এ দিবসে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হবে না।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিরা কেন আত্মসমর্পণ করল?

উত্তর : তাদের শক্তিশালী অবস্থান ও খাদ্য মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তাদের মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণ, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন এবং তাদের মানসিক শক্তি ভেঙ্গে দিলেন। (সূরা-৫৯ হাশর : আয়াত নং ২)

প্রশ্ন- মুসলমানদের অবস্থান কি ছিল?

উত্তর : তারা মরুভূমির খালি জায়গায় ঠাণ্ডায় দুঃখ-কষ্টে ছিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। খন্দক যুদ্ধের কারণে ইতিমধ্যে তারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিদের আত্মসমর্পণের পর রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে কী করলেন?

উত্তর : পুরুষদেরকে হাতকড়া পরানো হলো অপরদিকে মহিলা ও শিশুদেরকে আলাদা জায়গায় রাখা হলো।

প্রশ্ন- আওস গোত্রের লোকেরা রাসূল ﷺ-কে কী বললেন এবং তাদেরকে তিনি কী বললেন?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করলেন যেহেতু ইয়াহুদিরা তাদের আত্মীয় তাই তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে। তিনি তাদেরকে বললেন যে, তাদের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রা)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই তিনি কাজ করবেন।

প্রশ্ন- সা'দ বিন মু'আয কী রায় দিলেন?

উত্তর : তিনি রায় দিলেন যে সকল পুরুষ যুবককে হত্যা করা হবে, মহিলা ও শিশুদেরকে কারাবন্দি করা হবে এবং তাদের সম্পদ মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- এ রায় প্রদানকারী সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন যে, সা'দ (রা) আল্লাহর নির্দেশেই রায় দিয়েছেন।

প্রশ্ন- কতজন ইয়াহুদীকে হত্যা করা হয়?
উত্তর : সাত শত কিংবা ছয় শত জনকে।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কতগুলো অস্ত্র পেয়েছিলেন?
উত্তর : ৫০০ তরবারি, ২০০০ বল্লম, ৩০০ বর্ম ও ৫০০ ঢালসহ মোট তিন হাজার তিনশটি অস্ত্র পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন- বন্দি মহিলাদের কী হল?
উত্তর : তাদেরকে নজদ অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হল।

প্রশ্ন- বন্দী মহিলাদের মধ্যে রাসূল ﷺ কাকে বিয়ে করেছিলেন?
উত্তর : তিনি রেহানা বিনত আমর নাম্নী এক মহিলাকে পছন্দ করলেন। তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাকে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন- হুআই কে? তার কী পরিণতি হল?
উত্তর : সে ছিল বানী নাযির গোত্রের নেতা। তাকে হত্যা করা হল কারণ সেও বানী কুরাইযার সঙ্গে যোগদান করেছিল।

পশ্ন- একজন ইয়াহুদী মহিলাকে কেন হত্যা করা হল?
উত্তর : কারণ ঐ মহিলা একজন মুসলিম যোদ্ধাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল।

প্রশ্ন- ইয়াহুদিদের কেউ কি ইসলাম গ্রহণ করেছিল?
উত্তর : হ্যাঁ, অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন- কোন শাসক মুসলমান হয়েছিল?
উত্তর : নজদ অঞ্চলের শাসক ছামাম বিন আছাল।

প্রশ্ন- ঐ বছর রাসূল ﷺ কাকে এবং কেন বিয়ে করেছিলেন?
উত্তর : তিনি ঐ বছর যিলক্বদ মাসে যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। প্রথমে যাইনাবের বিয়ে হযেছিল রাসূল ﷺ এর পালক পুত্র ও মুক্ত ক্রীতদাস যায়িদ বিন হারিছার সঙ্গে। পরবর্তীতে তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন। তৎকালীন সময়ে আরবের লোকেরা ভাবত পালক পুত্রদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের বিয়ে করা একটি অন্যায় কাজ। এ কারণে রাসূল ﷺ যাইনাবকে বিয়ে করে একটি ভ্রান্ত রীতির মূলোৎপাটন করলেন।

(সূরা—৩৩ আহযাব : আয়াত নং ৩৭)

৩২. হিজরতের ষষ্ঠ বছর

প্রশ্ন- আবু রাফি কে? মুসলমানরা তাকে হত্যা করল কেন?
উত্তর : সালাম বিন আবু আল- হুকাইক (আবু রাফি) ছিলেন একজন ভয়ংকর ইয়াহুদী অপরাধী। খন্দক যুদ্ধে সে সৈন্যদের একত্র করেছিল এবং তাদেরকে খাবার ও অর্থ সম্পদ দিয়ে যথাযথ প্রস্তুত করেছিল। সে রাসূল ﷺ-কে প্রায় সময় গালিগালাজ করত।

www.pathagar.com

মুসলমানরা যখন বানী কুরাইযা ও খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ মীমাংসা করলেন তখন তারা এ দুর্ধর্ষ কুচক্রী ইয়াহুদিকে হত্যা করার জন্য রাসূলের অনুমতি চাইল এবং তাদেরকে এ শর্তে অনুমতি দেয়া হল যে, কোন মহিলা ও শিশুদেরকে যেন হত্যা না করে। যিলক্বদ মাসে খাইবারে রাফের দুর্গেই তাকে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন- কখন গাযওয়ায়ে বানী লিহিয়ান সংঘটিত হয়?

উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা কিংবা রবিউল আউয়াল মাসে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি ২০০ জন মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে বনি লিহিয়ান গোত্রকে গোপনে আক্রমণ করার জন্য সিরিয়ার দিকে যাওয়ার ভান করলেন।

প্রশ্ন- যুদ্ধটি কি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর : না, তারা মুসলমানদের অভিযানের খবর পেয়ে পালিয়ে গেল।

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিক কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে।

প্রশ্ন- এ যুদ্ধের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ জানতে পারলেন যে, বনি মুসতালিকের নেতা তার লোকসহ অন্যান্য কিছু লোককে মদিনায় হামলা করার জন্য তৈরি করেছে।

প্রশ্ন- ফলাফল কী ছিল?

উত্তর : তুমুল লড়াইয়ের পর মুসলমানরা বিজয় লাভ করল। একজন মুসলিম শহীদ হলেন। আর শত্রুদের অনেককেই হত্যা করা হল। মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হল। মুসলমানদের হাতে অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদও এসেছিল।

প্রশ্ন- জুয়াইরিয়া কে ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন বনি মুসতালিক গোত্রপ্রধান হারিস বিন আবু দিরারের কন্যা এবং বন্দীদের একজন। রাসূল ﷺ তাকে বিয়ে করেন এবং তার গোত্রের একশজনকে মুক্তি দেন।

বিশ্বাসঘাতক মুনাফিকের কাজ

প্রশ্ন- মুনাফিক কে?

উত্তর : যে প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবি করে কিন্তু মনে মনে ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করে এবং কুফরীকে গোপন রাখে সে হলো মুনাফিক।

প্রশ্ন- মদিনায় মুনাফিকদের সরদার কে ছিল?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল।

প্রশ্ন- কেন সে রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করত?

উত্তর : মূলত রাসূল ﷺ এর মদিনায় আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে তাদের নেতা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করার কারণে মদিনার পরিস্থিতি উলটপালট হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ভাবল

www.pathagar.com

যে রাসূল ﷺ তাকে তার রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। সে জন্য সে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্যের বীজ বপনের জন্য এবং গোপনে ষড়যন্ত্র করার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল।

প্রশ্ন- কখন সে মুসলমান হওয়ার ভান করেছিল?

উত্তর : বদর যুদ্ধের পর যে যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয়ী ছিল, তখন সে ইসলাম গ্রহণের মিথ্যা ভান করেছিল।

প্রশ্ন- সে মুসলমানদের কী ক্ষতি করেছিল?

উত্তর : সে মুসলমানদের নাজুক পরিস্থিতিতে কোরাইশ ও ইয়াহুদিদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ করার উৎসাহ প্রদান করে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে আনসারদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে বিভক্ত হওয়া থেকে হেফাজত করলেন।

প্রশ্ন- কখন মুনাফিকরা রাসূল ﷺ ও তাঁর পরিবারের কুৎসা রটনা করার চেষ্টা করেছিল?

উত্তর : ১. যখন রাসূল ﷺ তাঁর পালক পুত্র যায়িদ বিন হারিসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। আরবদের প্রথানুযায়ী পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে ছিল জঘন্য পাপ। এ প্রথা আল্লাহ তা'আলা বাতিল করে দিলেন। মুনাফিকেরা এ ব্যাপারে তাদের মতামতও প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, কুরআনে যেখানে স্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী নির্ধারিত। সেখানে যয়নাব (রা) হলেন রাসূলের পঞ্চম স্ত্রী। তাই এটা হতে পারে না। অথচ মহান আল্লাহ তার নবীকে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিশেষ অনুমতি দান করেন। ২. আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

(সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত নং ৫০; সূরা-২৪ নূর : আয়াত নং ১১-১৬)

প্রশ্ন- আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের যে ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয় সেটি কখন ঘটে?

উত্তর : রাসূল ﷺ গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিক (বনি মুসতালিকের যুদ্ধ) থেকে ফেরার সময় এ ঘটনাটি ঘটে। ঐ সময় তার স্ত্রী আয়েশাও তাঁর সঙ্গে সফর করছিলেন।

(সূরা-২৪ নূর : আয়াত নং ১১-১৬)

প্রশ্ন- রাত হয়ে যাওয়ার কারণে যখন মুসলিম সৈন্যদের যাত্রা বিরতি করতে হয়েছিল তখন কী ঘটেছিল?

উত্তর : আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় তিনি দেখলেন যে তাঁর গলার হার হারিয়ে গেছে, তাই তিনি হারটি খোঁজার জন্য আবার ফিরে গেলেন সেখানে।

প্রশ্ন- ইতোমধ্যে কী হল?

উত্তর : সৈন্য বাহিনী আয়েশা (রা)-এর উটসহ তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। যেহেতু আয়েশা (রা) চিকন ও ওজনেও হাল্কা ছিলেন তাই অনুমান করা হয়েছিল যে, তিনি তাঁবুর ভিতরেই ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- ফিরে এসে আয়েশা (রা) কী করলেন?

উত্তর : তিনি এসে মাটিতে বসে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

প্রশ্ন- ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সেখানে কে দেখল?

উত্তর : সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল নামক একজন মুহাজির, যিনি তাকে চিনে পেছন থেকে নিয়ে আসছিলেন।

প্রশ্ন- তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে তার উটটি এনে অবনমিত করলেন, আয়েশা (রা) এতে উঠলেন এবং তার সাথে কোন কথাবার্তা ছাড়াই তিনি তার উটের লাগাম ধরলেন এবং তাঁবুতে পৌছাবার আগ পর্যন্ত হাঁটতে লাগলেন।

প্রশ্ন- মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই কী করল?

উত্তর : সে আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ এক নোংরা অপবাদ ছড়াতে লাগল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলমানও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। (সূরা-২৪ নূর : আয়াত নং ১১-২১)

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যারা তাকে বিভিন্ন মতামত পেশ করেছিলেন।

প্রশ্ন- মদিনায় ফিরে আসার পর আয়েশা (রা)-এর কী হল?

উত্তর : তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং প্রায় একমাস যাবৎ সচেতন ছিলেন না।

প্রশ্ন- অপবাদটি সম্পর্কে জানার পর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি সংবাদটির সত্যতা যাচাই করতে তার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য যেতে অনুমতি নিলেন। যখন তিনি ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং দুই দিন যাবৎ কাঁদলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে একরাত নির্ঘুম ছিলেন।

প্রশ্ন- ঐ অবস্থায় কি রাসূল তাঁর কাছে গিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি গেলেন এবং বললেন, তুমি যদি নিরাপরাধ হয়ে থাক আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে অব্যাহতি দিবেন। আর যদি অপরাধী হয়ে থাক, তাহলে তোমাকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

প্রশ্ন- আয়েশা (রা) কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, আমি যদি আপনাকে বলি যে আমি নিষ্পাপ মূলত আল্লাহ জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। অবশ্যই নিষ্পাপ, তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না; আর আমি যদি কোন কিছু স্বীকার করি- আল্লাহ জানেন আমি নিষ্পাপ। আমি তা করিনি তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন। সুতরাং নবী ইউসুফ (আ)-এর বাবার (ইয়াকুব) ঐ কথাগুলো ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই, তিনি বলেছিলেন।

www.pathagar.com

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ـ

অর্থ– এখন সবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যা বর্ণনা করেছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার একমাত্র ভরসাস্থল। (সূরা–১২ ইউসুফ : আয়াত-১৮)

প্রশ্ন- মুহূর্তের মধ্যেই রাসূল ﷺ এর কাছে কী ওহী নাযিল হল?
উত্তর : আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে রচিত সকল মিথ্যা কলঙ্কপূর্ণ কথা থেকে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে (সূরা–২৪ নূর : আয়াত-১১) নাযিল হল।

প্রশ্ন- এ মিথ্যা অপবাদের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে কী শাস্তি প্রদান করা হল?
উত্তর : তাদেরকে খালি শরীরে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল।

প্রশ্ন- মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইকেও কি চাবুক মারা হয়েছিল?
উত্তর : না, কারণ সে এ সামান্য শাস্তির যোগ্য নয়, তাই তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি মজুদ রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ স্বপ্নে কী দেখলেন?
উত্তর : তিনি দেখলেন যে, তিনি তার সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে নিরাপত্তায় মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন এবং উমরা হজ্জ পালন করলেন এবং তাদের সবার মাথা মুণ্ডন করা হচ্ছে।
আয়াতটি হচ্ছে–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لَاتَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

(সূরা–৪৮ ফাত্হ : আয়াত-২৭)

প্রশ্ন- এ স্বপ্নের কথা শুনে সাহাবীরা কী করলেন?
উত্তর : তারা নির্বাসিত হওয়ার ছয় বছর পর উমরা পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : তিনি তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেন। এরপর তাঁর উটে আরোহণ করলেন এবং তার ১৪০০ সাহাবী ও তার স্ত্রী উম্মে সালামাহসহ মক্কার দিকে রওয়ানা হন।

প্রশ্ন- মুসলমানরা তাদের সাথে কোন অস্ত্র নিয়েছিলেন?
উত্তর : কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া তারা তাদের সাথে আর কোন অস্ত্র বহন করেন নি। কারণ, যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা তাদের ছিল না।

প্রশ্ন- মদিনার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতে কাকে হুকুম করা হয়েছিল?
উত্তর : ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-কে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- যুল হুলায়ফা নামক জায়গায় পৌঁছে রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে কী নির্দেশ করলেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে ইহরামের পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুশরিকদের অবস্থা জানতে একজন পরিদর্শক পাঠালেন।

প্রশ্ন- পরিদর্শক কী রিপোর্ট দিলেন?

উত্তর : তিনি রিপোর্ট দিলেন যে, বিশাল সৈন্যবাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে অত্যন্ত সাবধানে ছিল। আর সে জন্য মক্কার রাস্তাগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হল।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কোরাইশরা আমাদের উমরা পালনে বাঁধা না দিলে তাদের সাথে আমরা কেউ কোন যুদ্ধ করব না।

প্রশ্ন- মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ করতে কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা যোহরের সালাতের সময় মুসলমানদেরকে অতর্কিতভাবে গোপনে আক্রমণ করার জন্য খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ২০০ অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন।

প্রশ্ন- খালিদ বিন ওয়ালীদ কি মুসলমানদের সালাতের মধ্যে হামলা করে সফল হয়েছিল?

উত্তর : ভয়কালীন সালাতের হুকুম নাযিল হওয়ার কারণে সে সুযোগটি পেলনা বা সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি।

আয়াতটি হচ্ছে–

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۔

(সূরা-৪ নিসা : আয়াত-১০১)

প্রশ্ন- মুসলমানরা কোথায় অবস্থান করেছিল?

উত্তর : তারা মক্কার বাহিরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কে দেখতে কে এসেছিল?

উত্তর : খুযা'আ গোত্রের বুদাইল কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাথী নিয়ে রাসূলকে দেখতে এলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ বুদাইলাকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন যে, মুসলমানদের উমরা পালন করা ছাড়া ভিন্ন কোন ইচ্ছে নেই এবং তিনি নিশ্চিত করলেন যে, উমরা পালন শেষে শান্তিপূর্ণভাবে দ্রুত মদিনায় ফিরে যাবেন।

প্রশ্ন- এরপর কোরাইশরা কী করলেন?

উত্তর : তারা বারবার রাসূল ﷺ এর কাছে দূত পাঠাতে লাগলেন যে, কোন প্রকারেই তারা উমরা পালনের জন্য মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- ইতোমধ্যে উসমান (রা) কী করল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর হুকুমে তিনি আবু সুফিয়ান ও মক্কার অন্যান্য নেতাদের কাছে গেলেন এবং মুসলমানদের সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে বারবার বলতে লাগলেন। তিনি মক্কার মুসলমানদেরকে আনন্দের সংবাদও দিলেন যে, ইসলাম বিজয়ী হতে যাচ্ছে এবং মক্কা বিজয় খুবই সন্নিকটেই।

প্রশ্ন- যখন উসমান (রা) মুসলিম শিবিরে ফিরে আসতে দেরি করছিল তখন মুসলমানেরা কী ভাবল?

উত্তর : তারা সন্দেহ করেছিল উসমানকে কোরাইশরা খুন করে ফেলেছে। কেননা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে উসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুসলমানদেরকে সমবেত করলেন এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাদের জীবন কোরবানী করবে এ মর্মে তার হাতে হাত রেখে তাদের সকলকে অঙ্গীকার করতে বললেন। অঙ্গীকারটি নেয়া হয়েছিল একটি গাছের নীচে আর ইতিহাসে এটি "বায়'আতুর রিদওয়ান" (আল্লাহর সন্তুষ্টির অঙ্গীকার) নামে পরিচিত।

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

(সূরা-৪৮ ফাত্‌হ : আয়াত-১৮)

প্রশ্ন- অবশেষে কোরাইশরা মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি করতে সম্মতি দিল কেন?

উত্তর : মুসলমানদের দৃঢ় অবস্থান দেখে কোরাইশদের বোধোদয় হল এবং মুসলমানদের সাথে চুক্তি করতে রাজি হল তাই সুহাইল বিন আমরকে আপোষ মীমাংসার জন্য মুসলমানদের কাছে পাঠাল।

প্রশ্ন- হোদায়বিয়ার সন্ধি কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসের সোমবারে।

প্রশ্ন- সন্ধির শর্তাবলী কী ছিল?

উত্তর :

১. মুসলমানরা এখন ফিরে যাবে এবং আগামী বছর ফিরে আসবে, তবে তারা তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করবে না।

২. মুসলমানেরা কোন অস্ত্র নিয়ে আসবে না, শুধুমাত্র কোষবদ্ধ তরবারী আনতে পারবে।

৩. দশ বছর যাবত যুদ্ধের কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হবে, উভয় দল ঐ সময় পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে।

www.pathagar.com

৪. কোরাইশদের কেউ যদি তাদের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে (মদিনায়) চলে যায়, তবে তাকে কোরাইশদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে। আর যদি মুহাম্মদ ﷺ এর কোন সাহাবী কোরাইশদের কাছে ফিরে আসে, তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

৫. কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায় অথবা তার সাথে কোন বাণিজ্যিক চুক্তি করতে চায় তাহলে সেটা করার জন্য স্বাধীনতা থাকবে। তেমনি কেউ যদি কোরাইশদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায় অথবা তাদের সঙ্গে কোন বাণিজ্যিক চুক্তিতে আসতে চায়, তাহলে এর জন্যেও অনুমতি দেয়া হবে।

প্রশ্ন- কোরাইশদের দূত সুহাইল বিন আমর ও মুসলমানদের মাঝে যে বিতর্ক হয়েছিল সেটি কী?

উত্তর : সেটি হল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও আল্লাহর রাসূল এ দুটি বাক্য নিয়ে।

প্রশ্ন- কোরাইশদের দূত কী নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে লাগল?

উত্তর : সে এর পরিবর্তে তাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী (হে আল্লাহ তোমার নামে) এবং আল্লাহর রাসূল শব্দগুলো মুছে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কী তার দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজি হয়েছিলেন?

উত্তর : তারা উদ্বেগের সঙ্গে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং পরিবর্তনের পক্ষে তারা রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাসূল ﷺ পরিবর্তন করতে রাজি হয়েছিলেন।

প্রশ্ন- চুক্তি লেখার সময় মুসলিম শিবিরে যে নও মুসলিম এসেছিল মুসলমানেরা তাকে কী করল?

উত্তর : ঐ নওমুসলিমটি ছিল সুহাইল এর পুত্র আবু জানদাল। সুহাইল তার পুত্রকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য দাবি করল এবং পীড়াপীড়ি করতে লাগল। চুক্তির শর্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব দিতে গিয়ে মুসলমানরা তাকে কোরাইশদের কাছে হস্তান্তর করে দিল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ আবু জানদালকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাকে শান্তনা দিলেন এবং তাকে আল্লাহর সাহায্যের নিশ্চয়তা দিলেন।

প্রশ্ন- হোদায়বিয়ার চুক্তি ও শর্তে সাহাবীরা কি খুশি হয়েছিলেন?

উত্তর : তারা একটু রাগ করেছিলেন এবং সন্ধির শর্তে অপমান বোধ করলেন।

প্রশ্ন- চুক্তি শেষ হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে কী নির্দেশ করলেন?

উত্তর : তিনি তাদের সবাইকে তাদের কোরবানির পশু জবাই করতে বললেন। কিন্তু অস্থিরতা, দুঃখ ও বেদনার কারণে কেউ তা করল না।

প্রশ্ন- এ পরিস্থিতিতে উম্মে সালামাহ (রা) রাসূল ﷺ কে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি পরামর্শ দিলেন যে, প্রথমে আপনি নিজে গিয়ে আপনার কোরবানীর পশু জবাই করুন এবং আপনার মাথা মুণ্ডন করুন। এরপর সবাই রাসূলের ﷺ অনুসরণ করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মদিনায় যে সব মুসলিম মহিলা হিজরত করেছিলেন রাসূল ﷺ কি তাদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : না, কারণ সন্ধি চুক্তির মধ্যে মৌলিকভাবে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মহিলাদের সঙ্গে আচরণের যেকোন শর্ত বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ـ

(সূরা–৬০ মুমতাহিনা : আয়াত-১০)

প্রশ্ন- কোরাইশরা রাসূল ﷺ-কে সন্ধির ৪নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে অনুরোধ করল কেন?

উত্তর : আবু বাশীর (রা) ও অন্যান্য আরো কিছু মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের কারণে, যারা পালিয়ে গিয়ে সাইফ আল-বাইর এ বসতি স্থাপন করল এবং কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে বাধা দিয়েছিল। যার কারণে কোরাইশদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল।

প্রশ্ন- হোদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমান ও ইসলামের জন্য কীরূপ উপকার বয়ে এনেছিল?

উত্তর : এটি কাফিরদের মধ্যে দাওয়াত দেয়ার ও ইসলাম প্রচার করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিল। তাদের সেনাবাহিনীর অবস্থানকে শক্তিশালী করল এবং শান্তি ও এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করল।

রাজাদের নিকট চিঠিপত্র প্রেরণ

প্রশ্ন- হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি আরবের বাহিরে রাজাদের নিকট তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে, দাওয়াত দিয়ে, বার্তা বা পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তার প্রতিনিধিদের প্রমাণ পত্রের স্বাক্ষরের যথার্থতা নিরূপণের জন্য বা প্রমাণের জন্য "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" খোদাইকৃত একটি 'সিলভার সীল' বা "রৌপ্যনির্মিত একটি সীল" তৈরী করা হল।

প্রশ্ন- যে সব রাজা ও গভর্নরের বা শাসকের কাছে পত্র পাঠানো হয়েছিল তাদের নাম কী?

উত্তর : ১. আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী বা নিগাস আশামা বিন আবজার। ২. গ্রীক ও মিশরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুরাইজ বিন মাত্তা যাকে বলা হত মুকাউকাস। ৩. পারস্যের সম্রাট পারভেজ। ৪. রোমের রাজা, রোমক সম্রাট– হিরাক্লিয়াস। ৫. বাহরাইনের গভর্নর বা শাসক মুনযির বিন সাওয়া। ৬. ইয়ামামার গভর্নর বা শাসক হাওদাহ বিন আলি। ৭. দামেস্কের সিরিয়ার রাজা হারিছ বিন আবি শামির আল গাস্সানি ৮. ওমানের রাজা জাফর ও তার ভাই আবদ আল জালানদি।

প্রশ্ন- তারা কি চিঠি পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : তাদের মধ্যে মাত্র দুজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা হলেন আবিসিনিয়ার রাজা ও ওমানের রাজা জাফর ও তার ভাই আব্দ আল-জালানদি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- যারা উপরিউক্ত রাজা ও গভর্নরদের কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন– ১. আবিসিনিয়ায় আমর বিন উমাইয়া আদ-দামারি (রা)। ২. মিশরে হাতিব বিন আবি বালতা (রা)। ৩. ওমানে আমর বিন আস (রা)। ৪. দামেস্কে বা সিরিয়ায় শুজা বিন ওহাব (রা)। ৫. ইয়ামামায় সুলাইত বিন আমর আমিরি (রা)। ৬. বাহরাইনের গভর্নরের কাছে পাঠানো হল আলা বিন হাদরামি (রা)-কে। ৭. পারস্য বা ইরানের সম্রাটের কাছে পাঠানো হল, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা (রা)-কে। ৮. রোমক সম্রাটের কাছে পাঠানো হল, দিহইয়া বিন খালিফা কালবি (রা)-কে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-কে মুকাউকাস কী কী উপহার সামগ্রী পাঠালেন?

উত্তর : সে উপহারস্বরূপ মিশরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মারিয়া ও শিরীণ নামক দুই জন তরুণী ও কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তেজী ঘোড়া পাঠালেন।

প্রশ্ন- রোমক সম্রাটও কি উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, কিন্তু দিহইয়া কালবি উপহার সামগ্রী নিয়ে মদিনায় ফেরার পথে হাশিম গোত্রের জুদানের লোকেরা তাকে মাঝপথে পাকড়াও করল এবং রাসূল ﷺ-এর জন্য পাঠানো উপহার সামগ্রী তারা লুটপাট করে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন- ইয়ামামার গভর্নর কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি প্রতি উত্তর দিলেন আপনি যদি আপনার সরকারের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে আমি আপনার অনুসরণ করতে প্রস্তুত। রাসূল ﷺ অবশ্যই দাবিটি গ্রহণ করেন নি।

প্রশ্ন- দামেস্ক বা সিরিয়ার রাজা রাসূল ﷺ-এর চিঠি পেয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন?

উত্তর : সে রাগান্বিত হয়ে বলল– "কার এত বড় সাহস যে, আমার রাজত্ব থেকে আমাকে বহিষ্কার করতে চায়! আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো।

প্রশ্ন- ওমানের রাজা ও তার ভাই রাসূল ﷺ-এর পত্র পেয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া জানালো?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতিনিধি আমর বিন আসকে রাসূল ﷺ ও তার মিশন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল। অতঃপর তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করল এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর, তাদের দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর পত্র পেয়ে পারস্যের সম্রাট কেমন প্রতিক্রিয়া করলেন?

উত্তর : তার নিজের নামের উপর রাসূল ﷺ-এর নাম রেখে পত্র লেখার পদ্ধতি দেখে সে রাগে ফেটে পড়ল। সে চিঠিটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং ইয়ামানে তার প্রতিনিধিকে রাসূল ﷺ-কে গ্রেফতার করতে জোড়ায় জোড়ায় সৈন্য পাঠাতে এবং তাকে এনে তার কাছে হাজির করতে হুকুম করলেন।

প্রশ্ন- ইয়ামানের গভর্নর কী করলেন?

উত্তর : ঐ সময় তৎকালীন ইয়ামানের পারস্য গভর্নর, 'বাযান' রাসূল ﷺ-কে গ্রেফতার করার জন্য মদিনায় দুটি সৈন্যবাহিনী পাঠায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাদেরকে কী অবহিত করলেন?

উত্তর : তিনি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে জানালেন যে, পারস্যের সম্রাট পারভেজ তার নিজ পুত্রের হাতে নিহত হবে। তিনি তাদেরকে আরো বললেন যে, শীঘ্রই ইসলাম সর্বত্র বিজয় লাভ করবে।

প্রশ্ন- পারস্যের নতুন সম্রাট শেরওয়াহর কাছ থেকে বাযান কী নির্দেশ পেলেন?

উত্তর : পারভেজের গুপ্তহত্যার সংবাদটি নিশ্চিত করে শেরওয়াহ বাযানকে একটি চিঠি পাঠাল। রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে পরবর্তী কোন আদেশ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন প্রতিশোধ নিতে সে বাযানকে নিষেধ করলেন।

প্রশ্ন- তখন বাযান কী করল?

উত্তর : তিনি ইয়ামানে পারস্যের লোকদের সঙ্গে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরতের সপ্তম বছর

গাযওয়ায়ে খায়বার

প্রশ্ন- কখন গাযওয়ায়ে খায়বার বা খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? এবং এর পিছনে কারণ কী ছিল?

উত্তর : অস্বীকার করার মত কিছু নেই যে, ইয়াহুদীরা সব সময় রাসূল ﷺ-কে ঘৃণা করত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করত। তারা আরব জাতিকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার প্রায় ২০ দিন পর জানতে পারলেন যে, ইয়াহুদিরা গাতফান গোত্রের লোকদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে খাইবার নামক জায়গায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তিনি যারা হুদায়বিয়ায় তার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার নিয়েছিল সে ১৪০০ জন মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খাইবারের দিকে যাত্রা করল।

প্রশ্ন- তৎকালীন খাইবারের একটি বর্ণনা দিন।

উত্তর : খাইবার ছিল মদিনার উত্তর দিকে ৮০ মাইল দূরে বিস্তৃত তাঁবু বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থান, যেখানে ছিল দশ হাজার ইয়াহুদিদের বসবাস। এটি ছিল দুই খণ্ডে বিভক্ত। পাঁচজনের নেতৃত্বে প্রথম খণ্ডে ছিল পাঁচটি তাঁবু। তারা হলেন : ১. নাঈম, ২. সাব, ৩. যুবাইর, ৪. আবি ৫. নাইযার। আর তিন জনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল তিনটি তাঁবু। তারা হলেন– ১. কাসাস, ২. ওয়াতীহ, ৩. সালালিম।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ যখন খাইবারে অবস্থান করছিলেন তখন যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল সে ব্যক্তিটির নাম কী?

উত্তর : সে ব্যক্তিটি হলেন 'আবু হুরাইরা' (রা)। যিনি পরবর্তীতে মুসলিম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

প্রশ্ন- ঐ সময় মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই কী ভূমিকা পালন করেছিলেন?

উত্তর : সে আসন্ন বিপদ আক্রমণের ব্যাপারে ইয়াহুদিদেরকে খাইবারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তাদেরকে একটি বার্তা পাঠাল এবং তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে,

www.pathagar.com

তোমরা যেহেতু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সংখ্যায়ও বেশী তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই প্রতিরোধ করবে।

প্রশ্ন- খাইবার জয়ের পতাকা কার হাতে দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : আলী বিন আবু তালিব (রা)-এর হাতে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ আলী বিন আবু তালিব (রা)-এর চোখে কী করলেন?

উত্তর : যেহেতু আলী (রা)-এর চোখ ফুটেছিল, তাই রাসূল ﷺ তার মুখের লালা আলীর চোখে লাগিয়ে দিলেন ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে ভাল হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাকে বললেন– "সহজভাবে জিনিসটি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে বলবে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, যদি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি তোমার মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সেটা তোমার জন্য লাল উটের চেয়ে অধিকতর ভাল হবে।

প্রশ্ন- কোন দূর্গ সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিল?

উত্তর : নাঈমের দূর্গ সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিল। অতি শীঘ্রই এ দূর্গের সরদার মারহাবকে আলী (রা) ও তার ভাই যুবাইর বিন আওয়াম (রা) হত্যা করে ফেলে।

প্রশ্ন- যুদ্ধের ফলাফল কী হল?

উত্তর : ইয়াহুদীরা নাঈমের দূর্গের অবস্থান ছেড়ে দিল এবং সাবের দূর্গে অনুপ্রবেশ করল তখন হাবাব বিন মুনযির আনসারি (রা) এ দূর্গে আক্রমণ করে।

প্রশ্ন- ফলাফলটি কী হল?

উত্তর : অবরোধের তিনদিন পর মুসলমানরা সাবের দূর্গ জয় করে আর ইয়াহুদীরা নিজেরাই যুবাইরের দূর্গ বা কেল্লা অবরুদ্ধ করে রাখে।

প্রশ্ন- তখন মুসলমানরা কী করলেন?

উত্তর : তারা তিনদিন যাবৎ দূর্গটির চারদিক অবরোধ করে রাখেন।

প্রশ্ন- এতে ফলাফল কী ?

উত্তর : তুমুল যুদ্ধের ফলে কিছু মুসলমান শহীদ হল আর ১০ জন ইয়াহুদী নিহত হয়। অবশেষে দূর্গটি পরাজিত হল এবং ইয়াহুদীরা 'আবির' দূর্গের দিকে চলে গেল।

প্রশ্ন- তখন যুদ্ধ কীভাবে হল?

উত্তর : মুসলমানরা তিনদিন যাবৎ আবির দূর্গ অবরোধ করে রাখল আর ইয়াহুদীরা তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দূর্গ 'নাইমার' দূর্গে পলায়ন করল। মুসলমানরা দূর্গের চারপাশে মাটির উঁচু উঁচু প্রাচীর ভাঙ্গতে যন্ত্র ব্যবহার করল এবং দূর্গটি পরাজিত করল। ফলে ইয়াহুদীরা তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে ফেলে রেখে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল।

প্রশ্ন- খাইবারের প্রথম পর্ব জয়ের পর রাসূল ﷺ কোন দিকে গেলেন?

উত্তর : তিনি খাইবারের দ্বিতীয় পর্বের দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইয়াহুদীরা নিরাপত্তার জন্য স্থান পরিবর্তন করল। মুসলমানরা ১৪দিন যাবৎ দূর্গগুলো অবরোধ করে রাখলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- ফলাফল কী হল?

উত্তর : যখন ইয়াহুদীরা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের জীবন হারাবে, তাই তারা একটি শান্তি চুক্তি করতে চাইল, আর সে জন্য মুসলমানদের সাথে চুক্তিপূর্বক আলোচনার জন্য তারা ইবন আবি হুকাইককে পাঠাল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী চুক্তি সম্বন্ধে রাজি হয়েছিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ তাদের জীবন বাঁচাতে রাজি হলেন, এ শর্তে যে, তারা খাইবার ও তার নিকটবর্তী ভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে তাদের অধিকারে তাদের যেসব স্বর্ণ ও রৌপ্য আছে তা রেখে যাবে। তথাপি তিনি বললেন যে, তারা যদি কোন কিছু লুকায় তাহলে তিনি যে কোন চুক্তি বাতিল করবেন। এভাবেই দূর্গগুলো মুসলমানদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রশ্ন- ইয়াহুদীরা রাসূল ﷺ-এর কাছে কী অনুরোধ করল?

উত্তর : চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহুদীরা খাইবার ত্যাগ করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু, খাইবারে তাদের পাঁচটি ফলের বাগান ও উর্বর মাটিতে চাষাবাদের ইচ্ছা পোষণ করে তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করল যে, তাদের জমিগুলোতে যদি তাদেরকে আবাদ করার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে আবাদকৃত ফসলের অর্ধেক মুসলমানদের দেয়া হবে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কি তাদের অনুরোধ অনুমোদন করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি তাদের অনুরোধ অনুমোদন করেছিলেন।

প্রশ্ন- ঐ সময় আবিসিনিয়া থেকে কে এসেছিল?

উত্তর : জাফর বিন আবি তালিব (রা) এবং আবু মূসা আশ'আরী (রা) সহ তার লোকেরা।

প্রশ্ন- সাফিয়্যাহ কে ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন হুআই বিন আখতাব এর কন্যা এবং কিনানাহ বিন আবি হুকাইক এর স্ত্রী। পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার স্বামী হুকাইককে হত্যা করা হয়। ফলে তিনি বিধবা হয়ে যান। ইয়াহুদিরা তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে রেখে যাওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল ﷺ তাকে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন- খাইবার বিজয়ের পর রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কে?

উত্তর : যয়নব বিনতে হারিস নাম্নী এক ইয়াহুদী মহিলা রাসূল ﷺ-এর কাছে বিষ মিশ্রিত ভেড়ার গোশত পাঠিয়েছিল, তিনি এক গ্রাস মুখে নিয়েছিলেন। কিন্তু এটি তার পছন্দ হল না, তাই তিনি এটি থু করে ফেলে দিলেন।

প্রশ্ন- ঐ মহিলাকে কি হত্যা করা হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। রাসূল ﷺ তাকে রেহাই দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন বিশর বিন বারা এ বিষ মিশ্রিত গোশত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঐ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

ওমরাতুল কাযা

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে যিলক্বদ মাসে কী হুকুম করলেন?
উত্তর : তিনি তাদেরকে বিশেষ করে যারা হুদায়বিয়ার সন্ধির সাক্ষী ছিলেন তাদেরকে ওমরা পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হুকুম করলেন।

প্রশ্ন- কতজন লোক তার সঙ্গে সফর করেছিলেন?
উত্তর : দুই হাজার পুরুষ তাছাড়া কিছু মহিলা ও শিশু তার সফর সঙ্গী ছিলেন। তারা কোরবানী করার জন্য ষাটটি কোরবানীর পশুও নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কি তাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছিল?
উত্তর : হ্যাঁ, কোরাইশদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য কোন আক্রমণের জন্য বা আক্রমণ হতে পারে এ আশংকায় তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছিল। তবে, তারা এগুলো নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে নি। তারা এগুলো ২০০ জন লোকের একটি দলের কাছে মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরে একটি জায়গায় রেখে আসল।

প্রশ্ন- কোরাইশরা তখন কোথায় ছিল?
উত্তর : তারা পাহাড় সংলগ্ন তাদের তাঁবুতে ছিল।

প্রশ্ন- মুসলমানরা কী করল?
উত্তর : তারা সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ্যে সাধারণ 'তাওয়াফ' সম্পাদন করল। রাসূল ﷺ তাদেরকে পরামর্শ দিলেন "তোমরা প্রকাশ্যভাবে জনসম্মুখে আবির্ভূত হবে এবং তোমাদের তাওয়াফ অবিচলভাবে চালিয়ে যাবে। কেননা, মুশরিকরা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, মুসলমানরা হল দুর্বল, ইয়াসরিবের উত্তেজনা তাদের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে।

প্রশ্ন- ওমরা পালনের চতুর্থ দিনের সকাল বেলায় কোরাইশদের উচ্চপদস্থ লোকেরা আলী বিন আবু তালিবকে কী বলল?
উত্তর : তারা আলী (রা)-কে বলল, রাসূল ﷺ-কে বলার জন্য যে, তিনি যেন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কি মক্কা ত্যাগ করেছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন নি। তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে সাফির নামক একটি গ্রামের দিকে চলে গেলেন। সেখানে তিনি কিছু সময় অবস্থান করলেন।

প্রশ্ন- ওমরা পালনের জন্য রাসূল ﷺ-এর মক্কা সফরকালীন সময়ে তার চাচা আব্বাস (রা) তাকে কী প্রস্তাব করলেন?
উত্তর : তিনি তার শ্যালিকা মাইমুনা বিনতে হারিস (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর কাছে তুলে দেয়ার প্রস্তাব করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন- ঐ বছর মক্কার বিখ্যাত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম কী?
উত্তর : তারা হলেন – ১. খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) ও ২. আমর বিন আস (রা)।

প্রশ্ন- গোশতের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিকট কী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হল?
উত্তর : গাঁধার মাংস, শিকারী পাখির মাংস ও হিংস্র পশুর মাংস হারাম ঘোষণা করা হল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মুত'আহ (ক্ষণস্থায়ী বিয়ে) ও সুদের ব্যাপারে কী হুকুম দেয়া হল?
উত্তর : এগুলোকে হারাম ঘোষণা করা হল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কখন উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন?
উত্তর : সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে।

হিজরতের ৮ম বছর

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে মুতা (মুতার যুদ্ধ) কখন সংঘটিত হয়?
উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৮ম হিজরীর জমাদিউল উলায়।

প্রশ্ন- এ যুদ্ধের পেছনে কী কারণ ছিল?
উত্তর : রাসূল ﷺ হারিস বিন উমাইর (রা) কে একটি চিঠিসহ বসরার শাসকের নিকট পাঠালেন। কিন্তু মাঝপথে বালকার গভর্নর শুরাহবীল বিন আমর গাসসানি তাকে পাকড়াও করে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করে। ঘটনাটি সম্পর্কে জেনে রাসূল ﷺ তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যায়েদ বিন হারিসার অধীনে তিন হাজার লোকের একটি সেনাবাহিনী পাঠান।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ যায়েদ (রা)-কে কী পরামর্শ দিলেন?
উত্তর : তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন যে, যখন তুমি হারিসের শহীদ হওয়ার স্থানে পৌছবে, তখন তুমি সেখানকার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে আচরণ করবে। অন্যথায় যুদ্ধ ব্যতীত কোন সুযোগ থাকবে না।

প্রশ্ন- সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ব্যাপারে রাসূল ﷺ আর কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন, যদি যায়িদ বিন হারিসা (রা) শহীদ হন, তাহলে জাফর বিন আবু তালিব তার স্থান গ্রহণ করবে। যদি জাফর শহীদ হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সৈন্যদের নেতৃত্ব দিবে। যদি সেও শহীদ হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানরা তাদের কমাণ্ডার পছন্দ করতে স্বাধীন থাকবে।

প্রশ্ন- শত্রুদের সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : বিশ হাজার।

প্রশ্ন- যায়েদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কি যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তারা তিন জনই শহীদ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন- দীর্ঘ দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কী রাসূল ﷺ তাদের শহীদ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, ওহীর মাধ্যমে ঠিক ঐ মুহূর্তেই তিনি তাদের শহীদ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানলেন এবং সাহাবীদেরকেও যায়েদ, জাফর ও আব্দুল্লাহর শহীদ হওয়ার ঘটনা জানিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন- জাফর বিন আবু তালিবকে কী উপাধি দেয়া হয়েছিল?
উত্তর : জাফর আত তাইয়্যার (উড়ন্ত জাফর) ও দুই পাখা বিশিষ্ট জাফর।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার শহীদ হওয়ার পর কে পতাকা **উত্তোলন করেছিলেন?**
উত্তর : বানি আযলান গোত্রের সাবিত বিন আরকাম।

প্রশ্ন- প্রধান হিসেবে কাকে বাছাই করা হল?
উত্তর : খালিদ বিন ওয়ালীদকে।

প্রশ্ন- তিনি উপযুক্ত কোন কৌশল অবলম্বন করলেন?
উত্তর : গুরুতর পরিস্থিতি উপলব্ধি করে, তিনি সৈন্যদেরকে ডান পাশে ও বাম পাশে পুণর্বিন্যাস করলেন এবং শত্রুদেরকে চাপে ফেলার জন্য পেছন দিক থেকে সামনের সেনাদলের উপর যুদ্ধের জন্য ছড়িয়ে পড়লেন। এরপর তিনিও দুর্ধর্ষতার সাথে যুদ্ধ করলেন।

প্রশ্ন- খালিদ বিন ওয়ালীদের আবেগপূর্ণ উৎসাহ ও আল্লাহর পথে সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল ﷺ তাকে কী উপাধি দেন?
উত্তর : 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারী)

প্রশ্ন- ঐ যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হয়েছিল?
উত্তর : বার জন।

মক্কা বিজয়

প্রশ্ন- কখন মক্কা বিজয় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৮ম হিজরীর রমযান মাসে।

প্রশ্ন- এটির গুরুত্ব কী ছিল?
উত্তর : এটি ছিল একটি গর্বিত ঘটনা, যার কারণে সমগ্র আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রশ্ন- মক্কা বিজয়ের পেছনে কী কারণ ছিল?
উত্তর : এটি ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন। চুক্তি অনুযায়ী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যেটি কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে হতে পারবে এবং যেটি মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে হতে পারবে। গোত্রগুলো এ ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন থাকবে। কারো ওপর কেউ কোন বল প্রয়োগ করতে পারবে না। করলে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ থাকবে। ফলে বনু বকর কোরাইশদের সঙ্গে যোগ দিলেন অন্যদিকে বনু খুযায়া মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তারা কিছুদিন শান্তিতে বসবাস করলেন কিন্তু জাহেলী যুগের শত্রুতার জের ধরে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে বনু বকর ৮ম হিজরীর শাবান মাসে ওয়াতীহ নামক স্থানে বনু খুযা'আ গোত্রের উপর হামলা চালায় যখন বনু খুযা'আ গোত্রের লোকেরা হারাম শরীফে (কা'বা চত্বরে) গিয়ে আশ্রয় নেয়, বনু বকর সেখানেও তাদের রক্ষা করেনি।

আর এ হত্যাযজ্ঞে ইন্ধন দিয়েছিলো কোরাইশরা, তারা বনু বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। বনু খুযা'আ রাসূল ﷺ-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এবং তারা দাবী করল যে, শুধুমাত্র সন্ধি ভঙ্গ করেছে সে জন্য নয় বরং কা'বা চত্বরে তারা যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারও প্রতিশোধ চাই।

প্রশ্ন- কোরাইশরা কী করল?
উত্তর : তারা চুক্তি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠাল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মদিনায় এসে সে কী করল?

উত্তর : সে মদিনায় এসে তার কন্যা ও রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবার কাছে অবস্থান করল, এরপর সে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করল। সে আবু বকর, ওমর ও আলী (রা)-এর সাথেও সাক্ষাত করল, এ জন্য যে, তারা যেন রাসূল ﷺ-কে মধ্যস্থতায় আসতে বলে, কিন্তু কোন নিশ্চয়তা পেলনা। তাই সে হতাশাব্যঞ্জক ও চরম ভয়ের সাথে মক্কায় ফিরে গেল।

প্রশ্ন- এরপর রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তিনি মক্কায় অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর মক্কা অভিযানের পরিকল্পনাটি গোপন আছে কিনা সে ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করতে কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার প্রধান লক্ষ্য থেকে লোকদেরকে অন্যমনস্ক করার জন্য ৮ম হিজরীর রমযান মাসে মদিনা থেকে সামান্য দূরত্বে অবস্থিত এদাম বা ইদামের দিকে কাতাদাহ্ বিন রাবির নেতৃত্বে খুব দ্রুত আট জন লোকের একটি ছোট্ট সেনাদল পাঠালেন।

প্রশ্ন- হাতিব (রা) কী করলেন?

উত্তর : তিনি গোপনে মক্কা অভিযানের ব্যাপারে মদিনার প্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি চিঠি লিখে এক জন মহিলাকে দ্রুত মক্কায় পাঠালেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তখন কী করলেন?

উত্তর : তিনি এটি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে ঐ মহিলাকে ধরার জন্য আলী বিন আবু তালিব (রা) ও মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠালেন।

প্রশ্ন- তারা কী করলেন?

উত্তর : তারা মহিলাটিকে ধরে ফেললেন এবং দীর্ঘক্ষণ খোজাখুজির পর মহিলার মাথার চুলের ভিতরে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে লুকানো চিঠিটি উদ্ধার করলেন।

প্রশ্ন- এ ঘটনার ব্যাপারে হাতিব রাসূল ﷺ-কে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কোরাইশদের সঙ্গে আমার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই; তাদের ও আমার মধ্যে শুধুমাত্র এক প্রকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আমার পরিবার-পরিজন মক্কায় তাদের দেখাশুনা করা ও নিরাপত্তা দেয়ার মত কেউ নেই। তাই তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের কাছে চিঠিটি লিখি। তবে আমি এও নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার এ চিঠি বড় ধরনের কোন ক্ষতি করবে না।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কি তার আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। রাসূল ﷺ তার আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কারণ হাতিব ছিলেন। বদর যোদ্ধাদের মধ্যে একজন যোদ্ধা।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন?

উত্তর : তিনি দশ হাজার (১০,০০০) মুসলিম সৈন্য নিয়ে ৮ম হিজরীর ১০ই রমযান মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মদিনার যাবতীয় কার্যাদি দেখাশুনার জন্য কাকে হুকুম করা হল?

উত্তর : আবু রুহম গিফারি (রা)-কে।

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) ও তার পরিবার এসে তার সঙ্গে মিলিত হন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর পরিকল্পনা কী ছিল?

উত্তর : তিনি কোরাইশদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করা পছন্দ করেন নি। যদিও তারা অভিযানের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অসচেতন ছিল। তিনি মুসলমানদেরকে রান্না-বান্না করার উদ্দেশ্যে সকল দিকে আগুন জ্বালাতে হুকুম করলেন।

প্রশ্ন- মুসলমানদেরকে প্রাথমিকভাবে দেখার জন্য কারা এসেছিল?

উত্তর : আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযান ও বুদাইল বিন ওয়ারাকা।

প্রশ্ন- মুসলিম শিবিরের কাছাকাছি এসে তারা কার সঙ্গে সাক্ষাত করে?

উত্তর : তারা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

প্রশ্ন- আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে কী পরামর্শ দিল?

উত্তর : তিনি তাকে পরিস্থিতি জানালেন এবং ইসলামকে মেনে নিতে পরামর্শ দিলেন। আর তার লোকদেরকে নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতেও পরামর্শ দিলেন।

প্রশ্ন- আবু সুফিয়ান কি ইসলামকে মেনে নিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইসলামকে মেনে নিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানকে সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে কী বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করলেন?

উত্তর : তিনি ঘোষণা করলেন, "যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নিবে, তার প্রাণ নিরাপদ, যে ব্যক্তি তার নিজ গৃহে আশ্রয় নিবে, সেও নিরাপদে থাকবে। আর যারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তাদের প্রাণও নিরাপদ।

প্রশ্ন- মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদের প্রতি রাসূল ﷺ-এর বিশেষ হুকুম কী ছিল?

উত্তর : তিনি তাদেরকে প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া অন্য কারোর জন্য অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে নিয়ে কখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন?

উত্তর : ৮ম হিজরীর ১৭ ই রমযান মঙ্গলবার।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম কোথায় গেলেন?

উত্তর : তিনি সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে গেলেন।

প্রশ্ন- সেখানে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার ধনুক দিয়ে আঘাত করে ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে দিলেন, আর তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

www.pathagar.com

অর্থ– আর বল, সত্য এসে গেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই। (সূরা–১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত নং-৮১)

এরপর তিনি তাওয়াফ করলেন।

প্রশ্ন- কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়কের ব্যাপারে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তখনকার কা'বার তত্ত্বাবধায়ক উসমান বিন তালহার কাছ থেকে কা'বা ঘরের চাবি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন এবং অনেক প্রতিমা প্রতিমূর্তি দেখতে পেলেন। তিনি হুকুম করলেন যে, সমস্ত প্রতিমূর্তি বিধ্বস্ত করা হউক। তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, বর্তমানে কা'বার তত্ত্বাবধায়ক ও হজ্জযাত্রীদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব ওসমান বিন তালহার হাতেই অবশিষ্ট থাকবে এবং চিরদিনের জন্য তার বংশধরদের হাতেই থাকবে।

প্রশ্ন- কতজন লোককে শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং কেন?

উত্তর : নয় জন ব্যক্তিকে তাদের জঘন্য অপরাধের কারণে শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছিল। তবে মাত্র চার জনকে হত্যা করা হয়েছিল, আর অন্যান্যদেরকে বিভিন্ন কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। যাদেরকে হত্যা করা হল তারা হলেন– ১. আব্দুল উযযা বিন খাতাল। ২. মিকইয়াস বিন সাবাহা। ৩. হুআইরিত ও ৪. এক জন মহিলা গায়িকা।

প্রশ্ন- পূর্বে আগ্রাসী হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে যে বিশেষ ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন– ১. ইকরামাহ বিন আবু জাহেল, ২. ওয়াহশী বিন হারব, (রাসূল ﷺ-এর চাচা হামযার হত্যাকারী) ৩. আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, যে হামযার কলিজা চিবিয়েছিল। ৪. হাবার, যে রাসূল ﷺ-এর কন্যা যায়নব (রা)-কে মক্কা থেকে মদিনায় আসার পথে বল্লম দিয়ে এত মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল যে, ঐ প্রচণ্ড আঘাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। ৫. কোরাইশ নেতা সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও ৬. ফুযালা বিন উমাইর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

প্রশ্ন- বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি ঘোষণা করলেন যে, মক্কা একটি পবিত্র স্থান আর কিয়ামত পর্যন্ত এটি পুণ্যভূমি থাকবে।

প্রশ্ন- মদিনার লোকেরা কী আশংকা করেছিল?

উত্তর : তারা আশংকা করেছিল যে, রাসূল ﷺ বোধ হয় মক্কায় থাকা পছন্দ করবেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ তাদের আশংকা দূর করে দিলেন এবং তাদেরকে নিশ্চিত করলেন যে, "আমি তোমাদের কাছে ছিলাম এবং তোমাদের সাথেই মরব।"

প্রশ্ন- মক্কা বিজয়ের পর মক্কার বিপুল সংখ্যক লোক কী ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, করেছিল।

প্রশ্ন- রাসূলুল্লাহ ﷺ কতদিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন?

উত্তর : উনিশ দিন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মক্কায় থাকাকালীন তিনি কী কী করলেন?

উত্তর : তিনি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দিলেন, লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন, মূর্তি ভাঙ্গার জন্য বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট সেনাদল পাঠালেন এবং ইসলামপূর্ব রীতির স্মৃতিবাহি সকল নিদর্শন উচ্ছেদ করালেন। আর বিভিন্ন সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন– ১. খালিদ বিন ওয়ালীদ, ২. আমর বিন আস ও ৩. সা'দ বিন যায়িদ আশ-হালি (রা)।

গাযওয়ায়ে হুনাইন

প্রশ্ন- কখন এবং কেন গাযওয়ায়ে হুনাইন বা হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে। মক্কা বিজয়ের পর পরই আরব গোত্রের কিছু ক্ষমতাশালী লোক আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিল না। তাই তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মালিক বিন আওফের নেতৃত্বে হুনাইন পর্বতের দিকে যাত্রা করে। সে জন্য মুশরিকদের মুখোমুখি হতে ১৯ই শাওয়াল রাসূল ﷺ মক্কা থেকে হুনাইনের দিকে চললেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কতজন মুসলিম যোদ্ধা ছিলেন?

উত্তর : সর্বমোট ১২,০০০। এদের মধ্যে ১০,০০০ ছিল মক্কা বিজয়ের সময়কার রাসূলের সাহাবী, আর বাকী ২,০০০ ছিল নওমুসলিম।

প্রশ্ন- মুসলমানরা যখন "যাত আনওয়াত" দেখতে পেলেন তখন তারা রাসূল ﷺ-কে কী অনুরোধ করলেন?

উত্তর : মুসলমানরা হুনাইনের দিকে যাওয়ার পথে "যাত আনওয়াত" নামক একটি সবুজ বৃক্ষ দেখতে পেলেন। একে 'যাত আনওয়াত' বলার কারণ হল, তৎকালে আরবের লোকেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র উহাতে ঝুলিয়ে রাখত, এর নীচে পশু হত্যা করত এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। কতিপয় মুসলমান বিশেষ করে নওমুসলিমরা তাদের জন্য একটি গাছ তৈরী করে দিতে অনুরোধ করলেন। (সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত নং-১৩৮)

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তাদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমি তার নামে শপথ করছি, যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা। তোমরা এ মাত্র যা বলেছ তা মূসার লোকেরাও মূসাকে বলেছিল। তারা বলেছিল : "হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য এক জন প্রভু বানিয়ে দাও, যেমনটি আমাদের রয়েছে।" আসলে তোমরা নির্বোধ লোক। (সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত নং-১৩৮)

প্রশ্ন- মক্কার গভর্নর হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হল?

উত্তর : ইতবা বিন উসাইদ (রা)-কে।

প্রশ্ন- যখন কতিপয় মুসলমান, মুসলমানদের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখতে পেল তখন তারা কী বলল?

উত্তর : তারা বলল যে, আমরা কখনো পরাজিত হব না। আর মুসলমানদের এমন মন্তব্যে রাসূল ﷺ তার বিরক্তিবোধ প্রকাশ করলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- মালিক বিন আওফ কীভাবে তার সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করেছিলেন?

উত্তর : সে তার সৈন্যদেরকে পাহাড়ের ভিতরে এবং মুসলমানদের প্রবেশ পথে ও অপ্রশস্ত লুকাবার মত স্থানে লুকিয়ে থাকতে হুকুম করলেন। সে তাদেরকে বললেন যখনই মুসলমানেরা তোমাদেরকে দেখে ফেলবে তখনই তোমরা তাদেরকে পাথর ও তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে তার আদেশ অনুযায়ী সৈনিকেরা পাহাড়ের দিকে প্রবেশ করল।

প্রশ্ন- যুদ্ধ কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : এটি এতই মারাত্মকভাবে চলছিল যে, রাসূল ﷺ বললেন "এখন যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে হয়েছে" "এখন লড়াই তুমুলভাবে হয়েছে।"

প্রশ্ন- তখন কী অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এক মুঠো বালি নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আর বললেন, "তোমাদের মুখমণ্ডল অশ্লীল হউক।" এরপর এ বালি গিয়ে শত্রুদের চোখে পড়ল। আর তারা ভীষণ ভয়ে পালাতে লাগল এবং শত্রুর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হল।

হিজরতের নবম বছর

গাযওয়ায়ে তাবুক

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে তাবুক কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৯ম হিজরীর রজব মাসে।

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে তাবুক বা তাবুক যুদ্ধের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রোমক সম্রাট মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছিল বলেই মুসলমানেরা এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

প্রশ্ন- রোমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে কাফেলার লোকেরা কি সংবাদ ছড়াল?

উত্তর : তারা বলল যে, রোমানরা ৪০ হাজার যোদ্ধা জড়ো করেছে। তাছাড়া লুকহাম, জুদহাম ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক মৈত্রী হল। তারা এছাড়াও বলল যে, সৈনিকদের সেনাপতি বালকায় পৌঁছে গেছে।

প্রশ্ন- সংবাদটি মুসলমানদেরকে কেন দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল?

উত্তর : প্রচণ্ড গরম, খেজুর আহরণের সময়, বায়ু প্রবাহ ও যুদ্ধক্ষেত্র অনেক দূরত্ব হওয়ার কারণে মুসলমানরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তিনি নিজস্ব সীমানায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাবুক সিরিয়ার সীমানায় অবস্থিত তাই শত্রুদের মদিনায় অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা বাঁধা দেয়া সহজ হবে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কি তার অভিযানের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি সাধারণত অভিযানের পরিকল্পনা গোপন রাখতেন। তা সত্ত্বেও ঐ সময় লোকদেরকে তাবুক অভিযানের কথা বলেছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- যুদ্ধের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি সাহাবীদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে বললেন। মক্কা ও অন্যান্য গোত্রের কাছেও সাহায্য চাইলেন। তিনি আল্লাহর পথে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করার জন্য সাহাবীদেরকে বলতে লাগলেন।

প্রশ্ন- ঐ সকল সাহাবীদের নাম কী? যারা তাদের সম্পদ রাসূল ﷺ-এর কাছে যুদ্ধের তহবিলে দান করেছিলেন?

উত্তর : তারা হলেন : ১. উসমান বিন আফফান, ২. আব্দুর রহমান বিন আওফ, ৩. আবু বকর সিদ্দীক, ৪. ওমর ফারুক, ৫. তালহা, ৬. সা'দ বিন উবাদা, ৭. মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ ও ৮. আসিম বিন আদি (রা)

প্রশ্ন- ওসমান বিন আফফান যুদ্ধ তহবিলে কি পরিমাণ দান করেছেন?

উত্তর : প্রথমে তিনি ২০০টি উট ও ২০০ আউন্স স্বর্ণ এনে হাজির করলেন। এরপর ১০০ উট এরপর ১০০০ দিনার এনে হাজির করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া যুদ্ধ তহবিলে দান করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ ওসমান (রা)-এর দানশীলতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আজকের এ দিন থেকে কোন কিছুই ওসমানের ক্ষতি করবে না।"

প্রশ্ন- অন্যান্য সাহাবীরা কী পরিমাণ দান করেছিল?

উত্তর : আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) দান করলেন ২০০ রৌপ্য মুদ্রা, ওমর দান করলেন তার সম্পদের অর্ধেক পরিমাণ, আসিম বিন আদি দান করলেন ৯০টি উট ও সঙ্গে কিছু খেজুর আর আবু বকর (রা) তার ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাম ব্যতীত সকল সম্পদ এনে রাসূলের সামনে উপস্থিত করলেন।

প্রশ্ন- মহিলারা কী কী দান করলেন?

উত্তর : মহিলারাও তাদের হাতের চুড়ি, বালা, পায়ের নুপুর, কানের দুল ও গলার হার যুদ্ধ তহবিলে দান করেছিলেন।

প্রশ্ন- মদিনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কাকে নিযুক্ত করা হল?

উত্তর : মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ অথবা সিবা বিন আরফাতাহ (রা)-কে।

প্রশ্ন- মুসলিম সৈন্যদের অবস্থান কী ছিল?

উত্তর : প্রভূত পর্যাপ্ত দানের জিনিসপত্র থাকা সত্ত্বেও ৩০ হাজার শক্তিশালী সৈন্যের জন্য তা পরিপূর্ণভাবে সু-সজ্জিত ছিল না। তারা আরোহী উটের স্বল্পতায় ভোগছিলেন। আঠার জন লোক একের পর এক একটি উটে আরোহণ করেছিলেন। খাদ্য সরবরাহের ঘাটতির কারণে, তাদেরকে গাছের পাতা খেতে হয়েছিল। অনেক সময় তারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে তাদের উট জবাই করতে হত, কারণ উটের পেটের পানির মাধ্যমে তারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করত।

প্রশ্ন- মুসলমানরা তাবুক যাওয়ার সময় কোন পথ দিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : তারা 'হিজর' নামক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেটিকে বর্তমানে 'মাদাইন সালিহ' বলা হয়। এটি হচ্ছে 'সামূদ জাতির' আদিম বাসস্থান যারা বিশাল বিশাল পাথর কেটে বাড়ি-ঘর বানাতো। তাদের জঘন্য পাপের জন্য আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি তাদের পরামর্শ দিয়ে বললেন, তোমরা সেখানে গিয়ে সেখানের পানি পান করবে না এবং ঐ পানি দিয়ে ওযুও করবে না। তিনি পশুদেরকে তাদের তৈরী ময়দার তাল খাওয়াতে বললেন। বিকল্প হিসেবে তিনি কূপ থেকে পানি পান করাতে বললেন, যেভাবে নবী সালেহ (আ)-এর উটনি পানি পান করত।

প্রশ্ন- যখন মুসলমানেরা পানির স্বল্পতার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করে বললেন, তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যিনি মেঘমালা পাঠালেন এরপর বৃষ্টি হল আর লোকেরা তাদের পানির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করল।

প্রশ্ন- তাবুক থেকে সামান্য দূরত্বে থাকাকালীন রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "ইনশাআল্লাহ, আগামী দিন তোমরা তাবুকের ঝর্ণার কাছে গিয়ে পৌছবে। দিনের বেলায় তোমরা সেখানে উপনীত হবে না। সুতরাং আমি আসার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা সেখানে গিয়ে পৌছবে, কেউ ঝর্ণার পানি স্পর্শ করবে না।"

প্রশ্ন- ঝর্ণার কাছে গিয়ে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : ঝর্ণা থেকে পানি খুব ধীরগতিতে বের হচ্ছে। রাসূল ﷺ কোদাল দিয়ে খুড়ে পানি বের করে আনলেন, এরপর তিনি তার হাত ও মুখ ধৌত করলেন এবং আবারো জোরে এতে আঘাত করলেন। এরপর প্রচুর পরিমাণে পানি অনর্গল বের হতে লাগল।

প্রশ্ন- তাবুক পৌছে রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আজ রাতে প্রচণ্ড বাতাস বইবে। তাই তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। যাদের উট আছে তারা তা বেঁধে রাখবে।

প্রশ্ন- ঐ রাত্রিতে কী ঘটল?

উত্তর : ঐ রাতে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে গেল একজন লোক দাঁড়িয়েছিল; বাতাস তাকে নিয়ে উপর থেকে ফেলে দিল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ সফরকালীন সালাত কীভাবে আদায় করলেন?

উত্তর : তিনি যোহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন এভাবে তিনি মাগরিব ও এশার সালাতও আদায় করলেন।

প্রশ্ন- তাবুকে গিয়ে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে দিয়ে এক চমৎকার ভাষণ দিলেন। তিনি পাপ কাজের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করলেন এবং সৎ কাজের ব্যাপারে মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিলেন।

প্রশ্ন- বাইজানটাইন ও তাদের মিত্ররা কি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল?

উত্তর : না, তারা এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হল যে, তাদের কেউই আক্রমনের সাহস করেনি। বরং তারা গোপনে পালিয়ে তাদের রাজ্যক্ষেত্রে চলে গেল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- কারা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আপোষ করতে এসেছিল?

উত্তর : আইলার প্রধান শাসনকর্তা, ইয়াহনা বিন রাওবাহ এবং জারবা ও আদরুহার লোকেরা এসে রাসূল ﷺ-এর সাথে অঙ্গীকার করে এবং 'জিযিয়া' প্রদান করতে রাজি হয়। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা ও পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালীদকে কী হুকুম করলেন?

উত্তর : তিনি ৪৫০ জন অশ্বারোহীসহ দুমাতুল জানদালে গিয়ে উকাইদারকে গ্রেফতারের জন্য খালিদকে হুকুম করলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, অভিযানের সময় : "তুমি তাকে শিকারী অবস্থায় খুঁজে পাবে।"

প্রশ্ন- খালিদ বিন ওয়ালীদ কী করলেন?

উত্তর : তিনি শিকার করা অবস্থায়ই উকাইদারকে গ্রেফতার করে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন।

প্রশ্ন- উকাইদারকে আনার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি উকাইদারের জীবন বাঁচিয়ে দিলেন এবং এ শর্তে চুক্তি নিলেন যে, তাকে ২,০০০ উট, ৮০০ গবাদি পশু, ৪০০ বর্ম ও ৪০০ বল্লম দিতে হবে। তিনি উকাইদারকে 'জিযিয়া' প্রদান করতে এবং দুমা, তাবুক, আইলাহ ও তাইমাহ থেকে জিযিয়া' আদায় করে দিতে হুকুম দিলেন।

প্রশ্ন- যে তিন জন সাহাবী এ যুদ্ধে যাননি তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন– ১. কা'ব বিন মালিক, ২. মুরারা বিন রাবি, ৩. হিলাল বিন উমাইয়া (রা) সত্য অভিযোগ করার পরিবর্তে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রশ্ন- তাদেরকে কী শাস্তি দেয়া হল?

উত্তর : তাদেরকে সামাজিক বয়কট করা হয়েছিল তথা সমাজ থেকে পৃথক করে দেয়া হল। বয়কটের ৫০ দিন পর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং নিম্নের আয়াত নাযিল করলেন–

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

(সূরা-৯ তাওবা : আয়াত নং-১১৮)

প্রশ্ন- যারা অক্ষমতার কারণে, অসুস্থতার কারণে ও অন্যান্য মারাত্মক সমস্যার কারণে যুদ্ধে যেতে গড়িমসি করছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কী বললেন?

উত্তর : তাদের সম্পর্কে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ
لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ مَا عَلَى
الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

অর্থ– যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা–৯ তাওবা, আয়াত নং-৯১)

প্রশ্ন- গাযওয়ায়ে তাবুকের ফলাফল কী হল?

উত্তর : ১. এটি সমগ্র আরব উপদ্বীপ শাসন করার নিশ্চয়তা প্রদান করল। ২. মুনাফিক ও অন্যান্য শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলো অবশেষে মুসলিম শক্তির অগ্রগতির কাছে আত্মসমর্পণ করল।

প্রশ্ন- মুনাফিকদের দ্বারা নির্মিত মসজিদটির নাম কী ছিল?

উত্তর : এটির নাম ছিল "মাসজিদে দেরার" (ক্ষতির মসজিদ)। এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সমাবেশের উত্তম জায়গা হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন- নির্মাণ কাজ শেষ করে মুনাফিকরা রাসূল ﷺ-কে কী অনুরোধ করল?

উত্তর : তারা ঐ মসজিদে সালাত পড়ে এটিকে বরকতময় করতে রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : যেহেতু তিনি তাবুকে রওয়ানা হচ্ছিলেন তাই তিনি তাবুক থেকে ফেরার সময় পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত রাখলেন। কিন্তু আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে মসজিদটি নির্মাণের উদ্দেশ্য জানিয়ে তাকে সতর্ক করে দিলেন–

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا ۢ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكٰذِبُوْنَ ۔ لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۚ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۚ وَ
اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۔

(সূরা–৯ তাওবা : আয়াত নং-১০৭-১০৮)

প্রশ্ন- তাবুক থেকে ফেরার সময় রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মসজিদটি ধ্বংস করার জন্য একটি দল পাঠালেন।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম হজ্ব

প্রশ্ন- কখন 'হজ্জ' বাধ্যতামূলক করা হয়?

উত্তর : এটি বাধ্যতামূলক করা হল ৯ম হিজরীর যিলক্বদ কিংবা যিলহজ্জ মাসে। ঐ বছরই রাসূল ﷺ হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য হজ্জযাত্রীদের আমীর হিসেবে আবু বকর (রা)-কে পাঠালেন।

প্রশ্ন- হজ্জ থেকে প্রস্থানের পরপরই কোন ওহী (আয়াত) নাযিল হল?

উত্তর : তা হল 'সূরা তাওবার' প্রথমাংশ।

প্রশ্ন- ওহী নাযিলের পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মক্কায় নাযিলকৃত আয়াতগুলো (সূরা তাওবার প্রথমাংশ) ঘোষণা করার জন্য আলী (রা)-কে মক্কায় পাঠালেন। আলী পথিমধ্যে আবু বকর (রা)-এর সাক্ষাত পান।

ঐ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলী

প্রশ্ন- নবম হিজরীকে কেন প্রতিনিধির বছর বলা হয়?

উত্তর : কারণ ঐ বছর অনেক প্রতিনিধি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসেন। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধীরে ধীরে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রতিনিধিদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

প্রশ্ন- কতিপয় প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ কর।

উত্তর : তারা হলেন, ১. আব্দুল কায়িস প্রতিনিধি, ২. দাউস প্রতিনিধি, ৩. সুদা প্রতিনিধি, ৪. উযারাহ প্রতিনিধি, ৫. বালি প্রতিনিধি, ৬. সাকীফ প্রতিনিধি, ৭. হামদান প্রতিনিধি, ৮. নাজরান প্রতিনিধি, ৯. বানি হানীফা প্রতিনিধি, ১০. ত্বাই প্রতিনিধি, ১১. তুজীব প্রতিনিধি প্রভৃতি।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় গোটা আরবে কি ইসলাম জয়লাভ করেছিল?

উত্তর : অবশ্যই, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রশ্ন- ইসলামের মাধ্যমে আরবের লোকদের মাঝে কোন পরিবর্তন এসেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, এটি আরব উপকূলের সকল চিন্তাধারা ও জাহেলী যুগের সকল পদচিহ্ন অপসারিত করেছিল। ইসলামের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় মনকে সক্রিয় করা হয়েছে। সাধারণ প্রতিধ্বনি শুরু হল যে,– "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হত। সকল মানুষ পূর্ণ ঈমানের সঙ্গে ইসলামের শিক্ষা মেনে নিতে লাগল এবং অহংকার থেকে দূরে থাকতে শুরু করল।

প্রশ্ন- ঐ বছর রাসূল ﷺ-এর পরিবারের কে ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর পুত্র ইবরাহীম।

প্রশ্ন- যে মুনাফিক ঐ বছর মারা যায় তার নাম কী?

উত্তর : সে হল মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই।

প্রশ্ন- "ইলার" ঘটনাটি কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ তার স্ত্রীদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে শপথ নিলেন যে, তিনি তাদের নিকট আর যাবেন না। দীর্ঘ ১ মাস পর শপথ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো (সূরা–৩৩

www.pathagar.com

আহযাব : আয়াত নং-২৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে প্রস্তাব দিলেন যে, আমার সাথে সাধারণ জীবন-যাপন কর এবং পরিতৃপ্ত থাক নতুবা আরো ভালো ও সুখময় জীবনের জন্য আলাদা হয়ে যাও। তারা স্বাভাবিকভাবে প্রথমটিই গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সন্তুষ্টিই লাভ করলেন।

প্রশ্ন- যাকাতের ব্যাপারে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি যাকাত আদায়ের সংগঠন তৈরী করলেন এবং যারা ইসলামকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেসব গোত্র থেকে যাকাত আদায়ের জন্য অনেক যাকাত আদায়কারীকে পাঠালেন।

প্রশ্ন- ঐ বছর যে মুসলমান রাজা ইন্তিকাল করেছেন তার নাম কী?

উত্তর : তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কি তার জানাযার সালাত পড়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ঐ রাজার জানাযার সালাত পড়েছিলেন।

প্রশ্ন- কা'ব বিন যুহাইর কে ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন আরবের একজন বিখ্যাত কবি। যিনি মুসলমান হওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করতেন।

প্রশ্ন- আনসারগণ কা'বের কথা শুনে কী করলেন?

উত্তর : তারা কা'বকে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও কারণ, সে একজন তাওবাকারী মুসলমান।"

প্রশ্ন- কা'ব কী আবৃত্তি করলেন?

উত্তর : তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে ছিল রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা। তিনি রাসূল ﷺ-এর সহিষ্ণুতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন আর তার অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ পুরস্কার হিসেবে তাকে কী দিলেন?

উত্তর : খুশি হয়ে রাসূল ﷺ পুরস্কার হিসেবে তাকে জুব্বা উপহার দিলেন। যা অবশ্যই তার জন্য বিশাল সম্মানের ছিল।

৪৩. হিজরতের দশম বছর

বিদায় হজ্ব

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ জীবনে কতবার হজ্ব ও ওমরা পালন করেন?

উত্তর : তিনি একবার মাত্র হজ্জ পালন করেন আর ওমরা পালন করেন ৪ বার তার মধ্যে ১টি ছিল হজ্জের সময়।

প্রশ্ন- কেন তার হজ্জকে "হাজ্জাতুল ওয়াদা" (বিদায় হজ্জ) বলা হয়?

উত্তর : কারণ তার মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্বে তিনি তার জীবনের একমাত্র প্রথম ও শেষ হজ্জ পালন করেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কখন হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেন?

উত্তর : যিলক্বদ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে।

প্রশ্ন- যাওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ কী কী কাজ করলেন?

উত্তর : তিনি তার মাথার চুল আচড়ালেন, তাঁর কাপড়ে কিছু সুগন্ধি লাগালেন, তাঁর উটের পিঠে জিন পরালেন এবং বিকেল বেলা রওয়ানা হলেন।

প্রশ্ন- আসরের সালাতের পূর্বে তিনি কোথায় পৌছলেন?

উত্তর : তিনি যুল হুলায়ফা নামক জায়গায় পৌছলেন এবং সেখানে ২ রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন।

প্রশ্ন- যোহরের সালাতের পূর্বে তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি ইহরামের জন্য গোসল করলেন আর আয়েশা (রা) তার শরীরে ও মাথায় সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন। এরপর যোহরের সালাত দু রাক'আতে সংক্ষিপ্ত করলেন এবং সালাতের জায়গায় তিনি ওমরার সাথে হজ্জ পালনের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। এরপর তিনি তার 'কাসওয়া' নামক উটনিতে উঠলেন আর "লাব্বাইক" .... বলে চলতে লাগলেন।

প্রশ্ন- হারাম শরীফে প্রবেশ করে তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি একটি তাওয়াফ করলেন আর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে হাটাহাটি করলেন। এরপর তিনি জবাই করার জন্য কোরবানীর পশু আনলেন।

প্রশ্ন- মিনার উদ্দেশ্যে তিনি কখন যাত্রা করলেন?

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে।

প্রশ্ন- সেখানে তিনি কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত : যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর।

প্রশ্ন- এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তারপর তিনি আরাফাতের দিকে রওয়ানা হলেন সেখানে নামিরা নামক স্থানে তার জন্য একটি তাঁবু তৈরী ছিল।

প্রশ্ন- সেখানে তিনি কতক্ষণ অবস্থান করলেন?

উত্তর : সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এটির ভিতর বসেছিলেন।

প্রশ্ন- আরাফাতে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে কোন ভাষণ দিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোকের সামনে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন- তার ভাষণ শেষে কুরআনের কোন আয়াতটি নাযিল হয়?

উত্তর : সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ– আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করলাম। (সূরা–৫ মায়িদা : আয়াত নং-৩)

প্রশ্ন- সূর্য ডুবার পর রাসূল ﷺ কোথায় রওয়ানা হলেন?
উত্তর : তিনি মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হলেন।

প্রশ্ন- পরের দিন সকাল বেলায় তিনি কোনদিকে রওয়ানা হলেন?
উত্তর : তিনি "মাশ'আর আল-হারামের' দিকে রওয়ানা হলেন, সেখানে তিনি পরিপূর্ণ সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন এবং সূর্য ভালোভাবে উঠার আগে তিনি মিনার দিকে রওয়ানা হলেন।

প্রশ্ন- সেখানে তিনি কী করলেন?
উত্তর : তিনি "বড় যামরার" কাছে গেলেন এবং এটির দিকে "আল্লাহু আকবার" বলে বলে সাতটি পাথর কণা নিক্ষেপ করলেন।

প্রশ্ন- এরপর তিনি কী করলেন?
উত্তর : তিনি কোরবানী করার স্থানে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি নিজ হাতে তেষট্টিটি (৬৩টি) উট কোরবানী করলেন, আর বাকি ৩৭টি পশু কোরবানির জন্য আলী (রা)-কে বললেন।

প্রশ্ন- এরপর তিনি কোথায় গেলেন?
উত্তর : তিনি কা'বা শরীফের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন ও যোহরের সালাত আদায় করলেন এবং "যমযমের" পানি পান করলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ অন্য আরেকটি ভাষণ কখন প্রদান করেন?
উত্তর : যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ ১৪ই যিলহজ্জ কী করলেন?
উত্তর : তিনি বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন তারপর মদিনার দিকে রওয়ানা হন।

ঐ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলী

প্রশ্ন- খালিদ বিন ওয়ালিদকে কোথায় পাঠানো হয়েছিল?
উত্তর : তাকে নাজরান গোত্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

প্রশ্ন- আলী বিন আবি তালিবকে কোথায় পাঠানো হয়েছিল?
উত্তর : তাকে পাঠানো হয়েছিল ইয়ামানে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষ দিকে যে দুজন মিথ্যা ভণ্ড নবী আবির্ভূত হয়েছিল তাদের নাম কী?
উত্তর : তারা হল : ১. ইয়ামামার মিথ্যাবাদি ভণ্ড "মুসাইলামা" ও ২. আসওয়াদ আনাসি, রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন- আসওয়াদ আনাসিকে কখন হত্যা করা হয়েছিল?
উত্তর : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কি তার মৃত্যু সম্পর্কে জানতেন?
উত্তর : হ্যাঁ। তিনি ওহীর মাধ্যমে এটি জেনেছিলেন এবং সাহাবীদেরকেও জানিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

হিজরতের একাদশ বছর

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর সাথে শেষ যে প্রতিনিধি দলটি সাক্ষাত করেছিল সেটির নাম কী?
উত্তর : 'নাখা' এর ২০০ লোকের প্রতিনিধি।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যে অভিযানটি পাঠাতে চেয়েছিলেন সেটির নাম কী?
উত্তর : এটি হল ওসামা বিন যায়িদ বিন হারিসার সৈন্যবাহিনী।

প্রশ্ন- কেন তিনি এ সেনাবাহিনীটি পাঠালেন?
উত্তর : বাইজানটাইনের লোকদের শিক্ষা দেয়ার জন্য যারা মুসলমানদের আঞ্চলিক প্রভাব সহ্য করত না বরং তাদের শক্তির অহংকার করত। এটি ছিল ১১ হিজরীর ২৬ই সফর মাসে।

প্রশ্ন- কিছু সংখ্যক সাহাবী কি ওসামার নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করেছিল?
উত্তর : হ্যাঁ, তারা অনেকেই এটির সমালোচনা করেছিল। কারণ ওসামা ছিল খুবই তরুণ।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ এ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার প্রধান নমুনা কী ছিল যেগুলো তার চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলো?
উত্তর : লক্ষণগুলো নিম্নরূপ- ১. ১০ম হিজরীর রমযান মাসে রাসূল ﷺ দশদিনের পরিবর্তে বিশদিন ই'তিকাফ করা। ২. জিবরাঈল তার কাছ থেকে দুই দুই বার কোরআন কারীম মুখস্থ শ্রবণ করা। ৩. বিদায় হজ্বের ভাষণে তার কথা, "আমি জানিনা এ বছরের পর পুনরায় তোমাদের সঙ্গে আর সাক্ষাত করতে পারব কিনা।" ৪. সূরা আন-নাসর নাযিল হওয়া, সেটি ইঙ্গিত দিয়েছিলো তার পৃথিবী থেকে চলে যাবার।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ কখন অসুস্থ হয়ে পড়েন?
উত্তর : ১১ হিজরীর ২৯ই সফর সোমবারে বাকীর গোরস্থানে জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ করে আসার পর, পথিমধ্যে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

প্রশ্ন- তার শরীর গুরুতর খারাপ অবস্থায় কতদিন যাবৎ তিনি সালাতের ইমামতি করেন?
উত্তর : এগার দিন।

প্রশ্ন- যখন রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতা বাড়তে লাগল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট কী জানতে চাইলেন?
উত্তর : তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কোথায় থাকব।"

প্রশ্ন- এটা দ্বারা তিনি কী বুঝালেন?
উত্তর : এটা দ্বারা তিনি বুঝালেন যে, তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর কাছে যেতে চান। যাকে তিনি বেশী ভালবাসেন।

প্রশ্ন- তিনি যেখানে যার ঘরে যেতে চাইলেন, তার স্ত্রীরা কি তাতে রাজি ছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি যার কাছে যেতে চাইলেন তারা তাতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি আয়েশার ঘরে আসলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- আয়েশার ঘরে তিনি কতদিন ছিলেন?

উত্তর : আয়েশার ঘরে তিনি প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পাঁচদিন আগে তিনি কী চাইলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমাকে সাত মশক পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দাও।"

প্রশ্ন- এরপর তিনি কী অনুভব করলেন?

উত্তর : তিনি অনেকটা ভালো অনুভব করলেন, তিনি বাহিরে গিয়ে লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ও কথা বলতে চাইলেন।

প্রশ্ন- এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে মসজিদে গিয়ে মিম্বরের উপরে বসলেন এবং তার আশে পাশে লোকদের জড়ো করে কথাবার্তা বললেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন যে, "তোমরা আমার মূর্তি বানাবে না ও মূর্তি পূজা করবে না।

প্রশ্ন- যোহরের সালাতের পর তিনি তাঁর ভাষণে কী বললেন?

উত্তর : তিনি আনসারদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে জোর প্রদান করলেন। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আনসারদের প্রসঙ্গে সাবধান করছি। তারা ছিল আমার দেহের পোশাক এবং আমার পথের সম্বল। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে।" তিনি আরও বললেন যে, ঈমানদারদের সংখ্যা বাড়বে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পাবে যে পর্যন্ত না তারা খাদ্যে লবণ পছন্দ করবে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ মৃত্যুর চারদিন আগে কী বললেন?.

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর চার দিন আগে বৃহস্পতিবারে তিনি লোকদেরকে বললেন, "এ দিকে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু পথনির্দেশ দিব যেগুলো পালন করলে তোমরা কখনো ভ্রান্ত পথে যাবে না।"

প্রশ্ন- ওমর বিন খাত্তাব (রা) লোকদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "রাসূল ﷺ মারাত্মক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন আর তোমাদের কাছে আছে 'কুরআন' আল্লাহর কিতাব তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"

প্রশ্ন- অন্যান্য লোকেরা কী চাইল?

উত্তর : তারা চাইলেন যে, রাসূল ﷺ কী পথ নির্দেশ দিতে চান।

প্রশ্ন- তখন রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : যদিও তিনি কিছু পথনির্দেশ দিতে চাইলেন। কিন্তু যখন তিনি বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুনতে পেলেন তখন তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন– 'চলে যাও এবং আমাকে একা থাকতে দাও।"

প্রশ্ন- ঐ দিন রাসূল ﷺ কী কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি তিনটি পরামর্শ দিলেন : ১. ইয়াহুদি, খ্রীস্টান ও মুশরিকদের আরব থেকে বহিষ্কার করবে। ২. প্রতিনিধি দলকে সম্মানিত করবে। ৩. কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে।

প্রশ্ন- সর্বশেষ কোন ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি রাসূল ﷺ করেছেন?

উত্তর : তার মৃত্যুর চার দিন আগে বৃহস্পতিবার মাগরিবের সালাত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- এরপর সালাতের ইমামতির জন্য তিনি কাকে হুকুম করলেন?
উত্তর : আবু বকর (রা)-কে।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর একদিন আগে তিনি কী করলেন?
উত্তর : তার মৃত্যুর একদিন আগে রবিবারে তিনি তার সাত দীনার দিয়ে সমস্ত দাসদাসীদের মুক্ত করে দেন এবং তার অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদেরকে হাদিয়া হিসেবে দিয়ে যান।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ শেষ দিন তার কন্যা ফাতিমাকে কী বললেন?
উত্তর : তিনি তাকে বললেন যে, আমি অসুস্থতা থেকে আরোগ্য হচ্ছি না, এটা শুনে ফাতিমা কেঁদে ফেললেন। তারপর যখন বললেন যে, আমার পরিবারের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে এটা শুনে তিনি হেসে ফেললেন।

প্রশ্ন- শেষ মুহূর্তে রাসূল ﷺ কোন কোন শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন?
উত্তর :

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى، اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى.

অর্থ– (হে আল্লাহ! তাদের সাথে আমার অবস্থান করুন) যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন তারা হলেন নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং নেক আমলকারী। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি রহমত করুন এবং আমাকে মিলিত করুন সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে। হে আল্লাহ! আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।

প্রশ্ন-. রাসূল ﷺ কখন ইন্তিকাল করেন?
উত্তর : ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন- তখন তার বয়স ছিল কত?
উত্তর : তখন তার বয়স ছিল ৬৩ বছর ৪ দিন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে ওমরের মনোভাব কী হয়েছিলো?
উত্তর : তিনি এতটাই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি প্রায় তার চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন আর লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বলতে লাগলেন যে, রাসূল ﷺ মৃতুবরণ করেন নি বরং তিনিতো তার রবের কাছে গেলেন যেমনটা মূসা (আ) যেতেন।

প্রশ্ন- আবু বকরের মনোভাব কী ছিল?
উত্তর : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি আয়েশার রুমে আসলেন। তিনি রাসূলকে চুমু খেলেন আর বললেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। নিশ্চয়ই আল্লাহ দুবার আপনার মৃত্যু দিবেন না। আপনি শুধুমাত্র মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন যা আল্লাহ অবধারিত করেছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন- তিনি লোকদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি লোকদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, "যারা মুহাম্মদের ইবাদত করে তাদের জানা উচিত যে, মুহাম্মদ ﷺ এখন মৃত কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর, তারা ভালোভাবে জেনে রাখো যে তিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না।"

প্রশ্ন- ঐ সময় তিনি কোরআনের কোন আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন?

উত্তর : সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত ১৪৪ নং আয়াতটি–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ .

(সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৪৪)

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-কে কখন দাফন করা হয়?

উত্তর : তাকে দাফন করা হয়েছিল বুধবার রাতে।

প্রশ্ন- তাকে কোথায় দাফন করা হয়েছিল?

উত্তর : তাকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে দাফন করা হয়েছিল। আবু বকর (রা) বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, নবীরা যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করতে হয়।"

প্রশ্ন- কবর খনন করেছিল কে?

উত্তর : আবু তালহা (রা)।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-কে কখন গোসল দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : মঙ্গলবারে তাকে গোসল দেয়া হয়েছিল?

প্রশ্ন- কারা কারা রাসূল ﷺ-কে গোসল দিয়েছিলেন?

উত্তর : আব্বাস, আলি বিন আবি তালিব, আব্বাসের পুত্র কাসেম এবং রাসূল ﷺ-এর মুক্ত দাস ওসামা বিন যায়েদ ও আওস বিন খুওয়াইলিদ (রা)।

প্রশ্ন- লোকেরা কীভাবে রাসূল ﷺ-এর জানাযার সালাত আদায় করলেন?

উত্তর : লোকেরা দশ জন দশ জন করে আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলের জানাযার সালাত আদায় করলেন। প্রথমে তার গোত্রের লোকজন, এরপর মুহাজিরগণ এরপর আনসারগণ। মহিলারা পুরুষদের পরে সালাত আদায় করেছেন। আর তরুণেরা সবার শেষে জানাযার সালাত আদায় করলেন।

প্রশ্ন- কখন আয়েশার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়?

উত্তর : ৫৮ হিজরীর ১৫ই রমযান মাসে আয়েশা (রা) যখন ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন- রাসূল ﷺ-কে কবরে রাখার জন্য কারা নেমেছিলেন?

উত্তর : আলি বিন আবু তালিব, ফজল বিন আব্বাস, ওসামা বিন যায়েদ ও আওস বিন খুওয়াইলিদ (রা)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল ﷺ যা ভালোবাসতেন

১. রাসূল ﷺ যে আয়াতটি অধিক ভালোবাসতেন

আবু যার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম ﷺ রাতে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াতটির কাছে পৌছলেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

"তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ) তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।"

[(সূরা মায়েদা : আয়াত-১১৮); মুসনাদে আহমাদ, বুখারী]

২. আল্লাহর রাসূল ﷺ ৪টি যিকির ভালোবাসতেন

রাসূল ﷺ বলেন, এজন্য নিশ্চয় আমি বলে থাকি।

سُبْحَانَ اللّٰهِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ وَلَاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

'আল্লাহ্ পবিত্রময় এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। আর আল্লাহ্ মহান।

যখন থেকে সূর্য উদয় হয় তখন থেকে এর যিকির করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর খণ্ড ১, পৃ: ২৪)

যখন সূর্য উদিত হয় তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট আল্লাহর গুণগান, প্রশংসা এবং তার বড়ত্বের যিকির প্রিয়। এ জন্য এ চারটি যিকির আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অবশ্যই আল্লাহর নিকট চারটি বাক্য অধিক প্রিয়–

سُبْحَانَ اللّٰهِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ وَلَاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

পবিত্রতম আল্লাহ। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা আর আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ্ মহান।"

www.pathagar.com

যে কোনো একটি শুরু করাতে তোমাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(মুসলিম কিতাবুল অধ্যায়).

سُبْحَانَ اللّٰه : সুবহানাল্লাহ যিকর

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং দোষমুক্ত। অতঃপর গুণাগুণ শামিল হয় পবিত্রতা। আর তিনি সকল দোষ ও খারাপী থেকে মুক্ত অর্থাৎ শিরক, সন্তানাদি, পারিবারিক বিষয়াদি সব কিছু থেকে তিনি মুক্ত, আর যিকির একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه : আল হামদুলিল্লাহ যিকর

সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য যাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ এবং উচ্চ সিফাতসমূহ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার ওপর যে নি'আমত দান করেন, অতপর সে (বান্দা) বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কিন্তু তিনি যা তাকে দান করেন তা উত্তম যা থেকে সে গ্রহণ করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ اَلْحَمْدُ لِلّٰه

রাসূল ﷺ আরো বলেন, সবশ্রেষ্ঠ দু'আ, اَلْحَمْدُ لِلّٰه অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।" রাসূল ﷺ বর্ণনা করেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললে দাঁড়িপাল্লাকে সওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়। سُبْحَانَ اللّٰه وَاَلْحَمْدُ لِلّٰه আসমান এবং জমিনের দূরত্ব সওয়াবের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়। (মুসলিম)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকর

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। বাক্যটি একত্ববাদী কথা এবং ইসলামের রুকন থেকে প্রথম রুকন ও উত্তম যিকির। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন "সর্বোত্তম যিকির লা, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা হয়। কথিত আছে, এ বাক্যে দুটি বিশিষ্টতা আছে, তন্মধ্যে একটি যাতে সমস্ত হরফ মুখের খালিস্থান থেকে উচ্চারিত হয়, তাতে কোনো হরফ শাফাভিয়া নেই, যা দুই ঠোঁটের মধ্যখান থেকে উচ্চারিত হয়, যেমন اَلْبَاءُ. اَلْفَاءُ. مِيْمٌ এখানে

ইশারা-হলো- যা কোনো ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় না, কালব (অন্তর) থেকে উচ্চারিত হয়।

দ্বিতীয় হল এতে কোন নুক্তা বিশিষ্ট হরফ নেই; বরং তা নুকতা থেকে মুক্ত। এর অর্থ হল আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।

আর সেটা হ্যাঁ বা না বোধক। না বোধক- لَا اِلٰهَ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। হ্যাঁ বোধক, যে আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সম্মান ও মর্যাদা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না, তাঁর ইবাদত করাই আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এ জন্য জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা হয়, আসলে এ পবিত্র বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। এ পবিত্র বাক্য মুসলমানদের একটি নিদর্শন এবং প্রকাশ্য একটি শিরোনাম। বান্দা তার প্রতিপালকের ইবাদতকে এর দ্বারা বাস্তবায়ন করে থাকে। আর এটা ভয় ও বিনয়ের সাথে আদায় করে। এর দ্বারা বান্দা এবং তার প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ : আল্লাহু আকবার যিকর

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জিনিস থেকে সম্মান মান-মর্যাদা সব দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোন্নত, সুমহান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে প্রবেশ করতেন, তিনি বলতেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সুমহান)

ওমর (রা) বলেন, বান্দার আল্লাহু আকবার বলা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা থেকে সর্বোত্তম।

৩. ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করতে ভালোবাসতেন

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ -

"রাসূল ﷺ ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করতে পছন্দ করতেন এবং অন্যান্য দোয়া গুলো (অর্থহীন) দু'আ ছেড়ে দিতেন।"

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ ব্যাপকার্থবোধক দুআ পছন্দ করতেন। আর তা হলো এমন দুআ যার মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পাওয়া যায়। এগুলো অল্প শব্দের ব্যাপকার্থবোধক দু'আ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দাও, আর আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি দাও।"

যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের একবার হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তর বক্র করে দিও না। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি বড় দানশীল।"

৪. রোযাবস্থায় আমলনামা পেশ করতে ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, আর আমার আমলগুলো রোযা অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পেশ হোক এটা আমি পছন্দ করি। (মুসনাদ তিরমিযী-১৯৬)

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর নবী ﷺ! কেন আপনাকে প্রায় মাসে রোযা রাখতে দেখি? আপনি কেন শা'বানের রোযা রাখেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা এমন মাস যে মাসে মানুষ অলস থাকে রজব ও রমযানের মধ্যে। এটা এমন এক মাস যে মাসে মানুষের আমলসমূহ আল্লাহর নিকট উঠানো হয়। আর আমার আমলনামা রোযা অবস্থায় উঠুক এটা আমি ভালোবাসি।"

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আমল রোযা অবস্থায় অর্পণ হোক এটা তিনি ভালোবাসতেন। বরং একথাও আবু ইয়া'লা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি এটা ভালোবাসি যে আমার মৃত্যু আসুক এমতাবস্থায় যে আমি রোযাদার। এ সব হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, রোযার সম্মান বহু বড় এবং ফযিলত অনেক বেশি। তার সওয়াব অনেক অনেক বেশি। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের ওপর প্রতি বছর পূর্ণ একমাস রোযা ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর

www.pathagar.com

রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা আয়াত-১৮০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু রমযানের রোযা রাখাতেই সন্তুষ্ট হতেন না; বরং আল্লাহকে খুশি করার ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য অধিক পরিমাণে নফল রোযা রাখতেন। তাই তার উম্মতের জন্য বেশকিছু দিন রোযা রাখাকে সুন্নত করো দিয়েছেন। যেমন– শাওয়াল মাসে ৬ দিন। যিলহজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিন। হজ্জ পালনরত অবস্থায় হাজীগণ ব্যতীত সকলের জন্য আরাফাতের দিন। মহররম মাসের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখ। আর শাবান মাসের ১৫ তারিখ এবং প্রত্যেক হিজরী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ যাকে (আইয়্যামে বীয) বলা হয়। প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার এ দিনগুলোতে রোযা রাখার বিশেষ ফযিলত রয়েছে। আর এগুলোর জন্য নির্ধারিত সওয়াব আল্লাহ নিজেই রেখেছেন।

৫. কা'বা মুখী হতে ভালোবাসতেন

বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ .

"রাসূলে করীম ﷺ (হিজরতের পর) ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তিনি পছন্দ করতেন কা'বার দিকে মুখ করে সালাত পড়তে। এ মর্মে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন "আসমানের দিকে বার বার আপনার দৃষ্টিপাত আমি লক্ষ্য করছি। সুতরাং তিনি কা'বা মুখী হলেন। ফলে ইহুদীরা বলতে লাগল–

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا، قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

"কী কারণে তারা তাদের পূর্বে কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল? আপনি বলুন, পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহর, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথ দেখান।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৪২)

www.pathagar.com

জনৈক আনসারী ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর সাথে সালাত পড়লেন, সালাত শেষে নিজ গোত্রের নিকট গিয়ে দেখলেন তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আসরের সালাত আদায় করছে। লোকটি তাদেরকে বললেন, আমি রাসূল ﷺ এর সাথে সালাত পড়েছি এবং আমি দেখেছি তিনি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত পড়ছেন। সুতরাং লোকেরা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। (বুখারী-সালাত অধ্যায়)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَالْيَهُوْدُ اَكْثَرُ اَهْلِهَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ اَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَفَرِحَتِ الْيَهُوْدُ فَاسْتَقْبَلَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يَسْتَقْبِلَ قِبْلَةَ اِبْرَاهِيْمَ . فَكَانَ يَدْعُوْ وَيَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ .

"নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন মদিনার অধিবাসী অধিকাংশই ছিল ইহুদী, যারা বাইতুল মাকদাসকে কিবলা মানত, আল্লাহ তাঁকে বাইতুল মাকদাসকে কেবলা বানানোর নির্দেশ দিলেন, এতে ইহুদীরা খুশী হলো নবী করীম ﷺ ১৭ মাস সেটাকে কিবলা মানলেন। নবী করীম ﷺ ইবরাহীম (আ)-এর কিবলাকে পছন্দ করতেন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে প্রার্থনা করতেন ও আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো।

৬. এশার সালাত বিলম্বে পড়তে ভালোবাসতেন

عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ .

"আবু বারযা আসলামী থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইশার সালাত যাকে তোমরা আতামা বলে থাক বিলম্ব করে পড়াকে পছন্দ করতেন। (বাজে-মুসলিম শরাহ)

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাতকে অর্ধরাত বা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া পছন্দ করতেন। এ কথাকে আরো সুস্পষ্ট করে দেয় রাসূল ﷺ-এর এ হাদীসটি–

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِىْ لَامَرْتُهُمْ أَنْ يُّؤَخِّرَ الْعِشَاءَ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْنِصْفِهٖ ـ

আমি যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্ট হবে এটা মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই ইশার সালাতকে রাতের অর্ধাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বে পড়ার আদেশ দিতাম। (বুখারী-বাবু ওয়াকতিস সালাহ)

এক রাতে রাসূলে করীম ﷺ ইশার সালাত রাতের অর্ধেক বা অর্ধেকের নিকটবর্তী সময়ে পড়লেন। অতপর তিনি বলেন, মানুষ সালাত পড়ে এবং ঘুমায়। তোমরা যতক্ষণ সালাতের প্রতীক্ষায় থাকবে ততক্ষণ সালাতের মধ্যে রত থাকার মতই রইলে। (মুসলিম-ইশার সালাত অধ্যায়)

৭. যেখানে ওয়াক্ত হত সেখানেই তিনি সালাত পড়তে ভালোবাসতেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُّصَلِّىَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ ـ

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যে স্থানে সালাতের সময় হত, সেখানে সালাত পড়ে নিতেই পছন্দ করতেন। (বুখারী-কিতাবুস সালাত)

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ কে এমন পাঁচটি বিষয় দান করেছেন যা তাঁর পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি, তাঁর পরেও অন্য কাউকে দেওয়া হবে না। যেহেতু তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তিনি রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ নবী গোটা মানব জাতির জন্য। আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

এ পাঁচটি বিষয়ের একটি হচ্ছে তিনি তাঁর জন্য পৃথিবীর জমিনকে মসজিদ বানিয়েছেন ও পবিত্র করে দিয়েছেন। সুতরাং যেখানেই সালাতের সময় হত সেখানেই তিনি সালাত পড়ে নিতেন।

www.pathagar.com

তাঁর উম্মতকেও তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا فَاَنَّمَا رَجُلٌ مِنْ اُمَّتِيْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ـ

"জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের যে কেউ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত পাবে সালাত পড়ে নিবে।

(বুখারী-তায়াম্মুম অধ্যায়)

সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্রই সালাতের উপযুক্ত স্থান এবং যে কোনো স্থানকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে। তবে যে সমস্ত স্থানকে রাসূল ﷺ সালাতের স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন সে সব স্থান ব্যতীত। যেমন কবরস্থান ও গোসলখানা। এছাড়া যে সমস্ত স্থানে প্রকাশ্য অপবিত্রতা রয়েছে সেখানেও সালাত পড়া নিষেধ।

৮. নিয়মিত নফল সালাত পড়তে ভালোবাসতেন

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট পছন্দনীয় ঐ সালাত যা নিয়মিত পড়া হয় যদিও তা পরিমাণে কম হয়। আর তিনি যখন কোন সালাত আদায় করতেন তা তিনি নিয়মিত আদায় করতেন, বাদ দিতেন না। (বুখারী)

এ সালাত দ্বারা নফল সালাতকে বুঝানো হয়েছে। রাসূল ﷺ যখন কোনো নফল সালাত আদায় করতেন, ঐ সালাতের ওপর অটল থাকতেন এবং নিয়মিতভাবে তা আদায় করে যেতেন। তিনি নিয়মিতভাবে সালাত পড়াকে ভালোবাসতেন যদিও তা সংখ্যায় কম হয়। আয়েশা (রা) একদিন জিজ্ঞাসিত হলেন, "রাসূল ﷺ-এর নিকট কোন আমল বেশি প্রিয় ছিল? তিনি বলেন, خَيْرُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ "নিয়মিতভাবে যে আমল করা হয় তাই।" তিনি বলেন, নবীজী যখন কোনো আমল করতেন, তার ওপর সর্বদা অবিচল থাকতেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। (বুখারী ও মুসলিম)

পছন্দীয় বিষয় হচ্ছে মুসলমান বাড়াবাড়ি না করে নিয়মিত যে সালাত আদায় করবে তাই। কেউ কোনো সালাত পড়ে তা ছেড়ে দিলে তিনি অপছন্দ করতেন না যদিও তা ওয়াজিব সালাত না হত। মধ্যম স্তরের সালাত মানুষকে নিয়মিত সালাতী বানাবে। অর্থাৎ "একদিন ৫০ রাকআত, মাঝখানে ছয় মাস আর

www.pathagar.com

সালাতের খবর নেই" এ রকম নয়; বরং প্রতিদিন নিয়মিত ৪ রাকাআত ৮ রাকাআত করে পড়া। যার সাধ্যে যা সম্ভব তাই সে পড়বে। সংখ্যায় বেশি ও নিজের ওপর কঠিন বোঝা চাপিয়ে নিলে সেটা সালাত পরিত্যাগে বাধ্য করবে যা খুবই নিন্দনীয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেন, যখন তাকে জনৈকা মহিলা প্রসঙ্গে বলা হলো "সে রাতে ঘুমায় না সারারাত সালাত আদায় করে।" তিনি বললেন, এটা পরিত্যাগ কর।

তুমি আমল কর তোমার সাধ্যানুযায়ী। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিরক্তবোধ করেন না! যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত করো। অর্থাৎ কষ্ট ছাড়া নিয়মিতভাবে যে আমল করার শক্তি তোমার রয়েছে তাই করা উচিত। এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল ﷺ এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ঐ কাজের প্রতি তার বিরক্তি এসে যাবে এবং সে তা পরিত্যাগ করবে, সেটা অপছন্দীয় কাজ। ফলে তাঁর রবের জন্য সে যা খরচ করতে তা থেকে বিরত হয়ে যাবে। অথবা, এ কথার দ্বারা মধ্যম পন্থায় ইবাদত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর মধ্যম পন্থায় ইবাদত করার অর্থ হচ্ছে তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা এবং সামর্থ্যের বাইরে আমল করাকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

এ কারণেই নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ ـ

"আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল হচ্ছে তাই, যা নিয়মতিভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হোক। (বুখারী)

নবী করীম ﷺ কোনো সালাত পড়লে তা ছেড়ে দেওয়া অপছন্দ করতেন, বরং তিনি তা নিয়মিতভাবে পড়তে ভালোবাসতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা) কে বললেন–

يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ـ

"হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে সারারাত সালাত পড়ত। অতপর তা ছেড়ে দিল। (বুখারী-কিতাবুত তাহাজ্জুদ)

নিয়মিতভাবে মাঝে মধ্যে বেশি সালাত পড়ার চেয়ে কম কম করে নিয়মিত সালাত পড়া উত্তম। হঠাৎ করে বেশি পড়ার চেয়ে নিয়মিতভাবে পড়া উত্তম। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি তার শক্তিমত্তার ব্যাপারে অবগত সে যদি তার যোগ্যতা দিয়ে নিয়মিত বেশি ইবাদত করে তাহলে পূর্বোল্লিখিত ইবাদতগুলোর চেয়ে তা উত্তম। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমল করতেন। আয়েশা (রা) তাঁর প্রসঙ্গে বলেন–

كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلاَةً اَحَبَّ اَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ اَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

নবী করীম ﷺ যখন কোনো সালাত পড়তেন, তা নিয়মিতভাবে পড়তে পছন্দ করতেন। যদি কখনো ঘুমিয়ে পড়তেন বা পায়ের ব্যথার কারণে রাতে সালাত পড়তে সক্ষম না হতেন তাহলে তিনি দিনের বেলায় বার রাকাআত সালাত পড়ে নিতেন। (মুসলিম-কিতাবু সালাতিল মুসাফির, রাতের সালাত পর্ব)

৯. পরিবারকে ঈদগাহে নিয়ে যেতে ভালোবাসতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ فِىْ يَوْمِ الْعِيْدِ اَنْ يَخْرُجَ اَهْلَهُ قَالَ : فَخَرَجْنَا فَصَلّٰى بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ الرَّجُلُ . ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَخَطَبَهُنَّ ثُمَّ اَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ . فَلَقَدْ رَاَيْتُ الْمَرْاَةَ تَلَقَّى تَوْمَتَهَا وَخَاتَمَهَا تُعْطِيْهِ بِلاَلاً يَتَصَدَّقُ بِهِ .

"রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারবর্গকে ঈদের দিন ঈদগাহের জন্য বের করে দিতেন এবং এতে তিনি আনন্দিত হতেন। তিনি (আব্বাস) বলেন, আমরা বের হতাম, তিনি আযান ও ইকামত ছাড়া সালাত পড়াতেন। পুরুষদের জন্য খুতবা দিতেন। পরে তিনি মহিলাদের নিকট এসে খুতবা দিতেন এবং তাদেরকে সদকা করার জন্য নির্দেশ দিতেন। আমি এক মহিলাকে দেখেছি সে তার অঙ্গুলী ও আংটি নিক্ষেপ করল যা তিনি বিলালকে দিলেন যাতে সে তা সাদকা করে দেয়া।"

(মুসনাদ আহমদ-৩০১৫)

www.pathagar.com

ঈদের সালাতের জন্য মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় মহিলার ঘরের সালাত মসজিদে সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম তবে ঈদের সালাত বাদে; কেননা, রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারকে ঈদের দিন বের করে দিতে আনন্দবোধ করতেন এবং মুসলমানেরা তাদের পরিবারকে ঈদের সালাতের দিকে বের করে দিতেন। বরং মহিলাদের ঈদের সালাতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলের উৎসাহ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, তিনি হায়েযগ্রস্ত মহিলাকে কল্যাণের কাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং মু'মিনদের আহ্বান করলেন সালাতের স্থান আলাদা করার জন্য। এমনকি মহিলাদের ঈদের সালাতে বের হওয়ার মত কাপড় না থাকে তবে সে যেন তার সাথীদের থেকে কাপড় ধার করে নেয়।

হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তরুণীদেরকে দুই ঈদের সালাতে বের হতে নিষেধ করেছিলাম, এমন সময় এক মহিলা আগমন করল এবং বনী খলফের প্রাসাদে অবতরণ করল এবং তার বোনের ব্যাপারে বর্ণনা করল যার স্বামী রাসূল ﷺ-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। আর আমার বোন তার সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তিনি (তার বোন) বলেন, আমরা আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের সেবা করতাম। আমার বোন রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করল, আমাদের কারো ওড়না না থাকলে তার বের হওয়াতে কোনো সমস্যা আছে কিনা? তিনি ﷺ বলেন–

لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَتَهَا مِنْ جَلْبَابِهَا ـ وَلْتَشْهَدُ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

"সে যেন তার সাথীর ওড়না পরিধান করে এবং কল্যাণ ও মুসলমানদের দুয়া যেন সে উপস্থিত থাকে।"

উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كُنَّا نُوْمَرُ اَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتّٰى نَخْرُجَ الْبِكْرَ مِنْ خَدْرِهَا حَتّٰى نَخْرُجَ الْحَيْضَ فِيْكُمْ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ ـ يَرْجُوْنَ بَرْكَةَ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَطُهُوْرَتُهٗ ـ

www.pathagar.com

"আমরা ঈদগাহের দিকে বের হওয়ার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি; এমনকি কুমারী নারী তার অন্দরমহল থেকে বের হতে। বের হত হায়েযগ্রস্ত মহিলারাও অতঃপর তারা মানুষের পেছনে থেকে তাদের তাকবীরের সাথে তারা তাকবীর দিত এবং তাদের দুআর সাথে তারাও দুআ করত। তারা ঐদিন বরকত ও পবিত্রতা কামনা করত।"

ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের এ দুই ঈদের সালাতের ন্যায় মহা সম্মেলন যা ইসলামের প্রতীক ও সকলের ওপর বরকতের ব্যাপকতার প্রকাশ। আর সেখানে মহিলাদের ঈদের সালাতে বের হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত থেকে কিছু শর্ত হলো–

* পরিপূর্ণ আচ্ছাদন পরিধান করা এবং তার নিরাপত্তা থাকা। কেননা, এতে ফেতনা সৃষ্টি হয় (পর্দা না থাকাতে)

* তার উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভীতি না থাকা।

* পুরুষরা তাদের সমাবেশ ও তাদের রাস্তায় ভীড় করবে না।

* তারা সাজসজ্জা করবে না।

* পরিধান করবে না কোনো ঘণ্টা জাতীয় জিনিস যার শব্দ শোনা যায়,

* অহংকারী পোশাকে বের হবে না,

* কোনো সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা আতর ব্যবহার করে বের হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী–

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسُّ طِيِّبًا .

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে উপস্থিত হবে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।"

যে মহিলা সুগন্ধি লাগায় অথবা যাকে দুর্বলতা পেয়ে বসেছে রাসূল ﷺ তাকে মসজিদে উপস্থিত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ .

"কোনো মহিলাকে দুর্বলতা পেয়ে বসলে সে যেন শেষ এশায় আমাদের সাথে উপস্থিত না হয়। (মুসলিম)

যদি মহিলা এ শর্তসমূহ মেনে চলতে না পারে তাহলে তার ঘরের সালাতই হলো উত্তম। কিছু মহিলার এ শর্তগুলো রক্ষা না করার কারণে কতিপয় আলিম মহিলাদের ঈদের সালাতে বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন।

www.pathagar.com

১০. জামা'আতবদ্ধ থাকাকে ভালোবাসতেন

জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন– এমতাবস্থায় তারা বৃত্তাকারে বসা ছিল। তিনি ﷺ বলেন, مَالِىْ اَرَاكُمْ عِزِيْنَ আমার কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে পৃথক দেখছি।
(আবূ দাউদ হা: ৪০৩৮)

আ'মাশ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "মনে হয় তিনি ঐক্যবদ্ধ থাকাকে পছন্দ করতেন। (আবূ দাউদ-৪০৩৯)

জামা'আতবদ্ধ থাকার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীদের পৃথক পৃথক দেখতে পেলেন অর্থাৎ তাদেরকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত দেখতে পেলেন। কেননা তাঁরা একক মজলিসে একত্রিত হয়নি। রাসূল ﷺ তাদেরকে পৃথক হওয়াকে নিষেধ করলেন এবং আদেশ করলেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। কেননা, তিনি তো একতা এবং ঐক্যবদ্ধতা পছন্দ করতেন এবং অপছন্দ করতেন বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

"আর তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত–১০৩)

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তাঁরা ছিল পরস্পর শত্রু। অতঃপর তাঁদের অন্তরের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পরস্পর ভাই ভাই এবং একক দলে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে অপছন্দ করতেন। সাহাবীগণ প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, তারা প্রত্যেকেই অনুসরণযোগ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দল, যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা।

আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় বলা হয়–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ـ

"আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আকঁড়ে ধর। "নিশ্চয়ই আল্লাহর রজ্জু হলো জামাআত, দলও ঐক্যবদ্ধতা। আল্লাহ তা'আলা সম্প্রীতির নির্দেশ দিয়েছেন এবং

www.pathagar.com

নিষেধ করেছেন বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হওয়াকে। কেননা বিচ্ছিন্নতায় রয়েছে ধ্বংস আর একতায় রয়েছে মুক্তি। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "তোমাদের কর্তব্য হলো জামাআতবদ্ধ থাকা। কেননা সেটা হলো আল্লাহর রজ্জু যা আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তোমাদের আনুগত্য ও জামাআতের মাঝে যা অপছন্দ কর তা সেটা থেকে উত্তম যা তোমরা বিচ্ছিন্নতার মাঝে পছন্দ করে থাকে।

আল্লাহর বাণী– وَلَا تَفَرَّقُوا তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তথা তোমরা আল্লাহর রজ্জু আকঁড়ে ধরার ক্ষেত্রে পরস্পর মতভেদ কর না। যেমনি মতভেদ করেছিল আহলে কিতাবরা। যেমনি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল: তোমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। বরং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

১১. মুশরিকদের বিরোধিতা করা ভালোবাসতেন

উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ দিনসমূহ থেকে শনি ও রবিবার বেশি বেশি রোযা রাখতেন এবং তিনি বলেন–

إِنَّهُمَا عِيْدَا الْمُشْرِكِيْنَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ .

"নিশ্চয়ই এটা মুশরিকদের দুই ঈদ আর আমি তাদের বিপরীত করতে পছন্দ করি।"

রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতদের জন্য মুশরিকদের বিভিন্ন কাজসমূহ বেশি বেশি বিরোধিতা করা সুন্নাত করে নিয়ম করে দিয়েছেন এবং তাদের অনুসরণ ও অনুকরণকেও। শুধু মুশরিকদের বিরোধিতা যথেষ্ট নয়; বরং ইয়াহুদী খ্রিস্টান অগ্নীপূজকদেরও বিরোধিতা করতে হবে। আর এটা দ্বীনের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

মানুষের আকৃতিতেও মুশরিকদের বিরোধিতা করার জন্য রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি দাঁড়ি ও মোচের ক্ষেত্রেও। তিনি ﷺ বলেন–

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللُّحَى وَاحْفُوا الشَّارِبَ .

"মুশরিকদের বিপরীত কর, দাড়িকে লম্বা কর এবং মোচকে ছোট কর।"

(বুখারী, কিতাবুল লিবাস)

www.pathagar.com

দাঁড়িতে রং লাগাবার ক্ষেত্রে ইহুদী খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে বলেন–

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ تَصْبَغُ فَخَالَفُوْا عَلَيْهِمْ فَاصْبِغُوْا .

"নিশ্চয় ইহুদী খ্রিস্টানরা দাঁড়িতে রং লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধিতা করে রং লাগাও। (নাসায়ী–৪৬৯৫)

এমনকি রং করা পায়জামা ও লুঙ্গি পরা , মোজা ও লুঙ্গি পরা, মোচ কাটা ও দাঁড়ি লম্বা করার ক্ষেত্রেও তাদের বিরোধিতা কর। আবু উমামা বলেন, রাসূল ﷺ আনসারদের এক বয়স্ক লোকদের নিকট বের হলেন, তিনি বলেন–

يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ حَمِّرُوْا وَصَفِّرُوْا وَخَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ .

"আনসার সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের দাঁড়ি লাল ও হলদে রং কর এবং বিপরীত কর আহলে কিতাবের।

তিনি বলেন, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আহলে কিতাবরা পায়জামা পরিধান করে কিন্তু লুঙ্গি পড়ে না? তখন রাসূল ﷺ বলেন–

تَسَرْوَلُوْا وَاتَّزِرُوْا وَخَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ .

তোমরা পায়জামা ও লুঙ্গি পরিধান কর আর বিপরীত কর আহলে কিতাবের।"

তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আহলে কিতাবরা মোজা পরিধান করে, কিন্তু জুতা পড়ে না।

তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

فَتَخَفَّفُوْا وَانْتَعِلُوْا وَخَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ .

' তোমরা মোজা ও জুতা পরিধান কর এবং বিপরীত কর আহলে কিতাবের।"

তিনি বলেন, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আহলে কিতাবরা তাদের দাড়ি কাটে এবং গোঁফকে লম্বা করে। তিনি (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

قَصُّوْا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوْا عَثَانِيْكُمْ وَخَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ .

"তোমরা তোমাদের গোঁফ কাট-ছাট আর দাঁড়িকে লম্বা কর আর আহলে কিতাবের বিরোধিতা কর। (মুসনাদ আহমাদ : ২২১৮২)

www.pathagar.com

১২. সঠিক সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ভালোবাসতেন

রাসূলে করীম ﷺ বলেন, মি'রাজের সময় আমার ওপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। আমি ফিরে যাবার সময় মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আমি বললাম, প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না। আল্লাহর কসম! আমি আপনার পূর্বে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি বনি ইসরাঈলদের ভালোভাবেই চিনি। সুতরাং আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য সহজতার প্রার্থনা করুন।

আমি ফিরে গেলে আল্লাহ্ আমার জন্য দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন। আমি আবার ফিরে আসার পথে মূসা (আ) পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, আরো দশ ওয়াক্ত কমানো হলো। আমি ফিরে আসলে মূসা (আ) পূর্বের ন্যায় আবারো বললেন, আমি আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলাম, আল্লাহ্ আরো দশ ওয়াক্ত কমালেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, আমাকে প্রতিদিন দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। আমি পুনরায় ফিরে আসলে মূসা (আ) আবারো একই কথা বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য আদিষ্ট হলাম। এবার ফিরে আসলে মূসা (আ) বললেন, আপনি কী নিয়ে এসেছেন? আমি বললাম আমাকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে।

তিনি বললেন, আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়তে সক্ষম হবে না। আমি ইতোপূর্বে মানুষদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি বনি ইসরাঈলদের যথাযথ চিকিৎসা দিয়েছি। আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ বিধান প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবার বলেন, আমি আমার রবের কাছে বার বার গমন করেছি। এখন আমি লজ্জা অনুভব করছি। আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট এবং তাঁর নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। তিনি বলেন, আমি যখন চলে আসছিলাম একজন আহ্বানকারী বললেন, আমি আমার ফরয বিধান দিয়ে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম।

www.pathagar.com

১৩. সুন্নাত সালাত ঘরে পড়তে ভালোবাসতেন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ فِىْ بَيْتِىْ أَوِ الصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ؟ أَلَا تَرٰى إِلٰى بَيْتِىْ؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً .

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম না মসজিদে? জবাবে তিনি বললেন, আমার ঘরটি কি দেখছ না? মসজিদের কত নিকটে তথাপি ফরয সালাত ব্যতীত অন্য সব সালাত মসজিদে পড়ার চেয়ে ঘরে পড়াকেই আমি অধিক পছন্দ করি।

(সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ১১৩৩ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ফরয ব্যতীত অন্য সব সালাত ঘরে পড়তে বেশি পছন্দ করতেন। ফরয সালাত পড়তেন মসজিদে। আর এটি নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতের জন্যও সুন্নাত করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন–

فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ .

হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত পড়। কেননা ফরয সালাত ব্যতীত (অন্য সব সালাত) ব্যক্তির নিজ ঘরে পড়াই উত্তম।

(বুখারী আযান অধ্যায়-রাতের সালাত পর্ব)

সুতরাং রাসূল ﷺ পছন্দ করতেন, যেন মুসলমানদের ঘরগুলো সালাতের মাধ্যমে জীবন্ত থাকে। যেন কবরস্থানের মত মৃত না হয়, যেখানে সালাত পড়া নিষিদ্ধ। অথবা তোমরা ঘরকে শুধু ঘুমের জায়গা বানিও না, যেখানে সালাত পড়া হয় না। এজন্য রাসূল ﷺ অসিয়ত করেছেন তাঁর জাতিকে,

اِجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا .

" তোমরা তোমাদের সালাতসমূহ (নফল সালত) তোমাদের ঘরেই আদায় কর এবং ঘরকে কবরে পরিণত করো না। (মুসলিম-মুসাফিরের সালাত অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সালাতসমূহ নিজ নিজ ঘরে পড়তে উৎসাহিত করেছেন। যেন সে "লোক দেখানো" থেকে অনেক দূরে থাকতে পারে এবং ইবাদতসমূহ

www.pathagar.com

নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর এ সালাত দ্বারা তার ঘরকে বরকতময় করতে পারে। তখন এ ঘরে রহমত বর্ষিত হবে, ফেরেশতাদের আগমন ঘটবে। ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যাবে। তথায় কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ হবে। যেমন নবী-করীম ﷺ বলেন–

اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلاَتِهٖ خَيْرًا .

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে সালাত পড়ে (ফরয) তাহলে সে যেন এতে কিছু অংশ তার ঘরে আদায় করে। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সালাতের কারণে তার ঘরে কল্যাণ দান করবেন।" (মুসলিম-মুসাফিরের সালাত অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জন্য দুটি ঘরের উদাহরণ দিয়েছেন একটি ঘর যাতে সালাত পড়া হয় এবং আল্লাহর যিকির করা হয়, আরেকটি ঘর যাতে আল্লাহর যিকির করা হয় না। তিনি ﷺ বলেন–

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ مِثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

"যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় না এর উদাহরণ হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (মুসলিম-মুসাফিরের সালাত অধ্যায়)

অর্থাৎ যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় তা যেন জীবিত, আর যে ঘরে যিকির হয় না তা যেন মৃত। এ হাদীস দ্বারা বাড়িতে আল্লাহর যিকিরের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বাড়িকে যিকির থেকে মুক্ত না করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় এবং কুরআন তিলাওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। তিনি ﷺ বলেন–

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرًا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

"তোমরা ঘরকে কবর বানিও না, যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। (মুসলিম-মুসাফিরের সালাত অধ্যায়)

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, মসজিদে নববীতে সালাত পড়া অন্য মসজিদে এক হাজার সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম। নবী করীম ﷺ তাঁর মসজিদে নববীতে সালাত পড়ার চেয়ে নিজ বাড়িতে নফল সালাত পড়াকে উত্তম ঘোষণা করেছেন। তিনি ﷺ বলেন–

صَلاَةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِى مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ ـ

"আমার এ মসজিদে পড়ার চেয়ে ব্যক্তির সালাত তার ঘরে পড়া উত্তম। তবে ফরয সালাত ব্যতীত। (সহীহ আবু দাউদ-৯২২ পৃষ্ঠা)

১৪. উম্মতের জন্য সহজতা ভালোবাসতেন

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا وَلاَ يُصَلِّيْهِمَا فِى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ يَثْقَلَ عَلٰى اُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ـ

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ﷺ নিয়মিত দু'রাকাআত সালাত পড়তেন, কিন্তু তিনি কখনোই মসজিদে এ সালাত পড়তেন না। এ ভয়ে যে এটা তাঁর উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে। আর তিনি পছন্দ করতেন উম্মতের জন্য সবকিছু সহজ করতে। (বুখারী কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্যে তেমনই ছিলেন, যেভাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য কুরআনে এসেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (সূরা তাওবা : আয়াত-১৬৮)

সুতরাং উম্মতের জন্য তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের ধরণ হচ্ছে, তিনি উম্মতের কাজকে সহজ করতে পছন্দ করতেন। এটা তিনি এজন্য করতেন যেন উম্মতের ওপর কষ্টকর না হয়, তিনি মানুষের সহজতার ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন।

নবী করীম ﷺ বলেন ـ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا

রাসূল-৯ (২৪ ঘণ্টা)

তোমরা সহজ কর, কঠিন করোনা, উৎসাহিত কর, নিরুৎসাহিত করো না।
(বুখারী, কিতাবুল আদাব)

এটা এজন্যে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা কষ্টের শিকার হয়, তারাই বেশি নিরুৎসাহিত হয়। যা প্রশান্তির বিপরীত। আর সুসংবাদ প্রশান্তি আনে, যা নিরুৎসাহের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ এর অভ্যাস ছিল–

مَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا ـ

"দুটি বিষয় সামনে আসলে তিনি অধিকতর সহজ বিষয়টি গ্রহণ করতেন।
(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)

নবী করীম বলতেন–

اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهٗ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا ـ

"দ্বীন হচ্ছে সহজ, কেউ যদি দ্বীনকে কঠিন করে, তাহলে ফল হবে বিপরীত। সুতরাং তোমরা নরম হও, নিকটবর্তী হও, সুসংবাদ দাও। (বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ)

এখানে দ্বীনকে কঠিনভাবে উপস্থাপন না করার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। বাড়াবাড়ি ব্যতীত সঠিক বিষয়কে আকঁড়ে থাকতে বলা হয়েছে। যে সব আমল পূর্ণতা আনে, যদি তা গ্রহণ করার যোগ্যতা না থাকে তাহলে নিয়মিতভাবে কম পরিমাণ আমল করলে তাতেই সাওয়াব মিলবে।

১৫. কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হওয়া ভালোবাসতেন

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। সালাতরত অবস্থায় তাঁর-পা মোবারক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো। অতঃপর আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল অপরাধ মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, এরপরও আপনি এত কষ্ট কেন করেন? উত্তরে নবী করীম বলেন, কৃতজ্ঞতাশীল বান্দা হওয়া আমি কি পছন্দ করবো না? (বুখারী)

আল্লাহ তা'আলা বলেন لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ভুলসমূহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা ফাতাহ)

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের মধ্যে থেকে মুহাম্মদকে বেছে নিয়েছেন এবং জগতবাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং পূর্ববর্তী ও

www.pathagar.com

পরবর্তীদের জন্য বিশ্ব মানবতার নেতা বানিয়েছেন এবং নবী রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ পাঠিয়েছেন এবং সাথে সাথে মহান আল্লাহ তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ক্রটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। শুধু তার পক্ষ থেকে ফরয সালাত ও তার আগে পরের সুন্নত এবং পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরের সালাত ইত্যাদি আদায় করতেন না। রাতে দীর্ঘসময় সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন, এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার দুটি পা মোবারক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো।

আর এটা হলো মহান আল্লাহ তাঁর ওপর যে নি'আমতসমূহ দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। এর বিপরীতে আমরা একজন লোক পেলাম যে তার নিকট অতীত ও ভষ্যিতের ক্রটি ক্ষমার সংবাদ পৌঁছেনি তারপরও সে ফরয সালাত ছেড়ে দেয় এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় এবং মুখ আউড়িয়ে বলে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল। হ্যাঁ বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি মহাপ্রলয় দিবসে হিসাবের পূর্বে দুনিয়াতে নিজের হিসেব গুছিয়ে নেয় এবং বুদ্ধিহীন ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে মনমত পরিচালনা করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে।

১৬. পরকালকে ভালোবাসতেন

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল ﷺ মুচকি হাসি দিলেন এমন সময় যে তিনি একটি খোলা মাদুরের ওপর আরাম করছিলেন, তার মাথার নিচে আঁশ প্রবিষ্ট চামড়ার একটি বালিশ ছিল এবং তার পায়ের নিচে বালু ছিল। তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন আমি তার পাজরে মাদুরের দাগ দেখতে পেলাম এবং কাঁদতে লাগলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিশ্চয় পারস্য ও রোম সম্রাটগণ কত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে দিন কাটায় আর আপনি আল্লাহর নবী হয়ে কত কষ্টের জীবন যাপন করছেন।

অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, হে ওমর! তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আমাদের জন্য আখিরাত। (সহীহ বুখারী)

১৭. শাবান মাসে নফল রোযা রাখতে ভালোবাসতেন

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- "নফল রোযা রাখার জন্য নবী করীম ﷺ শাবান মাসকে বেশি ভালোবাসতেন, তিনি আরো বলেন যে, নবী রমযান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে এতো বেশি রোযা রাখতেন না। (মুসনাদ আহমদ)

শা'বান মাসের রোযা : পানি সংগ্রহে দলে দলে বিভক্ত হওয়া অথবা রজব মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার কারণে একে শা'বান নামকরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান ও অন্য মাসেও রোযা রাখতেন। শা'বান মাসের রোযা ছিল নফল, অন্যান্য মাসেও তিনি নফল রোযা রাখতেন। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ শা'বান মাস ছাড়া অন্য মাসে এত বেশি রোযা রাখতেন না, আর তিনি শাবানের পূর্ণ মাসই রোযা রাখতেন, আর এ হাদীস দ্বারা শাবান মাসের রোযার ফযিলত বুঝা যায়। (সহীহ্ বুখারী)

শা'বান মাসে নবী করীম ﷺ-এর বেশি রোযা রাখার হিকমত সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। (ফাতহুল বারী) কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা অথবা ভ্রমণ বা অন্য কোনো কারণে রোযা ছুটে গেলে পরে তিনি তা শাবানের মধ্যে কাযা করে নিতেন, আর কেউ বলেন, রমযানের সম্মানার্থে শা'বানে রোযা রাখতেন। অন্য কেউ বলেন, তিনি অন্য দু মাসের নফল রোযার পরিমাণ শা'বান মাসে বেশি রাখতেন যা রমযানের কারণে ছুটে গিয়েছিল।

উপরে যা আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে উত্তম হলো উসামা ইবনে যায়েদ (রা) যা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ﷺ অন্য কোনো মাসে আপনাকে এত রোযা রাখতে দেখি না; কিন্তু শা'বানে কেন রোযা রাখেন? তিনি বললেন, এটা এমন একটি মাস যে মাসে মানুষেরা অলস থাকে রজব ও রমযানের মাঝখানে। আর এটা এমন একটি মাস যে মাসে বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর কাছে উঠানো হয়। অতঃপর আমি মনে করি যে, রোযা অবস্থায় আমার আমলনামা উঠানো হোক। (সুনানে নাসায়ী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বানের রোযাকে রমযানের সাথে মিলিয়ে রাখতেন, আর এটা ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েয যিনি সব সময় শা'বান মাসে রোযা রাখতে অভ্যস্ত। তিনি শা'বান মাসের শেষ দিন ও রমযান মাসের প্রথম দিনকে মিলিয়ে ফেলতেন। যিনি শা'বানের রোযা রাখায় অভ্যস্ত নন অথবা যিনি সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযায় অভ্যস্ত নন, তাদের জন্য রমযানের একদিন পূর্বে রোযা রেখে শা'বানের সাথে রমযানকে মিলানো জায়েয নেই; বরং এখানে তাকে এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা রমযানের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে রোযা রেখ না। হ্যাঁ যে সব সময় রোযা রাখে সেই শুধু ঐ দিন রোযা রাখবে। (সহীহ বুখারী)

১৮. নবী করীম ﷺ আল্লাহর যিকির ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ঐ সকল কাওম এর সাথে বসা যারা ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে। এটা আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর চারটি বংশের গোলাম আযাদ করা থেকে বেশি প্রিয়। আর যারা আসর সালাত থেকে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণ করে তাদের সাথে বসা চারটি গোলাম আযাদ করা থেকে আমার কাছে বেশি প্রিয়।

(সুনানে আবু দাউদ হা: ৩১১৪)

www.pathagar.com

যিকির এর মর্ম হলো আত্মাকে জাগ্রত রাখা, সতর্ক করা। আর যিকিরকে জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত করে যিকির নাম রাখা হয়েছে এজন্য যে, এটা আত্মার সাথে সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আর আত্মার সাথে সম্পর্কিত যিকির এর উদ্দেশ্য হলো সর্বাবস্থায় এর ওপর অবিচল থাকা।

কেউ কেউ বলেন, যিকির হলো শব্দের মাধ্যমে উচ্চারণ করা। এতে উৎসাহ প্রদান করা যাতে স্থায়ী আমলের প্রতি আগ্রহ সর্বদা থাকে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

পবিত্রতম আল্লাহ, আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান।"

অনুরূপ উত্তম যিকর হলো– যেমন, لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, হাসবুনাল্লাহু নিয়মাল ওয়াকিল। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণময় ইসতিগফারের দু'আসমূহ। আর এ দুআর উদ্দেশ্য হলো আমলের ওপর অটল থাকা, যা তার ওপর ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব যেমন কুরআন তিলাওয়াত, হাদীসের অধ্যয়ন। ইলম শিক্ষা করা, নফল নামায পড়া। এ যিকির কোনো সময় জিহ্বার দ্বারা হয় এবং পাঠকারীকে পূর্ণতা এনে দেয়। যিকিরের সাথে অর্থ জানা শর্ত নয়। তবে একথা শর্ত যে, এর দ্বারা ভিন্ন অর্থ না বুঝানোই শর্ত। আর যদি যিকিরকে আত্মার সাথে সম্পর্ক করে নেওয়া যায়। সেটা হলো অতি পরিপূর্ণ কল্যাণকর।

১৯. অন্যের নিকট থেকে কুরআন শুনতে ভালোবাসতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন শুনাও, আমি বললাম যা আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা আমি কী পাঠ করব।" তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি অন্যের নিকট থেকে কুরআন শুনা কে পছন্দ করি। (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলিল কুরআন)

অপর বর্ণনায় আছে, অতপর আমি সূরা নিসা রাসূল ﷺ কে শুনালাম, যতক্ষণ এ পর্যন্ত পৌঁছলাম–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا .

"সুতরাং ঐ সময়েই বা কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে এক একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব। তিনি বললেন, এখন তোমাদের যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে তাকালাম, তাঁর দুই চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল। (বুখারী)

www.pathagar.com

২০. একটি আয়াতকে অধিক ভালোবাসতেন

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ـ

"যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমার নিকট এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হলো যা সারা দুনিয়া থেকে আমি বেশি ভালোবাসি। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/১৯৮পৃ.)

অন্য বর্ণনায় আছে যে "জমিনের ওপর যা আছে সকল কিছু থেকে উত্তম।
(কুরতুবীর আহকামুল কুরআন ১৬/১৭৫)

নিশ্চয়ই এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ অংশীদার নেই। যেহেতু সহীহ্ হাদীসে একথা পাওয়া যায় না একজনের পুণ্য অন্য জনের জন্য ব্যবহার হয়। তার অতীত ও বর্তমানের ত্রুটিসমূহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এ কথার মধ্যে রাসূল ﷺ এর জন্য বড় সম্মান রয়েছে। আর একটি তার সকল কাজের মধ্যে ইবাদত, সুসম্পর্ক এবং সত্যের ওপর অটল থাকার বড় প্রমাণ।

যার ওপর তিনি ছাড়া কোনো মানুষ প্রথম যুগ থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত হোক কেউ অটল থাকতে পারেননি। আর তিনি হলেন দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে পরিপূর্ণ এবং হই ও পরকালের সকল সৃষ্টিকূলের সর্দার। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্র অবাধ্য হও সে ব্যতীত অন্য কেউ শাস্তি ভোগ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর।"

আনাস (রা) বলেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার অর্থ-যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ্ ক্ষমা করে দেন।" এর পর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, আমার ওপর তিলাওয়াতকৃত এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা জমিনের ওপর যা কিছু আছে সব কিছু থেকে আমার কাছে বেশি প্রিয়।" এরপর সকলের নিকট এ আয়াত পাঠ করে শুনান। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ খুবই তৃপ্তিদায়ক। আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব যেটা আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের সাথে কিরূপ ব্যাবাহর করবেন? এরপর তার ওপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

www.pathagar.com

তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান যার তলদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত। সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য। (সূরা ফাতাহ, আয়াত-৫)

২১. সূরা বাকারার শেষাংশ ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক লোক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কুরআনের কোন সূরা সবচেয়ে মর্যাদাবান? তিনি বললেন, সূরা ইখলাস। এরপর বললেন কুরআনের কোন আয়াতটি মর্যাদাবান? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরছি। অত:পর বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কোন আয়াতকে পছন্দ করেন যা আপনার ও আপনার উম্মত লাভবান হবে? নবী করীম ﷺ বললেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াত। কেননা, এ দুটি আয়াত আল্লাহর রহমতের খাজানা, যা আরশের নিচের এ উম্মতকে দান করা হয়েছে। এ আয়াতের মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো ভালো কাজকে বাদ দেওয়া হয়নি, যা এর মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (দারেমী কিতাবু ফাযায়িলুল কুরআন)

নবী করীম ﷺ সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত নিজে এবং তাঁর উম্মতের জন্য ভালোবাসতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ـ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

রাসূল ﷺ বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য

www.pathagar.com

করি না। তারা বলে আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই। হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

(সূরা বাকারা: আয়াত-২৮৫-২৮৬)

২২. জিহাদ ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের ওপর কষ্টের আশঙ্কা না করতাম তাহলে আমার নিকট পছন্দনীয় ছিল যে, আমি কোনো অভিযান থেকে পিছনে না থাকি। রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি না মু'মিনদের একদল পুরুষ আমার থেকে পিছনে থেকে আনন্দিত হয় না। আর আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধাভিযানে কোনো জিনিস তাদের পিছনে রাখেনি; বরং আমি তাদের বাহনের কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি।"

শাব্দিকার্থে জিহাদ হলো চেষ্টা করা, কষ্ট ক্লেশ করা, যেমন বলা হলো– তুমি জিহাদ করার মত জিহাদ করেছো, তথা কষ্ট ক্লেশের শেষ সীমানায় পৌছেছো।

পারিভাষিকার্থে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি ব্যয় করাকে বলা হয় জিহাদ, এটা সাধারণত নফস, শয়তান ও ফাসেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

নফসের সাথে যুদ্ধ যা ব্যক্তির দ্বীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জন, সে অনুযায়ী আমল ও শিক্ষা দেওয়ার ওপর নির্ভর করে থাকে।

আর শয়তানের সাথে যুদ্ধ হলো, ব্যক্তি যে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পতিত করে এবং প্ররোচনার মাধ্যমে পাপকে শোভনীয় করে দেয় তা প্রতিহত করার নাম।

আর কাফেরদের সাথে জিহাদ হচ্ছে– ব্যক্তির শক্তি সামর্থ্য, সম্পদ, জবান ও অন্তরের মাধ্যম। আর ফাসেকদের সাথে জিহাদ হয়ে থাকে হাত অতঃপর জবান ও অন্তর দ্বারা।

মোটকথা এখানে রাসূল ﷺ যা ভেবেছেন এবং আমাদেরকে বুঝিয়েছেন তা হলো– আল্লাহর রাস্তায় প্রাণান্তকর চেষ্টা করা তথা জিহাদ করা। কাফেরদের সাথে লড়াই করা এবং এজন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া আর এটা হলো আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম আমল।

www.pathagar.com

২৩. শহীদ হওয়া ভালোবাসতেন

আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং ইসলামের প্রসারের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন। আর তিনি শহীদ হওয়ার কামনা করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় বার বার নিহত হওয়া তাঁর নিকট দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে তা থেকে অধিক প্রিয় ছিল।

রাসূল ﷺ বলেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। আমার অভিপ্রায় আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই। অতঃপর আবার জীবিত হই। এরপর আবার নিহত হই, অতঃপর জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, অতঃপর আবার নিহত হই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে যে, তারা যুদ্ধ করবে আল্লাহর রাস্তায় অতপর তারা শত্রুদের মারবে এবং নিজেরাও নিহত হবে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এর ওপর রয়েছে সত্যাসত্য দৃঢ় অঙ্গীকার। আর কৃত অঙ্গীকার আল্লাহ অপেক্ষা কে ভালোভাবে পূরণ করতে পারে। সুতরাং যে জিনিসের দ্বারা তোমরা পরস্পর বাই'আতবদ্ধ হয়েছ তার জন্য আনন্দিত হও। সুসংবাদ গ্রহণ কর, আর তা এক মহাসফলতা। (সূরা তাওবা : আয়াত-১১১)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা থেকে কিনে নিয়েছেন যে, তার আনুগত্য তারা তাদের জান ও মালের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন। এটা এক মহা বিনিময়ে যে বিনিময়কৃত বস্তু তার নিকটবর্তী না এবং তার তুলনাও হয় না। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিষয়টা বর্ণনা করেছেন যে, "যার জন্য যুদ্ধ করবে এবং যার ওপর থেকে যুদ্ধ করবে তা হলো আল্লাহর রাস্তায়" জান্নাত তো তার জন্য নয় যে হামাগুড়ি দিয়ে চলাচল করে এবং দাবি করে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছে, অথবা তাকে শহীদ হিসেবে নামকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

২৪. দরূদ পাঠকারীর ওপর আল্লাহ্ রহম করুক তা তিনি ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই একজন ফেরেশতা আমার নিকট এসে বলল। আপনার প্রতিপালক আপনাকে বলেছেন, আপনি কি সন্তুষ্ট নন তার ওপর, আপনার উম্মতের মধ্য থেকে কেউ আপনার ওপর একবার দরূদ পাঠ করলে আমি আল্লাহ্ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবো এবং আপনার ওপর একবার সালাম দিলে আমি দশবার সালাম দিবো? আমি ﷺ বললাম, জী-হ্যাঁ।"

নবী করীম ﷺ এর ওপর সালাম হলো– হে নবী! আপনার ওপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক বলা। আর এমন সালাম যা সালাতের ভিতর তাশাহুদের মাঝে পড়া হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ ذَالِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَمِ مَاشَاءَ ـ

"আল্লাহ তা'আলা নিজেই সালাম-শান্তিদাতা সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সালাতের মাঝে বসে সে যেন যাবতীয় শ্রদ্ধা, সালাত ও পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা একমাত্র আল্লাহর জন্য বলে। আর হে নবী আপনার ওপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর প্রশান্তি নিরাপত্তা আমাদের ও সৎ কর্মশীলদের ওপর বর্ষিত হোক। যখন সে এটা বলে তখন আসমান ও যমীনের সকল সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর সে এর পরে যে কোনো (দু'আ) কালাম বাছাই করতে পারবে।" তথা সে নিজের জন্য দুআ করবে এমন দুআ থেকে যা তাকে মুগ্ধ করে। (সহীহ বুখারী)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ . يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন আর ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। সুতরাং হে ঈমানদাগণ! তোমরা তাঁর ﷺ ওপর সালাম ও দরূদ পাঠ কর।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৬)

ইমাম বুখারী বলেন, আবুল আলিয়া বলেছেন যে, আল্লাহ্র রহমত হলো ফেরেশতার নিকট তার গুণকীর্তন। ফেরেশতাদের সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'আ, আর রাসূলের ওপর দরূদের অর্থ হলো তাকে সম্মান করা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন–

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عَشَرَ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ .

" যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ্ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। তার দশটি কমিয়ে দেয়া হবে, বাড়িয়ে দেয়া হবে তার দশটি মর্যাদা।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন–

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا صَلّٰى عَلَيَّ فَلْيَقُلْ عَبْدٌ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيَكْثُرْ .

"যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে ফেরেশতারা সর্বদা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে যে দরূদ পড়েছে আমার ওপর তার জন্য। সুতরাং কোনো বান্দা দরূদে যেন কম করে অথবা বেশি করে।"

নবী করীম ﷺ বলেন–

مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

যে কেউ আমার ওপর সালাম প্রেরণ করল আল্লাহ্ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন যাতে করে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।"

www.pathagar.com

২৫. অসহায় ও নিঃস্বদের পছন্দ করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উত্তম কাজ করার এবং নিন্দনীয় কাজ বর্জন করার এবং অসহায়দের ভালোবাসার তাওফীক কামনা করি।" (তিরমিযী, হাদীস নং-২৫২৮)

মিসকীন হলো তারা, যাদেরকে প্রয়োজন পর্যুদস্ত ও বশীভূত করে রেখেছে এবং তারা এমন কিছু জিনিসের মুখাপেক্ষী যার চাহিদা পূরণ করার মতো কাউকে তালাশ করে পাওয়া যায় না। ফকীর ও মিসকীন উভয়ের মাঝে কার অবস্থা অন্যের তুলনায় শোচনীয় এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক দুই গ্রাস খাবার ও এক দুটি খেজুরের জন্য মানুষের দরজায় ধর্ণা দেয় সে (প্রকৃত) মিসকীন নয়। কিন্তু প্রকৃত মিসকীন হলো ঐ ব্যক্তি যে কোন সম্পদ পাবে না, যা তাকে অভাবমুক্ত করবে এবং তাকে উপলব্ধি করা হবে না, যে তারপর তাকে কিছু দান করা হবে। আর সে দাঁড়াতে পারবে না যে, সে মানুষের কাছে চাইবে।" (বুখারী)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মিসকীনদের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, তিনি তাদের প্রতি ইহসান করা, তাদেরকে সমবেদনা জ্ঞাপন, তাদের খবরাদি নেওয়া এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "আর উপাসনা কর আল্লাহর, তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম মিসকীন, প্রতিবেশি, অসহায়, মুসাফির এবং নিজের দাস দাসীর প্রতিও।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য খরচ ও সদকা করার এবং তাদের যাকাত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সদকা শুধু ফকীর ও মিসকীনদের জন্য নির্ধারিত করা হবে। (সূরা তাওবা : আয়াত-৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই এ সম্পদ সবুজ ও মিষ্টি বস্তুর সদৃশ। অতএব ঐ মুসলমান কতই না উত্তম যে তা থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে।" (বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

আল্লাহর নবী ﷺ মিসকীনদের ভালোবাসতেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যে, তিনি তাঁকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখবেন। মিসকীন অবস্থায় মৃত্যুদান দান করবেন এবং মিসকীনদের কাতারে তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "তোমরা মিসকীনদের ভালোবাস। কারণ রাসূল ﷺ-কে দোয়ায় বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন হিসেবে বাঁচিয়ে রাখুন মিসকীন অবস্থায় মৃত্যুদান করুন এবং মিসকীনদের দলে আমাকে পুনরুত্থিত করুন।" (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৩২৮)

www.pathagar.com

২৬. নারী জাতিকে ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের পৃথিবীতে নারী জাতিকে ও সুগন্ধিকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে এবং সালাতকে আমার চক্ষু শীতল হওয়ার উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। (সহীহ জামে সগীর, হাদীস নং-৩১২৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী জাতিকে ভালোবাসতেন, আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে নারীদের ভালোবাসে। আল্লাহ এ জন্য পুরুষদের জন্য একাধিক বিবাহের বৈধতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী দুটি, তিনটি, অথবা চারটি রমণীকে বিবাহ করতে পার।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তার এক নিদর্শন এ যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্য পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রোম : আয়াত-১১)

তিনি তোমাদের নিজেদের সত্তা থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য তোমাদের সঙ্গিণীরূপে নারীদের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ হাওয়া (আ)-কে আদম (আ)-এর বামপাশের ছোট হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা সকল বনী আদমকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করতেন এবং নারীদের অন্য কোন জাতি থেকে সৃষ্টি করতেন, হয়তো জিন নয়তো প্রাণী জগতের ভিন্ন প্রকার থেকে তাহলে তাদের মাঝে ও সঙ্গীণীদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি হতো না; বরং ঘৃণ্যতা সৃষ্টি হতো। বনী আদমের প্রতি মেহেরবান হওয়ার দরুন তাদের সঙ্গীণীদের তাদের স্বজাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় জাতির মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। অতএব কোন পুরুষ তার স্ত্রীর বদনে স্পর্শ করে হয়তো ভালোবাসার টানে কিংবা হৃদয়ের কোমলতার টানে যার ফলশ্রুতিতে কোন সন্তান লাভ হয় অথবা স্ত্রী তার প্রতি খরচ ও উভয়ের মাঝে ভালোবাসার মুখাপেক্ষীতার কারণে এবং এ জাতীয় কিছু কারণে। (তাফসীরে ইবনে কাসির-৩/৪৩৯)

মহিলা পুরুষ জাতি থেকে সৃষ্টি আর পুরুষ-মহিলা একজাতি। যেমনটি বলেছেন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে। "তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রশান্তি অর্জনের জন্য তা থেকে সঙ্গীণী সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা আরাফ : আয়াত-১৮৭)

কাজেই স্বামী তার স্ত্রীর কাছে প্রশান্তি ও হৃদ্যতা লাভ করে। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্য দুটি সত্তার মাঝে এমনটি আর দেখা যায় না। বিশেষ করে যখন স্ত্রী তার সৎ গুণাবলি অর্জনে সমর্থ হয় যে স্ত্রীর প্রশংসা করেছেন বিশ্ব নবী ﷺ।

www.pathagar.com

নারী যদি সৎ গুণাবলী সম্পন্ন না হয় তা হলে কোন পুরুষ তার কাছ থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হন। কারণ, সে তা অপর একটি পার্শ্ব। তার অন্তরে তার স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়ন লাভ করে। তার সহানুভূতি, সম্পৃক্ততা ও কোমলতা তার জীবনে সমৃদ্ধি বয়ে আনে, তার কোলে, তার উত্তেজনাপূর্ণ স্নায়ুগুলো প্রশান্তি লাভ করে এবং সে শীতলতা অনুভব করে।

নারী জাতির মাঝে আল্লাহ বহু নি'আমত বিদ্যমান রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা আল্লাহর নি'আমত গণনা শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অধিক জালেম ও অস্বীকারকারী।" (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৪)

এ জন্য মহান আল্লাহ মহিলাদের সাথে সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা তাদের সাথে অনুপম আচরণ কর।" (সূরা নিসা, আয়াত-১৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের প্রতি অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও প্রতি অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী।"
(সূরা বাকারা : আয়াত-২২৮)

নারীর মর্যাদার প্রসঙ্গে আরো বহু আয়াত কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে উত্তম ব্যক্তি।" (তিরমিযী, হাদীস নং-৩০৫৭)

স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করা, সুস্থতা রক্ষা ও বংশ পরম্পরায় স্থিতিশীলতার পাশাপাশি অধিক তৃপ্তিময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, 'পৃথিবী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা আর পৃথিবীর উত্তম স্বাচ্ছন্দ্যময় বস্তু হলো পুণ্যবতী নারী।"
(মুসলিম, কিতাবুর রিদআ)

২৭. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মন্দ স্বভাবের এবং অন্যের কাছে কোনো মর্যাদাহীন ছিলেন না। তিনি আরো বলেন, আমার কাছে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যার চরিত্র অধিক সুন্দর।
(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলুস সাহাবা)

তিনি আরো বলেন, তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ও শেষ বিচারের দিন অধিক নৈকট্যশীল। যার চরিত্র অধিক সুন্দর।" (তিরমিযী-১৬৪২)

সুন্দর চরিত্রের অধিকারীরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আর কেনইবা তারা এমন হবে না, তিনি অবহিত করেছেন যে, তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তিনি বলেন, "আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত। (তিরমিযী, হাদীস নং-১৭৯)

www.pathagar.com

২৮. তিনটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিদের ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা কামনা কর। তবে তিনটি স্বভাবের প্রতি যত্নবান হও, সদাসত্য কথা বলা, আমানত পরিপূর্ণরূপে আদায় করা, প্রতিবেশির সাথে সুন্দর আচরণ করা। (সাল সালাতুল আহাদীস আস সহীহ, আলগনী, হাদীস নং-২৯৯৮)

ক. সত্যকথা বলা

সত্য এটি মিথ্যার বিপরীতমুখী শব্দ। সত্য বলার অর্থ হলো মানুষ মানুষের সাথে কথা বলার সময় সত্যকে স্থান দিবে এবং মুখে কোন কিছু উচ্চারণের সময় সত্যকে অনুসন্ধান করবে এবং মিথ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মিথ্যার ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এমনকি তা যদি হাসি কৌতুকের ক্ষেত্রেও হয়। তিনি বলেন, ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে মানুষকে হাসার জন্য মিথ্যা বলে। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য।"

(তিরমিযী হাদীস নং-১৮৮৫)

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে যা শুনে তাই বর্ণনা করে সে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। রাসূল ﷺ বলেন, "শ্রুত সবকিছু বর্ণনা করা মানুষ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (মুসলিম)

অর্থাৎ সেটি তাকে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ তাতে সীমালঙ্ঘনের অবকাশ রয়েছে। কারণ, যা শুনে তাতে সত্য ও মিথ্যার অবকাশ রয়েছে। শ্রোতা সবকিছু বর্ণনা করলে মিথ্যা বর্ণনা করবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন– মুনাফিকের একটি আলামত হলো মিথ্যা বলা। (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

এজন্য রাসূল ﷺ মিথ্যা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, মিথ্যা মিথ্যাবাদীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, মিথ্যা পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে, আর পাপ কাজ জাহান্নামের দিশা দেয়। মানুষ মিথ্যা বলে এবং মিথ্যাকে অনুসন্ধান করে এক পর্যায় আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত হয় করে। (মুসলিম)

কোন মুসলমানকে সত্যের জন্য উৎসাহিত করা এবং ইচ্ছা পোষণ করা এবং তার যত্ন নেওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করবে না। পরিশেষে সে সাওয়াব অর্জনের উপযোগী হবে এবং এ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আকাশে এবং মানুষের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমরা সত্যের ব্যাপারে যত্নবান হও, কারণ সত্য কল্যাণের পথ দেখায়, আর কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়, আর

www.pathagar.com

মানুষ সত্য এবং সত্যের অনুসন্ধান করে, এক পর্যায় সে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। (তিরমিযী, হাদীস নং-১৪০৯)

আল্লাহ সত্যবাদীদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন, পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহান সফলতা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে প্রবাহমান নির্ঝরণী নহর হবে। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট।" (সূরা মায়িদা, আয়াত-১১৯)

খ. আমানত যথাযথভাবে আদায় করা

আমানত যথাযথভাবে আদায় করার একটি পন্থা হলো– আমানত গ্রহীতাকে তার নিকট গচ্ছিত আমানতকে তথা প্রতিশ্রুত জিনিসকে এবং সম্পদ ও এ জাতীয় বস্তুকে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়া। আমানত শব্দটি খিয়ানতের বিপরীত। মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে আমানত যথাযথভাবে আদায় করে খিয়ানত না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمْ ـ

অর্থা: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট যথাযথভাবে পৌছে দাও। (সূরা নিসা : আয়াত-৫৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন "যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার নিকট তার প্রাপ্য আমানত ঠিকভাবে পৌছে দাও এবং যে তোমার খিয়ানত করে তুমি তার খিয়ানত কর না।" (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩০১৮)

আমানত যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়া মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর তারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। অর্থাৎ যখন তাদের কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয়, তখন তারা এর খিয়ানত করে না। মুনাফিকদের মতো নয়। "তা হলো যখন কোন মুনাফিক আমানত রাখে, তখন তার খিয়ানত করে বসে।" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

সুতরাং যে খিয়ানাত করে তার আমানতদারিতা সমাপ্ত হয়ে যায়। আর যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই। যেমনটি আমাদের মহানবী ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন, لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ "ঈমান নেই ঐ ব্যক্তির যার আমানতদারিতা নেই।" (জামেউস সাগীর, হাদীস নং-৭১৭৯)

www.pathagar.com

গ. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ

প্রতিবেশির সাথে সদাচরণের অর্থ হলো প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করা, উত্তমরূপে ও কোমলরূপে লেনদেন করা এবং রাস্তা থেকে তাদের কষ্টদায়ক বস্তুকে সরিয়ে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাকে ভালোবাসেন না। বরং উভয়ে তার প্রতি ক্রোধান্বিত। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ

অর্থ : আর তোমরা পিতা মাতা, নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, নিকট ও দূরের প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ কর। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মু'মিন নয়। বলা হলো সে কে আল্লাহর রাসূল? জবাবে তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যার অনাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (বুখারী, কিতাবুল আদব)

আর বাওয়াইকা শব্দের অর্থ হলো– বিপদ, অকল্যাণ, ঝগড়া, ধ্বংস এবং ধ্বংস প্রাপ্ত জিনিস। কাজেই এ হাদীসের মাঝে প্রতিবেশির হকের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তাদের নিকট থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে সরিয়ে দেওয়া, রাসূল ﷺ-এর ওপর তিনবার কসম করেছেন এবং পুনরাবৃত্তি করে তিনবার কসম করেছেন। আর প্রতিবেশির হক শুধু ময়লা সরিয়ে দেওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং ময়লা বহন করে সরিয়ে দেওয়া ও প্রতিবেশীর হকের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আবু জার! যখন তরকারি রান্না কর ঝোল বেশি করে দিও এবং তোমার প্রতিবেশীকে দাও। (মুসলিম, কিতাবুল বিরর)

রাসূল ﷺ বলেন, "হে মুসলিম নারীরা! তোমরা প্রতিবেশীকে হাদিয়া হিসেবে দিতে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদিও তা ছাগলের খুরের মাধ্যমে হয়।"

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)

www.pathagar.com

২৯. মুত্তাকীদের ব্যক্তিদের ভালোবাসতেন

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "পৃথিবীর কোন জিনিস আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বিমুগ্ধ করতে পারত না এবং তাকওয়াবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে অভিভূত করতে পারত না।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৪৮১)

তাকওয়াবানের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এটা ঐ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। তা মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক। যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আমার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে ব্যয় আনে যারা ঈমান আনয়ন করে ঐ কিতাবের প্রতি যা আমি আপনার ওপর নাযিল করেছি এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করেছি। আর তারা আখিরাতের প্রতি আস্থাশীল তারা তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তারাই সফলকাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا খোদাভীরুতা এখানে। এটা বলার সময় তিনবার তার বুকের দিকে ইশারা করেছেন।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীরের দিকে তাকাবেন না এবং দৃষ্টিপাত করবেন না তোমাদের আকৃতির দিকে; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন এবং এটা বলে তিনি বুকের দিকে ইশারা করেন।" (মুসলিম, কিতাব)

অর্থাৎ বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে তাকওয়া তথা খোদাভীতি অর্জন হয় না। খোদাভীতি অর্জিত হয় হৃদয়ে আল্লাহর বড়ত্ব, তাঁর ভয় ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মুত্তাকীকে ভালোবাসেন। কারণ, সে তো আল্লাহর নিকটতম ব্যক্তি। আর আল্লাহ মুত্তাকী বান্দাকে ভালোবাসেন। আর সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে অধিক তাকওয়াবান।" (সূরা হুজরাত : আয়াত-১৩)

তাকওয়া সমস্ত কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু, আর এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য আল্লাহর অসিয়ত। আর তা হলো মানুষের উপকারী জিনিসের মাঝে সবচেয়ে উত্তম। আল্লাহর বাণী হলো, তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর। কারণ, সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৭)

www.pathagar.com

৩০. যে সব কাজ ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য মানুষের মতো মানুষ ছিলেন। তিনি এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে সব কাজ পছন্দ করতেন। কিন্তু তার পুরো ভালোবাসা ছিল আল্লাহর জন্য। তিনি তা ভালোবাসতেন যা আল্লাহ ভালোবাসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানিত জিনিস পছন্দ করেন। (জামে সাগীর) এমনিভাবে তিনি উত্তম চরিত্র ভালোবাসতেন যা আল্লাহ ভালোবাসেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

"নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কালাম, আয়াত-৪)

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ -

নবী করীম ﷺ বলেন, আমাকে উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।" (আলবানী : হাদীস নং-৪৫)

আল্লাহর নবী ﷺ যে সব বিষয় ভালোবাসতেন সেগুলো শরীআতের মেজাজ, ধর্মীয় স্বভাব, সুন্দর গুণাবলি, মানুষের সাথে ভদ্র ব্যবহার, ভাষার মাধুর্যতা এবং এ জাতীয় সবকিছু।

নবী করীম ﷺ-এর একটি সুন্নাত হলো পছন্দনীয় কিছু দেখলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করতেন। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার নি'আমতে সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে।"
(ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩০৬৬)

আল্লাহর নবী ﷺ যে বিষয়গুলো অধিক পছন্দ করতেন সেগুলো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পছন্দনীয় বিষয় বুঝাতে প্রিয় এবং বিমুগ্ধকর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের আধিক্য ভালোবাসতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর উম্মতদের দেখানো হচ্ছিল। কিন্তু মন্থরগতিতে। তিনি বলেন, তারপর আমাকে দেখানো হলো, তার আধিক্য। আমাকে বিমুগ্ধ করল। তারা পাহাড় যমিন পরিপূর্ণ করে ফেলেছে।"
(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-৩৮১১)

www.pathagar.com

শেষ বিচারের দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাত অধিক সংখ্যক হবে। নবী করীম ﷺ চান যে, তার উম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ তা লাভ করুন। অবশেষে অন্য নবী উম্মতেরা কিয়ামতের দিন সে কারণে ঈর্ষান্বিত হবেন। তিনি চান যে, তার উম্মত অর্ধেক জান্নাতি হোক সিংহভাগ না হলেও তিনি উম্মতের আধিক্যের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর উম্মতের স্বল্পতার হেতুকে বারণ করেছেন।

উম্মতের আধিক্যের যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ করেছেন তার একটি হলো বিয়ে শাদি। নবী করীম ﷺ বলেন, বিয়ে-শাদি আমার সুন্নাত যে আমার সুন্নাতের প্রতি আমল করবে না সে আমার উম্মতের দলভুক্ত হতে পারে না। তোমরা বিয়ে করো। কারণ, আমি আমার উম্মত নিয়ে গর্ব করব।" (ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৪৯৬)

যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে দায়িত্ব পূরণ হবে না বরং অধিক সন্তান প্রসবকারিণী মহিলাকে বিয়ে করতে হবে। কারণ সে নবীর উম্মত বৃদ্ধির কারণ। রাসূল ﷺ বলেন, "অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো। কারণ, আমি উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ভ করব।" (আবূ দাউদ, হাদীস-১৮০৫)

৩১. নবী করীম ﷺ তীরন্দাজী ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তীরন্দাজী এবং ঘোড় সওয়ার হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করো। আর আরোহণ শেখার চেয়ে তীরন্দাজী আমার নিকট অত্যাধিক পছন্দনীয়।' (মুসনাদে আহমদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তীরন্দাজী পছন্দ করতেন। (শরহে মুসলিম, লি-নবী-১৩/৬৪-৬০পৃ.)

কারণ হলো এটা এক শক্তি বরং তীরন্দাজীই শক্তি। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তোমরা সাধ্যানুযায়ী শক্তি সঞ্চয় কর।" (সূরা আনফাল : আয়াত-৬০)

তিনি বলেন, "শুনে রাখো তীরন্দাজীই শক্তি, শুনে রাখো তীরন্দাজীই শক্তি।
(মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত)

নবী ﷺ আল্লাহর রাহে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে তীরন্দাজী শিক্ষা অনুশীলন করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এমনিভাবে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং সম্পূর্ণ অস্ত্র চালানো ও শিক্ষাগ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন ঘোড় প্রতিযোগিতা শিক্ষাগ্রহণের প্রতিও উৎসাহিত করেছেন এগুলোর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধের অনুশীলন করা, যুদ্ধের খোঁজ খবর রাখা এবং সেগুলোর মাধ্যমে শারীরিক ব্যায়াম লাভ করা। অবশেষে একজন মু'মিন শক্তিশালী ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার ওপর সক্ষমতা অর্জন করবে, সক্ষমতা অর্জন করার সাথে সাথে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এবং দ্বীনের দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামী

www.pathagar.com

ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং ইসলামী ভূখণ্ডকে স্বাধীন রাখার উদ্দেশ্যে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা, শক্তিশালী মু'মিনকে পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চেয়ে উত্তম। আল্লাহর কাছে উত্তম ও প্রিয়।"

তীরন্দাজী শিক্ষার পরে এর চর্চা চালু রাখতে হবে যেন তা কভু ভুলে না যায়। কারণ, অনুশীলন না থাকলে নিশ্চয় দুর্বল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে তীরন্দাজী জ্ঞান লাভ করল অতপর সে তা পরিত্যাগ করেন সে আমার দলভুক্ত নয়। কিংবা সে নাফরমানি করল।" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত) কাজেই এটা ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে তীব্র কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। এটা তীব্র নিন্দনীয়।

তীর ধনুকের ব্যাপারটা প্রাচীনকালের। তীর নিক্ষেপণের ক্ষেত্রেই এটা সীমাবদ্ধ নয় বরং যেকোন আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে তা খুবই প্রযোজ্য। যা নিক্ষেপ করা যায়, যেমন আমাদের বর্তমানকালে রিভলবার, বন্দুক, কামান, কিংবা অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র যেমন ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধজাহাজ অন্যান্য আধুনিক সমরাস্ত্র ইত্যাদি।

৩২. সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা ভালোবাসতেন

আবদুল কায়েসের দলের অন্যতম সদস্য জারাআ (আ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনায় আগমন করলাম। এরপর আমরা আমাদের বাহন থেকে দ্রুত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে পায়ে চুমু খেলাম। মুনজিরুল আসাজ তার ল্যাগেজের অপেক্ষা করতে থাকেন। তার কাপড় পড়লেন। অতপর নবী করীম ﷺ-এর নিকট গেলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার মাঝে দুটি গুণ বিদ্যমান রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। একটি সহনশীলতা অপরটি হলো ধীরস্থিরতা। তিনি বলেন, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুটি গুণ কি আমি অর্জন করেছি, না আল্লাহ আমায় দিয়েছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না আল্লাহ তোমায় সে গুণ দুটি দিয়েছেন। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এমন দুটি গুণ দান করেছেন, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করেন।"

(সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং-৪৩৫৪)

সহনশীলতা

সহনশীলতা হলো মানব চরিত্রের একটি প্রশংসনীয় সুস্থ মন-মানসিকতা এবং মন মানসিকতার প্রবল আবেগের নিয়ন্ত্রণ। কর্মের ফলাফল সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া। ক্রোধ দমন করা বিবেক-বিবেচনার কারণে বিনম্র হওয়া। সহনশীল বলা হয় ধৈর্যশীল সহিষ্ণু ব্যক্তিকে। সহনশীলতা সম্পন্ন ব্যক্তি পাপ কার্য থেকে বিরত

www.pathagar.com

থাকে এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না, তবে আল্লাহর ক্ষেত্রে ভিন্ন এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে সাহায্য করে, হালীম আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আল্লাহর নবী ﷺ সারাজীবন পাপকার্য থেকে বেঁচে থেকেছেন এবং অন্যদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট এসেছে তার ওপর চরম ধৈর্যধারণ করেছেন যেমন তিনি এক বেদুইনকে ক্ষমা করেছিলেন যে তাঁর সামনে উচ্চ আওয়াজে দুর্ব্যবহার করেছিল। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যে, রাসূল ﷺ-এর চাদর ধরে জোরে টান দেওয়ার ফলে তাঁর কাঁধে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এরপরেও তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি হেসে দিয়েছেন এবং তাকে হাদিয়া দিয়েছিলেন।

তিনি ঐ ব্যক্তিকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যে অপবাদ দিয়েছিল যে তিনি বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেনি। এমনিভাবে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে কোনো কিছুকে আঘাত করেননি। না স্ত্রীকে না নিজ খাদেমকে। তবে আল্লাহর পথে জিহাদে গেলে ভিন্ন কথা। তিনি কখনো রাগ করে প্রতিরোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হলে আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল) এর দ্বারা প্রমাণ করে যে, নবী করীম ﷺ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ছিলেন, এ কারণে তিনি সহনশীলতাকে পছন্দ করতেন।

ধীরস্থিরতা

ধীরস্থিরতা অর্থ হলো– দ্রুততাকে বর্জন করা। (তুহফাতুল আহওয়াযী, মুবারকপুরী, ৬/১২; ৯২৯ পৃ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক জিনিসে ধীরস্থিরতা উত্তম জিনিস। পরকালের ক্ষেত্রে দ্রুততা অবশ্য করণীয়। প্রত্যেক কাজে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা উত্তম সুন্দর ও প্রশংসনীয় গুণ। তবে পরকালের ক্ষেত্রে নয়। (জামিউস সগীর, হাদীস ২০০৯) কারণ পরকালের জীবনের জন্য পরিশ্রম করা বুদ্ধিমত্তার কাজ, নৈকট্য অর্জন করার জন্য এবং মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য দুনিয়ার জীবন দ্রুততার সাথে সকল সৎকাজ করা বাঞ্ছনীয়। এতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কেননা কল্যাণকর কাজে বিলম্ব করলে বিপত্তি এসে বাধা সাধতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ধীরস্থিরতা আল্লাহর তরফ থেকে এবং দ্রুততা শয়তানের তরফ থেকে। (জামিউস সগীর, হাদীস ৩০০১১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যদি ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর এটা সঠিক পথ কিংবা যদি ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে চাও, তবে ভালো করবে। আর যদি দ্রুততা অবলম্বন কর তাহলে ভুল ত্রুটি অপূর্ণতা রয়ে যাবে অথবা ভুলের

মাঝে পতিত হবে। আমর ইবনে আস (রা) বলেন, মানুষ তাড়াহুড়ার ফল শুধু পরিতাপই পায়। তাড়াহুড়া নিন্দিত কাজ যদি নাফরমানির ক্ষেত্রে হয়। রব! আপনার সন্তুষ্টির জন্য দ্রুত চলে এসেছি। তাদের কেউ কেউ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছেন, তাড়াহুড়া করো না এবং দুর্বল ও অধিক ভীত শরীরে শিঙ্গা লাগানো মতো শিঙ্গা লাগিও না। অবশ্য কল্যাণকর কাজে তাড়াহুড়া করার বিষয়টি অন্য কথা। মহান আল্লাহ বলেন, তারা কল্যাণকর কাজে তাড়াহুড়া করে।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯০)

এখানে কল্যাণকর কাজে তাড়াহুড়া করা এবং ইবাদতে তাড়াহুড়া করার মাঝে অনেকটা পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা উত্তম। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা নিন্দনীয়।

৩৩. শুভ লক্ষণ ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সংক্রমণ ও পাখি উড়িয়ে শুভ যাচাই করা বলতে কোনো কিছু নেই। আর আমি শুভ লক্ষণও পছন্দ করি।" (তিরমিযী, হাদীস নং ১৬৩৫)

শুভ লক্ষণের অর্থ হলো সত্য, ভালোও উত্তম কথা বলা। (মুসলিম কিতাবুস সালাম) নবী করীম ﷺ তার এ ব্যাখ্যা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, পাখি দ্বারা শুভক্ষণ যাচাই করার কোনো ভিত্তি নেই। আর শুভ লক্ষণ উত্তম। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুভ লক্ষণ! এর অর্থ কী? ভালো কথা যা তোমাদের কেউ শুনতে পায়। (মুসলিম, কিতাবুস সালাম) অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে- সংক্রমণ ও পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ যাচাই করার কোনো ভিত্তি নেই। আমি শুভ লক্ষণ পছন্দ করি। তা সুন্দর কথা ও উত্তম কথা। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

কাজেই শুভ লক্ষণের মানে হলো আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ করা এবং ভালো কথা যা তোমরা শ্রবণ কর।

হালীমী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুভলক্ষণ পছন্দ করতেন। কারণ অশুভ লক্ষণের অর্থ হলো- আল্লাহর ব্যাপারে নিকৃষ্ট ধারণা পোষণ করা- কোনো বাস্তবসম্মত কারণ ছাড়াই। আর শুভ লক্ষণ হলো- আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা করা। মু'মিনকে সর্বদাই আল্লাহর সম্পর্কে সুধারণা রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৩৪. সুন্দর স্বপ্নকে ভালোবাসতেন

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্দর স্বপ্ন পছন্দ করতেন। (মুসনাদে আহমদ হা: ১৩৬৩২)

আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য ও সুন্দর স্বপ্ন পছন্দ করতেন এবং ভালোবাসতেন আর সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।

(মুসনাদে আহমদ হাদীস হা: ২০৩২৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য স্বপ্ন পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের বেশি বেশি প্রশ্ন করতেন, তোমাদের কেউ কি স্বপ্ন দেখেছ? কারণ স্বপ্নের মাধ্যমেই নবী করীম ﷺ-এর কাছে ওহী আসা শুরু হয়। (বুখারী, কিতাবুত তা'বীর)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ-এর ওহীর শুরু হয় ঘুমের মাঝে স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি দেখতেন প্রভাত উজ্জ্বল হয়ে আসছে। (বুখারী) সত্য ব্যক্তির সুন্দর স্বপ্ন নবুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (বুখারী) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সত্য স্বপ্ন ব্যতীত নবুওয়াতের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। (বুখারী, কিতাবুল তা'বীর) উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর বাণী–

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

"ইহকালের জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। (সূরা ইউনুস, আয়াত-৬৪) এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন, তা হলো সত্য স্বপ্ন যা মু'মিন ব্যক্তি দেখতে পায় কিংবা তাকে দেখানো হয়। (তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৫৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। অতএব সত্য স্বপ্ন হলো আল্লাহর তরফ থেকে সুসংবাদ। অন্য প্রকারের স্বপ্ন হলো শয়তানের পক্ষ থেকে ধোঁকা বা প্রবঞ্চনা। শেষ প্রকার স্বপ্ন হলো মানস প্রসূত ধারণা। (মুসলিম কিতাবুর রুইয়া)

নবী করীম ﷺ প্রত্যেক প্রকারের স্বপ্ন দেখার পরে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তোমাদের কেউ পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, তখন সে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করবে। কারণ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার আলোচনা করবে। আর যদি অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট কিছু দেখ, তাহলে সে তার অনষ্টিতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তার আলোচনা করবে না, কারণ তা শয়তানের পক্ষ থেকে, আর এটা তার ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে। তোমাদের কেউ পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তা কেবল পছন্দনীয় ব্যক্তির কাছেই প্রকাশ করবে। আর অছন্দনীয় কিছু দেখলে এর জন্য শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিনবার বাঁ দিকে থুথু ফেলবে এবং তা কারো কাছে প্রকাশ করবে না, তা তার ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী)

www.pathagar.com

৩৫. ডান দিক পছন্দ করতেন

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক কাজে ডান দিক অবলম্বন করা পছন্দ করতেন। পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে, চুল পরিপাটি করার ক্ষেত্রে, জুতো পায়ে দিবার ক্ষেত্রে। 'তারাজ্জুল' মানে হলো চুল পরিপাটি করা, তেল দেওয়া বিক্ষিপ্ত ও কোকড়া চুলগুলো গুছিয়ে সোজা করে দেওয়া।

নবী করীম ﷺ সমস্ত কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করবেন। তবে শরী'আতের কারণে যেখানে সম্ভব নয় সেখানে ব্যতীত। যেমন পা প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া। এমনিভাবে ময়লা জিনিস ধরার ক্ষেত্রেও। যেমন ইসতিঞ্জা করা এবং নাক পরিষ্কার করা।

৩৬. বৃহস্পতিবার সফরে যেতে ভালোবাসতেন

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَيُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

'কাব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ সাধারণত বৃহস্পতিবারে তাবুক যুদ্ধে বের হতেন। আর তিনি বৃহস্পতিবারে বের হওয়া অধিক পছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ) নবী করীম ﷺ বৃহস্পতিবারে সফর করা পছন্দ করতেন। তবে প্রতিবন্ধকতা বা অনুকুলে না থাকলে তিনি ধারাবাহিকতা করতেন না। আর বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্যান্য দিনেও সফরে বের হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে। তিনি কোনো কোনো সফরে শনিবারও বের হয়েছেন। তবে সাধারণত তিনি বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্যান্য দিবসে কমই বের হয়েছেন। কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِذَا خَرَجَ فِىْ سَفَرٍ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃহস্পতিবার ব্যতীত খুব কমই সফরে বের হতেন। আল্লামা নববী (র)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বৃহস্পতিবার হচ্ছে– বরকতপূর্ণ দিন কিংবা এদিন সপ্তাহ পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর আল্লাহ তা'আলা জমিনে জন্তুর সম্প্রসারণ করেছেন। আল্লাহর হিকমতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। সূচনালগ্নে এদিনে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিংবা তাঁর এ দিনকে পছন্দ করার কারণ হলো এ দিনে বিজয় ও সহযোগিতা এসেছে। অথবা তিনি এদিনটিকে বিরোধীদের ওপর বিজয় অর্জন করার জন্য শুভ দিনক্ষণ মনে করতেন। আর তিনি এতে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতেন না। আর তিনি কখনো শনিবারেও বের হতেন। সম্ভবত শনিবারকেও তিনি ভালোবাসতেন।

www.pathagar.com

তা ছাড়া বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ ـ

"সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বান্দার আমল পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, সিয়াম থাকা অবস্থায় আমার আমল পেশ হবে। (ফায়দুল কাদীর খণ্ড ৫, ২০৭) সম্ভবত বৃহস্পতিবারে নবী করীম ﷺ সফরকে অধিক পছন্দ করার কারণ এটা থাকতে পারে, যেমন তিনি পছন্দ করতেন এমন দিনে সফর করা যেদিন বান্দার আমল হাজির করা হয়।

৩৭. গোপনে সদকা করা ভালোবাসতেন

উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পেছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি সালাতের সালাম ফিরালেন। তারপর দ্রুত দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের অতিক্রম করে কোন এক স্ত্রীর কামরায় প্রবেশ করলেন। তার তাড়াহুড়া দেখে লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। ক্ষণিক পরে আবার বেরিয়ে এসে দেখতে পেলেন যে, তারা তার তাড়াহুড়া দেখে আশ্চর্য হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, আমার কাছে থেকে যাওয়া এক টুকরো স্বর্ণের কথা মনে পড়ল। তাই আমি এটা অপছন্দ করলাম যে, তা আমাকে আটকে ফেলবে। তাই আমি তা বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ করলাম।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান)

৩৮. যে ভূমি নবী ﷺ ভালোবাসতেন

يُحِبُّ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ ـ

"আল্লাহর নবী ﷺ মক্কাকে পছন্দ করতেন।"

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ ـ

"আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে আমার কাছে প্রিয় বানিয়ে দাও যেমন মক্কার প্রতি আমার ভালোবাসা অধিক। (সহীহ বুখারী, কিতাব ফাযায়িলিল মদীনা)

وَقَالَ ﷺ مَا اَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَاَحِبَّكَ اِلَىَّ وَلَوْلَا اَنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ ـ

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, “যে কোন দেশের চেয়ে তুমি আমার নিকট উত্তম এবং তুমি আমার নিকট উত্তম এবং তুমি আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আমার সম্প্রদায় আমাকে তোমার কাছ থেকে বের করে না দিত তবে আমি তোমাতেই (আমরণ) থাকতাম। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৮৩)

মক্কা

মক্কা মুকাররমা এবং উম্মুল কুরা তথা নগর জননী বাক্কা, বালাদুল আমিন তথা নিরাপদ নগরী। বালাদুল হারাম তথা সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ নগরী। মক্কাকে আল্লাহ তা'আলা কা'বার কারণে সম্মানিত করেছেন। এটা হলো প্রথম ঘর যাকে আল্লাহ ইবাদত ও ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) উভয় মিলে তা নির্মাণ করেছেন। এ মক্কাস্থ আল্লাহর ঘর কাবায় হজ্বব্রত পালন করা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে শেষ স্তম্ভ।

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে তিনি মানবগোষ্ঠীকে আহ্বান জানাবেন। যাতে তারা প্রত্যেক দূরবর্তী প্রান্ত থেকে এ ঘরে এসে হজ্ব সম্পন্ন করার জন্য আসে এবং তাদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ
اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا
مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا
نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

“মানুষের নিকট হজ্বের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকার উষ্ট্রসমূহের পিঠে আরোহণ করে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তাদের কল্যাণের জন্য হাজির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসেবে প্রদান করেছেন এর ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা এটা থেকে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্থদের আহার করাও। অতপর তারা যেন তোমাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত আদায় করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। (সূরা হজ্ব : ২৮-২৯)

www.pathagar.com

এভাবেই মক্কাকে আবাদ করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য এবং তাঁর একত্ববাদের জন্য প্রথম ঘর ও মসজিদ স্থাপিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ - فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ -

"নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবজাতীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত। তা সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ-প্রদর্শক। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি তার মধ্যে প্রবেশ করে সে শান্তি প্রাপ্ত লাভ করে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা সেসব মানুষের অবশ্য কর্তব্য যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রম করতে সামর্থ্যবান এবং যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী থেকে প্রত্যাশামুক্ত।

মানুষ প্রত্যেক স্থান থেকে গমন করে বায়তুল্লাহর হজ্ব পালন করে এবং তাওয়াফ করার জন্য এবং বরকত হাসিল হিদায়াত ও মহা প্রতিদান অর্জনের জন্য এর কাছে সালাত আদায় শুরু করল। যার সাদৃশ্যতা অন্য কোন মসজিদে নেই।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন–

صَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِاَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاءُ -

"মসজিদে হারামে এক রাকআত সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে এক লক্ষ রাকআত সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: ১১৫৫)

মসজিদে হারামে এক রাকাআত সালাতের সওয়াব অন্য মসজিদে এক রাকআত সালাতের সাওয়াবের চেয়েও বেশি এবং মসজিদে নববীতে এক রাকআত সালাতের সওয়াবের চেয়েও অধিক।

আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে সম্মানিত করেছেন, যেটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আল্লাহর নবী ﷺ ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ -

www.pathagar.com

"আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম ভূমি আর আমিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার প্রিয় ভূমিকে ভালোবাসি। (সুনানে তিরমিযী, হা: ৩০৮২)

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তার আঙিনাকে তার বান্দাদের জন্য ইবাদতের স্থান বানিয়েছেন। তিনি তাদের ওপর তার হজ্বকে ফরয ঘোষণা করেছেন। তিনি তাকে ইসলামের মৌলিক ফরযসমূহের সন্নিবেশিত করেছেন এবং এর মাধ্যমে তার কিতাবের দুই স্থানে কসম করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ

অর্থ : এ নগরীর কসম। (সূরা আল বালাদ : ১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهٰذَا الْبَلَدُ الْاَمِيْنُ এ নিরাপদ নগরীর কসম।

জমিনে এমন কোন ভূখণ্ড বিদ্যমান নেই যাতে সামর্থ্যবানের ওপর গমন করা ওয়াজিব। তাছাড়া এমন কোন স্থান নেই যে স্থানের ঘর তাওয়াফ করা ওয়াজিব যমিনের বুকে, এমন কোন স্থান নেই যাকে চুম্বন খাওয়ার জন্য গ্রহণ করা শরী'আতসম্মত করা হয়েছে এবং যেখানে গমনের ফলে পাপ মোচন করে দেওয়া হবে, হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত।

আসমান যমিন সৃষ্টি করার পর থেকেই আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে পবিত্র করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ مُحَرَّمَةَ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالَ فِيْهِ لِاَحِدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَعْضُدُ شَوْكَهُ وَّلَا يَنْفُرُ صَيْدُهُ وَّلَا يَلْتَقِطُ لَقْطَتَهُ اِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَّلَا يَخْتَلِىْ خَلَّاهُ.

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমিন সৃষ্টি করার দিবসে মক্কাকে পবিত্র করেছেন। আল্লাহর পবিত্র করণের ফলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার পবিত্রতা বিদ্যমান থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য তাতে সংগ্রাম করা বৈধ ছিল না এবং এক মুহূর্ত আমার জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধকরণের ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তার নিষিদ্ধতা বিদ্যমান থাকবে। কাটাগাছ ছাটানো হবে না এবং তার শিকারকে তাড়ানো হবে না। কুড়ানো বস্তুকে শুধু তার মালিকই কুড়াতে পারবে এবং তার ঘাস কাটা হবে না।

www.pathagar.com

৩৯. মদীনাকে খুব ভালোবাসতেন

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ.

"আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট মক্কার অনুরূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক প্রিয় বানিয়ে দাও। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলিল মদীনা)

মদীনা

মদীনাকে মদীনায় মুনাওয়ারা (আলোকে মণ্ডিত শহর) বলে অভিহিত করা হয়। মদীনা এমন একটি পরিচিত শহর যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করেছিলেন এবং সেখানেই রাসূল ﷺ কে সমাহিত করা হয়েছে। কুরআনে হাকীমে মদীনাকে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

"তারা বলবে যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই। (সূরা মুনাফিকুন : ৮)

পূর্বে মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآ اَهْلَ يَثْرِبَ.

"যখন তাদের একটি দল বলল, হে ইয়াসরিববাসী!" (সূরা আহযাব : আয়াত-১৩)

চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহর নবী নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর তের বছর মক্কায় অবস্থান করে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে মানুষকে আহ্বান করলেন। অতঃপর হিজরতের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اِنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلَ فَذَهَبَ وَهْلِىْ اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةَ اَوْهَجَرَ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبَ.

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মক্কা থেকে খেজুর গাছ বিশিষ্ট ভূমিতে হিজরত করছি। তারপর মনে হলো আমার পরিজন ইয়ামামা কিংবা হিজর দুটির কোন একটিতে গেল। কিন্তু সেটি হয়ে গেল মদীনায় ইয়াসরিব। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনসার)

www.pathagar.com

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْمَدِيْنَةَ حُبًّا شَدِيْدًا حَتّٰى اِنَّهٗ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلٰى جُدْرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهٗ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا ـ

"আল্লাহর নবী ﷺ মদীনাকে অত্যাধিক ভালোবাসতেন। এমন কি তিনি কোনো সফর থেকে ফিরে এলে সাওয়ারি রেখে মদীনার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। আর যদি আরোহী হতেন, তবে মদীনার আকর্ষণের সওয়ারি জন্তুর গতি সঞ্চার করতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল মদীনা)

যখন মদীনার রাস্তা দেখতে পেতেন, তখন মদীনা টানে সেখানে গিয়ে পৌঁছার জন্য চলার গতি বৃদ্ধি করে দিতেন। তিনি মদীনায় অবস্থিত উহুদ পাহাড়কেও ভালোবাসতেন। কোন সফর থেকে ফেরার পথে দূর থেকে যখন উহুদ পাহাড় দেখতেন তখন বলতেন–

هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ ـ

"এটা এমন পাহাড় যেটি আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল মদীনা)

তিনি মদীনার অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন-

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ـ

"হে আল্লাহ! মক্কার মতো মদীনাতেও দ্বিগুণ বরকত দান করুন।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযয়িলিল মদীনা)

তিনি মদীনার অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهٗ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ ـ

www.pathagar.com

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফল-মূল আমাদের খাদ্য, আমাদের নগর, আমাদের প্রসারণের মাঝে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) আপনার বান্দা, আপনার খলিল ও আপনার নবী এবং আমিও আপনার বান্দা ও আপনার নবী। তিনি আপনার নিকট মক্কার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছেন আর আমি আপনার নিকট মদীনার কল্যাণার্থে প্রার্থনা করি। তিনি মক্কার কল্যাণার্থে যা চেয়েছেন তা এবং তার সাথে আরো। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ)

৪০. যেসব খাবার ও পানীয় ভালোবাসতেন

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَقَالَ تَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اَشْكُرُوْا لِلّٰهِ ـ

وَقَالَ تَعَالَى يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ـ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আমি তাদের জন্য কী হালাল করেছি। আপনি বলে দিন আমি তোমাদের জন্য উত্তম খাবার হালাল করেছি।'

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে উত্তম রিযিক আহার কর।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, হে রাসূল! তোমরা উত্তম রিযিক থেকে ভক্ষণ করো এবং সৎকাজ সম্পাদন কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুণাবলি তাওরাত ও ইনজিলে বিদ্যমান ছিল।

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ـ

তিনি তাদের জন্য উত্তম রিযিক হালাল করেছেন এবং নিকৃষ্ট বা মন্দ রিযিক হারাম করেছেন।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সকল প্রকার খাবার ও পানীয় হালাল করেছেন তবে ওটা ব্যতীত যে ব্যাপারে শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ .

"তিনি শুধু তোমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন মৃত প্রাণীর রক্ত, শূকরের গোস্ত ঐ প্রাণী যাকে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি।"

এমনিভাবে মদ, হিংস্র প্রাণী এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী যাকে কুরআন ও হাদীস হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

নবী করীম ﷺ অন্য একজন মানুষের মতো। তিনি নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার খাবার ও পানীয় পছন্দ করতেন এবং কয়েক প্রকার অপছন্দ করতেন। বেঁচে থাকা ও শরীরিক বৃদ্ধির জন্য খাবার ও পানি মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু মানুষের খাদ্য ও পানীয় শরীরে উষ্ণতা-উদ্যমতা সৃষ্টি করে। সৃষ্টিজগতে আল্লাহর বিধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সচেষ্ট ও সচেতন থাকতে হবে। আমি ঐ স্রষ্টার স্তুতি গাই যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যা স্থিতিশীলতাকে অক্ষুণ্ন রাখে।

اَللّٰهُ الَّذِيْنَ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি যমিনকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল হিসেবে বানিয়েছেন, আসমানকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন, তোমাদেরকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযিক প্রদান করেছেন। এ আল্লাহই তোমাদের প্রভু। সুতরাং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ সর্বোচ্চ বরকতপূর্ণ।

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْنَ اَعْطٰى كُلَّ شَيْئٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى .

"তিনি বলেন, আমাদের ঐ রব সত্য যিনি তার সৃষ্টিকে সবকিছু দিয়েছেন। অতঃপর হিদায়াত দান করেছেন।"

ত্বহা: ৫০

www.pathagar.com

৪১. নবী করীম ﷺ ছাগলের গোশত ভালোবাসতেন

হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : وَضَعْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيْدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعِ وَكَانَتْ اَحَبَّ الشَّاةِ اِلَيْهِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলের ﷺ সামনে টুকরো রুটি ও গোশতের একটি গামলা উপস্থিত করা হলো। অতঃপর তিনি রান খেলেন। আর ছাগলের গোশতের মধ্যে সেটাই ছিল তাঁর নিকট অধিক প্রিয় খাদ্য।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الزِّرَاعَ وَسَمَّ فِىْ الذِّرَاعِ وكَانَ يَرٰى اِنَّ الْيَهُوْدَ هُمْ سَمُّوْهُ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, তার কাছে রান ভালো লাগত এবং তিনি রানে চিহ্নিত করে দিতেন এবং দেখতেন ইহুদীরা তাতে চিহ্নিত করেছে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

এ হাদীস থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশত পছন্দ করতেন, বিশেষ করে ছাগলের রান। আর গোশত হচ্ছে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী, যা সব যুগেই শ্রেষ্ঠ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এমনকি তা জান্নাতবাসীদের খাদ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفٰكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ـ

"আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রদান করব এমন সব ফলমূল ও গোশত যা খেতে তারা খুবই আগ্রহী। (সূরা তূর : আয়াত-২২)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ হয়েছে রাসূল ﷺ-এর নিকট পিঠের গোশত ভালো লাগল যেহেতু তাতে অধিক খাদ্য উপাদান থাকে যা প্রশংসিত। তথা উন্নতমানের রক্ত উৎপাদন করে থাকে।

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الطَّعَامِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ ـ

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ বলেন, সকল নারীর ওপর আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা তেমন, রুটির সাথে গোশতের মর্যাদা অন্য সব খাবারের ওপর যেমন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতয়িম্যা)

সারিদ হলো রুটির সাথে গোশতের সমন্বয়ে যে খাবার তৈরি হয়। তা আরববাসীর নিকট অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইমাম জুহরী (রা) বলেন, গোশত সাত প্রকার শক্তি বৃদ্ধি করে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসীর (রা) বলেন, গোশত দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন–

كُلُوا اللَّحْمَ فَانَّهُ يَصْفِي اللَّوْنَ وَيَخْمُصُ الْبَطْنَ وَيُحْسِنُ الْخُلُقَ -

"তোমরা গোশত খাও! কেননা তা লাবণ্য পরিষ্কার করে, পেটকে সংকুচিত করে এবং চরিত্রকে উত্তম করে।"

'নাফে' (রা) বলেন, রমযান মাসে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর বাড়িতে গোশত শেষ হতো না এবং ভক্ষণ করলেও গোশত শেষ হতো না।

অবশ্যই প্রোটিন খাদ্য উপাদানে সমৃদ্ধশালী এবং এতে চিনির মাত্রা খুবই কম। এর চর্বির পরিমাণ দুর্বল গোশত গঠিত হয় নিচের উপাদানগুলোর সমন্বয়ে :

১. পানি তার ওযনের তুলনায় পরিমাণে ৭৫% হয়ে থাকে।

২. খনিজ লবণ : তাতে রয়েছে বিশেষভাবে ফসফরাস পটাসিয়াম। এর পরেই যে পরিমাণ অধিক তাহলো সোডিয়াম লবণ, চুন এবং ম্যাঙ্গানিজ এবং বিভিন্ন আইটেমের ক্রোব গ্যাসের গুণাগুণ এবং বিভিন্ন বর্ণের উপাদানসমূহ। যেমন লাল রং যাতে লৌহ এর একটি পরিমাণ বিদ্যমান থাকে।

৩. সুগারের পরিমাণ ৩% থেকে ৪%।

৪. চর্বির পরিমাণ খুবই কম থাকে।

৫. প্রোটিন-এর উপাদানসমূহ, যা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহলো দু প্রকারের মাংশ পেশীকে সম্পৃক্ত করে থাকে।

www.pathagar.com

৪২. মাখন ও খেজুর খেতে ভালোবাসতেন

عَنْ اِبْنِى بُسْرِ السُّلَمِيِّيْنَ قَالاَ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَدِمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ ـ

বুসরী আস সুলামিয়্যিন এর দুই পুত্র থেকে বর্ণিত। তারা দু'জন বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আগমন করলেন। অতঃপর আমরা মাখন ও খেজুর উপস্থাপন করলাম। তিনি মাখন ও খেজুর সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।

(সুনানে আবু দাউদ, হা: ৩২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাখন পছন্দ করতেন। মাখন হচ্ছে গরুর ও ছাগলের দুধ মন্থন করে যে জিনিস বের হয়, আর মাখন দুধের সরের বিশেষ অংশ।

মাখনে বিভিন্ন গুণাগুণের সমন্বয় ঘটেছে এবং দুধের উপকারিতাও তার মধ্যে থাকে। সে সাথে এটা তাপ শক্তিও বৃদ্ধি করে যেহেতু এতে অনেক পরিমাণ চর্বি বিদ্যমান থাকে। দুধ থেকে অনেক ঝাঁকুনির ফলেই তা প্রস্তুত করা হয়। তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। এটা রক্তের শিরাগুলোকে শক্তিশালী করে, দুরারোগ্য কাশি কমায় এবং ফোঁড়া সারতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তার সাথে খেজুর খাওয়াতে উপকারিতা আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বেশি পরিমাণে মাখন খেতে নিষেধ করা হয়ে থাকে। কারণ, তাতে টক চর্বির পরিমাণ বেশি থাকায় রক্তে কোলেস্টরেল-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

খেজুর

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُوْنُ مَثَلُ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةُ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গাছের মধ্যে এমন এক প্রকার গাছ আছে যা মুসলমানদের মতো, তাহলো খেজুর গাছ। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আত্বয়িমাহ)

অর্থাৎ খেজুরের বরকত মুসলমানের বরকতের মতো। সে বরকত তার সকল অংশে সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর গাছের সাথে এজন্যই এরূপ উপমা দিয়েছেন, যেহেতু তার বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে এবং সব সময় তার ছায়া বিদ্যমান থাকে। এছাড়া তার সুন্দর সুন্দর ফল হয় এবং তা সব সময় পাওয়া যায়। কেননা, যখন থেকে তার ফল হয় তখন থেকে শুকিয়ে যাওয়া অবধি খাওয়া যায়। আরও খাওয়া যায় তার মজ্জা, শীষ, কলি, কাঁচা খেজুর,

www.pathagar.com

পোক্ত খেজুর, মধ্যম কাঁচা এবং সতেজ অবস্থায় এর পরেও খেজুর, শুকনা হওয়ার পর আবার যখন পানি দ্বারা সতেজ করা হয় তখনও খাওয়া যায় এবং তা সব সময় খাওয়া যায় অর্থাৎ রাত হোক দিন বা শীত, গ্রীষ্ম সবকালেই সে খাবার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং শুকিয়ে গেলে বিভিন্ন প্রকার উপকারে আসে। যেমন এর কাঠ, ডাল ও পাতা থেকে খুড়ি, কাঠের গুঁড়ি, লাঠি, বেড়া তৈরির বস্তু, রশি এবং অনেক আসবাব পত্র তৈরি হয়। এছাড়াও তার আরেকটি জিনিস আছে তাহলো এর বীজ যা উটের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর এর কচি গাছের শোভা এবং ফলদানের মনোরম অবস্থা এসব কিছুই কল্যাণময় এবং সৌন্দর্যময় যেমন একজন মু'মিনের ক্ষেত্রে তার সকল কল্যাণ আনুগত্য ও উন্নত চরিত্রের ফল এবং তার সালাত ও সাওম নিয়মানুবর্তিতা, কুরআন পাঠ, যিকির, দান সদকাহ, সম্পর্ক বজায় রাখা এভাবে সকল কিছু আনুগত্যমূলক কাজের মাঝেই নিহিত থাকে।

অবশ্যই খেজুর মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ যাতে ভিটামিন রয়েছে যাতে অনেক খাদ্যের মূল উপাদান ও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– তৈল, মাছ, মাখন। আর ভিটামিন এমন জিনিস যা আমাদের জানা মতে, শিশুদের ওযন বৃদ্ধি করে। তাই ডাক্তারেরা এর নাম দিয়েছে উৎপাদক। তেমনিভাবে তা চোখের সজিবতা রক্ষা করে, চোখের শিরাসমূহকে শক্তিশালী করে তুলে, রাতের আবরণের সাথে সংগ্রাম করে দৃষ্টিশক্তিকে কার্যকর করে এবং দিনের তুলনায় রাত্রে দৃষ্টিশক্তিকে অধিক আলোকোজ্জ্বল করে।

৪৩. কদু / লাউ পছন্দ করতেন

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرْعُ وَعَنْهُ قَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى مَوْلٰى لَهٗ خُيَّطًا فَاَتٰى بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَاْكُلُهٗ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّهٗ مُنْذُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُهٗ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ লাউ পছন্দ করতেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৬৭১)

তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক দর্জি বন্ধুর নিকট আসলেন। সে লাউ নিয়ে আসল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেতে লাগলেন। আমি লাউ খেতে পছন্দ করতাম যখন থেকে রাসূলকে তা খেতে দেখছি।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতইমাহ)

www.pathagar.com

দুব্বা অর্থ হলো লাউ বা কদু– ইমাম নব্বী (র) বলেন, লাউ খাওয়ার তাৎপর্য রয়েছে। লাউ পছন্দ করাকে মুস্তাহাব মনে করা হয়েছে। তেমনিভাবে সে সকল খাদ্য খাওয়াও মুস্তাহাব বা রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়া পছন্দ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পাওয়ার জন্যও সচেষ্ট ছিলেন।

ইবনে কাইয়িম বলেন, কদু বা লাউকে আরবীতে ইয়াকতীন বলা হয়, যা হলো কোমল ও পানীয় এটা এমন সতেজ সবজি যারা গরমে আক্রান্ত তাদের উপকার করে। যারা ঠাণ্ডাগ্রস্ত তাদের জন্য উপযোগী নয় বিশেষ করে যাদের শ্লেষ্মা রয়েছে তা পানি পিপাসা নিবারণ করে এবং মাথার প্রবল ব্যথা দূর করে, যখন পানীয় খাদ্য হিসেবে পানি করা হয় অথবা তা দ্বারা মাথা ধৌত করা হয়। তা যেভাবেই ব্যবহৃত হোক সে পেটকে শীতল রাখে। গরমে আক্রান্তদের এর চেয়ে উত্তম ওষুধের ব্যবস্থা আর নেই। এমন কি সে ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক দ্রুত উপকারী কিছুই নেই। কদুর পানি চোখের টিউমার এর ক্ষেত্রেও উপকারী এবং তীব্র জ্বরাক্রান্ত লোকদের জন্য তা অত্যন্ত উপকারী। একে কথায় তা সবচেয়ে কোমল খাদ্য এবং সবচেয়ে দ্রুত কার্যকারী। আল ইয়াকতীন বা কদু হলো পরিমাপযোগ্য তৃণফসলের মধ্যে একটি। তা খাদ্য উপাদান হিসেবে। সকল তৃণ ফসলের মধ্যে সর্বোচ্চে স্থান পায়।

কেননা তা ভিটামিন 'এ' এর একটি ভাল উৎস এবং ওযন অনুসারে তার ৯০.৭% পানি, ০,০২% চর্বি বা তৈল এবং ১.১% প্রোটিন। এছাড়াও শর্করা আছে ৬.৪৫% এবং ১,৭৩%। এর পরেও তাতে লৌহ ও চুনের উপাদান রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি। যা তার মাপ যন্ত্রে উঠে। আর কদুতে গুরুত্বপূর্ণ যে উপকারিতা রয়েছে তা হলো তার বীজ একমাত্র পরিপূর্ণ ওষুধ যা পাকস্থলির (পেটের) টিউমার দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৪৪. ঝোল পছন্দ করতেন

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الثُّفْلَ وَقِيْلَ هُوَ الثَّرِيْدُ قَالَ عَبَّادٌ يَعْنِى الْمَرَقَ.

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট ঝোল ভালো লাগত। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৩২৩২)

এ প্রসঙ্গে ইবাদ বলেন, অত্র হাদীসে উল্লিখিত 'আস সুফল' অর্থ হলো আল মরক বা ঝোল, কেউ কেউ বলেন, টুকরো টুকরো রুটির সাথে মাংস হলো সুফল বা আসসারিদ। (প্রাগুক্ত, আলগিয়ালা আদদাওয়া পৃ. ৫০৮, ৫১২)

www.pathagar.com

আল মারক বা ঝোল : এমন পানীয় যাকে পারস্যে শরবত বলা হয়। যা প্রস্তুত হয়ে থাকে নানা উপাদেয় খাদ্য দ্বারা। যেমন– গোশত ও সবজি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝোল ভালোবাসতেন।

فِىْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) فِىْ صِفَةِ الْحَجِّ : ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مُرْقِهَا .

"হজ্জের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করতে গিয়ে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানির প্রত্যেক জন্তু থেকে পাঁচ-সাতখানা গোশত নিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তা হাড়িতে রাখা হলো। যখন রান্না হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে গোশত খেলেন এবং তার ঝোল পান করলেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ)

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا اَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاَكْثِرْ مُرْقَتَهٗ وَاَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন তুমি কোনো গোশত ক্রয় করবে কিংবা কোনো কিছু হাড়িতে রান্না করবে তখন তার ঝোল বেশি দিবে এবং চামচ দিয়ে কেটে কেটে তা থেকে তোমার প্রতিবেশীকে দিবে। (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১৪১৬)

৪৫. মিষ্টান্ন এবং মধু ভালোবাসতেন

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মিষ্টান্ন এবং মধু খুবই পছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতইমাহ)

এ হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ মধু ও মিষ্টান্ন পছন্দ করতেন এবং তা সর্বোত্তম খাদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
আল্লাহ তা'আলার বাণী– كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ .

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ কর।"

(সূরা আল-মু'মিনুন : আয়াত-৫১)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যা কিছু জীবন উপকরণ দান করেছি তার মধ্যে যা কিছু উত্তম বা পবিত্র তা তোমরা ভক্ষণ কর।' (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭২)

এ প্রসঙ্গে ইমাম খাত্তাব এবং ইবনে ত্বিন তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, অত্র আয়াত দ্বারা ও হাদীস দ্বারা মিষ্টান্ন খেতে রাসূলের অধিক আগ্রহ বুঝা যায় না এবং বিমুখতাও বুঝায় না এবং যখন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা তাঁর কাছে হাজির করা হতো তখন তিনি তা থেকে খেতেন। তবে একথা স্পষ্ট যে, তা তার কাছে পছন্দনীয়। (ফাতহুল বারী, পৃ. খ. ৯, পৃ. ৫৫৭)

اَلْحَلْوَاءُ : মিষ্টান্ন

মিষ্টান্ন হলো এমন সব খাবার যা সকলের নিকট সুপরিচিত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় সর্বপ্রকারের মিষ্টান্ন খাদ্য। যেমন রসগোল্লাহ, জিলাপী, চমচম এবং এই জাতীয় প্রাচ্য ও আরব দেশীয় মিষ্টান্ন রয়েছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মিষ্টান্ন পছন্দ করতেন তা হলো– ফল পিষে দুধ দ্বারা তৈরি মিষ্টি।

(আসকালানীকৃত, প্রাগুক্ত ফাতহুল বারী, খ. ১০. পৃ. ১৪০; ইমাম কুরতুবীকৃত আলজাম লিআহকামিল কুরআন, খ. ১০. পৃ. ৮৯; খ. ১৬. পৃ. ১৫৭)

اَلْعَسَلُ : মধু

মধু হলো সেই পানীয় যা মৌমাছির পেট থেকে নির্গত। যাতে রয়েছে মানুষের অসংখ্য রোগ মুক্তি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ـ

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি নির্দেশ দান করেছেন এ বলে যে, হে মৌমাছি! তুমি পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষের বসবাসের স্থলে বাসা তৈরি করবে, এরপর সকল প্রকার ফল থেকে তুমি আহার করবে, এবং তোমার প্রভুর সহজ নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করবে। তার পেট থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন রংয়ের পানীয়

www.pathagar.com

যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে চিন্তাশীল মানুষের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন। (সূরা নাহল : আয়াত-৬৯)

মধু বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন–লাল, সাদা, হলুদ, গাঢ়, তরল ইত্যাদি। তবে তা বিভিন্ন প্রকার হওয়ার মধ্যে যে কৌশল রয়েছে, তাহলে এতে খাদ্য উপাদান ভিন্ন হওয়ায় মধুও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এর স্বাদও ভিন্ন হয় তৃণলতা ভিন্নতার কারণে অর্থাৎ মৌমাছির ক্ষেত্র বিভিন্ন হওয়ার জন্য। এতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ মুক্তির সুরা।

فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشِّفَاءُ فِىْ ثَلَاثَةٍ فِىْ شُرْطَةِ مُحَجِّمٍ اَوْ شَرْبَةَ عَسَلٍ اَوْكِيَةَ بِنَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَيِّ۔

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি জিনিসে রোগ মুক্তি নিহিত : ১. বেল্ট টানা ২. মধু পান করা; ৩. আগুনে স্যাক দেওয়া। তবে আমার উম্মতকে আগুনে স্যাক দিতে বারণ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তিব্বি)

মুসলমানদের উচিত এ চিকিৎসার প্রতি ঈমান রাখা যাতে সে উপকৃত হতে পারে। কেননা, এ চিকিৎসার প্রতি ঈমান রাখা রোগ মুক্তির জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

৪৬. যেসব পোশাক পরিচ্ছেদ ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ কামিস পছন্দ করতেন–

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ اَحَبُّ الْجِيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصَ۔

"উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অতি পছন্দনীয় কাপড় ছিল পাঞ্জাবি। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস হা: ৩৩৯৬)

وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَالَبِسَ قَمِيْصًا بَدَءَ بِيَمِيْنِهِ۔

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই পাঞ্জাবি পরতেন তখন ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন।"
(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৪৫)

কামিস বা পাঞ্জাবি হলো এমন জামা যা সেলাইযুক্ত কাপড়কে বুঝায়, যার দুটি হাতা ও একটি পকেট থাকে। বর্তমান বিভিন্ন দেশে কাটিংয়ের ভিন্নতার কারণে এ কাপড়টি বিভিন্ন নামে পরিচয় লাভ করেছে। যেমন– বোরনস, আস সাওর, তথা মাথাওয়ালা ঢিলেঢালা কোট, দিশদাশাহ জালাবিয়্যা বা আলখেল্লা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন তার প্রতি সবচেয়ে আকৃষ্ট ছিল অন্য সব কাপড় থেকে। যেমন লুঙ্গী, চাদর ইত্যাদি থেকে। কেননা পাঞ্জাবি ঐ দু প্রকারের পোশাকের চেয়ে এর ঢাকার কাজ বেশি করে। কেননা কামিস ছাড়া ঐ দুটিকে বেঁধে রাখা বা গিরে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কামিস শরীরের সংস্পর্শে থাকে। অন্যদিকে যেসব কোট পরা হয় তা শরীরে এতটা লেগে থাকে না। আর একথা সত্য যে জিনিস মানুষের যত কাছে থাকে সেই জিনিস তার নিকট তত প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় আর তা সংগ্রহে কম অর্থ খরচ হয় এবং শরীরে হালকা মনে হয়। তা পরিধান করা তুলনামূলকভাবে অধিক নমনীয়তার পরিচায়ক ও আরামদায়ক। এর কামিস বা আবৃতকারী নাম দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, আদম সন্তান তাতে প্রবেশ করে নিজেকে আবৃত্ত করার জন্যে। (আযিম আবাদি বস্তু আওনিল মাওউদ, খ. ১১. পৃ. ৪৭ এবং মুবারকপুরীকৃত তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৫. পৃ. ৩৭২)

কামিসের কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতে এর বিবৃতি তুলে ধরেছেন।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ـ

"তোমরা এর এ কামিস নিয়ে যাও, অতঃপর তা আমার পিতার মুখে নিক্ষেপ কর তাহলে তিনি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়ে যাবেন।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৯৩)

৪৭. যেসব বস্তু ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ আতর পছন্দ করতেন ।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُبِّبَ اِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ : اَلنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের দুনিয়ার তিনটি বিষয় আমার নিকট প্রিয়। তাহলো নারী, সুগন্ধি আতর এবং আমার চোখের শীতলতা আসে সালাতে।

(জামে সগীর, হাদীস : ৩১২৪)

اَلطِّيْبُ : সুগন্ধি

রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন সুঘ্রাণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বিশেষ এক মর্যাদা। তিনি কোনো ঘ্রাণযুক্ত বস্তু স্পর্শ না করলেও তার থেকে সে ঘ্রাণ পাওয়া যেত।

www.pathagar.com

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْأُوْلَى ثُمَّ خَرَجَ اِلَى اَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ اَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا قَالَ : وَاَمَّا اَنَا فَمَسَحَ خَدِّيْ قَالَ : فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا اَوْ رِيْحًا كَاَنَّمَا اَخْرَجَهَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارٍ.

"জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর সাথে আমি প্রথম ওয়াক্তের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি যখন পরিবারের দিকে গমন করলেন আমিও তার সাথে গমন করলাম। এরপর দুটি সন্তানের সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো তখন তারা নিজ নিজ চোয়াল নিজ হাতে মুছতে লাগল। তিনি (রাবী) বলেন, ইতোপূর্বে আমার চোয়াল দুটিও মুছা হয়ে গেছে। আমি তাঁর ﷺ হাতে একটু ঠাণ্ডা কিংবা এমন ঘ্রাণ অনুভব করলাম যেন তা হরিণের মৃগণাভীর ঘ্রাণের মতো মনে হলো।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সুঘ্রাণ পছন্দ করতেন এবং তাঁর থেকে অপছন্দনীয় ঘ্রাণ বের হওয়া তিনি অপ্রিয় মনে করতেন।

تَقُوْلُ عَائِشَةُ (رضى) اِنَّهَا جُعِلَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ مِنْ صُوْفٍ فَذَكَرَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهُ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ وَجَدَ الرِّيْحَ الصُّوْفَ قَذَفَهَا وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيْحَ الطَّيِّبَةَ.

"আয়েশা (রা) বলেন যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পশমী কালো পোশাক তৈরি করে দেয়া হলো। অতঃপর তিনি সাদা-কালো উভয়ের কথা উল্লেখ করলেন। এরপর যখন তিনি তা পরিধান করলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন। এতে তিনি পশমের গন্ধ অনুভব করলেন। তখনই তিনি তা বাদ দিয়ে দিলেন। তিনি ﷺ সুঘ্রাণ পছন্দ করতেন। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ২৪৮৮৪)

www.pathagar.com

৪৮. মিসওয়াক করা ভালোবাসতেন

قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضى) : اِنَّ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ وَعَالِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّىَ فِى بَيْتِى وَفِى يَوْمِى وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى وَاِنَّ اللّٰهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ... وَمَالَتْ يَدَهٗ ـ

'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি থেকে আমার প্রতি এটি একটি নিয়ামত তা হলো, তিনি ইন্তিকাল করেছেন আমার গৃহে। আমার যে দিনে প্রাপ্য ছিল সে দিনে আমার বুক ও গলার মাঝে এবং মৃত্যুর সময় আমার ও তাঁর মুখের লালাকে আল্লাহ তা'আলা একত্রিত করেন।' কারণ তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে আব্দুর রহমান আমার নিকট প্রবেশ করল যখন তার হাতে ছিল মিসওয়াক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। রাসূল ﷺ তখন তিনি তার দিকে তাকালেন এবং আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক পছন্দ করেন, তাই আমি বললাম, আমি কি তা আপনার জন্য নিব? রাসূল ﷺ মাথা দ্বারা ইশারা করে বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি দিয়ে দিলেন কিন্তু সেটি তাঁর ﷺ ব্যবহার করতে শক্ত মনে হচ্ছে দেখে আয়েশা (রা) বলেন, আমি কি তা নরম করে দিব? তখন তিনি ﷺ মাথা দ্বারা ইশারা করে বললেন হ্যাঁ এবং তাঁর ﷺ সামনে একটি ছোট বালতি কিংবা একটি বোতল ছিল উমর (রা)-এর সন্দেহ হয় তাতে পানি ছিল। নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মধ্যে দু'হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং মুখ মাসেহ করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে লাগলেন–

يَقُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ ـ

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা খুব বেশি। অতঃপর এক হাত সোজা করে বলতে লাগলেন।"

فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ـ

www.pathagar.com

'সুমহান আল্লাহর হাতেই আমার জীবন।' এমতাবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং এরপর তাঁর হাতটি ঝুলে পড়ল। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজি)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মিসওয়াক হলো মুখের পরিষ্কারক এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টির কারণ। (সহীহ বুখারী কিতাবুস সাওম)

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضـى) قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَالاَ اُحْصِىْ اَوْ اُعِدُّ ـ

ইবনে রবী'আহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রোযাদার অবস্থায় এত বেশি মিসওয়াক করতে দেখেছি যে, আমি তা হিসাব বা গণনা করতে পারছি না। (সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত)

৪৯. হলুদ রং ছিল প্রিয়

عَنْ زَيْدٍ يَعْنِىْ اِبْنُ اَسْلَمَ ـ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبَغُ لِحْيَتَهٗ بِالصُّفْرَةِ حَتّٰى تَمْتَلِئَ ثِيَابَهٗ مِنَ الصُّفْرَةِ، فَقِيْلَ لَهٗ : لِمْ تَصْبَغْ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبَغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبَغُ ثِيَابَهٗ كُلَّهَا حَتّٰى عَمَامَتَهٗ ـ

'যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, যাকে ইবনে সুলাইম বলা হতো। তিনি বলেন, ইবনে ওমর (রা) হলুদ রং দিয়ে তার দাঁড়িকে রং করতেন এমন কি তার কাপড় হলুদ দিয়ে ভরে যেত অর্থাৎ হলদে হয়ে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় : আপনি কেন হলুদ রং ব্যবহার করেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা দ্বারা রং করতে দেখছি এবং তার চেয়ে তার কাছে প্রিয় আর কিছু ছিল না। এর দ্বারা তিনি সব কাপড় রং করতেন, এমনকি তার পাগড়িও। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৪২৯)

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ كَانَ يَصْبَغُ ثِيَابَهٗ وَيَدْهَنُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيْلَ لَهٗ : لَمْ تَصْبَغْ ثِيَابَكَ وَتَدْهَنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟ قَالَ : لِاَنِّىْ رَاَيْتُهٗ اَحَبَّ الْاِصْبَاغِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدْهَنُ بِهٖ وَيَصْبَغُ بِهٖ ثِيَابَهٗ ـ

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাফরান রং দ্বারা কাপড় রঙিন করতেন এবং কাপড়ে তৈল দিতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন জাফরান রং দ্বারা রং করেন, তৈল লাগান? তিনি বললেন এবং আমি দেখেছি রাসূলের নিকট তা ছিল প্রিয় রং যা দ্বারা তিনি তাঁর কাপড় রঙিন করতেন এবং তৈল লাগাতেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৫৭১৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িতে রং লাগাতে আদেশ দিয়ে বলেন–

اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبَغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ .

'ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ (তাদের কাপড়ে বা দাঁড়িতে) রং করে না তাই তোমরা তাদের বিপরীত কর। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল লিবাস)

৫০. সূর্য ঢলে যাওয়ার পর নেক কাজ করতে ভালোবাসতেন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ اَرْبَعًا وَيَقُوْلُ : اِنَّ اَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فَاُحِبُّ اَنْ اُقَدِّمَ فِيْهَا عَمَلاً صَالِحًا .

'আব্দুল্লাহ ইবনে সায়ীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে যোহরের সালাত পর্যন্ত চার রাকাআত করে সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন (এ সময়ে) আসমানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কাজেই এ সময়ে আমি ভালো আমল পেশ করতে পছন্দ করি।" (মুসনাদে আহমদ, হা: ১৫৩৩২)

অত্র হাদীস সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে; এ চার রাকাআত সালাত যোহরের সেই চার রাকাআত সুন্নতের নয়; বরং এটা হলো রাসূল ﷺ-এর আমলের কারণ হলো দিনের মধ্যভাগ উপস্থিত হওয়া এবং সূর্য ঢলে যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূর্য ঢলে পড়ার পর আট রাকাআত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, এগুলো দ্বারা রাত দুপুরে তথা রাতের ঠিক মাঝামাঝি সময়ের সালাতের মতো সওয়াব পাওয়া যায়। এর গোপন রহস্য আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। কেননা, দিনের মধ্যভাগ অগ্রগামী রাতের মধ্যভাগ নয়। আসমানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর এবং মধ্য রাতে। মহান ইলাহের অবতরণ হয় প্রথম আসমানে। উভয় সময় রহমতের নিকটতম সময়। কেননা, একটা সময়ে আসমানের দ্বার উন্মুক্ত হয় আরেকটি সময়ে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর আসমানে অবতীর্ণ হন।' (যাদুল মাআদ, খা. পৃ. ৩০৯)

www.pathagar.com

৫১. সা'আদ (রা)-এর খেদমত ভালো লাগত

عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ، وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ فَقَالَ : يَا اَبَا بَكْرٍ، اَعْتِقْ سَعْدًا، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا مَا هُنَّ غَيْرُهُ، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَعْتِقْ سَعْدًا، اَتَتْكَ الرِّجَال يَعْنِى السَّبِى -

আবু বকরের খাদেম সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করতেন। তার খেদমত রাসূল ﷺ-এর নিকট ভালো লাগত। তাই রাসূল ﷺ বলেন, হে আবু বকর! সা'আদকে আযাদ করে দাও। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যতীত আমাদের অন্য কাজের লোক নেই। সা'আদ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বলেন, সা'আদকে মুক্ত করে দাও। তোমার কাছে অনেক লোক আসবে। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৬৩০৭)

৫২. যুদ্ধের ময়দানে তিন দিন অবস্থান করা ভালোবাসতেন

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا غَلَبَ قَوْمًا اَحَبَّ اَنْ يُقِيْمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا -

আবু ত্বালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় লাভ করতেন তখন সে ভূখণ্ডে অর্থাৎ শত্রু শিবির স্থানে তিনদিন অবস্থান করতে ভালোবাসতেন।

(আল মোবারকপুরীকৃত তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৫. পৃ. ১৩১-১৩২)

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হলে তাদের এলাকায় তিন রাত বসবাসের ব্যবস্থা করা পছন্দ করতেন।

হাদীসে উল্লিখিত 'আরসাহ' অর্থ হলো ঘরবাড়িহীন প্রশস্ত ময়দান যেখানে সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা করা তথা শত্রু শিবির স্থান।

ইমাম মুহাল্লিব (র) বলেন, অবস্থানের রহস্য হলো জীবনের ও সম্পদের নিরাপত্তা। একথা সুস্পষ্ট যে, তখন এলাকাটি শত্রু পরিত্যক্ত ও শত্রুদের হাত থেকে নিরাপদ।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রা) বলেন, শত্রুদের পরিত্যক্ত স্থানে আবাস স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো তাদের ওপর বিজয়ের প্রভাব বহিঃপ্রকাশ করা ও হুকুম বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

করা এবং তারা যেন ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত কম করে। স্থানটি এভাবে আটকে রেখে যেন বলা হচ্ছে :

"তোমাদের মধ্যে কারো শক্তি থাকলে সে যেন আমাদের কাছে মোকাবিলার জন্য চলে আসে।"

ইবনে মুনির বলেন, এর সম্ভাব্য তাৎপর্য এও হতে পারে যে, এর দ্বারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে সে অঞ্চলবাসীর জন্য মেহমানদারীর সুযোগ যে স্থানে শত্রুরা আবদ্ধ হয়েছিল। তারা যেন সেখানে থেকে আল্লাহর কথা স্মরণ করে আনুগত্যশীল হয় এবং মুসলমানদের অনুভূতির সুগন্ধে সুবাহিত হয়ে মুসলমান হয়ে যেতে পারে। আর তিন দিন অবস্থানের দ্বারা মেহমানদারীর বিধান জানানোর তাৎপর্য নিহিত থাকতে পারে। কেননা মুসলমানদের মেহমানদারীত্ব তিন দিন হয়।

৫৩. লাঠি ভালোবাসতেন

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضى) : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِيْنَ، وَلاَ يَزَالُ فِىْ يَدِهِ مِنْهَا -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাঠি পছন্দ করতেন এবং সর্বদা তা তাঁর হাতে থাকত। (সুনানে আবু দাউদ ৪৫৫)

عَرَاجِيْنَ শব্দটি عَرْجُوْنَ এর বহুবচন, আর عَرْجُوْنَ হলো ছোট ডাল যাতে ফল ধরে। যখন তা শুকিয়ে যায় তখন তাকে এক কথায় বলা হয় লাঠি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে লাঠি রাখা ভালো মনে করতেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি তা ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপ একবার মসজিদের সামনে তিনি থুথু ফেলানো দেখলেন, তা তিনি লাঠি দ্বারা সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মানুষের মাঝে আসলেন এবং মসজিদের সামনে থুথু ফেলতে নিষেধ করে দিলেন।

৫৪. সবুজ রং ভালোবাসতেন

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ اَحَبُّ الاَلْوَانِ اِلَيْهِ الْخَضْرَةَ -

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল ﷺ নিকট প্রিয় রং ছিল সবুজ। (জামে সগীর, হাদীস নং ৪৬২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রিয় রং ছিল সবুজ পোশাক। কেননা, তা হলো জান্নাতের পোশাকের রং।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ رَمْثَةَ (رضى) قَالَ : اِنْطَلَقْتُ مَعَ اَبِىْ نَحْوِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ اَخْضَرَيْنِ -

আবু রমসাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে নবী করীম ﷺএর দরবারে গেলাম, অতপর তার গায়ে আমি দুটি সবুজ বর্ণের কাপড় দেখতে পেলাম। (সুনানে আবু দাউদ, হা: ৩৪৩০)

বলা যায় যে, সবুজের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং চলমান পানির দিকে তাকানোতে চোখের দৃষ্টিশক্তি মজবুত করে। এ সকল গুণ বৈশিষ্ট্যের জন্য সবুজ রং রাসূলের নিকট সবচেয়ে প্রিয় রং হিসেবে বিবেচিত ছিল। ইবনে বাত্তাল (রা) বলেন, সবুজের প্রতি ভালোবাসার আবশ্যকতা বুঝতে এ সব গুণই যথেষ্ট।

কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাসের সাথে মাঠের দিকে অগ্রসর হলাম। তখন কে যেন বললেন, এ সবুজ কতইনা সুন্দর! তখন আনাস (রা) বলেন, আমরা আলোচনা করছিলাম যে, রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রিয় রং হচ্ছে সবুজ রং।

৫৫. একথা শুনতে ভালোবাসতেন হে পথ প্রদর্শক! হে মুক্তি দূত!

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَخْرَجَ لِحَاجَتِهٖ يُعْجِبُهٗ اَنْ يَسْمَعَ يَا رَاشِدُ يَا نَجِيْحُ -

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোনো প্রয়োজনে বের হলে এ কথা শ্রবণ করতেন : "হে রাশেদ অর্থাৎ সৎপথ দিশা দানকারী হে নাজিহ অর্থাৎ কল্যাণ কামনাকারী।"

৫৬. সূর্য ঢলে পড়ার পর শত্রুর মোকাবেলা করা ভালোবাসতেন

عَنْ اَبِىْ اَوْفٰى (رضى) قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهٗ اَنْ يَلْقَى الْعَدُوَّ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ -

আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার পর শত্রুর মোকাবেলা করা রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন। (জামে সাগীর, হাদীস নং ৪৯৮৭)

www.pathagar.com

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সময়ে সূর্য ঢলে পড়ার পর শত্রুর মোকাবেলা করতে পছন্দ করতেন। কারণ, তা বাতাস প্রবাহের সময়, (আরব দেশে) মন সতেজ থাকার সময় এবং শরীর হালকা থাকার সময়। সে ক্ষেত্রে একথা অধিক গ্রহণযোগ্য। এ কারণে যে, রাসূল ﷺ বলেন, আসমানের দ্বারসমূহ এ সময় উন্মুক্ত করা হয়। সুতরাং এ সময়ে আমি সৎকাজ সম্পাদন করতে চাই। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫৩৩২)

কিন্তু এটা তার ব্যতিক্রমধর্মী স্বভাব যে, তিনি শত্রুদের ওপর এ সময় হানা দিতেন না। কারণ, এটা তাদের অবচেতনার তথা বিশ্রামের সময়।

৫৭. মেহেদীর ফুলকে ভালোবাসতেন

عَنْ اَنَسٍ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةَ .

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাগওয়া মেহেদী ফুলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২৪৮৫)

ফাগিয়া বলা হয় মেহেদীর কলিকে সাধারণত লোকে এটাকে মেহেদীর খেজুর বলে থাকে। আবার কেউ বলেছেন, ফাগিয়া ও 'ফাগু'।

৫৮. মেহেদী রং ভালোবাসতেন

عَنْ كَرِيْمَةَ اِبْنَةِ هَمَّامٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَاَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ، فَسَاَلَتْهَا اِمْرَاَةٌ، مَا تَقُوْلِيْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَنَّاءِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ حَبِيْبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ وَيَكْرَهُ رِيْحَهُ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْكُنَّ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ اَوْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ .

'হুমামের কন্যা কারিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম আয়েশা (রা)-এর জন্য একাকীত্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁকে তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, হে মু'মিনগণের মাতা! আপনি মেহেদী সম্পর্কে কী মন্তব্য করেন। তিনি বললেন, "আমার প্রিয় রাসূল ﷺ এটার রং পছন্দ করতেন এবং ঘ্রাণ অপছন্দ করতেন। তা তোমাদের জন্য হারাম নয় দুই ঋতুস্রাবের মাঝে কিংবা প্রতি ঋতুস্রাবের সময়ে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৪৭৪২)

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মেহেদীর রং পছন্দনীয় ছিল। এছাড়া তিনি পুরুষদেরকে তা দ্বারা সাদা চুল বা দাঁড়ি রঙিন করতে নির্দেশ দিতেন। তাই রাসূল ﷺ বলেন, "এ সাদা চুল বা দাঁড়ির রং পরিবর্তনের সবচেয়ে সুন্দর বস্তু হচ্ছে মেহেদী এবং কাতাম কালো ও লাল বর্ণ তৈরি হয় এমন এক প্রকার গাছ।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৪২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে তা দ্বারা রঙিন করতে আদেশ দিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : أَوْمَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِىُّ فَقَالَ : مَا اَدْرِىْ اَيَدَ رَجُلٍ اَمْ يَدُ اِمْرَاَةٍ؟ قَالَتْ بَلْ اِمْرَاَةٌ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ اِمْرَاَةً لِغَيْرِ اَظْفَارِكِ يَعْنِىْ بِالْحَنَّاءِ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা পর্দার আড়াল হতে নবী করীম ﷺ-কে ইঙ্গিত করলেন তার হাতের বই দ্বারা (তা নেওয়ার জন্য)। অতঃপর নবী ﷺ বইটি নিলেন এবং বললেন, বুঝলাম না এ কি পুরুষের হাত না কি মহিলার হাত? তিনি (মহিলাটি) বললেন, না মহিলা। রাসূল ﷺ বলেন, তুমি মহিলা হলে তোমার হাতের আঙ্গুলকে অবশ্যই মেহেদী দ্বারা রঙিন করতে।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৫১০)

পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে যাদের ভালোবাসতেন

৫৯. আবু বকর (রা)

রাসূল ﷺ সবাইকে ভালবাসতেন। তবে বিশেষভাবে কয়েকজনকে বেশি ভালবাসতেন মানুষের মাঝে রাসূলের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন আবু বকর সিদ্দক (রা)। (বিদায়া ও নিহায়া, ৩ : ২৭)

আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে কোমল পানিওয়ালা এক সৈনিকের নিকট প্রেরণ করলেন। আমি তাঁর নিকট আসলাম এবং বললাম আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় মানুষ কে? তিনি ﷺ বলেন আয়েশা (রা)। আমি বললাম পুরুষদের মধ্যে অধিক প্রিয় কে? তিনি বলেন, তাঁর পিতা। আমি বললাম অতপর কে? তিনি বলেন, উমর খাত্তাব (রা)। অতঃপর তিনি অনেক পুরুষের নাম বলতে থাকেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলুস সাহাবা)

www.pathagar.com

আবু বকর (রা) তিনি তো সিদ্দীকে আকবর ইবনে আবু কোহাফা। তিনি তো রাসূল ﷺ কে সত্যায়ন করেছিলেন যখন মানুষেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তিনি প্রতিরোধ করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁর ﷺ ওপর আক্রমণ করেছিল। তিনি তাঁর সাথে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, যখন তার সম্প্রদায় তাঁর দেশ মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল। তিনি ﷺ তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন উম্মতে ইসলামীর জন্য। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে প্রথম এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ (দশ) জনের একজন। তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ . وَلٰكِنْ اَخِيْ وَصَاحِبِيْ .

"আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু সে তো আমার ভাই ও সাথী। (বুখারী)

স্বাধীন পুরুষদের থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রথম ছিলেন আবু বকর (রা)। কোনো প্রকার প্রত্যাখ্যান ও দেরি না করে তিনি রাসূল ﷺ-কে দ্রুত সত্যায়ন করেন। ইউনুছ বলেন তিনি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন– আবু বকর (রা) রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! কুরাইশরা যা বলে তা কি সত্য? আমাদের ইলাহকে ত্যাগ করা আমাদের আকলকে-বুদ্ধিকে নির্বোধ মনে করা, আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভ্রান্ত মনে করে ত্যাগ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

بَلٰى اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَنَبِيُّهٗ بَعَثَنِيْ لاَ بَلِّغَ رِسَالَتَهٗ وَاَدْعُوْكَ اِلَى اللّٰهِ بِالْحَقِّ فَوَاللّٰهِ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ اَدْعُوْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِلَى اللّٰهِ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَلاَ تَعْبُدُ غَيْرَهٗ وَالْمُوَالاَةُ عَلٰى طَاعَتِهٖ .

"জী-হ্যাঁ, আমি আল্লাহর নবী ও রাসূল। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যাতে আমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিতে পারি। আর আমি তোমাকে মহাসত্য আল্লাহর দিকে ডাকছি। আর আল্লাহর শপথ নিশ্চয়ই তিনি সত্য।

www.pathagar.com

৬০. ওমর (রা)

আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে কোমল পানিওয়ালা এক সৈনিকের নিকট প্রেরণ করলেন, আমি তাঁর নিকট থেকে ফিরে এসে বললাম, আপনার নিকট মানুষের মাঝে সর্বাধিক প্রিয় কে? রাসূল ﷺ বলেন, আয়েশা (রা) আমি বললাম, পুরুষদের মধ্য থেকে অধিক প্রিয় কে? রাসূল ﷺ বলেন, তাঁর পিতা আবু বকর (রা)। আমি বললাম অতঃপর কোন ব্যক্তি? তিনি বলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা), অতঃপর তিনি গণনা করেন অনেক পুরুষের নাম। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলুস সাহাবা)

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)! তুমি জান ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)কে? কোন রাস্তা দিয়ে চলতেন, শয়তান যার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি কোনো রাস্তা দিয়ে চলতেন, শয়তান অন্য রাস্তা দিয়ে চলত, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিতীয় খলিফা এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। সর্বপ্রথম তাঁর ওপর আমিরুল মু'মিনীন উপাধি প্রয়োগ করা হয়। তিনি হলেন বিশাল বিজয়ের অধিকারী, অগ্নিপূজারী পারস্য দেশকে খণ্ড বিখণ্ডকারী, ক্রুশওয়ালা রোমদের হাত থেকে শাম দেশ বিজয়কারী, আর তিনি হলেন বায়তুল আকসা উদ্ধারকারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ কামনা করতেন। রাসূল ﷺ এ বলে দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلٍ وَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

"হে আল্লাহ! আবু জাহল বা ওমর ইবনে খাত্তাব এ জাতীয় লোকের কোনো একজনের ভালোবাসা দ্বারা তুমি ইসলামকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান কর।

(তিরমিযী হা: ২৯০৭)

তাঁর নিকট উক্ত দুজনের মধ্যে প্রিয় ওমর (রা)। ওমর (রা) ছিলেন জেদী স্বভাবের সুপুরুষ। তিনি তার পেছনে যা ছিল তা কামনা করতেন না অর্থাৎ কুফরীতে ফিরে যাওয়া। যখন ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা নিরাপদ ও নিশ্চিত হলেন তার ও হামযা (রা)-এর দ্বারা, এমনকি তারা কোরাইশদের ওপর বিজয়ী হলেন। ইবনে মাসউদ ((রা) বলেন–

ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণ ছিল বিজয়। তাঁর হিজরত ছিল সাহায্য। তাঁর নেতৃত্ব ছিল রহমত স্বরূপ। ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা কা'বা ঘরে

www.pathagar.com

সালাত পড়তে পারতাম না। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, যুদ্ধ করলেন কুরাইশদের সাথে এমনকি তিনি কাবার নিকট সালাত পড়লেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সালাত পড়লাম।

ওমর (রা) বলেন– مَا زِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ .

"ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত তোমাদের কোনো সম্মান ছিল না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর (রা) কে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর রাসূল ﷺ স্বপ্নে দেখেছেন তাদের খিলাফত লাভ এবং খিলাফতকাল কেমন হবে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন–

اُرِيْتَ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَنْزَعُ بِدَلْوِ بِكْرَةٍ عَلٰى قَلِيْبٍ . فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيْفًا . وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهٗ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا . فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِىْ فَرِيَّهٗ حَتّٰى رَوَى النَّاسَ وَضَرَبُوْا بِطَعْنٍ .

"আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে আমি কূপের নিকট বালতির রশি টানছি। অত:পর আবু বকর (রা) বড় একটি বালতি বা দুটি বালতি খুব দুর্বলভাবে টানলেন। আল্লাহ আবু বকর (রা) কে মাফ করুন। অত:পর ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) আসলেন, অত:পর সেটা এক বিশাল বালতিতে রূপান্তরিত হলো। আর আমি প্রতিভাবান মেধাবী কোনো লোককে দেখিনি যে একে কেটে টুকরা টুকরো করে দিবে আর মানুষগুলো পরিতৃপ্ত হবে। আর তারা নির্মাণ করল উট পানি পানের পর বসার স্থান। (বুখারী)

রাসূল ﷺ বলেন–

اَيُّهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ . مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانَ سَالِكًا فَجَاءَ قَطُّ الاَسْلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ .

" হে ইবনে খাত্তাব! সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমার সাথে শয়তান কখনো কোন দিন তোমার পথে চলে না, তবে তুমি যে পথ দিয়ে চল সে তোমার পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে চলে। (বুখারী)

শয়তান যা করার নির্দেশ দিত ওমর (রা) তার বিপরীতে কঠোরতার পথ অবলম্বন করতেন।

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন– أَشَدُّهُمْ فِىْ أَمْرِ اللّٰهِ عُمَرِ

"আল্লাহর কাজের ব্যাপারে ওমর (রা) ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন।
(তিরমিযী)

এভাবে নবী করীম ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে–

لَوْ كَانَ نَبِىٌّ بَعْدِىْ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ

আমার পরে যদি কোনো নবী হত তাহলে সে অবশ্যই ওমর হত। (তিরমিযী)

এ হাদীসে ওমর (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নবী ও রাসূলদের বৈশিষ্ট্য থেকে যা কিছু মর্যাদা দান করেছেন সে বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন–

لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِىْ أُمَّتِىْ أَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرُ ـ

তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল যাদের ইলহাম করা হয়। আমার উম্মতের কেউ এরূপ হলে সে হবে উমর। (বুখারী)

৬১. উসমান (রা)

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা), উসমান (রা)-এর ব্যাপারে বলেন–

تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি উসমান (রা)-এর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন।'"

দুই নূরের অধিকারী' অর্থাৎ রাসূলের 'দুই কন্যার স্বামী' উসমান ইবনে আফফান (রা) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। তিনি শুরা বা পরামর্শ সভার ছয় সদস্যের একজন ছিলেন। তিনি তিনজনের একজন ছিলেন যাদেরকে খিলাফতের দায়িত্বের জন্য ছয়জন সাহাবী থেকে বাছাই করা হয়েছিল। তিনি আনসার ও মুহাজিরদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খলিফা মনোনীত হন। তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা। রাসূলের জামাই তার কন্যা থেকে দুই কন্যা রুকাইয়া ও তার মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুমের (রা) স্বামী। তিনি ছিলেন এমন শহীদ যার ব্যাপারে ফেরেশতারা লজ্জাবোধ করে।

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ বলেন–

مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ . وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ
مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ .

“ যে রোমা কূপ খনন করে দিবে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। উসমান (রা) তা খনন করে দেন। যে উসরার অভাবগ্রস্ত সৈন্যদের প্রস্তুত করে দিবে তাঁর জন্য রয়েছে জান্নাত। আর তা উসমান (রা) প্রস্তুত করে দিলেন। (বুখারী)

তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াতে দ্রুত সাড়া দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যা প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রতি তিনি ঈমান এনেছেন। হাবশা ও মদীনায় তিনি দুটি হিজরত করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ এর সঙ্গ দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট বাই'আত করেছেন। তিনি আজীবন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কখনো তিনি অবাধ্য হননি, তাঁর সাথে প্রতারণা করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। উসমান (রা) আবু বকর (রা)-এর তার সাথীত্ব ছিল কতইনা চমৎকার।

তিনি ওমর (রা) এর সাথী ছিলেন। আর তার এ সাথীত্ব ছিল চমৎকার। ওমর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পরামর্শ সভার ছয় সদস্য যাকে নির্ধারণ করেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইসলামী বিশ্বের খলীফা মনোনীত হন এবং তিনি ছিলেন আমিরুল মু'মিনীন।

৬২. আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে ভালোবাসতেন

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবারের দিন বলেছেন–

لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ .

“আগামীকাল আমি এ পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবো, যাঁর হাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভালোবাসেন আর স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ও তাকে ভালোবাসেন।” মানুষ তাদের রাতসমূহ নির্ঘুম অবস্থায় কাটিয়ে দেয় যে, কাকে পতাকা দেওয়া হবে? যখন মানুষের সকালে ঘুম ভাঙ্গল তখন সকলে রাসূল ﷺ-এর নিকট সকাল সকাল এ আশায় উপস্থিত হলো যে, এটা তাঁকে হয়তো দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ

আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? فَارْسِلُوْا إِلَيْهِ তোমরা তাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দাও।" আলী (রা) কে নিয়ে আসা হলো। আলী (রা) অসুস্থ ছিলেন। তার চোখে ব্যথা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই চোখে থুথু দিলেন এবং তার জন্য দুআ করলে তিনি সুস্থ হলেন, মনে হয় যেন তার কোনো ব্যথা ছিল না। অতঃপর রাসূল ﷺ আলী (রা) কে পতাকা দিলেন। আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তারা আমাদের মত না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

أَنْفِذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ . فَوَاللّٰهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ .

"তুমি শান্তভাবে সম্পন্ন করবে যতক্ষণ না তুমি তাদের আঙিনায় অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে। আর তাদের জানিয়ে দাও আল্লাহর হক থেকে যা কিছু তাদের ওপর ওয়াজিব। আল্লাহর শপথ! তোমার হাতে আল্লাহ তাদের একজনকে হিদায়াত দান তোমার অনেক জন্তু-গাধা থেকে পাওয়া অনেক উত্তম।"

তিনি হলেন আলী (রা) ইবনে আবু তালিব ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ইবনে হাশেম আল কুরাইশী আল হাশেমী; হাসান ও হুসাইনের (রা) পিতা, রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই। তিনি রাসূলের নবুওয়্যাতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রতিপালন করেন। আর তার সাথে রাসূল ﷺ-এর প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমা জোহরা (রা)-কে বিবাহ দেন। শুরু থেকেই তাঁকে সাথে রাখা আবশ্যক করে নেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাকে বিছিন্ন করেননি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আলী (রা)-এর ওপর ছিলেন সন্তুষ্ট। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। তিনি ছিলেন পরামর্শ সভার ছয় সদস্যের একজন। খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলিফা।

www.pathagar.com

৬৩. যুবায়ির ইবনে আওয়াম (রা) কে ভালোবাসতেন

মারওয়ান ইবনে হাকাম বলেন, কোনো এক বছর ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর নাক দিয়ে অনবরত রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে হজ্বে যেতে পারেননি। তখন কাউকে তার পক্ষ হয়ে হজ্বটি আদায় করে দেয়ার জন্য অসিয়ত করলেন। তারপর কোরাইশদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আগমন করলেন এবং বললেন হজ্ব আদায় করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন। তখন উসমান (রা) এবং উপস্থিত লোকেরা তাকে হজ্ব আদায় করে দেয়ার জন্য বলল। আগন্তুক ব্যক্তি বলল হ্যাঁ ঠিক আছে। উসমান (রা) বললেন আগন্তুক ব্যক্তি কে? তখন সে চুপ থাকল। তারপর অন্য আরেক ব্যক্তি আগমন করলে বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে হারেস বলেই মনে করলাম। সে বলল হজ্ব আদায় করে দেওয়ার জন্য আমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন।

তারপর উসমান (রা) এবং লোকেরা তাকে হজ্ব আদায় করে দেওয়ার জন্য বললেন। উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন সে কে? সে চুপ থাকল, বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তারা বলেছিলেন নিশ্চয়ই তিনি যুবাইর (রা)। উত্তরে উসমান (রা) বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওসমান (রা) আরও বলেন, জেনে রাখ ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন যতটুকু আমি জানি তাদের মধ্যে যুবাইর (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ এর নিকট সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ছিলেন। (সহীহ বুখারী)

কাতাদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাওয়ারী হলো যিনি খিলাফতের জন্য উপযুক্ত। কাতাদা (রা) আরও বলেন, খিলাফতের জন্য উপযুক্ত হলেন যুবাইর (রা)। উয়াইনা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী। কেউ কেউ বলেন, হাওয়ারী অর্থ বিশেষ ব্যক্তি।

যুবাইর (রা) ছিলেন মুহাম্মদ ﷺ-এর ফুফু আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়া (রা)-এর ছেলে। তিনি ছিলেন আবু বকর (রা)-এর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর বোন আছমা (রা)-এর স্বামী। হিজরতের পরে জন্মগ্রহণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মুসলমানদের প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তান। আর তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন।

আর তিনি ছিলেন পরামর্শ সভার ছয়জন সদস্যেদের মধ্যে অন্যতম। যাদেরকে রাসূল ﷺ পূর্ণ পাওনা উসূল করে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

৬৪. তালহা (রা)-কে ভালোবাসতেন

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তালহা সম্পর্কে বলেন, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তালহা (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। (বুখারী) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) অধিক দানশীল ও বদান্যতার জন্য তালহাতুল খাইরি 'তালহাতুল ফায়য়াজ' এবং 'তালহাতুল জুদ' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। কায়েস ইবনে আবি হাযিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছিলাম। তিনি চাওয়া ব্যতীত লোকদেরকে এত অধিক দান করতেন, আমি অন্য কোনো ব্যক্তিকে এরূপ দান করতে দেখিনি।"

তিনি আবু বকর (রা)-এর হাতে ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নওফল ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আল আদাইয়াহ, তালহা (রা) এবং আবু বকর (রা) উভয়কে এক রশিতে বেঁধেছিল। বনী তামীম গোত্র তাদেরকে ইসলাম হতে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। এজন্য আবু বকর (রা) ও তালহা (রা) কে দুই সঙ্গী বলা হয়। তালহা (রা) মদীনায় হিজরত করেছিলেন। রাসূলে করীম ﷺ তাঁরও আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। তালহা (রা) বদর যুদ্ধ ছাড়া সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কেননা তিনি বদরের যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন করেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ তাঁকে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। এ জন্য মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল ও পুরস্কার প্রদান করেন।

উহুদের যুদ্ধে ছিল তাঁর উজ্জ্বল হস্ত। মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দেহে দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন। আর তিনি একটি বিশাল পাথরের ওপর উঠতে চাইলেন: কিন্তু তিনি পারেননি। তখন তালহা (রা) তাঁর পিঠ নুয়ে দিল। মুহাম্মদ ﷺ তালহা (রা) পিঠে আরোহণ করে পাহাড়ের ওপর সমাসীন হলেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন "তালহা (রা)-এর জন্য জান্নাত অবধারিত।" আর তালহা (রা) যে হাত দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ কে রক্ষা করলেন তাঁর সে হাতটি অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার হাতটি অবশ ছিল। কায়েস ইবনে আবু হাজিম (রা) বলেন, যে হাত দ্বারা তালহা (রা) রাসূল ﷺ কে রক্ষা করেছিলেন সে হাতটি অবশ হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

৬৫. সা'দ (রা)-কে ভালোবাসতেন

ওমর খাত্তাব (রা) সা'দ সম্পর্কে বলেন, নবী করীম ﷺ এমতাবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন যে, তিনি সা'দ (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। (বুখারী)

তিনি হলেন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী দশজনের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছয়জন শুরা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রাসূল ﷺ এমতাবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন যে, তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

সা'দ (রা) ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। সা'দ (রা) বলেন, যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ইসলামের এক তৃতীয়াংশ হিসেবে দেখবেন। (বুখারী)

সা'দ (রা)-কে উদ্দেশ্য করে কুরআন মজীদের অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একদা সা'দ (র)-এর মা শপথ করে বলেন যে, আমার পুত্র সা'দ (রা) যে পর্যন্ত তার নতুন ধর্ম প্রত্যাখ্যান না করবে সে পর্যন্ত আমি তার সাথে কথা বলবো না এবং পানাহার করবো না। সা'দের (রা) মা সা'দকে বলেন, আমি মনে করি নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তোমার মাতা পিতা সম্পর্কে উপদেশ দিবেন। আমি তোমার মা হিসেবে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর। তারপর সা'দের (রা) মা তিনদিন পর্যন্ত পানাহার ছেড়ে নীরবে কাটান, এমনকি তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়েন।

তারপর উমারা নামে তাঁর আরেক পুত্র গিয়ে তাকে পানাহার করান। আর তিনি সা'দকে (রা) বদদোয়া করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনের নিম্ন আয়াতটি নাযিল করেন–

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ

"যদি তোমার মাতা-পিতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। এ ব্যাপারে তুমি তাদেরকে অনুসরণ করো না। তবে পার্থিব জগতে সদাচরণের সাথে তাদের সাহচর্য অবলম্বন কর। (সূরা লুকমান: আয়াত-১৫)

www.pathagar.com

৬৬. আবু উবায়দা (রা) কে ভালোবাসতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ এর কাছে প্রিয়তম সাহাবী কে ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন, আবু বকর (রা), আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন, ওমর (রা)। আমি বললাম তারপর কে? তিনি বলেন, তারপর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)। আমি বললাম, তারপর কে, তিনি চুপ থাকলেন।

(বিদায়ওয়ান নিহায়া, ৭/৭৮ পৃ: ৯৪ পৃ. সীরাতুন নবী ﷺ ইবনে হিশাম ২/৮০ পৃ:)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ কতইনা ভালো লোক।

(তিরমিযী হা: ২৯৫৮)

তিনি ছিলেন সেই মহান বীর সাহসী আমির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাররাহ ইসলামী উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্যতম। আবু বকর (রা)-এর হাতে এক দিনে যে পাঁচজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তারা হলেন উসমান ইবনে মাজয়ুন (রা), উবায়দা ইবনুল হারিস (রা), আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, আবু সালমা ইবনে আবদুল আসা'দ (রা) এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)। তিনি (আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ) ছিলেন সিরিয়ার মুসলিম বাহিনীর আমির। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যাঁকে আমিরুল উমারা তথা আমীরদের আমির নামে অভিহিত করা হয়।

৬৭. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে ভালোবাসতেন

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আব্দুর রহমান (রা) প্রসঙ্গে বলেন, নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

(বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৬৩পৃ.)

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের অন্যতম একজন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ছয়জন শুরা সদস্যের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণকারী অগ্রগামী আটজনের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি আবু বকর সিদ্দিক (রা) -এর হাতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি প্রথমে মহানবী ﷺ তাঁর সাথে সা'দ ইবনে রাবির (রা) মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে বদরসহ তৎপরবর্তীতে সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে বনী কিলাবের দিকে প্রেরণ করে সেখানকার আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁর উভয় কাঁধে পাগড়ীর শিমলা ঝুলিয়ে দেন যেন তাঁর ওপর নেতৃত্বটি

www.pathagar.com

নেতৃত্বের জন্যই হয়। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ উভয়ের মধ্যে কতিপয় যুদ্ধে কথা কাটিকাটি হয়। কথা বলার কোনো এক পর্যায়ে খালিদ (রা) তাঁকে কড়া কথা বলেন, যখন এ সংবাদ রাসূল ﷺ এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিওনা। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও দান করে তথাপিও তাঁদের কারো বিস্তৃতি পর্যন্ত পৌঁছবে না এবং কারো মাথার রুমালের সমান হবে না। (বুখারী)

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) রাসূল ﷺ-এর যুগে তাঁর অর্ধেক সম্পদ (চার হাজার দিনার) দান করেন। এরপর চল্লিশ হাজার দিনারও দান করেন, পরে আবার চল্লিশ হাজার দিনার দান করেন। এরপর পুনরায় তিনি আল্লাহর পথে পাঁচশত ঘোড়া দান করেন। তারপর পাঁচশত বাহন আল্লাহর পথে দান করেন। তার অধিকাংশ সম্পদ ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) ওসমান কে খিলাফতের জন্য উপস্থাপন করেছিলেন এবং তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করাতে কঠোর পরিশ্রম করেন। যখন ওমর ইবনুল খাত্তাবকে (রা) বলা হলো, আপনি খলিফা নিযুক্ত করুন। উত্তরে ওমর (রা) বলেন এ ব্যাপারে এ দলটি ছাড়া কাউকে উপযোগী হিসেবে আমি পাইনি। আর আল্লাহর রাসূল ইন্তিকাল করেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

৬৮. যায়েদ (রা) ইবনে হারেসা (রা)-কে ভালোবাসতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ একদল লোক প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা) কে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। কতিপয় ব্যক্তি তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে তাঁকে কথা দ্বারা আঘাত করল। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে কথার দ্বারা আঘাত করছ। ইতোপূর্বে তো তোমরাই তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে কথার দ্বারা আঘাত করেছিল। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তাকে নেতৃত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নিশ্চয়ই সে-তথা উসামাহ (রা) মানুষের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি তথা যায়েদ তার পরে আমার নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়।

www.pathagar.com

৬৯. উসামা (রা)-কে ভালোবাসতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর(রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। কিছু কিছু মানুষ তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে তাঁকে কথা দ্বারা আঘাত করছিল। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে তাকে কথা দ্বারা আঘাত করছ। নিশ্চয়ই ইতোপূর্বেও তো তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে তাঁকে কথা দ্বারা আঘাত করছিলে। যদিও যায়েদ আমার কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিল। (বুখারী ঐ)

আর নিশ্চয়ই উসামা (রা) তাঁর পিতা যায়েদের পরে আমার নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহর রাসূল বলেন, ফাতেমা ছাড়া মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো উসামা। (আল-বাণীর আহাদীসে সহীহা: ঘ পৃ:)

এ সেই উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা! যিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর ভালোবাসার পুত্র ভালোবাসা। নবী করীম ﷺ তাঁকে ও হাসানকে ধরে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি উভয়কে ভালোবাসি, নিশ্চয়ই আমি উভয়কে ভালোবাসি।

(বুখারী ঐ)

আর এটাই হচ্ছে হাসান (রা) ও উসামা (রা)-এর জন্য মহান সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। একদিন উসামা (রা)-এর নাক হতে সর্দি প্রবাহিত হচ্ছিল, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম উসামার সর্দি পরিষ্কার করতে ইচ্ছা করলেন, তখন আয়েশা (রা) বলেন, আমাকে দিন আমি এটা পরিষ্কার করে দেব। রাসূল ﷺ বলেন, হে আয়েশা! তুমি তাঁকে ভালোবাসো অর্থাৎ আদর করো, নিশ্চয়ই আমিও তাকে ভালোবাসি আদর করি।" (সুনানে তিরমিযী হা: ৩০০১)

৭০. আম্মার ইবনে ইয়াছার (রা)কে ভালোবাসতেন

আমর ইবনুল আছ (রা) বলেন, "আমি তোমার কাছে এমন দু'জন ব্যক্তির কথা আলোচনা করব, রাসূলে করীম ﷺ ইন্তিকাল করেছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তাদেরকে ভালোবাসতেন বা মুহাব্বত করতেন। তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং আম্মার ইবনে ইয়াছার (রা)। (মুসনাদে আহমাদ, ১৭৭৩৪)

আম্মার ইবনে ইয়াছার (রা)-এর উপনাম ছিল আবুল ইয়াকযান। তিনি ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যে নিজের ঘরকে মসজিদে পরিণত করেছিলেন। তিনি সেখানে

www.pathagar.com

ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন। যে সাত জন লোক প্রথম ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনি এবং তাঁর মাও ছিলেন। আল্লাহর পথে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের মধ্যে তিনি, তাঁর পিতা এবং তাঁর মা সুমাইয়া বিনতে বাই'আত (রা) ছিলেন।

মুশরিকগণ তাঁকে, তাঁর মা-বাবাকে নিয়ে দ্বিপ্রহরে সূর্য প্রখর উত্তপ্ত হওয়ার সময় বের হতো এবং সূর্যের প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত বালু রাশি দ্বারা তাঁদেরকে শাস্তি দিতো এবং তারা তাঁর মাকে হত্যা করেছিল। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ। আম্মার (রা) অপছন্দনীয়ভাবে তার মুখ দিয়ে তাই বলতেন যা তারা ইচ্ছা করত যখন আঘাত ও কষ্ট তার কাছে পৌছতে। তিনি যা মুখে বলতেন, তাঁর অন্তর তা অস্বীকার করত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁর অন্তর ছিল প্রশান্ত। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ওযর পেশ করার জন্য আসেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে অবতীর্ণ করেন–

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ .

"যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত। (সূরা নাহল, আয়াত-১০৩)

৭১. ভালোবাসতেন হাসান (রা)-কে

বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি নবী করীম ﷺ-কে এমতাবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আলী (রা)-এর ছেলে হাসান তার কাঁধে উঠা অবস্থায় ছিল। এ অবস্থায় তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তাঁকে ভালোবাসি সুতরাং, তুমিও তাকে ভালোবাস এবং তাদেরকে ভালোবাস যাঁরা তাকে ভালোবাসে। (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "হাসান সম্পর্কে বলেন হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তাকে ভালোবাসি। কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাস এবং তাদেরকে ভালোবাস যাঁরা তাকে ভালোবাসে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ যা বলার তা বলতেন যে, আমার কাছে আলী (রা)-এর ছেলে হাসান (রা)-এর চেয়ে আর কেউ অধিক প্রিয় নয়।

www.pathagar.com

৭২. হোসাইন (রা)-কে ভালোবাসতেন

নবী করীম বলেন, আমার এ দুই নাতিদ্বয় এবং আমার কন্যার দুই পুত্র সন্তান। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি। কাজেই আপনিও তাদেরকে ভালোবাসেন এবং যাঁরা তাঁদের উভয়কে ভালোবাসে আপনি তাদেরকেও ভালোবাসেন। রাসূলে করীম আরো ইরশাদ করেন, হোসাইন আমার পক্ষ থেকে আমিও হোসাইনের পক্ষ থেকে। যাঁরা হোসাইন (রা)-কে ভালোবাসে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ও ভালোবাসেন।"

হোসাইন (রা) ছিলেন বহিত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হলেন হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। রাসূলুল্লাহ -এর প্রিয়তমা আদরের কন্যা ফাতিমাতুয যাহ্‌রা (রা)-এর পুত্র। যে জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার। পৃথিবীতে রাসূলের সুগন্ধ, শহীদ দৌহিত্র। হোসাইন (রা) তাঁর বড় ভাই। হাসানের চার বছর বয়সের সময় জন্মগ্রহণ করেন। কাতাদা (রা) বলেন, হাসানের বয়স যখন ছয় বছর পাঁচ মাস পনের দিন, তখন হোসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

নবী করীম থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁকে তাহনিক করলেন অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে তাঁর মুখে দিলেন এবং স্বীয় মুখ থেকে থুথু তার মুখে দিলেন, তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁকে হোসাইন (রা) নাম রাখেন। তাঁর পিতা ইতোপূর্বে হারব নামে নামকরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, জাফর নামে নামকরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁর জন্মের সপ্তম দিবসে নামকরণ করেন। তাঁর চেহারা নবী করীম -এর চেহারার অনুরূপ ছিল। নবী করীম তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। প্রিয় রাসূল -এর নাতিদ্বয় হাসান ও হোসাইন (রা)-এর জীবনে অনেক গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। নবী করীম তাঁদের প্রসঙ্গে বলেন, 'পৃথিবীতে তারা উভয়ে আমার সুগন্ধি ফুলস্বরূপ। আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন, হাসান এবং হোসাইন (রা) হলেন, জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার।
(তিরমিযী-২৯৬)

৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে ভালোবাসতেন

আমর ইবনে আস (রা) কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমি তোমার নিকট দুজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলব যে দুজন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এ দু'জন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও আম্মার ইবনে ইয়াছির (রা)। (মুসনাদে আহমদ-১৭৭৩৪)

তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যার পিতা জাহেলী যুগে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। এ কারণেই কখনো কখনো তাঁকে (ইবনে উম্মে আবদ) মায়ের সন্তান হিসেবে ডাকা হতো।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন– "আমি বাল্যকালে ওকবা ইবনে আবু মুয়িতের বকরি চরাতাম বা চরাচ্ছিলাম। এমন সময় নবী করীম ﷺ ও আবু বকর (রা) আমার কাছে আসলেন।

মুশরিকদের অনেকেই সেখান থেকে দূরে সরে গেলেন। তারা দুজনে আমাকে বললেন, হে বৎস! তোমার কাছে কী আমাদেরকে পান করানোর মতো কিছু দুধ আছে? আমি বললাম আমি এগুলোর মালিক না শুধু দায়িত্বশীল। আমি আপনাদের পান করাতে অক্ষমতা প্রকাশ করছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ বলেন, তোমার কাছে কি ছোট বকরী আছে যার বয়স পাঁচ মাস কিংবা তার বেশি যার এখনো দুধ আসেনি। আমি বললাম হ্যাঁ আছে। অতঃপর আমি পাল থেকে তাদেরকে একটি বাছুর এনে দিলাম। রাসূল ﷺ তার স্তন মাসেহ করলে তার স্তন বৃদ্ধি পেল অতপর আবু বকর (রা) একটি পাত্র নিয়ে আসলেন এবং দুধ দোহন করলেন। দুধ দোহনের পর নবী করীম ﷺ আবু বকর (রা) ও আমি ঐ দুধ পান করলাম। পান করার পর নবী করীম ﷺ বকরির স্তনের উদ্দেশ্যে বললেন, সংকীর্ণ হয়ে যাও বা শুকিয়ে যাও। সাথে সাথে তা শুকিয়ে গেল এবং বকরীটা ফেরত দিলেন।

অতপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম। আমাকে এ কথাগুলো দিন : নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি শিক্ষিত বালক, অতঃপর আমি তার থেকে সত্তরটি সূরা মুখস্থ করলাম যার একটি আজও পর্যন্ত আমি ভুলে যাইনি। যার একটিও আমার কাছ থেকে কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারেনি। (মুসনাদে আহমদ-৪৪১২)

৭৪. মু'আজ (রা)-কে অধিক স্নেহ করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে মু'আজ! আল্লাহর কসম নিশ্চয় আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। (আবু দাউদ-১৩৪৭)

তিনি হচ্ছেন মু'আজ ইবনে জাবাল (রা)। খাযরাজ গোত্রের আনসার সাহাবী তিনি বদরসহ পরবর্তী প্রায় সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন চারজন আনসারদের মধ্যে অন্যতম যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় কুরআন একত্রিকরণ করেছিলেন। (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার)

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে যে চার জন সাহাবী কুরআন একত্রিতকরণ করেছিলেন তারা সকলেই ছিলেন আনসারী। তাঁরা হলেন উবাই ইবনে কাব, মু'আজ ইবনে জাবাল (রা), যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) ও আবু যাইদ (রা)। (তিরমিযী-২৯৮৩)

www.pathagar.com

মু'আজ (রা) যিনি ছিলেন হালাল-হারামের ব্যাপারে বেশি সচেতন ও অভিজ্ঞ। যেমন নবী করীম ﷺ বলেছেন, হালাল-হারামের বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ হচ্ছে মু'আজ ইবনে জাবাল। (তিরমিযী-২৯৮১)

একবার নবী করীম ﷺ মু'আজ (রা)-কে হাত ধরে উপদেশ দান করেছিলেন, হে মু'আজ! আমি তোমাকে অসিয়ত করেছি যে তুমি প্রতি সালাতে এ দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন, আপনার যিকর, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উত্তম বান্দা হওয়ার ব্যাপারে।"

নবী করীম ﷺ আরো বলেন, "মু'আজ ইবনে জাবাল (রা) হচ্ছে সুপ্রশংসিত।" (তিরমিযী-২৯৮৪)

৭৫. রাসূল ﷺ-এর প্রিয়ভাজন আবু জর গিফারী (রা)-কে ভালোবাসতেন

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার সাহাবীদের মধ্যে চারজনকে অত্যাধিক ভালোবাসেন। আল্লাহ আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন তাঁদেরকে ভালোবাসি। সাহাবীরা বলল, সে সব ভাগ্যবান লোক কারা? রাসূল ﷺ বলেন, আলী (রা), আবু জর গিফারী (রা), সালমান ফারসী (রা) মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ আলী কিন্দী (রা)।

আবু জর গিফারী (রা)-এর নাম হলো জুনদুব ইবনে জানদাহ। তিনি গিফারী বংশের লোক ছিলেন। যখন আবু জর গিফারী (রা)-এর কাছে দাওয়াত পৌঁছলো তখন তিনি তাঁর ভাইকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করলেন, যাতে তিনি দাওয়াতের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে আসতে পারেন।

পরে আবু জর গিফারী (রা) নিজে এসে রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে ইসলামের সুমহান বাণী শ্রবণ করলেন এবং সে স্থানেই তিনি ইসলাম কবুল করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন কর এবং তাদেরকে ইসলামের এ সংবাদ দান কর। যতক্ষণ না তোমার নিকট আমার নির্দেশ না পৌঁছে।" আবু জর (রা) বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি এ কথা চিৎকার দিয়ে প্রকাশ করব। পরে তিনি সে স্থান থেকে বের

হয়ে মসজিদে হারামে উপনীত হয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে লাগলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" তিনি সম্প্রদায়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন এবং লোকেরা তাঁকে প্রহার করল এবং তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিল। তিনি আব্বাসের (রা) নিকট আসলেন এবং আবু জর (রা)-কে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এলেন।

আব্বাস (রা) বললেন, "তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমরা কী জাননা ইনি হচ্ছেন গিফারী বংশের লোক। তোমরা তার পথ মারিয়ে শাম দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে গমন কর। অতঃপর তিনি তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন। তিনি অনুরূপভাবে আবার এ দাওয়াত নিয়ে তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা তাঁকে প্রহার করলো এবং তাঁর প্রতি উত্তেজিত হলো। আবার আব্বাস (রা) তাঁকে বাঁচানোর জন্যে ঝুঁকে পড়ল।" (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার)

আবু জর গিফারী (রা) বলেন, তিনি হলেন, সেই প্রথম ব্যক্তি যাকে রাসূল ﷺ সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জ্ঞাপন করে ছিলেন।

আবু জর (রা) বলেন, রাসূল ﷺ হাজরে আসওয়াদের নিকট আগমন করলেন। এমনকি তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ সেখানে সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায়ের শেষে আবু জর বললেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে রাসূল ﷺ সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন।

আবু জর গিফারী (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রত্যুত্তরে রাসূল ﷺ ও বলেন, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

(মুসলিম, কিতাবু মানাকিবিল আনসার)

৭৬. রাসূলের অন্যতম সাহাবী সালমান ফারসী (রা) ভালোবাসতেন

আবু বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে চারজনকে অধিক ভালোবাসি। আমাকে তিনি খবর দিলেন আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসেন এবং আমাকেও তাঁদেরকে ভালোবাসতে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কারা? রাসূল ﷺ বলেন, তাঁরা হলেন, আলী (রা), আবু জর গিফারী (রা), সালমান ফারসী (রা), মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ কানদী (রা)।

(মুসনাদে আহমদ-১২৮৬৪)

www.pathagar.com

তাঁর নাম সালমান ফারসী অথবা সালমানুল খাইর আবু আবদুল্লাহ ইবনে আল ইসলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উচুঁস্তরের একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি রাজ পরিবারের সুদক্ষ সন্তান ছিলেন। তিনি সত্যের প্রতি আসক্ত হন। আল্লাহর এ প্রশস্ত জমিনে সত্যের সন্ধানের জন্য বেরিয়ে যান। নবী করীম ﷺ-এর হিজরতের পূর্বেই তিনি মদিনায় গমন করেন। হিজরতের প্রথম দিকে তিনি ইসলাম কবুল করেন। সালমান ফারসী ﷺ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একজন অগ্নিপূজক ছিলেন।

৭৭. মদীনার আনসার সাহাবীগণ সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন

আনাস (রা) বলেন, আনসারী এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন। রাসূল ﷺ তাদের সাথে কথা বলেন। রাসূল ﷺ বলেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ!, আপনারা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। "অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহ! এরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। রাসূল ﷺ এ কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করলেন।

(বুখারী, কিতাবু মানাকিবে আনসার)

আনসার হলেন সে সব মদীনার মহান সাহাবীগণ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে সীমাহীন সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। তারা নবী করীম ﷺ ও তাঁর মক্কা থেকে হিজরত করে আসা নিঃস্ব সাহাবাদের আশ্রয় প্রদান করেছেন, সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং তারা তাদের শহর মদীনাকে উপস্থাপন করেছেন। ফলে মদীনা ইসলামী বিশ্বের প্রধান নগরী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং বিশ্বের প্রতিটি স্থানে নবী করীম ﷺ দাওয়াতের পৌছিয়েছেন। তারা হলেন আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। রাসূল ﷺ তাঁদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনকে ঈমানের নিদর্শন ও তাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করাকে কপটতার শামিল হিসেবে গণ্য করেছেন। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সম্পর্কে বলেন, মু'মিনরাই কেবলমাত্র আনসারদের প্রতি হৃদ্যতা দেখায়। আর মুনাফিকরাই তাঁদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে। অতএব যাঁরা তাঁদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করল আল্লাহ তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন। এ আনসারদের সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেন, "আনসাররা যদি কোন উপত্যকা কিংবা রাস্তায় চলে, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকায় চলব। আর যদি হিজরত না হতো তবে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিবে আনসার)

www.pathagar.com

নারী সাহাবীদের মধ্যে যাদের ভালোবাসতেন

৭৮. খাদিজাতুল কুবরা (রা)-কে অত্যাধিক ভালোবাসতেন

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে খাদিজা (রা) ছাড়া প্রত্যেকের সাথেই আমার সাক্ষাত লাভ হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এর কিছু অংশ খাদিজার (রা) প্রিয়জনদের কাছে পৌছে দাও।

আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে খাদিজা (রা)-এর ব্যাপারে রাগান্বিত হই। তখন রাসূল ﷺ বলেন, "তার (খাদিজা) ভালোবাসা আমাকে রিযিক হিসেবে দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম, ফাযায়িলুস সাহাবা)

খাদিজা (রা) ছিলেন খুয়াইলিদের কন্যা, পুতপবিত্র রমণী, উম্মুল মু'মিনীন মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উত্তম রমণীদের মধ্যে অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানদের মাঝে ইব্রাহীম ব্যতীত সকলের মা।

খাদিজা (রা) কখনো রাসূল ﷺ-এর অনুমতি থাকা সত্যেও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। কোন বিষয়ে ক্লান্ত বোধ করতেন না; বরং সীমাহীন অক্লান্তভাবে সাহায্য করে যেতেন এবং প্রত্যেক কঠিন মহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে সর্বদা থাকতেন।

৭৯. ফাতিমা (রা)-কে ভালোবাসতেন

জাফর, আলী ও যায়েদ (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আপনার নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয় মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফাতিমা (রা)।

(আলবানী-১৫৫)

ফাতিমাতুয যোহরা (রা) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর আদরের কন্যা এবং বেহেশতী নারীদের নেত্রী। তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রা)। ফাতিমা (রা) ইসলামী যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর একাধিক নাম রয়েছে। যেমন– ফাতিমা মুবারাকা, যাকিয়া, সিদ্দিকাহ, রাদিয়াহ, মারদিয়া, যোহরা, তাহেরাহ এবং তাকে উম্মুন নবীও ﷺ বলা হতো।

www.pathagar.com

ফাতিমা (রা) ছোটবেলা থেকেই নিজের অন্তরের ওপর স্বনির্ভর ছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বিভিন্ন একদিন সহযোগিতা করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কষ্ট লাঘব করতেন।

একদিন রাসূল ﷺ কা'বার চত্বরে সালাত আদায় অবস্থায় ছিলেন। কাফির নেতৃবৃন্দ সেখানে বসা ছিল। তারা রাসূল ﷺ-এর পিঠের ওপর উটের নাড়ি-ভূড়ি চাপিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় সিজদা অবস্থায় ছিলেন। তারা রাসূল ﷺ-এর এ অবস্থা দেখে এত বেশি হাসাহাসি শুরু করল যে, একজন আরেক জনের ওপর পড়ার উপক্রম হলো। তাদের মধ্য থেকে একজন ফাতিমা (রা)-কে সংবাদ দিলে তিনি দ্রুত ছুটে আসলেন এবং তাঁর পিতার পিঠের ওপর থেকে নাড়ি-ভূড়িগুলো সরিয়ে ফেললেন এবং কাফিরদের সামনে এসে তাদেরকে গালমন্দ করলেন। কাফিরদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। কিন্তু তারা তার কোন কথার প্রতিবাদ করার সাহস করলেন না।

ফাতিমা (রা) তাঁর পিতার সাথে অনেক বিষয়ে অপূর্ব মিল ছিল। তাঁর চালচলনে, কথা বলায়, হাঁটা-চলায় ও বসায় রাসূল ﷺ-এর সাথে খুবই মিল ছিল। আয়েশা (রা) ফাতিমা (রা)-এর ব্যাপারে বলেন, "আমি ফাতিমা ব্যতীত অন্য কাউকে দেখিনি যে, যাঁর চরিত্রের সাথে রাসূল ﷺ-এর চাল-চলনে বলনে এবং হেদায়াতের ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ-৪৩৪৭)

রাসূল ﷺ তাঁকে এত বেশি মর্যাদা প্রদান করতেন এবং স্নেহ আদর করতেন যে, যখন রাসূল ﷺ তাঁর কাছে আসতেন তখন রাসূল ﷺ তাঁর দিকে দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর রাসূল ﷺ তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাকে তাঁর মজলিসে বসাতেন। যখন রাসূল ﷺ তাঁর কাছে আসতেন তখন ফাতিমা (রা) দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তিনি রাসূল ﷺ-এর হাত ধরতেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে চুম্বন করতেন। তাঁর মজলিসে রাসূল ﷺ-কে বসাতেন। একদিন একজন ফেরেশতা রাসূল ﷺ-এর নিকট এ সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলেন যে, ফাতিমা (রা) বেহেশতে নারীদের সরদারিণী হবেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, এ সেই ফেরেশতা যে এ রাত্রির পূর্বে আর কখনো দুনিয়াতে আগমন করেননি। আল্লাহ তাকে অনুমতি দান করেছেন তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং আমাকে এ সুসংবাদ প্রদান করলেন যে, ফাতিমা (রা) বেহেশতী নারীদের সরদারিণী হবে। (তিরমিযী-২৯৭৫)

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ফাতিমা (রা) আমার একটি অংশ, যে তাকে অপছন্দ করবে, সে যেন আমাকেই অপছন্দ করল। (বুখারী)

ফাতিমা (রা) হিজরী ১১ সনে প্রিয় নবীজী ﷺ-এর ইনতিকালের ছয়মাস পর ইনতিকাল করেন।

৮০. প্রিয়তমা নারী আয়েশা (রা)-কে ভালোবাসতেন

আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে এক ভদ্র নম্র সেনাদলের নিকট প্রেরণ করেছেন। আমি তাদের মাঝ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম আপনার কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মানুষ কে? রাসূল ﷺ বলেন, আয়েশা (রা)। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্য থেকে কে? তিনি বলেন, আয়েশার পিতা আবু বকর (রা)। আমি আবার বললাম, অতপর কে? বললেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) তিনি এভাবে অনেকের নাম তিনি বললেন। (বুখারী)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ছিলেন, সর্বশেষ ও বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর অন্যতম স্ত্রী এবং খুবই প্রিয়তমা। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর সুপ্রিয় কন্যা। নবী করীম ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ঘুমের মধ্যে আমাকে দু'বার তোমাকে দেখানো হয়েছে– এক ব্যক্তি রেশমি কাপড় মুড়ানো অবস্থায় তোমাকে বহন করে আমার কাছে নিয়ে এলো, অতঃপর বলল ইনি তোমার সহধর্মিনী। যখন আমি রেশমি কাপড় খুললাম, বললাম যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তবে কল্যাণকর।" (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ)

আয়েশা (রা) হিজরতের পূর্বে ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করেন, হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল আট বছর কিংবা এর চেয়ে কিছু বেশি। আয়েশা (রা)-এর বয়স যখন ছয় বছর মাত্র তখন নবী করীম ﷺ-এর সাথে বিবাহ সংঘটিত হয় এবং নয় বছর বয়সে বাসর হয়। বাসরের পর রাসূল ﷺ-এর সাহচর্যে নয় বছর অতিবাহিত করেন। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ)

একমাত্র আয়েশা (রা) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মাঝে কুমারী। রাসূল ﷺ তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা অপছন্দ করতেন

www.pathagar.com

১. লাগাতার রোযা রাখা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُوَاصِلُوْا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ، قَالُوْا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّيْ أَبِيْتُ لِيْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِيْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِ -

অর্থ : তোমরা রাতে কিছু না খেয়ে পরস্পর একাধিক রোযা রেখো না। এরপরও তোমাদের কেউ এমন করতে চাইলে সে যেন তা সেহরী পর্যন্ত পালন করে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এরূপ করছেন? তখন তিনি বললেন : আমি তো আর তোমাদের ন্যায় নই। বরং আমাকে তো রাত্রি বেলায় খাবার সরবরাহকারী আল্লাহ তা'আলা খাইয়ে দেন এবং পানীয় পরিবেশনকারী আল্লাহ তা'আলা পান করান।

(বুখারী, হাদীস ১৯৬৩, ১৯৬৭)

নিষেধের পরও সাহাবায়ে কিরাম (রা) এমনটি করলে রাসূল ﷺ তাঁদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একদা রাত্রি বেলায় কিছু না খেয়ে পরস্পর একাধিক রোযা রাখতে নিষেধ করেন। তখন জনৈক মুসলমান বলে উঠলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এমনটি করছেন? জবাবে রাসূল ﷺ বলেন–

وَأَيُّكُمْ مِثْلِيْ؟ إِنِّيْ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِ -

অর্থ : তোমাদের কোনো ব্যক্তি কী আর আমার মতো? বরং আমাকে তো আমার পালনকর্তা রাত্রি বেলায় খাওয়ান ও পান করান।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন এ কাজ থেকে বিরত হলেন না তখন রাসূল ﷺ পরস্পর দু'দিন রাত্রি বেলায় কিছু না খেয়ে রোযা রাখলেন। এরই মধ্যে তাঁরা নতুন চাঁদ দেখতে পেলো। সে সময় রাসূল ﷺ বলেন–

لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ

www.pathagar.com

অর্থ : চাঁদটি উঠতে বিলম্ব করলে আমি অবশ্যই আরো রোযা বাড়িয়ে দিতাম। আর তা হতো তাঁদের জন্য শাস্তি স্বরূপ। (বুখারী, হাদীস ১৯৬৫ মুসলিম, হাদীস ১১০৩)

২. সালাম দেওয়া অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর পাশ দিয়ে গমনের সময় তাঁকে প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম দিলে নবী করীম ﷺ তাকে ডেকে বললেন–

إِذَا رَأَيْتَنِيْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.

অর্থ : যখন তুমি আমাকে এমতাবস্থায় দেখবে তখন আমাকে সালাম কারো না। কারণ, তুমি আমাকে এমতাবস্থায় সালাম দিলে আমি তোমার সালামের জবাব দেবো না। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৫৮)

৩. বিবাহিতা নারীর ঘরে রাত্রি যাপন করা ও একাকী গমন অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.

অর্থ : জেনে রেখো, কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন বিবাহিত নারীর ঘরে রাত্রি যাপন না করে। তবে সে ব্যক্তি উক্ত নারীর স্বামী বা মুহরিম (যার সাথে বিবাহ হারাম) হলে তাতে কোন সমস্যা নেই। (মুসলিম, হাদীস ২১৭১)

আব্দুর রহমান ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা রাবী হাশিম গোত্রের কতিপয় লোক আসমা বিনতে ‘উমাইস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করল। ইতোমধ্যে আবু বকর (রা)ও তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আর আসমা (রা) ছিলেন তখন আবু বকর (রা)-এর স্ত্রী। আবু বকর (রা) তাদেরকে ঘরে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ-কে বিষয়টি অবগত করলেন : আমি তো খারাপ কিছুই দেখিনি। যা দেখিছি ভালোই দেখেছি।

www.pathagar.com

তখন রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা আসমাকে পবিত্রই রেখেছেন। এরপর রাসূল ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন–

لَايَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِيْ هٰذَا عَلٰى مُغِيْبَةٍ اِلَّا وَمَعَهُ وَاحِدٌ اَوْ اِثْنَانِ ـ

অর্থ : আজকের দিন পরে কোন ব্যক্তি কোন স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর ঘরে প্রবেশ না করে। তবে তার সাথে আরো এক জন পুরুষ অথবা দু' জন পুরুষ থাকলে কোন সমস্যা নেই। (মুসলিম, হাদীস ২১৭৩)

৪. কোথাও মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং বাইরে থাকলে সেখানে প্রবেশ করা অপছন্দ করতেন

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন–

اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِاَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوْهَا ، وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا ـ

অর্থ : যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শ্রবণ করবে তখন সেখানে আর প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমরা নিজেরাই মহামারী এলাকায় অবস্থান করে থাকো তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।

(বুখারী, হাদীস ৫৭২৮ মুসলিম, হাদীস ২২১৮)

মহামারীর এলাকার ধৈর্য ও নেকীর আশায় অবস্থান করলে একজন শহীদের সাওয়াব পাওয়া যায়।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ কে মহামারী বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন–

اِنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ ، وَاَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنَ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهٖ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : মহামারী হচ্ছে এক জাতীয় আযাব যা আল্লাহ তা'আলা যাদের নিকট চান প্রেরণ করেন। আর তা মু'মিনদের জন্য হবে রহমতস্বরূপ। কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিলে কেউ যদি সেখানে ধৈর্য ধরে নেকীর আশায় অবস্থান করে এ কথাটুকু মনে করে যে, যা আল্লাহ তা'আলা তার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তাই ঘটবে তা হলে সে একজন শহীদের সমপরিমাণ নেকী পাবে।

(বুখারী, হাদীস ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯)

৫. খুতবা কালীন কারো সাথে আলাপচারিতা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

অর্থ : জুম'আর দিন তুমি যদি তোমার সাথীকে বলো : চুপ থাকো; অথচ ইমাম সাহেব খুৎবা পাঠ করছেন তাহলে তুমি একটি অযথা কাজ করলে।

(বুখারী, হাদীস ৯৩৪ মুসলিম, হাদীস ৮৫১)

৬. নিজের ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও নারী নিজ দেহের সম্পূর্ণ কাপড় খুলে ফেলা অপছন্দ করতেন

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا، خَرَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا سِتْرَهُ.

অর্থ : যে নারী নিজ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও নিজের সম্পূর্ণ পরিধেয় পোশাক খুলে ফেললো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর থেকে তাঁর বিশেষ পর্দা উঠিয়ে নিবেন। (সাহীহুল'জা'মি', হাদীস ২৭০৮)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : যে নারী নিজ স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও নিজের সম্পূর্ণ পরিধেয় পোশাক খুলে ফেললো তাহলে সে যেন আল্লাহ তা'আলা ও তার মধ্যকার বিশেষ পর্দা উঠিয়ে নিলো। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ২৭১০)

www.pathagar.com

৭. কেউ সালাম দেওয়া ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে সালাম ছাড়াই ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি সালাম দেওয়া ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো তাকে তোমরা প্রবেশ করার অনুমতি দিবে না। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৭১৯০)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اَلسَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ فَمَنْ بَدَاكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ تُجِيْبُوْهُ

অর্থ : কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তাকে সালাম দিতে হয়। কাজেই কেউ তোমাদেরকে সালামের পূর্বেই কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার জবাব দিবে না। (ইবনে 'আদি ৩০৩/২)

৮. কোন নারী অন্য কোন নারীর সাথে সাক্ষাতের পর তার গঠনাকৃতি নিজ স্বামীর নিকট বর্ণনা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا .

অর্থ : কোন নারী অন্য নারীর সাথে সাক্ষাতের পর সে যেন উক্ত নারীর গঠনাকৃতি নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে বর্ণনা না দেয় যেন সে (নিপুণ বর্ণনার দরুণ) উক্ত নারীকে সরাসরিই দেখছে। (বুখারী, হাদীস ৫২৪০, ৫২৪১)

৯. অধিক হাসা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

অর্থ : তোমরা অধিক হেসো না। কারণ, অধিক হাসলে এক সময় কলব নিস্তেজ প্রাণহীন হয়ে যায়। (তিরমিযী, হাদীস ২৩০৫; ইবনে মাজাহ, হা: ৪২৬৮)

বরং একজন মুসলমানের উচিত নিজের অপরাধ ও আল্লাহ তা'আলার শাস্তির কথা মনে করে অধিক পরিমাণে কান্না করা।

www.pathagar.com

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

অর্থ : তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি তা হলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কান্না করতে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২৬৬)

বারা' ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সঙ্গে জনৈক ব্যক্তির জানাযার সালাত ও তার কাফনে-দাফনে শরীক হলে তিনি তার কবরের পাশে বসে কান্না করতে করতে কবরের মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন–

يَا اِخْوَانِىْ لِمِثْلِ هٰذَا فَاَعِدُّوْا .

অর্থ : হে আমার ভাইয়েরা! এমন স্থানে তথা কবরের জন্য প্রস্তুতি নাও। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২৭০)

১০. কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়া-দাওয়ায় বাধ্য করা অপছন্দ করতেন

'উকবা ইবনে 'আ-মির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ .

অর্থ : তোমরা তোমাদের অসুস্থদেরকে কোন কিছু খাওয়া-দাওয়ায় বাধ্য করো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজেই খাওয়া-দাওয়া দিয়ে থাকেন। (তিরমিযী, হাদীস ২০৪০; ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৫০৭)

১১. পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা এবং ডান হাত দিয়ে পবিত্রতার্জন ও লিঙ্গ ছোঁয়া অপছন্দ করতেন

আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ، وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهٖ .

www.pathagar.com

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিশ্বাস না ছাড়ে। বাথরুমে প্রবেশ করলে যেন ডান হাত দিয়ে নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে। এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন ঢিলা-কুলুখও ব্যবহার না করে।

(বুখারী, হাদীস ১৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৬৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ

অর্থ : এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তেঞ্জাও না করে।

(বুখারী, হাদীস ১৫৩, ১৫৪ মুসলিম, হাদীস ২৬৭)

১২. সালাতে বাম হাতের উপর ভর দিয়ে বসা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلَاتِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى، وَقَالَ : اِنَّهَا صَلَاتُ الْيَهُوْدِ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে বাম হাতের উপর ভর দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেন : এ ধরণের সালাত ইহুদিদেরই সালাত।

(সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৬৮২২)

১৩. পেয়ালার ভগ্নস্থল দিয়ে পানি পান করা ও পানিতে ফুঁ দেয়া অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَاَنْ يُنْفَخَ فِى الشَّرَابِ ـ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন পেয়ালার ভগ্নস্থল দিয়ে পানি পান করতে এবং পানিতে ফুঁ দিতে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৭২২)

১৪. কলসির মুখ দিয়ে পানি পান করা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ اَنْ يُشْرَبَ مِنْ اَفْوَاهِهَا ـ

www.pathagar.com

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কলসি কাত করে উহার মুখ দিয়ে পানি পান করতে। (মুসলিম, হাদীস ২০২৩ আবু দাউদ, হাদীস ৩৭১৯, ৩৭২০)

১৫. এশার সালাতের আগে ঘুম ও 'এশার পর গল্প-গুজব করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَعَنِ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا .

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন 'এশার পূর্বে নিদ্রা যেতে এবং 'ইশার পর গল্প-গুজব করতে। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৬৯১৫)

তবে একান্ত দরকারে অথবা সওয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেন–

لَا سَمَرَ اِلَّا لِمُصَلٍّ اَوْ مُسَافِرٍ .

অর্থ : 'এশার পর কোন গল্প-গুজব চলবে না। তবে কেউ ইচ্ছা করলে তখন সালাত আদায় করতে পারবে অথবা ভ্রমণ করতে পারবে। (সহীহুল-জা'মি, হা: ৭৪৯৯)

১৬. কারো বায়ু বের হওয়ার আওয়াজে হাসি দেওয়া অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضِّحْكِ مِنَ الضَّرْطَةِ .

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কারোর বায়ু বের হওয়ার শব্দে হাঁসতে নিষেধ করেছেন। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৬৮৯৬)

১৭. খাওয়ার শেষে আঙুলগুলো না চেটে হাত ধৌত করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى، وَلْيَاْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ، فَاِنَّهُ لَا يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

অর্থ : তোমাদের কারো হাত থেকে খাবারের লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর তাতে কোন প্রকারের ময়লা লাগলে সে যেন তা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ভক্ষণ করে। শয়তানের জন্য সে যেন তা ফেলে না রাখে। অনুরূপভাবে তোমাদের কেউ যেন তার হাত খানা না চেটে টিসু বা রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলে। কারণ, সে তো জানে না খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ২০৩৩)

১৮. নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েই প্রথমে উভয় হাত তিন বার ধৌত না করে কোনো পাত্রে প্রবেশ করানো অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ.

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েই তার হাত খানা তিনবার ধৌত করে কোন পানি ভর্তি পাত্রে প্রবেশ না করায়। কারণ, সে তো আর অবগত নয় যে রাত্রি বেলায় তার হাত খানা কোথায় অবস্থান করছিলো।

(বুখারী, হাদীস ১৬২ মুসলিম, হাদীস ২৭৮)

১৯. কোন প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা অপছন্দ করতেন

বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন–

لَا سَبَقَ اِلَّا فِىْ خُفٍّ اَوْ فِىْ حَافِرٍ اَوْ نَصْلٍ.

অর্থ : তীর নিক্ষেপ, উট বা ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতা ইসলামে নেই। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৭৪) কোনো এক সময় উক্ত প্রতিযোগিতাগুলো জিহাদের কাজে লাগতো। তাই ইসলাম এগুলোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং এগুলোর বিষয়ে পুরস্কার বা বিনিময় বিতরণ বৈধ রেখেছে। অতএব এখনো যে সকল প্রতিযোগিতা জিহাদ ও ইসলাম প্রচারের কাজে আসে সে সকল প্রতিযোগিতা বৈধ এবং সেগুলোর বিষয়ে পুরস্কার বা বিনিময় বিতরণ করাও বৈধ। এ ছাড়া অন্য সকল প্রতিযোগিতা হারাম ও জুয়া সমতুল্য।

www.pathagar.com

২০. কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।
(মুসলিম, হাদীস ৫৪৫)

২১. শুধু শুক্রবার দিনে রোযা ও শুধু শুক্রবার রাত্রিতেই নফল সালাত পড়া অপছন্দ করতেন
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেন–

لا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَهِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ، وَلَا تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَهِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنَ الْاَيَّامِ، اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَصُوْمُهٗ اَحَدُكُمْ ـ

অর্থ : তোমরা বিশেষভাবে শুক্রবার রাত্রিতেই নফল সালাত আদায় করিও না এবং বিশেষভাবে শুক্রবার দিনেই রোযা রেখো না। তবে কারোর ধারাবাহিক রোযার মাঝে শুক্রবার দিন পড়লে তাতে কোন সমস্যা নেই।
(মুসলিম, হাদীস ১১৪৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لا يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،اِلَّا اَنْ يَصُوْمَ قَبْلَهٗ اَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهٗ ـ

অর্থ : তোমাদের কেউ শুধু শুক্রবার দিন রোযা রেখো না। তবে কেউ এর আগের দিন অথবা পরের দিনেও রোযা রাখলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

২২. কিবলামুখী হয়ে, ডান হাতে, তিনটি ঢিলার কমে অথবা গোবর কিংবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা অপছন্দ করতেন
সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ একদা মুশরিকরা আমাকে বললো ঃ আরে এ কি? তোমাদের নবী তো তোমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দেয়। এমনকি মল-মূত্র ত্যাগ করাও। তখন তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে মল-মূত্র ত্যাগের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আর এতে হতবাক হওয়ার কি রয়েছে?

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি বলেন–

لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ، اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ، اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلِّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ، نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ۔

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা, তিনটি ঢিলার কমে ইস্তিঞ্জা কিংবা পশুর মল অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২৬২ তিরমিযী, হাদীস ১৬)

মুশরিকদের সাথে সালমান ফারসী (রা)-এর এ আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে, কাফির বা মুনাফিকদের কোন তিরস্কারমূলক প্রশ্নের মুখে পড়ে কোন মুসলমান যেন নিজের অহেতুক সম্মান উদ্ধারের মানসে শরীয়তের কোন বিধানকে অস্বীকার না করে অথবা উহার কোন অপব্যাখ্যা না দেয়। বরং তখন শরীয়তের বিধানটি সগর্ব স্বীকারোক্তিই হবে একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক।

হাড় দিয়ে জিনদের খাবার এবং মানবপালিত পশুর মল হচ্ছে জ্বিনদের পশুর খাবার।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জ্বীনরা যখন রাসূল ﷺ কে খাবারের ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তিনি বলেন–

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِىْ اَيْدِيْكُمْ اَوْفَرَ مَا يَكُوْنَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ۔

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয়েছে এমন প্রতিটি হাড় তোমাদের খাবার। তা তোমরা গোস্তে পরিপূর্ণ পাবে। অনুরূপভাবে উটের প্রতিটি মলখণ্ড তোমাদের পশুর খাবার।

অতঃপর রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا، فَاِنَّهُمَا طَعَامُ اِخْوَانِكُمْ۔

অর্থ : অতএব তোমরা এ দুটি বস্তু দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ, ওগুলো তোমাদের ভাই জ্বীনদের খাবার। (বুখারী, হাদীস ৩৮৬০ মুসলিম, হাদীস ৪৫০)

www.pathagar.com

২৩. কোন মুহরিমা নারী নিকাব কিংবা হাত মোজা পরা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ـ

অর্থ : কোন মুহরিমা নারী যেন নিকাব ও হাত মোজা না পরে।(বুখারী, হাদীস ১৮৩৮)

তবে কোন বেগানা পুরুষের সামনে মুহরিমা নারী অবশ্যই চেহারা ঢেকে রাখবে। যদিও সে ইহরাম অবস্থায় থাকুক না কেন।

২৪. খাবার এবং পানীয়তে ফুঁ দেয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنِ النَّفْخِ فِى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ খাবার এবং পানীয়তে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

(সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৬৯১৩)

২৫. জীবিত ছাগলকে গোস্তের বিনিময়ে বিক্রি করা অপছন্দ করতেন

সামুরাহ্ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ জীবিত ছাগলকে গোস্তের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৬০৩৩)

২৬. ঘোড়া, উট কিংবা গরু ও ছাগলকে খাসি করানো অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ ঘোড়া ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু তথা উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি খাসি করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৬৯৫৬)

মূলতঃ উক্ত নিষেধাজ্ঞা খাসির মাধ্যমে কোন পশুর বংশ বিস্তার রোধের মানসিকতার কারণেই এসেছে। তবে কোন পশুকে তরতাজা কিংবা তার গোশতকে সুস্বাদু করার জন্য খাসি করা হলে তাতে কোন দোষ নেই।

www.pathagar.com

আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা উভয়ে বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْاٰخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

অর্থ : রাসূল ﷺ যখন কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তিনি শিঙ বিশিষ্ট বড় আকৃতির দু'টি সুদর্শন ভেড়া খাসি ক্রয় করতেন। যার একটি যবাই করতেন তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং রাসূল ﷺ সম্পর্কে একত্ববাদের বাণী পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর অন্যটি যবাই করতেন তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩১৮০)

তবে খাসি করার সময় খুব সহজ উপায়ই অবলম্বন করবে। যাতে পশুর বেশি কষ্ট না হয়।

২৭. ঈদের সালাতের পূর্বেই কুরবানী করা অপছন্দ করতেন

বারা' ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّيَ.

অর্থ : তোমাদের কেউ সালাতের পূর্বে যেন যবাই না করে। (তিরমিযী, হা: ১৫০৮)

২৮. কুরবানীর আগে কুরবানী দাতা তার নখ ও চুল কাটা অপছন্দ করতেন

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন–

مَنْ رَاٰى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ؛ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهٖ.

অর্থ : যে ব্যক্তি যিলহিজ্জার চাঁদ দেখেছে এবং সে কুরবানী করারও ইচ্ছা-পোষণ করেছে তাহলে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে। (তিরমিযী, হাদীস ১৫২৩)

www.pathagar.com

২৯. কোন মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত করা অপছন্দ করতেন

আব্দুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : সাহাবাগণ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তাঁরা নবী করীম ﷺ এর সাথে সফরে ছিলেন। ইতোমধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিদ্রায় গেলে একজন সাহাবী তার সাথে থাকা একটি রশি টান দিলে সে ভয় পেয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا .

অর্থ : কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় তার অন্য কোন মুসলমান ভাইকে যে কোনভাবে আতঙ্কিত করা। (আবু দাউদ, হাদীস ৫০০৪)

৩০. কারো মনোসন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ ভক্ষণ করা অপছন্দ করতেন

হানিয়াহ রাকাশী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ .

অর্থ : কোন মুসলমানের মনো সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ অন্যের জন্য কোন উপায়েই বৈধ নয়। (সহীহুল- জা'মি, হাদীস ৭৬৬২)

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَأَلْقَيَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطَى مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِهِ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, অথচ আমাকে ইতোপূর্বে কারোর সম্পদের কিয়দংশ তার মনোসন্তুষ্টি ছাড়া দেওয়া হয়নি। ক্রয়-বিক্রয় তো নিশ্চয়ই উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হতে হবে।

(ইরওয়াউল-গালীল, হাদীস ১২৮৩)

৩১. গর্বের বশবর্তী হয়ে মেহমানদারি করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন–

اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ، وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا.

অর্থ : মানুষকে দেখানো কিংবা গর্বের বশবর্তী হয়ে মেহমানদারি নিয়ে প্রতিযোগিতাকারীদ্বয়ের দাওয়াত নেওয়া যাবে না। এমনকি তাদের খাবারও খাওয়া যাবে না। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৬৬৭১)

www.pathagar.com

৩২. সালাত কিংবা রুকু' পাওয়ার জন্য দ্রুত পদে মসজিদে আসা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ،فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

অর্থ : যখন সালাতে ইক্বামত দেওয়া হয় তখন তোমরা দ্রুতগতিতে মসজিদে আসবে না; বরং আস্তে আস্তে তোমরা সালাতে আসবে এবং শান্ত চিত্তে মসজিদে হাজির হবে। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যতটুকু সালাত পাবে তা পড়বে। আর যতটুকু ছুটে গিয়েছে তা আদায় করে নিবে।

(বুখারী, হাদীস ৯০৮, মুসলিম, হাদীস ৬০২)

৩৩. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَقُوْلُوْا :لَا أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً؛ فَقُوْلُوْا : لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ.

অর্থ : তোমরা কাউকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে : আল্লাহ তা'আলা তার ব্যবসায় লাভ না দিক! অনুরূপভাবে তোমরা মসজিদে কাউকে হারানো কোন বস্তু খুঁজতে দেখলে তথা এ বিষয়ে কোন ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে ঃ আল্লাহ তা'আলা তার হারানো বস্তুটি ফিরিয়ে না দিক! (তিরমিযী, হাদীস ১৩২১)

৩৪. কারো সাথে সাক্ষাত করে তার অনুমতি ব্যতীত ফিরে আসা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عِنْدَهُ؛ فَلَا يَقُوْمَنَّ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَهُ.

অর্থ : তোমাদের কেউ যখন তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে সেখানে কিছু সময় অপেক্ষা করে তখন সে যেন তার অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে না দাঁড়ায়। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৫৮৩)

www.pathagar.com

৩৫. নামাজ থেকে অমনোযোগী করে এমন কিছু সামনে রাখা অপছন্দ করতেন

আসলামিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি 'উসমান (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; নবী করীম ﷺ (কা'বা ঘরে প্রবেশ করে) আপনাকে ডেকে কি বলেছিলেন : তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ আমাকে বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ نَسِيْتُ اَنْ اٰمُرَكَ اَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ؛ فَاِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَيْتِ شَىْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّىَ ـ

অর্থ : আমি তোমাকে শিং দু'টো ঢেকে রাখার আদেশ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। (মূলত ঃ শিং দু'টো ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে যবাই করা ভেড়ারই শিং ছিলো) কারণ, কা'বা ঘর তথা যে কোন মসজিদে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা নামাযীকে সালাত থেকে উদাসীন করে। (আবু দাউদ, হাদীস ২০৩০)

৩৬. জানাযা কবরের পাশে রাখার পূর্বে সেখানে কারোর বসা অপছন্দ করতেন

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلاَ تَجْلِسُوْا حَتّٰى تُوْضَعَ ـ

অর্থ : যখন তোমরা জানাযার পেছনে পেছনে যাবে তখন তোমরা কবরের পাশে গিয়ে বসবে না যতক্ষণ না সেখানে জানাযা রাখা হয়। (মুসলিম, হাদীস ৯৫৯)

৩৭. সম্পূর্ণ কথা মনোযোগ সহকারে না শুনে বিচার কার্য আরম্ভ করা অপছন্দ করতেন

আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا جَلَسَ اِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ اَحَدِهِمَا فَلاَتَقْضِ لاَحَدِهِمَا حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ؛ كَمَاسَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ؛فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ـ

অর্থ : যখন তোমরা সামনে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ বসবে তখন তুমি তাদেরকে এক পক্ষের কথা শ্রবণ করে বিচার করবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষের কথা শ্রবণ করবে যেমনিভাবে শুনেছিলে প্রথম পক্ষ থেকে। কারণ, তখনই তোমার সামনে বিচারের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহুল-জামি হাদীস৫৮৩)

www.pathagar.com

'আলী (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণ করছিলেন। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেছেন; অথচ আমার বয়স কম এবং বিচার কার্য সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। তখন রাসূল ﷺ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِيْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَاِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ؛ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ؛ فَاِنَّهٗ اَحْرٰى اَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا اَوْ مَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ۔

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে শক্তিশালী করবেন। যখন তোমার সামনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হবে তখন তুমি দ্রুত বিচার করবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষ থেকে তাদের কথা শ্রবণ কর যেমনিভাবে শুনেছিলে প্রথম পক্ষ থেকে। কারণ, তখনই তোমার সামনে বিচারের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আলী (রা) বলেন : তখন থেকেই আমি বিচারক অথবা তিনি বললেন : অতঃপর আমি আর বিচারের ক্ষেত্রে কখনোই কোন সন্দেহের রোগে ভুগিনি।(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৩১১)

৩৮. যার সম্পদ হালাল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক তার দেওয়া খাবার-পানীয় গ্রহণের সময় তা হালাল কি না জিজ্ঞাসা করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেন–

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، فَاَطْعَمَهٗ مِنْ طَعَامِهٖ؛ فَلْيَاْكُلْ ،وَلَا يَسْاَلْهُ عَنْهُ، وَاِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهٖ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهٖ، وَلَا يَسْاَلْهُ عَنْهُ۔

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ তার কোন মুসলিম ভাইয়ের নিকট মেহমান হয় এবং সে তাকে কিছু ভক্ষণ করতে দেয় তখন সে যেন তা ভক্ষণ করে। উপরন্তু সে যেন তাকে উক্ত খাবার হালাল না কি হারাম এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে। অনুরূপভাবে উক্ত মুসলিম ভাই যদি তাকে কোন কিছু পান করতে দেয় সে যেন তা পান করে নেয়। উপরন্তু সে যেন তাকে উক্ত পানীয় হালাল না কি হারাম এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে।

(আহমাদ ২/৩৯৯ 'হাকিম ৪/১২৬ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৬৩৫৮ খতীব ৩/৮৭-৮৮)

www.pathagar.com

৩৯. দো'আর ক্ষেত্রে "হে আল্লাহ! আপনি যদি চান তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন" এমন বলা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ اِنْ شِئْتَ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمْ فِى الدُّعَاءِ، فَاِنَّ اللّٰهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ، لَا مُكْرِهَ لَهُ ـ

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন কখনোই দো'আর ক্ষেত্রে এ কথা না বলে : হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে মাফ করুন। হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করুন। বরং সে যেন নিশ্চিতভাবে দো'আ করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। তাঁকে কোন কাজে বাধ্য করার কারো অধিকার নেই। (মুসলিম, হাদীস ২৬৭৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে–

اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ اِنْ شِئْتَ، وَلٰكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْاَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْئٌ اَعْطَاهُ ـ

অর্থ : তোমাদের কেউ দো'আ করার সময় এমন যেন না বলে : হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে মাফ করুন। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট কেউ কোন কিছু চাইলে সে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে প্রার্থনা জানাবে এবং বড় আশা রাখবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোন কিছু দিলে তিনি উহাকে বড় মনে করেন না।

৪০. মন্দ স্বপ্ন দেখে তা কাউকে বলা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَاِنَّمَا مِنَ اللّٰهِ، فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا ،وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذَالِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ، فَاِنَّهَا تَضُرُّهُ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : তোমাদের কেউ কোন ভালো স্বপ্ন দেখলে তা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। অতএব সে যেন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং তা কাউকে বলে। আর যদি সে এর বিপরীত তথা মন্দ স্বপ্ন দেখে তাহলে তা অবশ্যই শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব সে যেন উহার ক্ষতি থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তা কাউকে না বলে। কারণ, এ জাতীয় স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস ৬৯৮৫, ৭০৪৫)

ভালো স্বপ্ন দেখলে তা শুধুমাত্র প্রিয়জনকেই বলবে এবং মন্দ স্বপ্ন দেখলে শয়তান ও তার ক্ষতি থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিন বার থুথু ফেলবে। উপরন্তু তা কাউকে বলবে না।

আবু ক্বাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি কখনো কখনো মন্দ স্বপ্ন দেখে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তাম। অতঃপর আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

أَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

অর্থ : উত্তম স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। কাজেই তোমাদের কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে সে যেন তা শুধুমাত্র তার প্রিয়জনকেই বলে। আর যদি সে মন্দ স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন তার ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তিনবার থুথু ফেলে। উপরন্তু তা কাউকে না বলে। কারণ, এ ধরনের স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস-৭০৪৪)

৪১. কারো নিকট মেহমান হলে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতি করা অপছন্দ করতেন

আবু আত্বিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : মালিক ইবনে 'হুওয়াইরিস (রা) প্রায়ই আমাদের মসজিদে গমন করতেন। একদা তাঁরই উপস্থিতিতে সালাতের ইকামাত দেওয়া হলে আমি তাঁকে বললাম ; সামনে অগ্রসর হউন। ইমামতি করেন। তিনি আমাকে বললেন : তোমাদের কাউকে ইমামতি করতে বলো। অতঃপর আমি ইমামতি না করার কারণ একটু পরেই বলছি।

www.pathagar.com

আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

مَنْ زَارَ قَوْمًا، فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ـ

অর্থ : কোনো ব্যক্তি কারো নিকট মেহমান হলে সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের কেউ যেন তাদের ইমামতি করে। (আবূ দাউদ, হাদীস ৫৯৬)

আবূ মাসউদ বদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ فِيْ اَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ ـ

অর্থ : তুমি কারো ঘরে কিংবা তার অধীনস্থ স্থানে তার অনুমতি ছাড়া কোন সালাতের ইমামতি করবে না। অনুরূপভাবে তুমি কারো ঘরে তার সম্মানজনক সুনির্দিষ্ট বসার স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত বসবে না।

(মুসলিম, হাদীস ৬৭৩ আবূ দাউদ, হাদীস ৫৮২)

৪২. কেউ গালি দিলে তার জবাবে গালি দেওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ، فَلاَ تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ، فَيَكُوْنَ اَجْرُ ذٰلِكَ لَكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ ـ

অর্থ : তোমাকে কেউ তার জানা তোমার কোন ব্যাপার নিয়ে গালি দিলে তুমি তাকে তোমার জানা তার কোন বিষয়ে গালি দিও না। তাহলে তুমি এর নেকী পাবে এবং সে এর পরিণাম ভুগবে। (সহীহুল-জামি, হাদীস ৫৯৪)

৪৩. এক কাপড় দিয়ে দেহ পেচিয়ে সালাত আদায় অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلٰى حَقْوَيْهِ، وَلَاتَشْتَمِلُوْا كَاشْتِمَالِ الْيَهُوْدِ ـ

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করে তখন সে যেন তা তার কোমরেই বেঁধে নেয়। সে যেন তা ইহুদিদের ন্যায় গোটা দেহে পেঁচিয়ে পরিধান না করে। (সহীহুল জামি, হাদীস ৬৫৬)

www.pathagar.com

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ؛ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلْ كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ.

অর্থ : তোমাদের কারো নিকট দু'টি কাপড় থাকলে সে যেন উভয় কাপড় পরেই সালাত আদায় করে। আর যদি তার নিকট একটি মাত্র কাপড় থাকে তাহলে সে যেন তা নিম্ন বসন হিসেবেই পরিধান করে। ইহুদিদের ন্যায় সে যেন তা গোটা দেহে পেঁচিয়ে পরিধান না করে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৩৫)

৪৪. কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ" না বললেও তার হাঁচির জবাব দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ.

অর্থ : তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" বললে তোমরা তার উদ্দেশ্যে (ইয়ারহামুকাল্লাহ") বলবে। আর যদি সে "আলহামদুলিল্লাহ" না বলে তাহলে তোমরা তার উদ্দেশ্যে (ইয়ারহামুকাল্লাহ") বলবে না।

(মুসলিম, হাদীস ২৯৯২)

কেউ বার বার হাঁচি দিলে তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলতে হয় না। সালামা ইবনে আল-আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা রাসূল ﷺ এর নিকট জনৈক ব্যক্তি হাঁচি দিলে তিনি তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বললেন। সে আবারো হাঁচি দিলে রাসূল ﷺ বলেন : লোকটির সর্দি হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيسُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَلَا يُشَمَّتُ بَعْدَ ذٰلِكَ.

অর্থা : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার পাশে বসা লোকটি যেন "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলে এর জবাব দেয়। আর যদি সে তিন বারের অধিক হাঁচি দেয় তা হলে তার সর্দি হয়েছে। তাই এরপর আর জবাব দিতে হবে না।

(সিলসিলাতুল-আ'হাদীসি সহীহাহ হাদীস ১৩৩০)

www.pathagar.com

৪৫. নিজ ঘরে কখনো নফল সালাত আদায় না করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَىَّ؛ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

অর্থ : তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না বরং তোমরা তাতে নফল সালাত, কোরআন তিলাওয়াত ও দো'আ ইত্যাদি করিও এবং আমার কবরকে মেলা বানিও না। তাতে বার বার নির্দিষ্ট সময়ে আসার অভ্যাস করো না; বরং তোমরা সর্বদা আমার ওপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করিও। কারণ, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট অবশ্যই পৌঁছবে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। (আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২ আহমাদ : ২/৩৬৭)

নফল সালাত নিজ ঘরে পড়াই সর্বোত্তম।

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

অর্থ : সর্বোত্তম সালাত হলো কোন ব্যক্তির তার ঘরে সালাত আদায় করা তবে ফরয সালাত নয়। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ১১১৭)

৪৬. কোন ধরনের খবর না দিয়ে হঠাৎ রাত্রি বেলায় স্বীয় স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হওয়া অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا قَدِمَ اَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَاْتِيَنَّ اَهْلَهُ طُرُوْقًا حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ সফর শেষে নিজ এলাকায় রাত্রি বেলায় আসে তখন সে যেন তড়িঘড়ি স্বীয় স্ত্রীর নিকট না আসে যতক্ষণ না উক্ত স্বামী অনুপস্থিত নারীটি স্বীয় নাভিনিম্ন পশম পরিষ্কার করে এবং নিজের এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে নেয়। (মুসলিম, হাদীস ৭১৫)

রাসূল ﷺ সফর শেষে নিজ এলাকায় পৌঁছলে সকাল অথবা সন্ধ্যা বেলায় নিজ স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রাত্রি বেলায় নয়।

www.pathagar.com

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَاْتِيْهِمْ غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً.

অর্থ : রাসূল ﷺ (সফর শেষে রাত্রি বেলায় নিজ এলাকায় পৌঁছলে) রাত্রি বেলায় **স্বীয় স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন না; বরং তিনি তাঁদের নিকট গমন করতেন সকাল অথবা সন্ধ্যা বেলায়।** (মুসলিম, হাদীস ১৯২৮)

আমাদের কেউ কেউ এমন আছেন যে তিনি কোন সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ করে বাড়ীতে চলে আছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে তিনি তার স্ত্রীকে সারপ্রাইজ (Surprisc) দিলেন বলেন এটা হাদীসের খেলাফ আমল।

৪৭. কোন জারজ সন্তানকে ওয়ারিসি সম্পত্তি দেওয়া অপছন্দ করতেন

'আমর বিন শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর ('আমরের) দাদা থেকে বর্ণনা করেনে : রাসূল ﷺ বলেন–

اَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ اَوْ اَمَةٍ؛ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا؛ لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ.

অর্থ : যে ব্যক্তি কোন স্বাধীনা অথবা বান্দির সাথে ব্যভিচার করলো। অতঃপর যে সন্তান হলো সেটি হবে ব্যভিচারের সন্তান। সে নিজেও কারো থেকে মিরাস পাবে না এবং তার থেকেও কেউ মিরাস পাবে না। (তিরমিযী, হাদীস ২১১৩)

৪৮. বায়ু নির্গমন সন্দেহে সালাত ছেড়ে দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ، فَوَجَدَ حَرَكَةً فِى دُبُرِهِ، اَحْدَثَ اَوْ لَمْ يُحْدِثْ؟ فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ؛ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

অর্থ : তোমাদের কেউ সালাতে থাকাবস্থায় নিজ পায়ুপথে নড়াচড়া অনুভব করলে সে যদি এ বিষয়ে সন্দিহান হয় যে, তার ওযু ভেঙ্গে গিয়েছে না কি ভাঙ্গেনি? তাহলে সে যেন ছেড়ে না দেয় যতক্ষণ না সে (বায়ু নির্গমনের) আওয়াজ শ্রবণ করে অথবা (তার নাকে) দুর্গন্ধ অনুভব করে। (আবু দাউদ, হাদীস ১৭৭)

www.pathagar.com

৪৯. সালাতে কাউকে সামনে দিয়ে যেতে দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ বলেন-

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায়রত অবস্থায় থাকে তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। বরং সে যেন তাকে যথাসম্ভব বাধা দেয়। তাতেও সে নিশ্চেষ্ট না হলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবে। কারণ, সে হচ্ছে শয়তান। (মুসলিম, হাদীস ৫০৫)

৫০. ব্যবহৃত কোন পশুর গলায় ঘণ্টা লাগানো অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন-

لَاتَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ .

অর্থ : ফিরিশতাগণ এমন কোন আরোহী দল অথবা ভ্রমণকারী জামাতের সাথী হবেন না যাদের সাথে রয়েছে ঘণ্টা। (নাসায়ী, হাদীস ৫২২১)

উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন-

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ .

অর্থ : ফিরিশতাগণ এমন কোন ভ্রমণকারী জামাতের সাথী হবেন না যাদের সাথে রয়েছে ঘণ্টা। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫৪)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একদা ঘণ্টা সম্পর্কে বলেন-

مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ .

অর্থ : ঘণ্টা হচ্ছে শয়তানের একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫৬)

৫১. প্লেটের মধ্যভাগ থেকেই খাওয়া আরম্ভ করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন-

إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَاتِهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ .

www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয়ই বরকত খাবারের মধ্যভাগেই নাযিল হয়। কাজেই তোমরা প্লেটের চতুষ্পার্শ্ব থেকেই খাওয়া আরম্ভ করবে। মধ্যভাগ থেকে নয়।

(স্বাহীহুল-জা'মি', হাদীস ১৫৯১)

৫২. পীপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ ও শ্রাইককে হত্যা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اَرْبَعَةٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا يُقْتَلْنَ : النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ۔

অর্থ : চার ধরনের প্রাণীকে হত্যা করা যাবে না– পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, হুদহুদ ও শ্রাইক। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ৮৭৯)

৫৩. অন্য প্লেট থাকা সত্ত্বেও ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্লেটে খাবার খাওয়া অপছন্দ করতেন

আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اَمَّا مَا ذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ، فَلَاتَاْكُلُوْا فِىْ اٰنِيَتِهِمْ اِلَّا اَنْ لَا تَجِدُوْا بُدًّا، فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا۔

অর্থ : তুমি উল্লেখ করেছো যে, তুমি ইহুদি-খ্রিস্টানদের এলাকায় অবস্থান করছো। কাজেই যথাসাধ্য তাদের খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। তবে তা সম্ভব না হলে তা ধুয়ে তাতে খাবার ভক্ষণ করবে। (বুখারী, হাদীস-৫৪৯৪ মসলিম, হাদীস-১৯৩০)

৫৪. নিজকে কিংবা নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তানদেরকে লানত করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমরা একদা রাসূল ﷺ এর সঙ্গে "বাত্বনে বুওয়াত্ব" নামক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। যাতে আমরা পালাক্রমে একই উটে পাঁচ, ছয় অথবা সাত জন করে আরোহণ করতাম। এভাবে জনৈক আনসারী সাহাবীর উটে চড়ার পালা আসলে সে উটটিতে চড়েই তাকে তাড়া দিলে উটটি থেমে থেমে চলতে লাগলো। তখন সে উটটিকে ধমক দিয়ে আল্লাহর লানত দিলে রাসূল ﷺ বলেন : কে তার উটের অভিশাপকারী?

www.pathagar.com

লোকটি বললো : আমি। তখন রাসূল ﷺ বলেন–

اَنْزِلْ عَنْهُ، فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُوْنٍ، لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْاَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

অর্থ : তুমি উটটি থেকে নেমে যাও। অভিশপ্ত উট নিয়ে আমাদের সাথী হয়ো না। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদকে বদদো'আ দিও না। হয়তো বা উক্ত বদদো'আ এমন এক সময়ে পড়ে বসবে যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চাওয়া হলে আল্লাহ তা'আলা তা দ্রুত কবুল করেন।

(মুসলিম, হাদীস ৩০০৯)

৫৫. কোন কবরের পার্শ্বে পশু যবাই করা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لاَ عَقْرَ فِى الْاِسْلاَمِ.

অর্থ : ইসলাম ধর্মে (কোন কবরের পার্শ্বে) ছাগল কিংবা গরু যবাই করার কোন বিধান নেই। (আহমাদ ৩/১৯৭)

৫৬. রাত্রি বেলায় কোন রাস্তা-ঘাটে অবস্থান করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلٰى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ، وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا؛ فَاِنَّهَا مَاْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَاِنَّهَا الْمَلاَعِنُ.

অর্থ : তোমরা রাত্রিবেলায় রাস্তার মধ্যভাগ অবস্থান করা ও তাতে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকো। কারণ, তা হচ্ছে সাপ ও হিংস্র প্রাণীদের থাকার ঠিকানা। অনুরূপভাবে তোমরা রাস্তা-ঘাটে মল-মূত্র ত্যাগ করা থেকেও বিরত থাকো। কেননা, তাতে মল-মূত্র ত্যাগ করা লা'নতের কারণ। (সহীহুল-জা'মি, হাদীস ২৬৭৩)

www.pathagar.com

৫৭. মনিবের অনুমতি ছাড়া কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন :

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ : سَيِّدِهِ؛ فَهُوَ عَاهِرٌ.

অর্থ : যে গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো সে ব্যভিচারী।

৫৮. শত্রুর সাক্ষাত কামনা করা রাসূল ﷺ অপছন্দ করতেন

يَاأَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ،فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ.

অর্থ : হে মানব সকল! তোমরা কখনো শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না; বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা নিজেদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। তবে তোমাদের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তোমরা হঠাৎ শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যাবে তখন তোমরা ধৈর্যের সাথে তাদের মুকাবিলা করবে এবং জেনে রাখবে যে, নিশ্চয়ই জান্নাত সত্যিই তলোয়ারের ছায়ার নিচে।

(বুখারী, হা: ৭২৩৭, মুসলিম হা: ১৭৪২)

৫৯. কোন প্রয়োজন ছাড়া মুশরিকদের সাথে সহাবস্থান করা অপছন্দ করতেন

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

بَرِئَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ دِيَارِهِمْ.

অর্থ : আমি সে ব্যক্তির জিম্মামুক্ত যে মুশরিকদের সাথে তাদের এলাকায় সহাবস্থান করছে। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ২৮১৮)

৬০. বিবাহ–শাদি, তালাক ও গোলাম স্বাধীন করা নিয়ে খেল তামাশা করা অপছন্দ করতেন

ফুযালা ইবনে 'উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

ثَلَاثٌ لَا يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِيْهِنَّ : اَلطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ.

www.pathagar.com

অর্থ : তিনটি বস্তু নিয়ে খেল-তামাশা করা জায়িয নয়। সে বস্তু তিনটি হচ্ছে তালাক, বিবাহ-শাদি এবং গোলাম স্বাধীন করা। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৩০৪৭)

৬১. আগুন, পানি কিংবা ঘাস নিতে কাউকে বাধা দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ : اَلْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ .

অর্থ: তিনটি জিনিস নিয়ে যেতে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। সে জিনিসগুলো হচ্ছে পানি, ঘাস ও আগুন। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৩০৪৮)

৬২. নারীদের রাস্তার মধ্যভাগ দিয়ে চলাফেরা করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيْقِ .

অর্থ : রাস্তার মধ্যভাগ নারীদের জন্য নয়। (সহীহুল-জামি, হাদীস ৫৪২৫)

৬৩. দোষ কিংবা গুণ বুঝায় এমন নামে সন্তানদের নাম রাখা অপছন্দ করতেন

উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–

لَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْهَيَنَّ اَنْ يُسَمّٰى رَبَاحٌ وَنَجِيْحٌ وَاَفْلَحُ وَيَسَارٌ .

অর্থ : ইনশাআল্লাহ! (আল্লাহ চায় তো) আমি ভবিষ্যতে বেঁচে থাকলে "রাবাহ" তথা লভ্যার্জন, "নাজীহ" তথা ধৈর্যশীল, আফলাহ" তথা ঠোট ফাটা এবং "ইয়াসার" তথা স্বচ্ছলতা নামে কারো নাম রাখতে অবশ্যই নিষেধ করবো। (সহীহ জামি হাদীস ৫০৫৪)

৬৪. চারপাশে ঘেরা নেই এমন ছাদে রাত্রি যাপন করা কিংবা উত্তাল নদীতে সফর করা অপছন্দ করতেন

যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন : রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهٗ اِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ؛ فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهٖ فَمَاتَ؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ .

www.pathagar.com

অর্থ : যে ব্যক্তি চারদিক ঘেরা নেই এমন ছাদে রাত্রি যাপন করা অবস্থায় নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করল কারো ওপর তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি উত্তাল সাগরে ভ্রমণ করে মৃত্যুবরণ করল কারো ওপর তারও কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

(আহমাদ ৫/২৭১) সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সহীহাহ, হাদীস ৮২৮)

৬৫. তীর কিংবা গোলা-বারুদ ইত্যাদি নিক্ষেপ করা শিখে তা ভুলে যাওয়া অপছন্দ করতেন

'উকবা ইবনে 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْ عَصَى

অর্থ : যে ব্যক্তি (তীর বা গোলা-বারুদ) নিক্ষেপ করা শিখে তা ছেড়ে দিল সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা সে আমার অবাধ্য হলো।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৯০৭)

৬৬. অংশীদারকে না জানিয়ে কোন জমিন কিংবা বাগান অন্যের নিকট বিক্রি করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ اَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيْكِهِ .

অর্থ : তোমাদের কারো নিকট কোন জমিন কিংবা খেজুর বাগান থাকলে সে যেন তা বিক্রি না করে যতক্ষণ না তা নিজের অংশীদারের সামনে পেশ করে। (আহ্‌মাদ ৩/৩০৭ নাসায়ী ২/২৩৪)

৬৭. কবরস্থানে জানাযার সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّصَلِّيْ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ .

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরস্থানে জানাযার সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৮৩৪)

তবে সদ্য দাফনকৃত কোন ব্যক্তির কবরকে সামনে নিয়ে তাঁর কোন নিকটাত্মীয় অথব ঘনিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তার জানাযার সালাত পড়তে পারে। যিনি বা যাঁরা ইতিপূর্বে অত্যধিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার জানাযার সালাতে শরীক হতে পারেননি।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন−

اِنْتَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

অর্থ : রাসূল ﷺ সদ্য দাফনকৃত জনৈক ব্যক্তির কবরের নিকট গমন করে তার জানাযার সালাত আদায় করেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে চার তারবীরে উক্ত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করেন। (মুসলিম, হাদীস ৯৫৪)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈকা কারো নারী অথবা জনৈক কারো যুবক রাসূল ﷺ এর মসজিদ ঝাড়ু দিতো। একদা নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবায়ে কিরাম বললেন; সে তো মৃত্যুবরণ করেছে। রাসূল ﷺ বলেন : তোমরা কেন আমাকে এ বিষয়ে কিছুই জানালে না? মূলত সাহাবায়ে কিরাম বিষয়টিকে নিতান্ত ছোটই মনে করলেন। তাই তাঁরা রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছুই জানাননি। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন ঃ তোমরা আমাকে তার কবরটি দেখিয়ে দাও। তাঁরা রাসূল ﷺ-কে কবরটি দেখিয়ে দিলে রাসূল ﷺ তার কবরটি সামনে রেখে তার জানাযার সালাত আদায় করেন। অতঃপর বলেন−

اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا، وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِىْ عَلَيْهِمْ.

অর্থ : নিশ্চয়ই কবরগুলো তার অধিবাসীদের ওপর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর আমার জানাযার সালাতের বরকতে তা তাদের জন্য আলোকিত করে দেন। (মুসলিম, হাদীস ৯৫৬)

৬৮. লুটতরাজ কিংবা কোন পশু বা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তার গঠনাকৃতি বিকৃত করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন−

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

অর্থ : রাসূল ﷺ লুটতরাজ কিংবা কোন পশু বা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তার গঠনাকৃতি বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ৫৫১৬)

www.pathagar.com

৬৯. আপ্যায়নে নিজ সাধ্যাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা অপছন্দ করতেন

সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ .

অর্থ : রাসূল ﷺ মেহমানের মেহমানদারিতে (সাধ্যাতিরিক্ত) বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। (হাকিম ৪/১২৩)

সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَتَكَلَّفَنَّ اَحَدٌ لِضَيْفِهٖ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ .

অর্থ : কেউ যেন তার মেহমানের জন্য সাধ্যাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করে।
(খতীব ১০/২০৫)

৭০. সিল্কের কাপড় ও চিতা বাঘের চামড়া বসার কাজে ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ .

অর্থ : তোমরা সিল্কের কাপড় ও চিতা বাঘের চামড়ার উপর বসো না।
(আবু দাউদ, হাদীস ৪১২৯)

৭১. মুখ ঢেকে অথবা দেহের চাদরখানা দু দিকে ঝুলিয়ে রেখে সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّدَلِ فِى الصَّلَاةِ وَاَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ .

অর্থ : রাসূল ﷺ মুখ ঢেকে এবং দেহের চাদরখানা দু'দিকে ঝুলিয়ে রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ১৯০৭)

৭২. যে কোন দণ্ডবিধি মসজিদে প্রয়োগ করা অপছন্দ করতেন

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ .

অর্থ : মসজিদে কোন দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৬৪৮)

www.pathagar.com

হাকীম ইবনে 'হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ، وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ، وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ মসজিদে কারো থেকে প্রতিশোধ নিতে, কবিতা আবৃত্তি করতে ও দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯০)

৭৩. ঔষধের জন্য ব্যাঙ মেরে ফেলা অপছন্দ করতেন

আব্দুর রহমান ইবনে 'উসমান তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ لِلدَّوَاءِ

অর্থ : রাসূল ﷺ ঔষধের জন্য ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন।
(সহীহুল-জা'মি', হা: ৬৯৭১)

৭৪. প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া হাজীদের কোন হারানো জিনিস রাস্তা থেকে উঠিয়ে নেয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুর রহমান ইবনে 'উসমান তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ হাজীদের হারানো কোন জিনিস (প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত) রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৯৭৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন

وَلَا يَلْتَقِطُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا ـ

অর্থ : মক্কার রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকা হারানো কোন জিনিস প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ যেন উঠিয়ে না নেয়। (মুসলিম, হাদীস ১৩৫৩)

৭৫. প্রশাসক গোষ্ঠীর কাউকে কোন কিছু উপহার দেওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اَلْهَدِيَّةُ اِلَى الْاِمَامِ غُلُوْلٌ ـ

অর্থ : প্রশাসককে উপহার দেওয়া (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) আত্মসাতের অন্তর্ভুক্ত।
(সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৭০৫৪)

www.pathagar.com

৭৬. কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত সঠিক পথ ছেড়ে অন্য যে পথ অনুসরণ করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكَ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থ : আর নিশ্চয়ই এ রাস্তায়ই আমার সরল ও সঠিক পথ। কাজেই তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না। তা না করলে তোমরা একদা তাঁর সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সর্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে পারো। (আন'আম : আয়াত-১৫৩)

৭৭. সুবহে সাদিকের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই ফজরের আযান দেওয়া অপছন্দ করতেন

বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا ـ

অর্থ : ফজর তথা সুবহে সাদিক এ ভাবে (রাসূল ﷺ তখন তাঁর উভয় হাত দু' দিকে সম্প্রসারণ করে হযরত বিলালকে দেখিয়েছেন) সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফজরের আযান দিবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৩৪)

৭৮. যে কোন ভাবে নিজকে লাঞ্ছনার সম্মুখীন করা অপছন্দ করতেন

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهٗ، قَالُوْا : وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهٗ؟ قَالَ : يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ ـ

অর্থ : কোন মু'মিনের জন্য উচিত হবে না নিজকে কোন ভাবে লাঞ্ছিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেন : (হে আল্লাহর রাসূল!) কিভাবে কেউ নিজকে লাঞ্ছিত করে? তিনি বললেন : কেউ নিজ সাধ্যাতীত কোন বিপদ স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেওয়া। (তিরমিযী, হাদীস ২২৫৪ ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪০৮৮)

www.pathagar.com

কাউকে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে দেখে তাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা না করে তা চোখ বুজে মেনে নেওয়াও নিজেকে লাঞ্ছিত করার শামিল।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন−

إِنَّ اللّٰهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقُوْلَ : مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللّٰهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ : يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে শেষ বিচার দিবসে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, তুমি যখন তোমার সামনে অসৎ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তখন তুমি তাতে বাধা দিলে না কেন? যখন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে তার কৈফিয়ত দেওয়ার অবকাশ দিবেন তখন সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার অনুগ্রহের আশা অবশ্যই করেছিলাম। তবে তখন মানব ভীতিই আমার মধ্যে অধিক কাজ করেছিলো। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৮৯)

৭৯. অন্যের নিকট নিজের সাধুতা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন−

فَلَا تُزَكُّوْٓا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ـ

অর্থ : তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই (নিশ্চিত) জানেন সত্যিকার তাকওয়াবান কে?

(সূরা নাজম : আয়াত-৩২)

তাই তো ইউসুফ ﷺ তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন−

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : আমি নিজকে পবিত্র ও নির্দোষ বলছি না। কারণ, মানব প্রবৃত্তি তো নিশ্চয়ই মন্দ প্রবণ। কিন্তু সে নয় যাকে আমার পালনকর্তা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫৩)

মুহাম্মাদ ইবনে 'আমার ইবনে 'আতা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি খুব আদর করে আমার একটি কন্যার নাম "বাররা" তথা নেককার বা কল্যাণময়ী

www.pathagar.com

রেখেছিলাম। একদা যায়নাব বিনতে আবু সালামা (রা) উক্ত নাম শ্রবণ করে বললেন : রাসূল ﷺ এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। কোন এক সময় আমারও এ নাম ছিলো। তখন রাসূল ﷺ উক্ত নাম শ্রবণ করে বলেন–

لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ، اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ، فَقَالُوْا : بِمَ نُسَمِّيْهَا؟ قَالَ : سَمُّوْهَا زَيْنَبَ ـ

অর্থ : তোমরা কখনো নিজেদের সাধুতা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই (নিশ্চিত) জানেন সত্যিকার নেককার বা কল্যাণময়ী কে? তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন : তা হলে আমরা ওর নাম কি রাখবো? তখন রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা ওর নাম যায়নাব রাখো।

(মুসলিম, হাদীস ২১৪২)

তবে একান্ত কোন শরয়ী কল্যাণ বিনষ্ট হওয়ার প্রবল ধারণা হলে নিতান্ত প্রয়োজনে নিজের সাধুতা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমনিভাবে ইউসুফ (রা) মিশরের তৎকালীন অধিপতির নিকট নিজের জ্ঞান ও আমানতদারিতার বর্ণনা অকপটে তুলে ধরেন। তিনি বলেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ، اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : সে (ইউসুফ (আ) বললো : আমাকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম সংরক্ষণকারী অতিশয় জ্ঞানবান।

(সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫৫)

৮০. এবাদত ছাড়া অন্য কোন কাজে মসজিদকে পথ হিসেবে ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا، اِلَّا لِذِكْرٍ اَوْ صَلَاةٍ ـ

অর্থ : তোমরা সালাত ও যিকির ছাড়া মসজিদকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করো না। (আস্-সিল্সিলাতুস্-সহীহাহ্, হাদীস ১২)

www.pathagar.com

৮১. কোনো কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হওয়া যাতে ওয়াজিব কাজে অমনোযোগ সৃষ্টি হওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا ـ

অর্থ : তোমরা জায়গা-জমিন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পেছনে এমনভাবে পড়ে যেও না যাতে করে তোমরা একদা দুনিয়াদার হয়ে যাও।

(আস্-সিল্সিলাতুস্-সহীহাহ্, হাদীস ১২)

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِيْنَ: اِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا، أَرْبَعٌ : عَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدَّامِهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ ـ

অর্থ : চরম দুর্ভোগ বেশি সম্পদ সঞ্চয়কারীদের জন্য। তবে যারা ডানে, বামে, সামনে, পেছনে তথা চতুর্দিকে দান করেছেন তারা নয়। (ইবনে মাজাহ, হাদীস-৪২০৪)

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

اَلْاَكْثَرُوْنَ هُمُ الْاَسْفَلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ ـ

অর্থ : অধিক সম্পদশালীরা শেষ বিচার দিবসে নিচু হয়ে থাকবে। তবে যারা ডানে, বামে সদকা করেছে এবং পবিত্র মাল সঞ্চয় করেছে তারা নয়।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২০৫)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন–

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ، اِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ، وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخَطَ. تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَاِذَا فَلَا انْتَقَشَ ـ

অর্থ: ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধ্বংস হোক পোশাক-পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি। না দিলে বেজার। ধ্বংস হোক! কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্ধার না হোক! (কাঁটা বিঁধলে না খুলুক)। (বুখারী, হাদীস ২৮৮৬, ২৮৮৭ বায়হাকী : ৯/১৫৯, ১০/২৪৫)

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِيْ ذَهَبًا؛ فَتَأْتِيَ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ مِنْهُ شَيْءٌ؛ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِيْ قَضَاءِ دَيْنٍ.

অর্থ : আমি পছন্দ করি না যে, উহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যাবে; অথচ আমার ওপর তিনটি রাত অতিবাহিত হবে। আর আমি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু আমার নিকট রেখে দিয়েছি। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২০৭)

৮২. যে কোন উত্তম কাজকে ছোট মনে করা অপছন্দ করতেন

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ.

অর্থ : কোন উত্তম কাজকে ছোট মনে করো না। এমনকি তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করাকেও না। (মুসলিম হাদীস ২৬২৬)

৮৩. স্বচ্ছল ব্যক্তির অন্য কারোর সদকা ভক্ষণ কর অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন–

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

অর্থ : কোন ধনী ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা খাওয়া না জায়েয।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৪, হাদীস ৬৫২)

তবে পাঁচ প্রকারের ধনীর জন্য সাদাকা খাওয়া জায়েয।

'আত্বা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ.

অর্থ : শুধুমাত্র পাঁচ ধরণের ধনীর জন্যই সাদাকা খাওয়া জায়েয। আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী, সাদাকা উঠানোর কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী, অন্যের জরিমানা

www.pathagar.com

বা দিয়াত বহনকারী, যে ধনী ব্যক্তি নিজ পয়সা দিয়েই সদকার বস্তু ক্রয় করে নিয়েছে, যে ধনী ব্যক্তির প্রতিবেশী গরিব এবং তাকেই কেউ কোন সাদাকা দিলে সে যদি তা ধনী ব্যক্তির হাদিয়া হিসেবে দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৫)

৮৪. কোন মৃতব্যক্তিকে রাত্রি বেলায় দাফন করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَّا اَنْ تُضْطَرُّوْا ۔

অর্থ : তোমরা কখনো একান্ত প্রয়োজন না হলে মৃতদেরকে রাত্রি বেলায় দাফন করো না। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৫৪৩)

তবে নিতান্ত প্রয়োজনে কোন মৃতব্যক্তিকে রাতের বেলায় দাফন করা যেতে পারে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اَدْخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَاَسْرَجَ فِىْ قَبْرِهِ ۔

অর্থ :রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে বাতি জ্বালিয়ে রাতে কবরস্থ করেছেন।

৮৫. নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاَ۔

অর্থ : কারোর অতিরিক্ত পানি যেন বিক্রি করা না হয়। তা না হলে একদা ঘাসও বিক্রি করা হবে। (মুসলিম, হাদীস ১৫৬৬)

৮৬. কোন মুসলমান মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া অপছন্দ করতেন

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ এর নিকট জনৈক মৃত ব্যক্তিকে খারাপ বলা হলে তিনি বলেন–

لَا تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ ۔

অর্থ : তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিবর্গকে একমাত্র সুনামের সাথেই স্মরণ করবে। (নাসায়ী, হাদীস ১৯৩৭)

আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : নবী রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ، فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا ۔

www.pathagar.com

অর্থ : তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিবর্গকে কখনো গালি দিও না। কারণ, তারা তো নিশ্চয়ই তাদের কৃতকর্ম নিয়েই আখিরাতে পাড়ি জমিয়েছে।

(বুখারী, হা: ৬৫১৬ নাসায়ী হাদীস ১৯৩৮)

এমনকি মৃতদেরকে গাল-মন্দ করলে তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজন এবং তাদের বন্ধু-প্রিয়জনরাও কষ্ট পায়।

মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিবর্গকে কখনো গালি দিও না। কারণ তাতে জীবিতরাও কষ্ট পায়। (তিরমিযী হাদীস ১৯৮২)

তবে পথভ্রষ্ট মৃত বিদ'আতীদের বিষয়ে সাধারণ জন-সাধারণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো মানুষের সামনে সবিস্তারে ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

৮৭. কোন নারী নিজকে নিজে বিবাহ দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

অর্থ : কোন নারী অন্য কোন নারীকে অনুরূপভাবে কোন নারী নিজকে নিজে অন্য কারোর কাছে বিবাহ দিতে পারে না। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৯০৯)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

অর্থ : কোন পুরুষ অভিভাবক ছাড়া কোন নারীর বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তবে কোন এলাকার প্রশাসকই হবে সেই নারীর অভিভাবক যার কোন পুরুষ অভিভাবক নেই। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৯০৭)

আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا

www.pathagar.com

الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا ؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ـ

অর্থ : কোন নারী তার কোন পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কারো নিকট বিবাহ্ বসলে তার উক্ত বিবাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে। তার উক্ত বিবাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে। তার উক্ত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে তার উক্ত বিবাহের ভিত্তিতে তার কথিত স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে সে নারী উক্ত সহবাসের দরুণ তার পূর্ণ মোহর পাবে। তবে কোন নারীর যদি সত্যিকার কোন অভিভাবক না থাকে বরং তার আত্মীয়-স্বজনরা তার অভিভাবকত্ব নিয়ে ঝগড়া বাধায় তা হলে সে নারীর অভিভাবক হবে উক্ত এলাকার প্রশাসকই।

(তিরমিযী, হা: ১১০২; আবু দাউদ, হা: ২০৮৩; ইবনে মাজাহ, হা: ১৯০৬)

৮৮. মোরগকে গালি দেওয়া অপছন্দ করতেন

যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلَاةِ

অর্থ : তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ, সে মুসল্লীদেরকে সালাতের জন্য জাগিয়ে তোলে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫১০১)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ؛ فَاسْئَلُوْا اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ؛ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا ـ

অর্থ : তোমরা যখন মোরগের ডাক শ্রবণ করবে তখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ কামনা করবে। কারণ, মোরগটি তখন নিশ্চয়ই ফিরিশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শ্রবণ করবে তখন তোমরা শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ, গাধাটি তখন নিশ্চয়ই শয়তান দেখেছে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫১০২)

৮৯. বাতাসকে গালি দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَعَالٰى، تَأْتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلٰكِنْ سَلُوا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا .

অর্থ : তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ, তা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার রহমত। তবে তা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার রহমত নিয়ে আসে। আবার কখনো তাঁর আযাব। তাই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহার কল্যাণ কামনা করো এবং তাঁর নিকট উহার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাও। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস-৭৩১৬)

৯০. জ্বরকে গালি দেওয়া অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা রাসূল ﷺ উম্মুস-সা-ইব অথবা উম্মুল মুসাইয়াবের নিকট গমন করে বললেন : তোমার কি হলো" হে উম্মুস-সা-ইব অথবা হে উম্মুল মুসাইয়াব! তুমি কাঁপছ কেন? জবাবে তিনি বললেন : আমি তো জ্বরে কাঁপছি।

আল্লাহ্ তা'আলা তাতে বরকত না দিক!! রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَسُبِّىْ الْحُمّٰى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ؛ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

অর্থ : তুমি জ্বরকে গালি দিও না। কারণ, জ্বর তো আদম সন্তানের পাপরাশি মুছে দেয়। যেমনিভাবে রেত লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (মুসলিম, হাদীস ২৫৭৫)

৯১. রিযিক আসতে বিলম্ব হচ্ছে এমন ধারণা পোষণ করা অপছন্দ করতেন

মূলত: প্রত্যেকের রিযিক তার নিজ সময় মতোই আসে। তা আসতে এতটুকুও বিলম্ব হয় না

জাবির আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন

لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوْتَ حَتّٰى يَبْلُغَهُ اٰخِرُ رِزْقٍ لَهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ، وَاَجْمِلُوْا فِىْ الطَّلَبِ؛ اَخْذِ الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الْحَرَامِ .

অর্থ : তোমরা তোমাদের রিযিক আসতে বিলম্ব হচ্ছে এমন ধারণা পোষণ করো না। কারণ, কোন বান্দার মৃত্যু হবে না যতক্ষণ না তার শেষ রিযিকটুকু তার নিকট পৌঁছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং রিযিক অনুসন্ধানে শরীয়তের সুন্দর পথ অবলম্বন করো। তথা হালাল গ্রহণ করো এবং হারামকে ত্যাগ করো। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৩২৩)

৯২. তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়তে ভ্রমণ করা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِيْ .

অর্থ : তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়তে ভ্রমণ করা যাবে না। সে মসজিদগুলো হলো, হারাম (মক্কা) শরীফ, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী। (বুখারী, হা: ১১৯৭, ১৯৯৫; মুসলিম হা: ৮২৭; তিরমিযী হা: ৩২৬)

৯৩. মু'মিন ছাড়া অন্য কারো সাথে চলাফেরা করা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন–

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ .

অর্থ : একজন খাঁটি মু'মিন ব্যতীত তুমি অন্য কারো সাথে চলাফেরা করো না এবং একজন মুত্তাকী তথা তাকওয়াবান ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৩২; তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৫)

তবে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কিংবা কাউকে উপদেশ দেওয়া অথবা কাউকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তার সঙ্গ দেয়া কিংবা তাকে খানা খাওয়ানো যেতে পারে।

৯৪. উট, গরু কিংবা ছাগলের স্তনে কয়েক দিনের দুধ একত্রে জমিয়ে রেখে সেগুলোকে কারো নিকট বিক্রি করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا

www.pathagar.com

وَصَاعَ تَمْرٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ .

অর্থ : তোমরা উট ও ছাগলের দুধ কয়েক দিন যাবৎ স্তনে জমিয়ে রেখো না। এমন করার পরও কেউ যদি তা ক্রয় করে তাহলে সে দুধ দোহনের পর দু' মতের ভালোটি গ্রহণ করবে। যদি সে চায় পশুটি এমতাবস্থায় নিজের নিকট রেখে দিবে। আর যদি চায় তা ফেরত দিবে এবং তার সাথে এক সা (দু কিলো ৪০ গ্রাম) খেজুর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক সা' খাবার এবং তিন দিন বিবেচনার অবকাশ পাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক সা' খাবার। তবে গম নয়।

(বুখারী, হাদীস ২১৪৮; মুসলিম, হাদীস ১৫২৪)

৯৫. উটের খোয়ারে সালাত পড়া অপছন্দ করতেন

বারা ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ কে উট বসার স্থানে সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

لاَ تُصَلُّوْا فِيْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ؛ فَاِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ .

অর্থ : তোমরা উটের খোয়ারে সালাত পড়ো না। কারণ, উট হচ্ছে শয়তানের জাত।

অনুরূপভাবে তাঁকে ছাগলের খোয়ারে সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

صَلُّوْا فِيْهَا؛ فَاِنَّهَا بَرَكَةٌ .

অর্থ : তাতে সালাত আদায় করতে পার। কারণ, ছাগল হচ্ছে বরকতময় পশু।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৩)

৯৬. নিজে খায় না এমন জিনিস মিসকিনকে ভক্ষণ করানো অপছন্দ করতেন

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لاَ تُطْعِمُوا الْمَسَاكِيْنَ مِمَّا لاَ تَأْكُلُوْنَ .

অর্থ : তোমরা যা খাও না মিসকিনদেরকে তা থেকে ভক্ষণ করতে দিও না।

(সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৩৬৪)

www.pathagar.com

৯৭. একই দিনে কোন ফরয সালাত দু'বার পড়া অপছন্দ করতেন

মাইমূনা (রা)-এর আযাদ করা গোলাম সুলাইমান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) কে মসজিদের মেঝে বসে থাকতে দেখলাম; অথচ অন্যরা সবাই জামাতে সালাত আদায় করছে। তখন আমি বললাম, হে আব্দুর রহমানের পিতা! আপনি সবার সাথে সালাত আদায় করছেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন : আমি ইতিপূর্বে উক্ত সালাত আদায় করেছি। আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .

অর্থ : একই দিনে কোন (ফরয) সালাত দু বার আদায় করা যায় না।

(নাসায়ী, হাদীস ৮৬২)

তবে কেউ কোন ফরয সালাত আদায়ের পর অন্যদেরকে উক্ত সালাত জামাতে পড়তে দেখলে তাদের সাথে নফলের নিয়তে দাঁড়িয়ে যাবে।

একদা মি'হাজন (রা) নবী করীম ﷺ এর সাথে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় সালাতের আযান হয়ে গেলো। রাসূল ﷺ সেখান থেকে উঠে গিয়ে সালাত শেষ করে এসে দেখলেন মি'হাজন (রা) সেখানেই বসে আছেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি সালাত আদায় করলে না কেন? তুমি কি মুসলমান নও? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি মুসলমান। তবে আমি নিজ এলাকার নামায সালাত আদায় করে এসেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন–

اِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ .

অর্থ : যখন তুমি এমতাবস্থায় আসবে তখনও তুমি মানুষের সাথে সালাত আদায় করবে। যদিও তুমি ইতিপূর্বে সালাত আদায় করে থাকো। (নাসায়ী, হাদীস ৮৫৯)

৯৮. কোন বিষয়ে মনে সন্দেহ আসার পরও তা করা অপছন্দ করতেন

আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَىْءٌ فَدَعْهُ .

অর্থ : কোন বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহ আসলে তা তুমি পরিত্যাগ করো।

(সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৪৮৪)

www.pathagar.com

৯৯. কারো বাহ্যিক আমল দেখেই তার উত্তম পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অপছন্দ করতেন

আবু উমারাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَعْجَبُوْا بِعَمَلٍ، حَتّٰى تَنْظُرُوْا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ .

অর্থ : তোমরা কারো বাহ্যিক আমল দেখে অবাক হবে না যতক্ষণ না তার পরিণতি তথা সে কোন আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেছে তা দেখবে।

(সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৩৬৬)

১০০. আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি তথা আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া অপছন্দ করতেন

'ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা 'আলী (রা) কিছু মুরতাদকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন। সংবাদটি আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : আমি যদি উক্ত স্থানে হতাম তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ, নবী করীম ﷺ বলেন–

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ .

অর্থ : যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে তাকে তোমরা হত্যা করো।আমি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারতাম না। কেননা, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ .

অর্থ : তোমরা আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তথা আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দিও না।

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৫৮; আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৫১)

বিষয়টি 'আলী (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : 'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস সত্য বলেছে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে একদা একটি প্রতিনিধি দলে পাঠিয়ে বলেন–

اِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ .

অর্থ : তোমরা যদি অমুক অমুককে পাও তা হলে তোমরা তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে।

www.pathagar.com

অতঃপর আমরা যখন গন্তব্যের পথে যাত্রা করলাম তখন তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেন–

إِنِّىْ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللّٰهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا ـ

অর্থ : আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে আদেশ করেছিলাম অমুক অমুককে আগুনে পুড়িয়ে মারতে; অথচ আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। তাই তোমরা ওদেরকে পেলে মেরে ফেলবে।

(বুখারী, হাদীস ৩০১৬)

১০১. কোনো কারণ ব্যতীত কারো ওপর রাগ করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর কাছে আগমন করে বললো : হে নবী! আমাকে ওসিয়ত করুন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বলেন–

لاَ تَغْضَبْ

অর্থ : তুমি অহেতুক কোন রাগ করবে না। (বুখারী, হাদীস ৬১১৬)

লোকটি নবী ﷺ কে বার বার ওসিয়াত করতে বললেও রাসূল ﷺ তাকে একই ওসিয়াত করেন। তুমি অহেতুক কোন রাগ করো না।

আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لاَ تَغْضَبْ، وَلَكَ الْجَنَّةُ ـ

অর্থ : তুমি অহেতুক কোন রাগ করো না। তা হলে তুমি জান্নাত পাবে।

(সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৩৭৪)

১০২. কোন দুর্ঘটনায় শয়তান ধ্বংস হোক এমন বলা অপছন্দ করতেন

আবুল-মালীহ্ (রা) জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন : আমি একদা রাসূল ﷺ-এর পিছনে একই উটে আরোহন করেছিলাম। এমতাবস্থায় একটি উট পা পিছলে পড়ে গেলো। তখন আমি বললাম : শয়তান ধ্বংস হোক। নবী ﷺ বললেন–

لاَ تَقُلْ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ؛ تَعَاظَمَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُوْلُ : بِقُوَّتِيْ، وَلٰكِنْ قُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ؛ تَصَاغَرَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : শয়তান ধ্বংস হোক এমন কথা বলো না। কারণ, সে এমন কথা বললে ফুলতে শুরু করে। এমনকি ফুলতে ফুলতে সে একদা ঘরের মতো হয়ে যায় এবং সে বলে : আমি নিজ ক্ষমতা বলেই এমন করেছি। বরং তুমি বলবে : “বিসমিল্লাহ”। কারণ, এমন বললে সে চুপসে যায়। এমনকি চুপসে চুপসে সে একদা মাছির মতো হয়ে যায়। (আহমাদ, হাদীস, ১৯৭৮; আবু দাউদ, হা: ৪৯৮২)

১০৩. সিকি দিনারের কম চুরি করলেও তাতে কারোর হাত কাটা অপছন্দ করতেন

‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلَّا فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

অর্থ : সিকি দিনার তথা এক গ্রাম থেকে একটু বেশি স্বর্ণ (অথবা উহার সমমূল্য) এবং এর চেয়ে বেশি চুরি করলে। কোন চোরের হাত কাটা হয়। নতুবা নয়। (বুখারী, হা: ৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১; মুসলিম, হা: ১৬৮৪ তিরমিযী, হা: ১৪৪৫; আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৪; ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৬৩৪)

১০৪. কারোর গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে ভক্ষণ করার কারণে হাত কাটা অপছন্দ করতেন

রা’ফি ইবনে খাদীজ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ বলেন– لَا قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلَا كَثَرٍ ـ

অর্থ : কেউ কারো ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে ভক্ষণ করলে অথবা কারোর খেজুর গাছের মাথি-মজ্জা খেয়ে ফেললে তার হাত কাটা হবে না।
(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৮, তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৯; ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৬৪২)

১০৫. কোন হারাম বস্তু কিংবা হারাম কাজকে সম্মানসূচক শব্দে উচ্চারণ করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ : الْكَرْمَ، اِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ، وَفِىْ رِوَايَةٍ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ـ

অর্থ : তোমাদের কেউ আঙ্গুরকে “কারম” তথা তার সুরা পানকারীর মাঝে দানশীলতা সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করো না। কারণ, দানশীল তো হবে মূলত : একজন মুসলমানই। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দানশীলতার গুণ তো স্বভাবত একজন ঈমানদারের অন্তরেই লুক্কায়িত থাকে। (মুসলিম, হাদীস ২২৪৭)

www.pathagar.com

ওয়া'ইল (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَقُوْلُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا : الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ .

অর্থ : তোমরা আঙ্গুরকে "কারাম" তথা তার সুরা পানকারীর মাঝে দানশীলতা সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করো না; বরং আঙ্গুরকে "ইনাব" অথবা "হাবলাহ" তথা আঙ্গুরই বলবে। (মুসলিম, হাদীস ২২৪৮)

১০৬. কাফির, মুশরিক কিংবা কোন মুনাফিককে এমন শব্দে সম্বোধন করা যা মুসলমানদের ওপর তার কোন ধরনের কর্তৃত্ব বুঝায় অপছন্দ করতেন

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ : سَيِّدٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا؛ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থ : তোমরা কোন মুনাফিককে "সাইয়েদ" তথা নেতা কিংবা অভিভাবক বলে সম্বোধন করো না। কারণ, সে যদি তোমাদের "সাইয়েদ" তথা নেতা কিংবা অভিভাবকই হয়ে যায় তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করলে। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৭৭)

১০৭. নিজ পায়ের রান খোলা রাখা কিংবা অন্য কোন জীবিত বা মৃতের উরুর দিকে তাকানো অপছন্দ করতেন

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ .

অর্থ : তুমি নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মানুষের সামনে নিজ উরু বা রান খোলা রেখো না। অনুরূপভাবে তুমিও কোন জীবিত কিংবা মৃতের উরুর দিকে তাকাবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৪০১৪)

১০৮. প্রজনন কাজে কোনো পশুকে তথা গর্ভ সঞ্চারের কাজে ভাড়া দেওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

অর্থ : নবী করীম ﷺ কোন পুরুষ পশুকে পশু প্রজনন তথা গর্ভ সঞ্চারের কাজে ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ২২৮৪)

www.pathagar.com

১০৯. সালাতে পার্থিব কোন কথা বলা অপছন্দ করতেন

মু'আবিয়া ইবনে 'হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : সালাতে পার্থিব কোন কথাই বলা চলবে না; বরং তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা এবং কুরআন তিলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র।(মুসলিম, হাদীস ৫৩৭)

১১০. আকীকার পশুর রক্ত শিশুর মাথায় লাগানো অপছন্দ করতেন

ইয়াযীদ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ.

অর্থ : শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা দেওয়া হবে ঠিকই তবে তার মাথার চুল রক্ত দ্বারা রাঙ্গানো যাবে না। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২২৫)

১১১. কোন মুসলমানের দাওয়াত কিংবা তার কোন উপহার গ্রহণ না করা অথবা কোন মুসলমানকে প্রহার করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : তোমরা (জায়েয) দাওয়াত গ্রহণ করো এবং কারো (জায়েয) উপহার ফিরিয়ে দিও না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানকে (অবৈধভাবে) প্রহার করো না।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১৫৭)

১১২. মুশরিকদের কোন উপঢৌকন গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন

'ইয়ায বিন 'হিমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল ﷺ এর ('হারবী) যুদ্ধরত শত্রু ছিলাম। তখন আমি মুসলমান ছিলাম না। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে একটি উট উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি।

তখন তিনি বলেন–

إِنِّيْ أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ : আমি মুশরিকদের কোন উপহার গ্রহণ করা অপছন্দ করি।
(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ৪২৮)

১১৩. সালাতে বস্ত্র কিংবা চুল একত্রিত করা ও বাঁধা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ : اَلْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ عَلٰى اَنْفِهٖ ـ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ،وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ ـ

অর্থ : আমাকে আদেশ করা হয়েছে সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে। কপাল রাসূল ﷺ নিজ হাত দিয়ে নাকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দু' হাত, দু' পা তথা হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলাগ্র। আর যেন আমরা (সালাতরত অবস্থায়) নিজ কাপড় ও চুল একত্রিত না করি এবং না বাঁধি। (মুসলিম, হাদীস ৪৯০)

১১৪. মধ্যমা কিংবা শাহাদাত অঙ্গুলিতে যে কোন ধরণের আংটি পরা অপছন্দ করতেন

আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আলী (রা) বলেন–

نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَخَتَّمَ فِىْ اِصْبَعِىْ هٰذِهٖ اَوْ هٰذِهٖ، قَالَ فَاَوْمَا اِلَى الْوُسْطٰى وَالَّتِىْ تَلِيْهَا ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ আমাকে এ আঙ্গুল অথবা এ আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। আবু বুরদা (রা) বলেন, তখন আলী (রা) তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২০৭৮; নাসায়ী, হা: ৫২১২, ৫২১৩, ৫২১৪; আবু 'আওয়ানাহ, হাদীস ৮৫৯১)

১১৫. কোন ফরয সালাতের ইকামাতের পরও যে কোন সুন্নাত কিংবা নফল সালাতে রত থাকা অপছন্দ করতেন

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ـ

অর্থ : যখন কোন ফরয সালাতের ইকামাত দেওয়া হয় তখন উক্ত ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোন (সুন্নাত বা নফল সালাত) পড়া চলবে না। (মুসলিম, হা: ৭১০)

www.pathagar.com

১১৬. সালাতে দো'আরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ -

অর্থ : সালাতে দো'আরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো ব্যক্তিবর্গের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন দ্বিতীয়বার না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি হৃত-লুণ্ঠিত হবে। (মুসলিম, হাদীস ৪২৯)

১১৭. রাসূল ﷺ-এর পরিবারবর্গ কারোর যাকাত গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল-মুত্তালিব ইবনে রাবী'আ ইবনে হারিস ও ফাযল ইবনে 'আব্বাস ইবনে 'আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِيْ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ -

অর্থ : নিশ্চয়ই সদকা তথা যাকাত গ্রহণ করা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবর্গের জন্য উচিত নয়। মূলত ঃ তা হচ্ছে মানুষের ময়লা আবর্জনা। (মুসলিম, হা: ১০৭২)

১১৮. সামান্য হলেও কোনো কিছু সদকা করতে গড়িমসি করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ প্রায়ই বলতেন-

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ -

অর্থ : হে মুসলিম নারীরা কোনো প্রতিবেশি তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেওয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খরই বা হোক না কেন। (বুখারী, হা: ৬০১৭; মুসলিম, হাদীস ১০৩০)

উম্মু বুজাইদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল ﷺ-কে বললাম হে আল্লাহর রাসূল! অনেক সময় গরীব মানুষ এসে আমার দরজায় ধন্না দেয়; অথচ আমার নিকট তখন দেওয়ার মতো কিছুই থাকে না।

তখন রাসূল ﷺ বলেন–

إِنْ لَمْ تَجِدِيْ إِلَّا ظِلْفًا مُحَرَّقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَا تَرُدِّيْ سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ -

অর্থ : যদি তুমি ছাগলের একটি পোড়া খুরও পাও তাই তুমি তার হাতে তুলে দিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিবে না। একটি খুর দিয়ে হলেও তাকে বিদায় দিবে। (তিরমিযী, হা: ৬৬৫; আবু দাউদ হাদিস ১৬৬৭)

আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ-এর নিকট গমন করে তাঁকে বললাম। হে আল্লাহ'র নবী! আমার নিজস্ব কোন সম্পদ নেই। শুধু ততটুকুই যা আমাকে আমার স্বামী যুবাইর দিয়ে থাকে। আমি ততটুকু থেকেই যদি সামান্য কিছু অংশ কাউকে সদকা করে দেই তাতে কোন অসুবিধা আছে কি? তখন রাসূল ﷺ বলেন–

ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ، لاَ تُوْعِي اللّٰهُ عَلَيْكَ.

অর্থ : যা সম্ভব হয় তা দান করতে থাকো। টাকা-পয়সা আটকে রেখো না তা হলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর নিয়ামতগুলো আটকে রাখবেন।

(বুখারী হা: ১৪৩৪; মুসলিম হা: ৪৯০)

১১৯. রমযানের চাঁদ উঠার দু' এক দিন পূর্বে থেকেই রোযা রাখা আরম্ভ করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَّلاَ يَوْمَيْنِ ، اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

অর্থ : তোমরা কেউ রমযানের চাঁদ উঠার দু' এক দিন পূর্ব থেকে রোযা রাখা আরম্ভ করো না। তবে কেউ এমন দিনে আগে থেকেই রোযা রাখতে অভ্যস্ত থাকতে সে যেন তা রাখে। (মুসলিম, হাদীস ১০৮২)

যেমন ঃ কেউ প্রতি সপ্তাহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত। অতঃপর উক্ত দিনটি রমযানের এক বা দু' দিন পূর্বে এসে গেলো তখন সে উক্ত দিনেই তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী রোযা রাখবে। যদিও তা রমযানের এক বা দু' দিন পূর্বেই হয়ে থাকুক না কেন।

১২০. ইফতারের সময় হয়ে গেলেও তা করতে বিলম্ব করা অপছন্দ করতেন

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন-

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

অর্থ : মানুষ সর্বদা কল্যাণের ওপর থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার দ্রুত করবে।

(মুসলিম, হাদীস ১০৯৮)

www.pathagar.com

১২১. সামর্থহীন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘ সময় মেহমান হওয়া অপছন্দ করতেন

আবু শুরাই'হ খুযা'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ ،وَجَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ اَخِيْهِ حَتّٰى يُؤْثِمَهُ،قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ : يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلَاشَيْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ .

অর্থ : মেহমানদারি তিন দিন পর্যন্ত। তবে মেহমানের প্রতিদান হলো এক দিন ও এক রাত। কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না তবে অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের নিকট মেহমান হিসেবে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করা যাতে সে পাপী হতে বাধ্য হয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন : কিভাবে সে অন্যাকে পাপী হতে বাধ্য করবে? রাসূল ﷺ বলেন : সে এমন ব্যক্তির কাছে মেহমান হিসেবে অবস্থান করবে; যার নিকট তাকে মেহমানদারি করার মতো কিছুই নেই। (মুসলিম, হা: ৪৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، قَالُوْا : وَمَا جَائِزَتُهُ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلَيْلَتُهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ .

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী সে যেন তার মেহমানকে তার পুরস্কার পরিমাণ মেহমানদারি করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! তার পুরস্কার পরিমাণ মেহমানদারি কতটুকু? তিনি বললেন : তা হচ্ছে এক দিন ও এক রাত। তবে তার মেহমানদারি হচ্ছে তিন দিন পর্যন্ত। এরপর যা হবে তা হবে তার ওপর সাদাকা মাত্র। (মুসলিম, হাদীস ৪৮)

১২২. ধর্মীয় কোন কাজে কাফির মুশরিকের সহযোগিতা নেওয়া অপছন্দ করতেন

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ اَدْرَكَهُ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْاَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاَوْهُ، فَلَمَّا اَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ :جِئْتُ

www.pathagar.com

لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيْبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ؟ قَالَ : لَا، قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ :
ثُمَّ مَضٰى حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا
قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ :
فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ،
فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ،
فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلِقْ.

অর্থ : রাসূল ﷺ একদা বদরের দিকে বের হলেন। যখন তিনি 'হাররাতুল-ওয়াবারাহ নামক এলাকায় পৌঁছলেন তখন তাঁর সাথে জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। যার বিষয়ে সাহসিকতা ও বিপদের সময় অন্যকে সহযোগিতা করার প্রসিদ্ধি ছিলো। তাকে দেখে রাসূল ﷺএর সাহাবায়ে কেরাম খুশি হলেন। সে রাসূল ﷺকে বললো : আমি আপনার সঙ্গে আপনার শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি। তখন রাসূল ﷺতাকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের ওপর ঈমান এনেছো? সে বললো : না। তখন রাসূল ﷺতাকে বললেন : না। তুমি চলে যাও। আমি কখনো কোন মুশরিকের সহযোগিতা নেবো না। 'আয়েশা (রা) বলেন : অতঃপর লোকটি চলে গেলো। ইতোমধ্যে আমরা "শাজারাহ" নামক স্থানে পৌঁছলে লোকটি আবারো রাসূল ﷺএর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট একই প্রস্তাব করলে রাসূল ﷺতাকে একই জবাব দিয়ে বললেন : না। তুমি চলে যাও। আমি কখনো কোনো মুশরিকের সহযোগিতা নেবো না। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর লোকটি চলে গেলো। ইতিমধ্যে আমরা 'বাইদা" নামক স্থানে পৌছলে লোকটি আবারো রাসূল ﷺ এর সাথে দেখা করে তাঁর নিকট একই প্রস্তাব দিলে রাসূল ﷺতাকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের ওপর ঈমান এনেছো? সে বললো : হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺতাকে বললেন : তা হলে তুমি এখন আমার সাথে চলো। (মুসলিম, হাদীস ১৮১৭)

www.pathagar.com

১২৩. যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত হওয়া অপছন্দ করতেন

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّىْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا ، وَإِنِّىْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِىْ ،لَا تَأَمَّرَنَّ عَلٰى اِثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ -

অর্থা : হে আবু যর! আমি তোমাকে (নেতৃত্বের বিষয়ে) দুর্বল মনে করছি। আমি যা নিজের জন্য পছন্দ করছি তা তোমার জন্যও পছন্দ করছি। তুমি কখনো এমনকি দু'জনের ওপরও নেতৃত্ব দিতে গমন করবে না এবং কোন এতিমের সম্পদেরও দায়িত্ব নিবে না। (মুসলিম, হাদীস ১৮৫৩)

১২৪. ছুতানাতা দেখিয়ে উপরস্থ কোন ব্যক্তির আনুগত্য ছেড়ে দেওয়া অপছন্দ করতেন

জুনাদাহ বিন আবু উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমরা একদা 'উবাদাহ বিন সামিত (রা)-এর নিকট হাজির হলাম। তখন তিনি ছিলেন রোগাক্রান্ত। আমরা তাঁকে বললাম : আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সুস্থ করুন! আপনি আমাদেরকে এমন কতিপয় হাদীস শুনান যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে লাভবান করবেন। যা আপনি একদা রাসূল ﷺ এর মুখ থেকে শ্রবণ করেছেন। তখন তিনি বলেন–

دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ ، فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : اِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ -

অর্থ : একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে ডেকে বাই'আত করালেন। বাই'আতের মধ্যে যা ছিলো তা হলো, আমরা তাঁর হাতে এ মর্মে বাই'আত করলাম যে, আমরা আমাদের উপরস্থদের কথা শ্রবণ করবো এবং তাঁদের আনুগত্য করবো। চাই তা তোমাদের মনের পক্ষেই হোক বা বিপক্ষে। চাই তা সাধারণ পরিস্থিতিতেই হোক বা কঠিন পরিস্থিতিতে। চাই তা আমাদের অধিকারকে অগ্রাহ্য করেই হোক না কেন। আর আমরা প্রশাসকদের সাথে প্রশাসন বিষয়ক

www.pathagar.com

কোন দ্বন্দ্বেই লিপ্ত হবো না। রাসূল ﷺ বলেন : তবে তোমরা যখন তাদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন কুফরী দেখতে পাবে যার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ রয়েছে। (মুসলিম, হা: ১৮০৯)

১২৫. কোন পশুর দুধ তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত দোহন করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ أَوْ يُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন অন্য কারোর দুগ্ধদানকারী পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি তার নিজের বিষয়ে এমন ঘটুক চায় যে, তার দুধেল পশুর ঘরে কেউ প্রবেশ করে তার দুগ্ধভাণ্ডার ভেঙ্গে তার খাবার নিয়ে যাবে। কারণ, মানুষের দুধেল পশুর স্তনই তো তাদের খাবার সংরক্ষণ করে। কাজেই তোমাদের কেউ যেন অন্য কারোর দুধেল পশুর দুধ তা অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। (বুখারী, হা: ২৪৩৫; মুসলিম, হা: ১৭২৬; আবু দাউদ, হা: ২৬৩২; ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৩৩২)

১২৬. মেহমান তার মেজমানের অনুমতি ছাড়াই সম্মানজনক সুনির্দিষ্ট স্থানে বসা অপছন্দ করতেন

আবু মাস'উদ বদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

অর্থ : তুমি কারোর ঘরে কিংবা তার অধীনস্থ স্থানে তার অনুমতি ছাড়া কোন সালাতের ইমামতি করবে না। অনুরূপভাবে তুমি কারো ঘরে তার সম্মানজনক সুনির্দিষ্ট বসার স্থানে তার অনুমতি ছাড়া বসবে না।

(মুসলিম, হাদীস ৬৭৩; আবু দাউদ, হাদীস ৫৮২)

www.pathagar.com

১২৭. কোন কাফিরকে তার নিকট আত্মীয় মুসলমানের ওয়ারিসি সম্পত্তি দেওয়া কিংবা কোন মুসলমানের তার কোন নিকট আত্মীয় কাফিরের ওয়ারিসি সম্পত্তি নেওয়া

উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

অর্থ : কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিসি সম্পত্তি পাবে না। অনুরূপভাবে কোন কাফিরও কোন মুসলমানের ওয়ারিসি সম্পত্তি পাবে না।

(বুখারী, হাদীস ৬৭৬৪; মুসলিম, হাদীস ১৬১৪; আবু দাউদ, হাদীস ২৯০৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى .

অর্থ : দু'ভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী লোক পরস্পরের মিরাস পাবে না।

(আবু দাউদ, হাদীস ২৯১১)

১২৮. ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার একে অপর থেকে অসন্তুষ্ট অবস্থায় বিদায় নেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَفْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ .

অর্থ : ক্রেতা ও বিক্রেতা যেন একে অন্য থেকে কারোর ওপর কেউ অসন্তুষ্ট থাকাবস্থায় বিদায় না নেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৫৮)

১২৯. হজ্বের পর আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত ঘরের বিদায়ী তাওয়াফ না করে নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

অর্থ : কোন ব্যক্তি নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে না যতক্ষণ না তার শেষ সাক্ষাৎ আল্লাহ তা'আলার ঘরের সাথে তথা তওয়াফ করে হয়।

(মুসলিম, হাদীস ১৩২৭; আবু দাউদ, হাদীস ২০০২; ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩১২৬)

www.pathagar.com

১৩০. গিরা ফেলা কিংবা গলায় ধনুকের সুতা ঝুলানো অপছন্দ করতেন

রুওয়াইফি (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ আমাকে বলেন–

لَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ، فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، اَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ؛ فَاِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِئٌ .

অর্থ : হে রুওয়াইফি'! হয়তো বা তুমি আমার মৃত্যুর পর বেশ কিছু দিন জীবিত থাকবে। কাজেই তুমি মানুষের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজ দাঁড়ি না আঁচড়িয়ে তাতে গিড়া ফেলে দেয়, নিজ গলায় ধনুকের সুতা ঝুলায় অথবা কোন পশুর মল কিংবা হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে তা হলে আমি মুহাম্মাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৬)

১৩১. শরীয়ত বাস্তবায়নে কঠোরতা অবলম্বন করা অপছন্দ করতেন

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা আমাকে ও মু'আয (রা) কে ইয়েমেনের দিকে প্রেরণ করে বলেন–

لَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا .

অর্থ : তোমরা মানুষের মাঝে শরীয়ত বাস্তবায়নে সহজতা অবলম্বন করবে; কঠোরতা নয়। পাপীদেরকে ভয় মিশ্রিত আশার বাণী শুনাবে; নিরাশার বাণী নয়। একে অপরকে মেনে চলবে; দ্বন্দ্ব করবে না।

(বুখারী, হাদীস ৩০৩৮; মুসলিম হাদীস ১৭৩৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ثَلَاثًا .

অর্থ : ধ্বংস হোক কট্টরপন্থীরা। রাসূল ﷺ উক্ত কথাটি তিন বার বলেছেন। (মুসলিম হাদীস ২৬৭০)

১৩২. সালাতের ফরয, ওয়াজিব সুন্নাতসমূহ সঠিকভাবে আদায় না করা অথবা শুধু ওয়া'আলাইকা" বলে সালামের জবাব দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا غِرَارَ فِىْ صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيْمٍ .

অর্থ : সালাত ও সালামে কোনভাবেই ত্রুটি করা চলবে না। (আবু দাউদ, হাদীস-৯২৮)

www.pathagar.com

১৩৩. ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য পশুর গলায় তার কিংবা সুতা ঝুলানো অপছন্দ করতেন

আবু বশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে একদা কোন এক ভ্রমণে ছিলাম। হঠাৎ কোন এক রাত্রি বেলায় যখন সবাই ঘুমাতে যাচ্ছিলো এমতাবস্থায় তিনি জনৈক প্রতিনিধি প্রেরণ করে সবার মাঝে ঘোষণা দিলেন–

لَا يَبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلَادَةٌ اِلَّا قُطِعَتْ ـ

অর্থ : কোন উটের গলায় যেন হার, সুতা কিংবা অন্য কিছু ঝুলিয়ে না রাখা হয়। কোন কিছু ঝুলানো থাকলে তা অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে।

(বুখারী, হাদীস ৩০০৫ মুসলিম, হাদীস ২১১৫ আবু দাউদ হাদীস ২৫৫২)

১৩৪. ওজনবিহীন খাবার স্তূপ ওজনবিহীন অন্য কোন খাবার স্তূপের বিনিময়ে কিংবা ওজন করা কোন খাবারের বিনিময়ে বিক্রি করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ الطَّعَامِ ـ

অর্থ : ওজনবিহীন কোন খাবার স্তূপ এ ধরণের অন্য কোন খাবার স্তূপের বিনিময়ে অথবা ওজন করা কোন খাবারের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। (নাসায়ী, হা: ৪৫৫০)

১৩৫. তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরস্পর মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি জনৈক সাহাবীকে এমনভাবে একটি কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি যার বিপরীত তিলাওয়াত একদা আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি। অতঃপর আমি তার হাতখানা ধরে রাসূল ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি আমাদেরকে বলেন–

كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ ، لَا تَخْتَلِفُوْا، فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا ـ

অর্থ : তোমরা উভয়েই সঠিক তিলাওয়াত করেছ। তোমরা কখনো পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতরা একদা পরস্পর দ্বন্দ্ব করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। (বুখারী, হাদীস নং ২৪১০)

www.pathagar.com

১৩৬. পশুর পিঠকে বক্তব্যের মঞ্চরূপে ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَتَكُمْ.

অর্থ : তোমরা যে কোন পশুর পিঠকে মিম্বার হিসেবে ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা উক্ত পশুগুলোকে এ জন্যই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যে, যেন তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে এমন এলাকায় গমন করতে পারো যেখানে পৌঁছা এগুলো ছাড়া তোমাদের জন্য খুবই কষ্টকর হবে। এ দিকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য জমিন সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তোমরা সেখানেই তোমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করো। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৬৭)

১৩৭. কোন বিধর্মীর সালামের জবাবে ওয়া'আলাইকুমুস সালাম" বলা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نُهِيْنَا أَوْ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيْدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى : وَعَلَيْكُمْ

অর্থ : আমাদেরকে নিষেধ অথবা আদেশ করা হয়েছে এ মর্মে যে, আমরা যেন ইহুদি ও খ্রিস্টানের সালামের জবাবে "ওয়া'আলাইকুম" থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে না বলি। (আহমাদ, হাদীস ১২১৩৬; ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস ২৫৭৬৩)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا : وَعَلَيْكُمْ

অর্থ : যখন তোমাদেরকে ইহুদি-খ্রিস্টানরা সালাম দিবে তখন তোমরা তার জবাবে বলবে শুধু "ওয়া'আলাইকুম।" (মুসলিম, হাদীস ২১৬৩)

১৩৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন অপছন্দ করতেন

لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ : إِنِّيْ صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ.

www.pathagar.com

অর্থ : রোযাবস্থায় তুমি কখনো কাউকে গালমন্দ করো না। কেউ তোমাকে গালমন্দ করলে তুমি তাকে জানিয়ে দিবে যে, আমি রোযাদার। আর তুমি তখন দাঁড়িয়ে থাকলে সাথে সাথেই বসে পড়বে। (ইবনে হিব্বান, হা: ৩৪৮৩ ইবনে খুযাইমাহ, হা: ১৯৯৪; আহমাদ, হা: ৯৫২৮, ১০৫৭১)

১৩৯. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট ইহকালের কোন প্রশাসনিক পদ বা নেতৃত্ব চাওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا .

অর্থ : হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি কারো কাছে নিজের জন্য প্রশাসনিক কোন পদ কামনা করবে না। কারণ, তা যদি তোমাকে একান্ত তোমার চাওয়ার ভিত্তিতেই দেওয়া হয় তা হলে তার গুরুভার একমাত্র তোমার ওপরই সোপর্দ করা হবে। তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন সহযোগিতাই থাকবে না। আর যদি তা তোমাকে তোমার চাওয়া ব্যতীত এভাবেই দেওয়া হয় তা হলে তাতে আল্লাহ তা'আলার সহযোগিতা অবশ্যই থাকবে।

(বুখারী, হাদীস ৬৬২২, ৬৭২২; মুসলিম হাদীস ১৬৫২)

আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আবু মূসা আশ'আরী (রা) আমাকে বললেন ঃ আমি একদা আমার বংশীয় দু'জন ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট হাজির হলাম। তাদের একজন ছিলো আমার ডান পার্শ্বে আর অন্য জন ছিলো আমার বাম পার্শ্বে। তারা উভয়ই রাসূল ﷺ এর নিকট কোন প্রশাসনিক পদ চেয়েছিল। এমন সময় নবী ﷺ মিসওয়াক করছিলেন। তিনি বললেন : হে আবু মূসা! অথবা হে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাইস! তুমি কি বলো? আমি বললাম : সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তারা ইতোপূর্বে তো তাদের মনের কথা আমাকে বলেনি। আর আমিও ইতোপূর্বে অনুভব করতে পারিনি যে, তারা আপনার নিকট কোন প্রশাসনিক পদ প্রার্থনা করবে। নবী ﷺ

www.pathagar.com

বললেন : তখন আমি তাঁর মিসওয়াকের দিকেই তাকিয়েছিলাম। যা তাঁর ঠোঁটের নিচেই ছিলো এবং ঠোঁট খানা একটু উপরে উঠেছিলো। তিনি বললেন–

لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوْسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ .

অর্থ : আমি কখনো এমন ব্যক্তিকে কোন পদ দেবো না যে তা পাওয়ার আশা করে। বরং তুমি যাও হে আবু মূসা! অথবা হে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাইস!

অতঃপর তিনি আবু মূসা (রা)-কে কোন দায়িত্ব দিয়ে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন। (মুসলিম, হাদীস ১৭৩৩)

১৪০. নিজের মুখ ও হাতকে কোন অসৎ কাজে ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন

আসওয়াদ ইবনে আকরাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ কে বললাম আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন তখন তিনি বলেন, তুমি কি তোমার হাতের মালিক? আমি বললাম, আমি যদি আমার নিজের হাতেরই মালিক না হই তা হলে আমি আর কিসেরই বা মালিক? তিনি আরো বলেন : তুমি কি তোমার জিহ্বার মালিক? আমি বললাম : আমি যদি আমার নিজের জিহ্বারই মালিক না হই তা হলে আমি আর কিসেরই বা মালিক?

তখন তিনি বললেন–

فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ .

অর্থ : তা হলে তুমি তোমার নিজের জিহ্বা দিয়ে উত্তম কথা ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। অনুরূপভাবে তুমি তোমার নিজের হাতকে কল্যাণকর কাজ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে সম্প্রসারিত করবে না। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৮১৭)

১৪২. কারো দু'টি পোশাক থাকা সত্ত্বেও একই পোশাকে সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

বুরাইদা ইবনে 'হুস্বাইব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيْ لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيْ سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ .

অর্থ : রাসূল ﷺ কাপড়ের কিছু অংশ বাম কাঁধে বেঁধে রাখা ছাড়া কাউকে একই কাপড়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি নিষেধ করেছেন চাদর বা জামা ছাড়া শুধু পাজামা পরেই কাউকে সালাত আদায় করতে। (আবু দাউদ হাদীস: ৬৩৬)

www.pathagar.com

১৪৩. কোন ইমাম সাহেব তার ফরয সালাত শেষে স্থান পরিবর্তন না করে উক্ত স্থানেই কোন নফল সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يُصَلِّيْ الْاِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ؛ حَتَّى يَتَحَوَّلَ .

অর্থ : কোন ইমাম সাহেব তার ফরয সালাতের স্থানে কোন নফল সালাত আদায় করবে না যতক্ষণ না সে স্থান পরিবর্তন করেছে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬১৬)

১৪৪. নিজ স্ত্রীর কোন মার্জনীয় অপরাধের জন্য তাকে চরমভাবে অবজ্ঞা করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ .

অর্থ : কোন ঈমানদার পুরুষ যেন (নিজ স্ত্রী) কোন ঈমানদার নারীকে ঘৃণাভরে চরমভাবে অবজ্ঞা না করে। কারণ, তার একটি চরিত্রে সে তার ওপর অসন্তুষ্ট হলেও তার অন্য চরিত্রে সে তার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারে।(মুসলিম, হাদীস ১৪৬৯)

১৪৫. কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ .

অর্থ : কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

(আবু দাউদ, হাদীস ২৭৫১)

১৪৬. আমি অমুক সূরা কিংবা অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি এমন বলা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ : نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ .

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন এমন না বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি; বরং সে বলবে : আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

অন্য বর্ণনায় রয়েছে–

لَابِئْسَمَا لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ : نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ اَوْ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ ـ

অর্থ : কারো জন্য এমন বলা খুবই নিকৃষ্ট যে, আমি অমুক অমুক সূরা এবং অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি; বরং সে বলবে : আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ৭৯০)

১৪৭. কোন কথা ভালো শব্দে বলা সম্ভব হলেও তা খারাপ শব্দে বলা অপছন্দ করতেন

সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسِيْ، وَلْيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِيْ ـ

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন এমন না বলে যে, আমার অন্তর খবিস কিংবা নোংরা হয়ে গেছে; বরং বলবে : আমার অন্তর আর আগের অবস্থায় নেই অথবা বলবে : আমার অন্তরের অবস্থা এখন উত্তম নয়। (মুসলিম, হাদীস ২২৫১)

১৪৮. একবার ধোঁকা খাওয়ার পরও পুনর্বার সেখান থেকে সতর্ক না হওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ـ

অর্থ : কোন ঈমানদার যেন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত না হয় তথা একই স্থানে দু'বার ধোঁকা না খায়। (বুখারী, হাদীস ৬১৩৩)

১৪৯. কারো দেয়ালে তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু গাড়তে নিষেধ করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهٗ فِيْ جِدَارِهٖ ـ

অর্থ : কোন প্রতিবেশী যেন তার কোন প্রতিবেশীকে তার নিজের দেয়ালে (প্রয়োজনবশত) কোন কাঠের টুকরা অথবা অন্য কোন কিছু গাড়তে নিষেধ না করে। (বুখারী, হাদীস ২৪৬৩)

www.pathagar.com

১৫০. একমাত্র মানুষের ভয়েই সত্য কথা জেনেশুনেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা না বলা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন-

أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ أَوْ يَذْكُرَ بِعَظِيْمٍ -

অর্থ : মানুষের ভয় যেন তোমাদের কাউকে সত্য কথা জেনেশুনেও তা বলতে বাধা না দেয়। কারণ, এ কথা একেবারেই নিশ্চিত যে, সত্য কথা বলার দরুণ কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হয় না কারো রিযিক তার থেকে দূর হয়ে যায় না। (আহমাদ, হা: ১১০৩০, ১১৪৯২, ১১৫১৬, ১১৮৪২, ১১৮৪৯; তিরমিযী, হাদীস ২১৯৬; ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪০৭৯; হাকিম ৪/৫০৬ ত্বায়ালিসী, হাদীস ২১৫৬)

১৫১. কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট বিনা প্রয়োজনে গমন করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন-

لَا تُوْرِدُوْا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ -

অর্থ : তোমরা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে (বিনা প্রয়োজনে) কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন কর না। (বুখারী, হাদীস ৫৭৭১, ৫৭৭৪ মুসলিম, হাদীস ২২২১)

এ কথা নিশ্চিত যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে সংক্রামক রোগ বলতে কিছুই নেই। তবে কোন ব্যক্তির ঈমান নিতান্ত দুর্বল হওয়ার দরুণ তার নিকট কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আসার পর সে যে কোনভাবেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে সে এ কথা স্বভাবতই মনে করতে পারে যে, উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখার দরুণই সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে; অথচ তার অসুস্থতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়ই হয়েছে। উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখার দরুণ নয়। তাই উক্ত ভুল চেতনা থেকে যে কোন দুর্বল ঈমানদার-মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য কোন অসুস্থ ব্যক্তি যেন কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট বিনা প্রয়োজনে না যায়।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন-

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُوْلَ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا

الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا، فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا، قَالَ : فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟

অর্থ : ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। হুতোম পেঁচা, সফর মাস, রাশি-নক্ষত্র অথবা পথ ভুলানো ভূত কারোর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর নবী! কখনো এমন হয় যে, মরুভূমির মধ্যে শায়িত কিছু উট। দেখতে যেমন হরিণ। অতঃপর দেখা যাচ্ছে, চর্ম রোগী একটি উট এসে এগুলোর সাথে মিশে গেলো। তাতে করে সবগুলো উট চর্ম রোগী হয়ে গেলো। তখন রাসূল ﷺ বলেন : বলো তো : প্রথমটির চর্ম রোগ কোথা থেকে এসেছে। (বুখারী, হা: ৫৭০৭; মুসলিম, হাদীস ২২২০; আবু দাউদ, হা: ৩৯১১; আবু দাউদ, হা: ৩৯১১, ইবনে মাজাহ, হা: ৩৬০৫)

১৫২. কবর পাকা করা, কবরের উপর ঘর উঠানো অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ৯৭০)

১৫৩. কিছু রোদ ও কিছু ছায়ায় বসা অপছন্দ করতেন

'আমর ইবনে আসওয়াদ 'আনসী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈক সাহাবী বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ : مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ রোদ ও ছায়ায় তথা দেহের কিছু অংশ রোদে আর অবশিষ্ট অংশ ছায়ায় এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেন– এটি হচ্ছে শয়তানের বসা। (আহমাদ, হাদীস ১৫৪৫৯)

www.pathagar.com

১৫৪. এক পায়ের উপর অপর পা তুলে চিত হয়ে শয়ন করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا اسْتَلْقَى اَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ؛ فَلَا يَضَعْ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى -

অর্থ : তোমাদের কেউ কখনো চিত হয়ে শয়ন করলে সে যেন তার একটি পা অন্য পায়ের উপর না তুলে। কারণ, এতে করে তার সতরখানা উন্মুক্ত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস ২৭৬৬)

১৫৫. কাফির ও মুশরিকদের পূজ্য ব্যক্তিবর্গকে গালি দেওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

অর্থ : কাফির ও মুশরিকরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা বিদ্বেষ ও মূর্খতাবশত আল্লাহ্ তা'আলাকেই গালি দিবে। (সূরা আন'আম : আয়াত-১০৮)

যদিও কাফির ও মুশরিকদের দেব-দেবীদেরকে গালি দেওয়া জায়েয কিন্তু যখন তা আল্লাহ্ তা'আলাকে গালি দেওয়ায় পরোক্ষভাবে উৎসাহ জোগায় তাই তা তার প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে জায়েয থাকছে না।

১৫৬. বিনা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করাও খাবার খাওয়া অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةٍ : زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْاَكْلُ؟ فَقَالَ : ذٰالِكَ اَشَرُّ اَوْ اَخْبَثُ -

অর্থ : রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ধমক দিয়েছেন। ক্বাতাদা (রা) বলেন : তা হলে দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া কেমন? তিনি বললেন : তা হচ্ছে আরো খারাপ এবং আরো নোংরা কাজ।

(মুসলিম, হাদীস ২০২৪)

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ একদা জনৈক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখে বললেন : তুমি পানিগুলো বমি করে ফেলে দাও। সে বললো : কেন? তিনি বললেন : তুমি কি চাও তোমার সাথে কোন বিড়াল পানি পান করুক?! সে বললো : না। তখন তিনি বললেন–

فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ؛ الشَّيْطَانُ .

অর্থ : আরে তোমার সাথে তো ইতিপূর্বে বিড়াল থেকেও আরো এক নিকৃষ্ট প্রাণী পানি পান করেছে। আর সে হচ্ছে শয়তান। (আহমাদ, হা: ৭৯৯০; বায্যার, হা: ২৮৯৬)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِىْ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِى بَطْنِهِ؛ لَاسْتَقَاءَ .

অর্থ : দাঁড়িয়ে পানি পানকারী যদি জানতো সে তার পেটে কি প্রবেশ করিয়েছে তাহলে সে বমি করে তা ফেলে দিতো।

(আব্দুর রায্যাক, হা: ১৯৫৮৮, ১৯৫৮৯; আহমাদ, হা: ৭৭৯৫, ৭৭৯৬)

১৫৭. ইমাম সাহেব মুক্তাদীর তুলনায় উঁচু স্থানে ইমামতী করা অপছন্দ করতেন

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ؛ فَلَا يَقُمْ فِىْ مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ .

অর্থ : কেউ কারো সালাতের ইমামতি করতে গেলে সে যেন তাদের চেয়ে আরো উঁচু স্থানে না দাঁড়ায়। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৯৮)

১৫৮. কেউ কাউকে আঘাত করলে ক্ষত শুকানোর আগেই উহার ক্ষতিপূরণ দাবি করা অপছন্দ করতেন

'আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে, পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ; জনৈক ব্যক্তি একটি শিং দিয়ে তাঁর হাঁটুতে আঘাত করলে তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট গমন করে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি তার থেকে আমার ক্বিসাস (আঘাতের পরিবর্তে আঘাত) নিন। রাসূল ﷺ বললেন ঃ তুমি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত কিছু সময় অপেক্ষা করো। কিছু দিন পর তিনি আবারো রাসূল ﷺ এর নিকট গমন করে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি তার থেকে আমার ক্বিসাস নিন। তখন রাসূল ﷺ উক্ত ব্যক্তি থেকে তাঁর জন্য ক্বিসাস নিলেন। ইতিমধ্যে আরো কিছু দিন অতিক্রম হলে তিনি আবারো

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি তো এখন খোঁড়া হয়ে গিয়েছি। তখন রাসূল ﷺ বলেন−

قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِيْ، فَاَبْعَدَكَ اللّٰهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ، ثُمَّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتّٰى يَبْرَاَ صَاحِبُهٗ ـ

অর্থ : আমি তো তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা শ্রবণ করনি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নিজ দয়া থেকে দূরে রাখুন। তোমার খোঁড়ামির আর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অতঃপর রাসূল ﷺ কারো আঘাতের ক্বিসাস নিতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ্ হয়ে যায়। (আহমাদ, হাদীস ৭০৩৪ বায়হাকী, হাদীস ১৫৮৯৪; আব্দুর রায্যাক, হাদীস: ১৭৯৯১; দারাকুতনী, হাদীস: ২৪)

১৫৯. চিকিৎসার জন্য লোহা দিয়ে দেহে দাগ দেওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন−

اَلشِّفَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ ـ

অর্থ : তিন জিনিসে চিকিৎসা রয়েছে : মধু পানে, শিঙা লাগানোর মাধ্যমে দেহে থেকে দূষিত রক্ত বের করা এবং আগুণে পোড়ানো লোহা দিয়ে দেহের কোন স্থানে দাগ দেওয়ায়। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়ে দেহের কোন স্থানে দাগ দিতে নিষেধ করছি। (বুখারী, হাদীস ৫৬৮০, ৫৬৮১)

'ইমরান ইবনে 'হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন−

نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا اَفْلَحْنَا وَلَا اَنْجَحْنَا ـ

অর্থ : নবী ﷺ আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়ে দেহের কোন স্থানে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। এরপরও আমরা আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়ে দেহে দাগ দিয়েছি। তবে আমরা এতে কোন সফলতা পাইনি। কখনো সফলকাম হইনি। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৬৫)

www.pathagar.com

১৬০. যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফির নারী কিংবা শিশুদেরকে হত্যা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

অর্থ : রাসূল ﷺ এর সাথে কোন এক যুদ্ধে জনৈকা কাফির নারীকে হত্যাকৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূল ﷺ তখন থেকে কোন কাফির নারী কিংবা শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ৩০১৪, ৩০১৫; মুসলিম হাদীস ১৭৪৪)

১৬১. কারো সম্মুখে তার ভূয়সী প্রশংসা করা অপছন্দ করতেন

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন–

إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ .

অর্থ : তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, সম্মুখ প্রশংসা হচ্ছে কাউকে জবাই করার অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস ৩৮১১)

আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর সম্মুখে অন্যজনের প্রশংসা করছিলো। তখন নবী করীম ﷺ প্রশংসাকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللّٰهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللّٰهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ كَذَا وَكَذَا .

অর্থ : তুমি ধ্বংস হও! তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। এ কথা রাসূল ﷺ বার বার বলেছেন। তবে যদি তোমাদের কেউ অবশ্যই কারো প্রশংসা করতে চায় তাহলে সে যেন বলে : আমি ধারণা করছি, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তমভাবে জানেন। আমি তাঁর ওপর কারো পবিত্রতা বর্ণনা করতে চাই না। আমি ধারণা করছি, সে এমন এমন। সেও ব্যক্তির বিষয়ে ততটুকই বলবে যা সে তার বিষয়ে উত্তমরূপে জানে।

(বুখারী, হা: ২৬৬২, মুসলিম, হা: ৩০০০; আবু দাউদ, হা: ৪৮০৫; ইবনে মাজাহ্, হা: ৩৮১২)

www.pathagar.com

এমনকি রাসূল ﷺ কাউকে কারো সম্মুখে প্রশংসা করতে দেখলে তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারতে আদেশ করে দিয়েছেন।

হাম্মাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈকি ব্যক্তি 'উসমান (রা)-এর সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করলে মিকদাদ (রা) তাঁর চেহারায় মাটি ছুঁড়ে বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ .

অর্থ : যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে তখন তোমরা তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে।(মুসলিম, হা: ৩০০২; আবু দাউদ, হা: ৪৮০৪; ইবনে মাজাহ, হা: ৩৮১০)

রাসূল ﷺ কারোর সম্মুখে তার ভূয়সী প্রশংসা করতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যেন তার প্রশংসায় কোন ধরণের অমূলক বাড়াবাড়ি করা না হয় এবং সেও ব্যক্তিগতভাবে নিজ আত্ম-অহমিকা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

১৬২. যাচাই-বাছাই ছাড়া অধীনস্থদের কামাই গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন

রা'ফি বিন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ، حَتّٰى يُعْلَمَ مِنْ اَيْنَ هُوَ .

অর্থ : রাসূল ﷺ যে কোন মনিবকে তার বান্দির কামাইয়ের সঠিক উৎস না জেনে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪২৭)

১৬৩. কাউকে শিঙ্গা লাগিয়ে উপার্জন করা অপছন্দ করতেন

রা'ফি বিন খাদীজা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ .

অর্থ : কুকুরের বিক্রিলব্ধ পয়সা নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা এবং কারো দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত পয়সা নিকৃষ্ট।

(মুসলিম, হাদীস ১৫৬৮, আবু দাউদ, হাদীস ৩৪২১)

মুহায়্যেসা (রা) একদা রাসূল ﷺ এর কাছে দেহ থেকে দূষিত রক্ত বেরকারীর উপার্জিত পয়সা নেওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা নিতে নিষেধ করেছেন।

তিনি রাসূল ﷺ কে এ বিষয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন–

اَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيْقَكَ .

অর্থ : তুমি তা তোমার উট ও গোলামকে ভক্ষণ করতে দাও। (আবু দাউদ, হা: ৩৪২২)

www.pathagar.com

১৬৪. বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণীকে হত্যা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِىْ رُوْحٍ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ (বিনা প্রয়োজনে) কোন প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১২৬৩৯)

১৬৫. কোরআন ও হাদীসের চেয়ে কবিতা গুরুত্ব অধিক দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا حَتّٰى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ شَعْرًا ـ

অর্থ : কারোর পেট কবিতা দিয়ে ভরার চেয়ে তা সম্পূর্ণরূপে পুঁজ দিয়ে পূর্ণ করা অনেক উত্তম। (বুখারী, হাদীস ৬১৫৫; মুসলিম, হাদীস ২২৫৭)

১৬৬. বিনা প্রয়োজনে প্রশাসকদের নিকটবর্তী হওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ اَتٰى اَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ، وَمَا ازْدَادَ اَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا اِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللّٰهِ بُعْدًا ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি মরুভূমিতে অবস্থান করে তার অন্তর আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কোন শিকারের পিছু নেয় সে অন্য বিষয়ে গাফিল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রশাসকের দ্বারস্থ হয় সে ফিতনায় পড়ে। মূলত ঃ যে ব্যক্তি যতো অধিক প্রশাসকের নিকটবর্তী হবে সে ততো বেশি আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরে যাবে।(আহমাদ্, হা: ৮৮২৩, ৯৬৮১; বায়হাকী, হা: ২০০৪২)

'আমর ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِيَّاكُمْ وَاَبْوَابَ السُّلْطَانِ؛ فَاِنَّهُ قَدْ اَصْبَحَ صَعْبًا هُبُوْطًا ـ

অর্থ : তোমরা প্রশাসকদের দরজা থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা কঠিন ও অপমানজনক। (আস্-সিল্সিলাতুস্-সহী'হাহ্, হাদীস ১২৫৩)

www.pathagar.com

১৬৭. বিনা প্রয়োজনে মানুষের কোন চলার রাস্তায় অবস্থান করা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন-

اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، فَقَالُوْا : مَا لَنَا بُدٌّ، اِنَّمَا هِىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، قَالَ : فَاِذَا اَتَيْتُمْ اِلَى الْمَجَالِسِ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْاَذٰى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থ : তোমরা মানুষের চলার পথে বসা থেকে দূরে থাকো। সাহাবাগণ বললেন- মানুষের চলার পথ ছাড়া তো আমাদের আর কোন উপায় নেই। এটিই তো আমাদের একমাত্র বসার স্থান। এখানে বসেই তো আমরা পরস্পর আলোচনা করি। তখন রাসূল ﷺ বললেন : যখন তোমরা মানুষের চলার পথেই বসবে তখন তোমরা এর হকসমূহ অবশ্যই পালন করবে। সাহাবাগণ বললেন : পথের হকসমূহ কি? রাসূল ﷺ বলেন : কোন হারাম কিছু দেখলে তা থেকে নিজের চোখকে নিম্নগামী করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, কেউ সালাম দিলে তার সালামের জবাব দেওয়া, কাউকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। (বুখারী, হাদীস ২৪৬৫; মুসলিম, হাদীস ২১২১)

১৬৮. প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

অর্থ : তুমি তোমার হাতখানা একেবারেই কাঁধে গুটিয়ে রাখবে না। না তা একেবারেই সম্প্রসারিত করে রাখবে। তাহলে তুমি একদা নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (ইসবা/বানী ইসরাঈল ঃ আয়াত-২৯)

www.pathagar.com

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا .

অর্থ : তোমরা যা তোমাদের নিকট নেই এমন জিনিস পাওয়ার জন্য একেবারেই অস্থির হয়ে পড়ো না। কারণ, এমন অস্থিরতায় পড়েই তো একদা তোমাদের পূর্বেকার উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মূলত ঃ এমন অস্থিরতা তাদেরকে কার্পণ্য শিখিয়েছে ফলে তারা বখীল হয়ে গিয়েছে। এমন অস্থিরতাই তাদেরকে নিজ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা শিখিয়েছে ফলে তারা নিজ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছেন। এমন অস্থিরতাই তাদেরকে হারাম কাজ করা শিখিয়েছে ফলে তারা হারামে লিপ্ত হয়েছে। (আহ্মাদ, হাদীস ৬৪৮৭; আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৮)

১৬৯. কারো বিষয়ে কোন অমূলক ধারণা করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَاتَحَاسَدُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا .

অর্থ : তোমরা কারো বিষয়ে অমূলক ধারণা থেকে বিরত থাকো। কারণ, কারো বিষয়ে অমূলক ধারণা মহা মিথ্যারই অন্তর্গত। তোমরা কারো বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করো না। কারো কোন খবরগিরি করো না। কারো ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করো না। কাউকে হিংসা করো না। কারো পিছনে পড়ো না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহ তা'আলার বান্দা তথা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

(বুখারী, হাদীস ৫১৪৩, ৬০৬৬; মুসলিম, হাদীস ২৫৬৩)

www.pathagar.com

১৭০. ধর্ম নিয়ে বাড়াবড়ি করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.

অর্থ : হে মানুষ সকল! তোমরা ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার সকল উম্মত কেবল এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, ৩০৮৫; ইবনে হিব্বান, হাদীস ১০১১)

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.

অর্থ : সীমা লঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হোক! নবী করীম ﷺ এ বাক্যটি তিন বার উচ্চারণ করেন। (মুসলিম, হাদীস ২৬৭০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৮)

১৭১. অন্যের নিকট কৈফিয়তমূলক কাজ করা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

أُذْكُرِ الْمَوْتَ فِيْ صَلَاتِكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِيْ صَلَاتِهِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ، وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ يَظُنُّ لَهُ يُصَلِّيْ صَلَاةً غَيْرَهَا، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ.

অর্থ : নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কারণ, কেউ সালাত আদায়ের সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে সে অবশ্যই তার সালাত খানা অত্যন্ত সুন্দর করে পড়বে। এমন ব্যক্তির সালাতের ন্যায় সালাত আদায় কর যে এমন মনে করে না যে সে এরপরও তার জীবনে কোন সালাত আদায় করবে। এমন কাজ করা থেকে বহু দূরে থাকো যা করলে একদা তোমাকে উক্ত কাজের জন্য অন্যের নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে। (আস্-সিল্সিলাতুস্-সহীহাহ্, হাদীস ১৪২১)

www.pathagar.com

আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা শিক্ষা দিন। তখন রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا قُمْتَ فِيْ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَاَجْمِعِ الْيَاْسَ عَمَّا فِيْ اَيْدِي النَّاسِ ۔

অর্থ : যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে তখন দুনিয়া থেকে অচিরেই বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করবে। এমন কথা বলবে না যা বললে একদা তোমাকে উক্ত কথার জন্য অন্যের নিকট কৈফিয়াত দিতে হবে এবং মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ থাকবে বা তাদের নিকট থেকে কিছু পাওয়ারই আশা করবে না। (ইবনে মাজাহ হাদীস ৪২৪৬)

১৭২. কোরবানীর পশুর চামড়া কারো কাছে বিক্রি করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ بَاعَ جِلْدَ اُضْحِيَّتِهِ فَلَا اُضْحِيَّةَ لَهُ ۔

অর্থ : যে ব্যক্তি নিজ কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করলো তার কোরবানী আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। (সহীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৫২১)

তবে সে টাকা গরিবকে দেওয়ার জন্য বিক্রি করা হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

১৭৩. কারো সম্পদে, স্বাস্থ্যে কিংবা দৈহিক গঠনে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۔

অর্থ : যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা তোমরা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষরা যা অর্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে। আর নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ

www.pathagar.com

রয়েছে। বরং তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা : আয়াত-৩২)

বরং কখনো ধন-সম্পদে বা গঠন-আকৃতিতে উন্নত এমন কারো দিকে আপনার চোখ পড়ে গেলে সাথে সাথেই এ বিষয়ে আপনার চেয়েও নিম্ন এমন কারো দিকে আপনি তাকাবেন। তা হলেই আপনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ থাকতে পারবেন।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ .

অর্থ : দৈহিক গঠন কিংবা ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ এমন কারো প্রতি তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়লে সে যেন এ বিষয়ে তার চেয়ে নিচু ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে যার ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। (বুখারী, হা: ৬৪৯০; মুসলিম, হাদীস ২৯৬৩)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ .

অর্থ : তোমরা সর্বদা তোমাদের নিচের ব্যক্তিবর্গের প্রতি তাকাও। কখনো ওপরের লোকদের প্রতি তাকাবে না। তা হলে আশা করা যায় যে, তোমরা একদা তোমাদের ওপর অর্পিত আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিআমত অবহেলা করবে না। (মুসলিম, হাদীস ২৯৬৩)

১৭৪. ক্রয়-বিক্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নামে অধিক কসম খাওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

www.pathagar.com

অর্থ : তোমরা সৎকাজ, আল্লাহভীরুতা ও মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিগ্রহের সুষ্ঠু মীমাংসা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নামকে তোমাদের কসমের লক্ষ্যবস্তু বানিও না। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

(বাকারাহ : আয়াত-২২৪)

আবু কাতাদাহ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

অর্থ : তোমরা কোন কিছু বিক্রি করতে গিয়ে অযথা অধিক পরিমাণ কসম খাওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ, কোন কিছু বিক্রির সময় কসম খেলে তা অতি দ্রুত বিক্রি হয়ে যায় ঠিকই। তবে এ ধরণের লাভে কোন বরকত থাকে না।

(মুসলিম, হাদীস ১৬০৭)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

অর্থ : কোন পণ্য বিক্রির সময় কসম খেলে তা অতি দ্রুত বিক্রি হয় ঠিকই। তবে তাতে সত্যিকারার্থে কোন লাভ নেই। তথা বরকত নেই। (মুসলিম, হাদীস ১৬০৬)

১৭৫. দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করা অপছন্দ করতেন

জাবির, আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا

অর্থ : রাসূল ﷺ যে কোন কাউকে দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১৩৫; ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৬৮৫, ৩৬৮৬)

কারণ, কিছু জুতা এমন রয়েছে যে, তা পরিধান করতে হলে বসতে হয়। যদি তা বসে পরা না হয় তাহলে তা দাঁড়িয়ে পরার সময় লোকটির মাটিতে পড়ে যাওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। তাই নবী করীম ﷺ এমন জুতা দাঁড়িয়ে পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে যে জুতা পরিধান করতে বসতে হয় না। যেমন : স্যান্ডেল। তাহলে তা দাঁড়িয়েও পরা যেতে পারে।

www.pathagar.com

১৭৬. একটি মাত্র জুতা অথবা একটি মাত্র মোজা পরে চলাফেরা করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِىْ خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ.

অর্থ : তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সে যেন আরেকটি জুতা পরে চলাফেরা না করে যতক্ষণ না সে উক্ত জুতার ফিতা ঠিক করে নেয়। অনুরূপভাবে তোমাদের কেউ যেন একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে এবং বাম হাত দিয়ে কোন কিছু ভক্ষণ করে। তেমনিভাবে তোমাদের কেউ যেন একটি বস্ত্র দেহে এমনভাবে পেঁচিয়ে না পরে যাতে করে তার লজ্জাস্থান খুলে যায় অথবা এমনভাবে পেঁচিয়ে না পরে যাতে করে তার হাতগুলো সহজে বের করা না যায়। (মুসলিম, হাদীস ২০৯৯)

১৭৭. কারো কবরকে জমিন থেকে এক বিঘতের অধিক উঁচু করা অপছন্দ করতেন

আবুল হাইয়াজ আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'আলী (রা) একদা আমাকে বলেন–

أَلَا أَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا وَلَا صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

অর্থ : আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করবো না যে কাজে আমাকে রাসূল ﷺ প্রেরণ করেছেন?! তুমি কোন মূর্তি বা ছবি পেলে তা মুছে দিবে এবং কোন উঁচু করে পেলে তা সমান করে দিবে। (মুসলিম, হাদীস ৯৬৯; আবু দাউদ, হাদীস ৩২১৮; তিরমিযী, হাদীস ১০৪৯; নাসায়ী, ৪/৮৮-৮৯; আহমাদ ১/৯৬, ১২৯ হাকিম, ১/৩৬৯)

www.pathagar.com

১৭৮. রুকু' সিজদা কুরআন তিলাওয়াত করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

أَلَا وَإِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ـ

অর্থ : তোমরা কি জানো না যে, আমাকে রুকু কিংবা সিজদাহরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তোমরা রুকু অবস্থায় মহান প্রতিপালকের মহত্ব কীর্তন করবে এবং সিজদাহরত অবস্থায় অধিক পরিমাণ দো'আ করবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত দো'আ কবুল করবেন। (মুসলিম, হাদীস ৪৭৯)

১৭৯. সামনের কাতার খালি রেখে পরের কাতারে একাকী সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

'আলী ইবনে শাইবান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমরা একদা রাসূল ﷺ এর পিছনে সালাত আদায়রত ছিলাম। সালাত শেষে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে মুসল্লীদের কাতারের পিছনে একাকী সালাত আদায় করতে দেখলেন। রাসূল ﷺ তার নিকট দাঁড়িয়ে তার সালাত খানা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর তার সালাত শেষে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

اِسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ ـ

অর্থ : তোমরা সালাত খানা আবার নতুন করে পড়ে নাও। কারণ, কেউ কাতারের পিছনে একাকী সালাত পড়লে তার সালাত আদায় হয় না।

(ইবনে খুযাইমা হা: ১৫৬৯)

১৮০. বিনা প্রয়োজনে মসজিদের বড় বড় খুঁটিগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে সালাত অপছন্দ করতেন

কুররা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كُنَّا نُهِىَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِيْ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا ـ

অর্থ : আমাদেরকে খুঁটিগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হতো। এমনকি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। (ইবনে খুযাইমাহ, হা: ১৫৬৭)

www.pathagar.com

১৮১. দুনিয়াবী কাজে মসজিদে একত্রিত হওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ حِلَقًا اِمَامُهُمُ الدُّنْيَا فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ، فَاِنَّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ ـ

অর্থ : অচিরেই দুনিয়ার শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায় আগমন করা যারা মসজিদে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসবে। তাদের মূল লক্ষ্য হবে দুনিয়া। তোমরা কখনো তাদের সাথে বসবে না। কারণ, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। (আস-সিলসিলাতুস্-সহী'হাহ, হাদীস ১১৬৩)

১৮২. কোন ইমাম সাহেব সালাতের প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে গেলে প্রথম বৈঠকের জন্য তাঁর আবারো প্রত্যাবর্তন করা অপছন্দ করতেন

মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَاِنْ ذَكَرَ اَنْ يَسْتَوِ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَاِنِ اسْتَوِ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهْوِ ـ

অর্থ : কোন ইমাম সাহেব যদি প্রথমে বৈঠক না করে দু' রাক'আত সালাত পড়েই দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর সম্পূর্ণরূপে দাঁড়ানোর পূর্বেই তার তা স্মরণ আসে তা হলে সে যেন প্রথম বৈঠকের জন্য অবশ্যই বসে পড়ে। আর যদি সে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে সে যেন আর না বসে। বরং ভুলের জন্য দু'টি সাজদা দিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ১০৩৬)

১৮৩. রমযান মাসে রাতের বেলায় ইতিকাফে থাকাবস্থায় স্ত্রী সহবাস অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

www.pathagar.com

الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ لا فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۔

অর্থ : রোযার রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক তুল্য এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাকের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি অবিচার করতেছিলে। তাই তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের জন্য বরাদ্দকৃত সন্তানের আশায় (রোযার রাত্রিতে) তাদের সাথে সহবাস করতে পারো। আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা রোযা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পালন কর। তোমরা মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এই গুলো আল্লাহর সীমা রেখা। তাই তোমরা এ গুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনগুলো বর্ণনা করেন যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে। (বাকারা : ১৮৭)

১৮৪. মসজিদে মুসল্লিদের কষ্ট দিয়ে ইমামের নিকটবর্তী হওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ : اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ ۔

অর্থ : রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে তিনি তাকে বললেন : বসো। তুমি এমনিতেই মসজিদে বিলম্ব করে এসেছো। আবারো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো।

(ইবনে খুযাইমাহ, হাদীস ১৮১১)

www.pathagar.com

১৮৫. সালাতে এদিক ওদিক তাকানো অপছন্দ করতেন

'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে সালাতরত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকানো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন–

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ اَحَدِكُمْ .

অর্থ : তা হচ্ছে শয়তানের ছোঁ। যার মাধ্যমে সে তোমাদের কারো সালাতের মনোযোগিতা ছিনিয়ে নেয়। (বুখারী, হাদীস ৭৫১-৩২৯১)

১৮৬. রাত্রি বেলায় কারো একাকী ভ্রমণ করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ .

অর্থ : যদি মানুষ জানতো একাকিত্বের কি ক্ষতি যা আমি জানি তা হলে কোন আরোহী মাত্রই রাত্রি বেলায় একাকী সফর করতো না। (বুখারী, হা: ২৯৯৮)

১৮৭. কেউ কারোর আমানতে খিয়ানত করলে তার আমানতে অন্যের খিয়ানত করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা ও মাহাক আল-মক্কী (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

অর্থ : কেউ তোমার নিকট কোন কিছু আমানত রাখলে তা সম্পূর্ণরূপে আদায় করবে এবং কেউ তোমার আমানতে খিয়ানত করলে তুমি তার আমানতের খিয়ানত করবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৩৪, ৩৫৩৫)

১৮৮. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার স্ত্রীর সাথে কথা বলা অপছন্দ করতেন

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ . يَعْنِىْ : فِى بُيُوْتِهِنَّ . اِلَّا بِاِذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ .

অর্থ : রাসূল ﷺ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (আস্-সিল্সিলাতুস্-সহী'হাহ, হাদীস ৬৫২)

www.pathagar.com

১৮৯. আল্লাহ্ তা'আলার কোন গুণবাচক নামে নিজের নাম কিংবা উপনাম রাখা অপছন্দ করতেন

হা'নী বিন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি একদা তাঁর গোত্রের মানুষের সাথে নবী ﷺ এর নিকট আসলে নবী ﷺ শুনতে পান যে, সবাই তাঁকে আবুল হাকাম বলে ডাকে। তখন নবী ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন–

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تَكَنَّيْتَ بِأَبِي الْحَكَمِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা একক মহান বিচারপতি। তার ওপরই সকল বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত। তা হলে তুমি আবুল-'হাকাম উপনামটি নিজের জন্য গ্রহণ করলে কেন? (আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ৮১১)

তিনি বললেন : না, আমি তা নিজে গ্রহণ করিনি; বরং আমার গোত্র যখন কোন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো তখন তারা আমার কাছে আসলে আমি তাদের মাঝে সঠিক মীমাংসা করে দিলে তারা উভয় পক্ষ খুশি হতো। রাসূল ﷺ বললেন : বিষয়টি তো খুবই চমৎকার। অতঃপর বললেন : তোমরা কি কোন সন্তান আছে? তিনি বললেন : আমার চারটি সন্তান আছে। তারা হলো ঃ শুরাইহ, আব্দুল্লাহ, মুসলিম ও হানী। রাসূল ﷺ বলেন : তাদের মধ্যে বড় কে? তিনি বললেন : শুরাইহ। তখন রাসূল ﷺ বলেন : তা হলে তুমি হচ্ছো আবু শুরাইহ। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর ও তার সন্তানের জন্য দো'আ করলেন।

১৯০. সালাতে সালাতীদের মাঝে খালি জায়গায় রাখা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِيَّايَ وَالْفُرَجَ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.

অর্থ : সালাত আদায়রত অবস্থায় সালাতীদের মাঝে খালি স্থানে রাখা থেকে আমাকে দূরে রাখো তথা আমাকে যেন তা আর কখনো দেখতে না হয়।

(আস্-সিল্সিলাতুস্-সহী'হাহ্ হাদীস ১৭৫৭)

কাতারের খালি স্থান পূরণ করে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ালে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও ফিরিশতাগণের মাগফিরাতের দো'আ পাওয়া যায়।

'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত নাযিল করেন এবং তদীয় ফিরিশতাগণ মাগফিরাত প্রার্থনা করেন ওদের জন্য যারা সালাতে কাতারবদ্ধ হয়ে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ায়। (ইবনে ওয়াহাব/জামি' ২/৫৮)

১৯১. আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব সত্তা নিয়ে কারোর চিন্তা-ভাবনা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ বলেন–

تَفَكَّرُوْا فِىْ اٰلَاءِ اللّٰهِ، وَلَا تَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

অর্থ : তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতগুলো নিয়ে সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করো। তবে তাঁর নিজস্ব সত্তা নিয়ে কখনো তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৬৪৫৬ বায়হাক্বী/শু'আবুল ঈমান ১/৭৫)

১৯২. কোন বাচ-বিচার ছাড়াই যা শ্রবণ করা তা বলা

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ বলেন–

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ـ

অর্থ : কোন ব্যক্তি গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শ্রবণ করবে (কোন বাচ-বিচার ব্যতীত) তাই বলবে।

(মুসলিম, হা: ৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯২)

১৯৩. ছোটকে স্নেহ কিংবা বড়কে সম্মান না করা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ـ

অর্থ : সে আমার উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় যে ছোটকে স্নেহ এবং বড়কে সম্মান করে না। (তিরমিযী, হাদীস ১৯১৯)

১৯৪. আমানতের মাল নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ اُوْدِعَ وَدِيْعَةً، فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ ـ

অর্থ : কারো নিকট কোন কিছু আমানত রাখলে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৪৩০)

www.pathagar.com

১৯৫. কোন বাড়ি বা জমিন বিক্রির অর্থ একমাত্র বাড়ি কিংবা জমিন ক্রয় করা ব্যতীত অন্য কোন কাজে লাগানো অপছন্দ করতেন

সা'ঈদ বিন 'হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ بَاعَ دَارًا اَوْ عَقَارًا، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِىْ مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنًا اَنْ لَا يُبَارَكَ فِيْهِ ـ

অর্থ : কেউ কোন বাড়ি বা জমিন বিক্রি করে উহার বিক্রিলব্ধ অর্থ যদি আবারো বাড়ি বা জমিন ক্রয় করার কাজে না লাগিয়ে অন্য কোন কাজে লাগায় তা হলে তাতে বরকত না হওয়াই স্বাভাবিক। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৫৩৫)

'হুযাইফা বিন ইয়ামা'ন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِىْ مِثْلِهَا،لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهَا ـ

অর্থ : কেউ কোন বাড়ি বিক্রি করে উহার বিক্রিলব্ধ অর্থ যদি আবারো বাড়ি ক্রয় করার কাজে না লাগিয়ে অন্য কোন কাজে লাগায় তা হলে তাতে কোন বরকত দেওয়া হবে না। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৫৩৬)

১৯৬. নারীদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ـ

অর্থ : তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৭)

তবে মসজিদে গমনের পূর্বে যে কোন নারীকে অবশ্যই তার স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। অনুরূপভাবে তাকে তার ঘর থেকে বের হতে হবে বিশেষ করে রাত্রি বেলায় এবং কোন ধরনের সাজ-সজ্জা ও সুবাস-সুগন্ধ না লাগিয়ে নিতান্ত সাধারণ বেশে।

আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَا اِذَا اسْتَاْذَنَكُمْ اِلَيْهَا ـ

অর্থ : তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করো না। যদি তারা তোমাদের নিকট মসজিদে গমনের অনুমতি চায়। (মুসলিম হাদীস: ৪৪২)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِئْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ .

অর্থ : তোমরা নারীদেরকে রাত্রি বেলায় মসজিদে গমন করতে অনুমতি দিবে। (মুসলিম, হাদীস ৪৪২; আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৮)

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ، وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

অর্থ : তোমার আল্লাহ্ তা'আলার বান্দিদেরকে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন ঘর থেকে বের হয় কোন ধরনের সাজ-সজ্জা ১৯.ও সুবাস-সুগন্ধ না লাগিয়ে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৭)

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ .

অর্থ : কোন নারী যদি খোশবুদার ধোঁয়া গ্রহণ করে তা হলে সে যেন আমাদের সাথে ইশার সালাত আদায় করতে না আসে। (মুসলিম, হাদীস ৪৪৪)

১৯৭. মাথার সাদা চুলগুলো উঠিয়ে ফেলা অপছন্দ করতেন

'আমর ইবনে শু'আইব (রা) তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ : اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

অর্থ : তোমরা দেহের সাদা চুলগুলো উঠিয়ে ফেলো না। কারণ, কোন মুসলমানের চুল তার ইসলামী জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই পেকে সাদা হয়ে গেছে তা শেষ বিচার দিবসে তার জন্য আলো হিসেবে উদ্ভাসিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার প্রতিটি চুলের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে একটি করে নেকী এবং তার পাপরাশি থেকে একটি করে পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (আবু দাউদ, হা: ৪২০২)

তবে চুল বা দাঁড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে কালো রঙ ছাড়া অন্য যে কোন রঙ ব্যবহার করা যায়। বরং তা করাই শ্রেয়। কারণ, তাতে করে ইহুদি ও খ্রিস্টানের সাথে এক জাতীয় অমিল সৃষ্টি হয় বা শরীয়তের একান্ত কাম্য।

www.pathagar.com

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে রাসূল ﷺ এর সামনে হাজির করা হলো। তাঁর দাঁড়ি ও মাথার চুলগুলো ছিলো সাগামা উদ্ভিদের ন্যায় সাদা। তা দেখে নবী করীম ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন–

غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ ـ

অর্থ : এর চুল-দাঁড়িগুলোকে কোন কিছু দিয়ে রঙিন করে নাও। তবে কালো রঙ লাগাবে না। (মুসলিম, হাদীস ২১০২)

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ ـ

অর্থ : ইহুদি-খ্রিস্টানরা চুল-দাঁড়ি কালার করে না। কাজেই তোমরা তাদের উল্টোটা তথা দাঁড়ি-চুলগুলোকে কালার করবে। (মুসলিম, হা: ১৬৪০; তিরমিযী; হা: ১৫৩৮)

১৯৮. কোন বিপদ থেকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানত করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَنْذِرُوْا، فَاِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ ـ

অর্থ : তোমরা বিপদে পড়ে কোন কিছু মানত করো না। কারণ, মানত কারোর তাক্বদির তথা ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করতে পারে না। তবে সত্যি কথা হলো, একমাত্র মানতের মাধ্যমেই বখীলের পকেট থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য কিছু না কিছু বের হয়। (মুসলিম, হাদীস ১৬৪০; তিরমিযী, হাদীস ১৫৩৮)

১৯৯. অবিবাহিতা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ : اَنْ تَسْكُتَ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : কোন বিবাহিতা নারীকে (তার স্বামী মৃত্যু বা তালাকের পর) তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কোথাও বিবাহ দেওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে কোন অবিবাহিতা নারীকেও তার সম্মতি ব্যতীত তাকে কোথাও বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার (কোন অবিবাহিতা নারীর) বিবাহের সম্মতি হবে কি ধরণের? রাসূল ﷺ বলেন– তার বিবাহের সম্মতি হচ্ছে (তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপনের পর) তার চুপ থাকা।

(মুসলিম, হাদীস নং ১৪১৯)

২০০. ফরয সালাত আদায়ের পরই সেখানেই অন্য কোন নফল বা সুন্নাত সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُوْصِلْ صَلَاةً بِصَلَاةٍ، حَتّٰى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ .

অর্থ : কোন সুন্নাত কিংবা নফল সালাত কোন ফরয সালাত আদায়ের পর পরই তার সাথে মিলিয়ে পড়ো না যতক্ষণ না তুমি কোন কথা বলবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে। (মুসলিম, হাদীস ৮৮৩; আবু দাউদ, হাদীস ১১২৯)

মু'আবিয়া (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا صَلّٰى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَا يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، حَتّٰى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ .

অর্থ : তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করলে সে যেন এর পর পরই অন্য কোন সালাত না পড়ে যতক্ষণ না সে কোন কথা বলে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। (মুসলিম, হাদীস ৮৮৩; আবু দাউদ, হাদীস ১১২৯)

২০১. কাউকে কোন দণ্ডবিধি ছাড়াই দশের অধিক বেত্রাঘাত করা অপছন্দ করতেন

আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ

অর্থ : কাউকে শরীয়তের কোন দণ্ডবিধি ছাড়া শুধুমাত্র শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না। (বুখারী, হাদীস ৪৮৪৮; মুসলিম, হাদীস ১৭০৮; আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯১; তিরমিযী, হাদীস ১৪৬৩; ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৭২২)

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

لَا تَعْزِرُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ اَسْوَاطٍ .

অর্থ : তোমরা কাউকে দশ বেতের অধিক শাস্তি দিও না।

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৫১)

২০২. সক্ষম থাকা সত্ত্বেও 'উমরা কিংবা হজ্জের সময় সাফা মারওয়ার মাঝে দৌড়ানোর স্থানে আস্তে আস্তে হাঁটা অপছন্দ করতেন

শাইবাহ'র উম্মে ওয়ালাদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يُقْطَعُ الْاَبْطَحُ اِلَّا شَدًّ .

অর্থ : (সক্ষম থাকাবস্থায়) সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী দৌড়ানোর স্থানে যেন দৌড়ানো ছাড়া অতিক্রম করা না হয়। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০৫২)

জাবির ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম ﷺ এর নিকট আগমন করে তাঁকে "আলাইকাস-সালাম" বলে সালাম দিলে তিনি বলেন–

لَا تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ،

قُلْ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ .

অর্থ : "আলাইকাস-সালাম" বলো না। কারণ, "আলাইকাস-সালাম" হচ্ছে মৃত লোকের সম্ভাষণ। বরং বলবে : "আসসালামু আলাইকা"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৪; তিরমিযী হাদীস ২৭২২)

২০৩. সালাতে কিংবা অন্য কোন সময় "আসসালামু আলাল্লাহু" তথা আল্লাহ তা'আলার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এমন বলা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে সালাত আদায়ের সময় বসাবস্থায় বলতাম : "আসসালামু 'আলাল্লাহি ক্বলা 'ইবা-দিহী" তথা সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক অতঃপর তাঁর বান্দাহদের ওপর। রাসূল ﷺ তা শ্রবণ করে বলেন–

لَا تَقُوْلُوْا : اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ؛ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ؛ وَلٰكِنْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ .

www.pathagar.com

অর্থ : তোমরা আল্লাহ তা'আলার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এমন বলো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই তো নিজেই শান্তি বর্ষণকারী। বরং তোমরা যখন বসবে তখন বলবে : "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ..." তথা সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য। (আবু দাউদ, হা: ৯৬৮; ইবনে মাজাহ, হা: ৯০৭)

২০৪. কোন মুসলিম ভাইয়ের জিনিসপত্র অনুমতি ব্যতীত তার সন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও নেওয়া অপছন্দ করতেন

ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন−

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لَا عِبًا وَّلَاجَادًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدُّهَا .

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন তার কোন মুসলিম ভাইয়ের জিনিসপত্র তার অনুমতি ব্যতীত নিয়ে না নেয়। চাই তা হাস্যোচ্ছলেই হোক অথবা বাস্তবে। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের একটি লাঠিও এভাবে নিয়ে নেয় সে যেন তা অতিসত্বর ফিরিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৫০০৩; তিরমিযী, হাদীস ২১৬০)

২০৫. একই রাত্রিতেই দু' বার বিতিরের সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

ত্বালক্ব ইবনে 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন−

لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ .

অর্থ : একই রাত্রিতে দু'বার বিতিরের সালাত আদায় করা যাবে না।
(আবু দাউদ, হাদীস ১৪৩৯; তিরমিযী, হাদীস ৪৭০)

২০৬. মাথার কিছু অংশ অমুণ্ডিত রেখে দেওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী রাসূল ﷺ একটি শিশুর মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিত আর কিছু অমুণ্ডিত দেখলে তিনি তাঁর সাহাবাগণকে আর এমন করতে নিষেধ করে বলেন−

اِحْلِقُوْهُ كُلَّهُ، أَوِاتْرُكُوْهُ كُلَّهُ .

অর্থ : তোমরা সম্পূর্ণ মাথাই মুণ্ডন করবে অথবা সম্পূর্ণ মাথাই অমুণ্ডিত রেখে দিবে। (আহমাদ ২/৮৮; আবু দাউদ, হাদীস ৪১৯৫)

www.pathagar.com

২০৭. স্থির পানিতে প্রস্রাব করা অপছন্দ করতেন

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَايَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ـ

অর্থ : তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব করবে না। অতঃপর সে নিজেই তো আবার সে পানি দিয়ে গোসল করবে। (বুখারী, হাদীস ২৩৯; মুসলিম হাদীস ২৮২)

২০৮. মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে পড়া অপছন্দ করতেন

আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَاتَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ ـ

অর্থ : আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণ ও সহজাত স্বভাবের ওপর থাকবে যতক্ষণ না তারা মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে পড়ে। এমন বিলম্ব যে আকাশে তখন প্রচুর নক্ষত্র প্রজ্বলিত হয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১৮)

২০৯. কোন হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করা কিংবা তার পিঠে চড়া অপছন্দ করতেন

মিক্বদাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا ـ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান এবং তার পিঠে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১৩১)

১১০. কারো ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ

অর্থ : কোন শহুরে ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি না করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাউকে অন্য কারোর মাধ্যমে রিযিক দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা এ বিষয়ে কেউ কারোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। (মুসলিম, হাদীস ১৫২২; আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৪২; তিরমিযী, হাদীস ১২২৩; ইবনে মাজাহা, হাদী ২২০৬)

www.pathagar.com

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ اَوْ اَبَاهُ ـ

অর্থ : কোন শহুরে ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি না করে। যদিও সে তার ভাই বা পিতা হোক। (মুসলিম, হাদীস-১৫২৩; আবু দাউদ, হাদীস-৩৪৪০)

২১১. যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী বণ্টন করার আগেই কারো নিকট থেকে ক্রয় করা অপছন্দ করতেন

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ কোন যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী যোদ্ধাদের মাঝে ভাগ করে দেওয়ার আগেই তা কারো নিকট থেকে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ১৫৬৩)

২১২. কোন প্রাণীর মূর্তি ঘরে রাখা, ছবি তোলা কিংবা ঘরে ঝুলানো অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصُّوْرَةِ فِى الْبَيْتِ وَنَهَى اَنْ يُصْنَعَ ذٰلِكَ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ ঘরে ছবি রাখতে এবং তা তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ১৭৪৯)

মূলতঃ ছবি তোলাই ছিলো মূর্তিপূজার প্রথম পর্যায়। শয়তান ইবলিস সর্বপ্রথম নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে তাদের নেককারদের ছবি বা মূর্তি তৈরি করে তাদের মজলিসে রাখতে পরামর্শ দেয়। যাতে করে তাদেরকে স্মরণ করা যায় এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যায়। পরবর্তীতে সে ছবি বা মূর্তিগুলোর পূজা আরম্ভ হয়ে যায় এবং তারা কারো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমনও মনে করা হয়। এ পরিণতির কথা চিন্তা করেই রাসূল ﷺ ছবি তুলতে নিষেধ করেছেন এবং ছবি উত্তোলনকারীরাই শেষ বিচার দিবসে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ـ

অর্থ : শেষ বিচার দিবসে সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু নির্মাণ করতে চায়।

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪; মুসলিম, হাদীস ২১০৭; নাসায়ী, ৮/২১৪; বায়হাকী : ২৬৯)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ .

অর্থ : নিশ্চয়ই শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে।

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫০; মুসলিম, হাদীস ২১০৯)

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ، يُجْعَلُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ .

অর্থ : প্রত্যেক ছবিকার ও মূর্তি নির্মাতা জাহান্নামী। প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দিতে থাকবে। (মুসলিম, হাদীস ২১১০)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : আমি মুহাম্মাদ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ .

অর্থ : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ছবি আঁকে বা মূর্তি বানায় শেষ বিচার দিবসে তাকে সে ছবি বা মূর্তিতে রূহ দিতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনোই তা করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস ২২২৫; মুসলিম হাদীস ২১১০ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৯)

আয়িশা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ .

অর্থ : নিশ্চয়ই এ সকল মূর্তি নির্মাতা ও ছবিকারদেরকে শেষ বিচার দিবসে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা নির্মাণ করেছ তাতে জীবন

www.pathagar.com

দাও। কিন্তু তারা কখনো তা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই ফিরিশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে ছবি বা মূর্তি রয়েছে।

(বুখারী, হাদীস ২১০৫, ৫৯৫৭; মুসলিম, হাদীস ২১০৭)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ ، فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً .

অর্থ : সে ব্যক্তির ন্যায় জালিম আর কেউ হতে পারে না? যে আমার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু তৈরি করতে চায়। মূলত ঃ সে কখনোই তা করতে পারবে না। যদি সে তা করতে পারবে বলে দাবি করে তাহলে সে যেন একটি দানা, একটি অণু-পরমাণু এবং একটি যব বানিয়ে দেখায়। (বুখারী, হাদীস ৫৯৫৩, ৭৫৫৯; মুসলিম হাদীস ২১১১; বায়হাকী : ৭/২৬৮; ইবনে আবী শাইবাহ : ৮/৪৮৪)

২১৩. বিষাক্ত, নাপাক, হারাম বস্তুকে ঔষুধ হিসেবে সেবন করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ يَعْنِيْ السَّمَّ .

অর্থ : রাসূল ﷺ নাপাক ও ঘৃণ্য তথা বিষাক্ত ঔষুধ সেবন করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭০; ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৫২৩)

ও'য়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– একদা ত্বারিক ইবনে সুওয়াইদ ﷺ নবী ﷺ কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে তা সেবন করতে নিষেধ করেন। এরপর আবারো তিনি এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে আবারো তা সেবন করতে নিষেধ করেন। তারঃপর তিনি বললেন– হে আল্লাহর নবী" এটা তো ঔষুধ।

তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لَا، وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ .

অর্থ : না, তা ঔষুধ নয়; বরং তা রোগই বটে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭৩)

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

www.pathagar.com

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি। (বাইহাকী, হাদীস ১৯৪৬৩; ইবনে হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

২১৪. কবরের উপর কোন কিছু লেখা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَئٌ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ কবরের উপর কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৫৮৫)

২১৫. অবুঝ শিশুর হাতে কোন ধন-সম্পদ তুলে দেওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ـ

অর্থ : তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদ যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য দিয়েছেন তা অবুঝদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাবার-বস্তু দাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বলো।

(সূরা নিসা :আয়াত-৫)

২১৬ কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে কারো কোন কথা, মত কিংবা যুক্তি উপস্থাপন করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর সামনে কখনো অগ্রসর হয়ো না; বরং তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা সবজান্তা। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১)

২১৭. কসম করে তা দ্রুত ভঙ্গ করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পাদন করা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো এবং তাঁর নামে করা দৃঢ় অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করো না। কারণ, তোমরাই তো একদা স্বেচ্ছায় তাঁকে এ বিষয়ে জিম্মাদার বানালো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। (সূরা না'হল ঃ আয়াত-৯১)

২১৮. রাসূল ﷺ এর আদর্শ বিরোধী কোন বিষয় নিয়ে পরস্পর সলা-পরামর্শ করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন সলা-পরামর্শ করো তখন তা যেন কোন পাপাচার, অত্যাচার ও রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। বরং তা যেন কোন নেক কাজ সম্পাদন ও তাকওয়া হাসিলের শলা-পরামর্শ হয়। তার তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো যাঁর নিকট একদা তোমাদের সকলকেই একত্রিত হতে হবে। (সূরা মুজাদালা : আয়াত-৯)

২১৯. আজীবন রোযা রাখার ইচ্ছা করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন–

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ .

অর্থ : যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি। যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি। যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি।

(মুসলিম হাদীস ১১৫৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ .

অর্থ : যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি। প্রতি মাসের তিনটি রোযা আজীবন রোযা রাখার সমতুল্য। (মুসলিম হাদীস ২৪১১)

www.pathagar.com

২২০ যৌন উত্তেজনাকে চিরস্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দেওয়া অপছন্দ করতেন

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهٗ لَاخْتَصَيْنَا .

অর্থ : রাসূল ﷺ 'উসমান ইবনে মায'উন (রা)-কে চিরস্থায়ীভাবে যৌন উত্তেজনা ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। যদি তিনি তাঁকে এ বিষয়ে অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা সবাই তাই করতাম। (বুখারী, হা: ৫০৭; মুসলিম হা: ১৪০২)

২২১. দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে কারো ঘরে তাকানো অপছন্দ করতেন

সাহ্ল ইবনে সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর দরজার কোন এক ছিদ্র দিয়ে তাঁর ঘরের ভেতরে উঁকি মারছিলো। তখন রাসূল ﷺ এর হাতে একটি লোহার শলা ছিলো যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِىْ لَطَعَنْتُ بِهٖ فِىْ عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ .

অর্থ : আমি যদি জানতাম তুমি আমাকে (দরজার ফাঁক দিয়ে) দেখছো তা হলে আমি হাতের শলাটি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত হানতাম। অবৈধ দৃষ্টি ক্ষেপণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই তো (শরীয়তে) অনুমতি চাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ১২৫৬)

কেউ যদি দরজা জানালা অথবা দেয়ালের কোন ফাঁকা স্থান দিয়ে কারো ঘরের ভিতরে তাকায় এবং উক্ত ঘরের কেউ যদি কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে তার চোখটি নষ্ট করে দেয় তবে তাতে কোন দিয়ত তথা অর্থদণ্ড নেই।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَحَذَفْتَهٗ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهٗ ، مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ .

অর্থ : যদি কেউ তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার ঘরে উঁকি মারে অতঃপর তুমি তাকে লক্ষ্য করেই পাথর মেরে তার চোখটি নষ্ট করে দিলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। (মুসলিম, হাদীস ২১৫৬)

www.pathagar.com

২২২. কোন অযথা কথা কিংবা কাজে ব্যস্ত হওয়া অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ .

অর্থ : কোনো ব্যক্তির উত্তম মুসলমান হওয়ার একান্ত পরিচয় হচ্ছে অযথা যে কোন কথা কিংবা কাজ নিয়ে তার কোন ধরণের ব্যস্ত না থাকা।

(তিরমিযী, হাদীস ২৩১৭; ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪০৪৭)

২২৩. কাউকে তার স্থান থেকে তুলে দিয়ে সে স্থানে নিজে বসা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন–

لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهٖ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا .

অর্থ : কেউ যেন অন্যকে তার স্থান থেকে তুলে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে মজলিসে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলবে : আপনারা একটু নড়েচড়ে বসুন, আমাকে বসার জন্য একটু স্থান করে দিন। (মুসলিম, হাদীস-২১৭৭)

বিশেষ করে জুমার দিনে উক্ত কাজটি আরো নিন্দনীয়।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেন–

لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفْ اِلٰى مَقْعَدِهٖ فَيَقْعُدَ فِيْهِ، وَلٰكِنْ يَقُوْلُ : افْسَحُوْا .

অর্থ : তোমাদের কেউ তার কোন মুসলিম ভাইকে জুমু'আর দিন নিজ স্থান থেকে তুলে দিয়ে সে স্থানে নিজে বসবে না; বরং সে মজলিসে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলবে : আপনারা আমাকে বসার জন্য একটু স্থান করে দিন।

(মুসলিম, হাদীস ২১৭৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিলো যে, তিনি কেউ তাঁর সম্মানার্থে নিজ স্থান ত্যাগ করে উঠে গিয়ে তাঁর জন্য জায়গা করে দিলে তিনি সেখানে বসতেন না। বরং এটি কোন ইসলামী সংস্কৃতিও নয় যে, কেউ অন্যের সম্মানার্থে তাকে কোন মজলিসে বসার জায়গা করে দেওয়ার জন্য সে নিজ স্থান ছেড়ে উঠে যাবে।

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন :

لَا يَقُوْمُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلٰكِنِ افْسَحُوْا؛ يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ.

অর্থ : কেউ যেন অন্যের সম্মানার্থে তাকে বসার জায়গা করে দেওয়ার জন্য নিজ স্থান ত্যাগ করে না দাঁড়ায়। বরং সে মজলিসে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলবে : আপনারা আমাকে বসার জন্য একটু স্থান করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে জান্নাতে স্থান করে দিবেন। (আহমাদ ২/৪৮৩)

২২৪. "ইনশাআল্লাহ্" না বলে কোনো কাজের দৃঢ় সংকল্প করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ.

অর্থ : তুমি কখনো কোন বিষয়ে এমন বলো না যে, আমি এ কাজটি আগামী কাল করবো। বরং বলবে : "যদি আল্লাহ্ তা'আলা চান।" (কাহফ ঃ ২৩-২৪)

২২৫. কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার সময় তাকে নিজ পরিচয় প্রদানে "আমি" বলে পরিচয় দেওয়া অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ :أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا،أَنَا.

অর্থ : আমি নবী করীম ﷺ এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন : কে? আমি বললাম : আমি। জবাবে নবী ﷺ বললেন : আমি আমি!! তথা নবী ﷺ এ ধরণের জবাব অপছন্দ করলেন।

(মুসলিম, হাদীস ২১৫৫)

শরীয়ত সম্মত নিয়ম হচ্ছে, অনুমতিপ্রার্থীর পরিচয় চাওয়া হলে সে তার সঠিক নামটি বলবে। চাই অনুমতিপ্রার্থী এক হোক বা একাধিক। কারণ, এমনো হতে পারে যে, অনুমতি দাতা একই অবস্থায় কাউকে অনুমতি দেওয়া পছন্দ করেন। আবার অন্যকে নয়।

www.pathagar.com

২২৬. "সকল মানুষই ধ্বংস, খারাপ কিংবা গোমরা হয়ে গেছে" এমন কথা বলা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا سَمِعْتُمْ رَجُلاً يَقُوْلُ : قَدْ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ يَقُوْلُ اللّٰهُ : إِنَّهُ هُوَ هَالِكٌ .

অর্থ : যখন তোমরা কাউকে এ কথা বলতে শুনো যে, সকল মানুষই তো ধ্বংস হয়ে গেছে তা হলে জেনে রেখো, সেই হচ্ছে সবচেয়ে অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ও গোমরাহী। আল্লাহ তা'আলা বলেন : নিশ্চয়ই সেই হচ্ছে সত্যিই ধ্বংসপ্রাপ্ত ও গোমরাহী। (আহমাদ, হাদীস ৭৩৬০, ৭৬৮৫)

তবে তা তখনই যখন কেউ এমন কথা বলে থাকে নিজকে বড়ো ভেবে ও অতি পবিত্র মনে করে। আর যদি সে এমন কথা বলে থাকে মানুষের চরম ধর্মীয় দুরবস্থা দেখে তথা নিজ মনে খুব একটা ব্যথা উপলব্ধি করে তা হলে তাতে কোন সমস্যা নেই। অন্য বর্ণনায় أَهْلَكَهُمْ শব্দে এসেছে যার অর্থঃ তা হলে জেনে রাখো, সেই তো সকলকে ধ্বংসে উপনীত করলো। কারণ, যখন মানুষ তার এ কথা শ্রবণ করে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে একেবারেই নিরাশ হয়ে যাবে তখন তারা আর তাঁর ইবাদতে উৎসাহী হবে না। এ ভাবেই তারা আস্তে আস্তে ধ্বংসে উপনীত হবে।

২২৭. যুদ্ধ বা মারামারির সময় কারো চেহারায় আঘাত করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন–

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ .

অর্থ : তোমাদের কেউ অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তখন প্রতিপক্ষের চেহারায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে। (বুখারী, হাদীস ২৫৫৯)

২২৮. তলোয়ার, ছুরি কিংবা যে কোন ধারালো অস্ত্র একে অপরকে খোলাবস্থায় আদান-প্রদান করা অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً .

অর্থ : রাসূল ﷺ তলোয়ার খোলাবস্থায় আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ২১৬৩)

www.pathagar.com

এমনকি কোন ধারালো অস্ত্র খোলাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন–

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا أَوْ فِىْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ -

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ মসজিদে কিংবা বাজারে তীর নিয়ে চলাফেরা করে তখন সে যেন তীরের অগ্রভাগটুকু নিজ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রাখে। যাতে করে কোন মুসলমান তার তীরের আঘাতে আক্রান্ত না হয়। (মুসলিম, হা: ২৬১৫)

২২৯. তিন দিনের কমে কুরআন শরীফ খতম করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِىْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ -

অর্থ : সে ব্যক্তি কুরআন কারীম থেকে সত্যিকার কোন বুঝই ধারণ করতে পারে না যে তিন দিনের কমে কুরআন কারীম খতম করে। (আবু দাউদ, হাদীস ১৩৯৪)

২৩০. কোন ইদ্দতে থাকাবস্থায় নারীকে বিবাহ্ করা অপছন্দ করতেন

ইদ্দত বলতে কোন নারীকে তালাক দেওয়ার পর অথবা তার স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর যে সময়টুকু তাকে তার আগের স্বামীর ঘরেই কাটাতে হয় তা বুঝানো হয়। যা তালাকপ্রাপ্তার জন্য তার তিন ঋতুস্রাব পার হওয়ার সমপরিমাণ সময়। আর স্বামীহারার জন্য চার মাস দশ দিন।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ أَجَلَهُ ط وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ -

অর্থ : তোমরা কোন নারীর ইদ্দত তথা নির্ধারিত সময় পার হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন দৃঢ় সংকল্প করো না। তোমরা অবশ্যই এ কথা জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের সব কিছুই অবগত আছেন। কাজেই তোমরা তাঁকে অবশ্যই ভয় করো এবং জেনে রেখো, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম সহিষ্ণু। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২৩৫)

www.pathagar.com

২৩১. খাবার খাওয়ার সময় "বিসমিল্লাহ" না বলা, ডান হাতে না খাওয়া কিংবা নিজের পাশ থেকে না খাওয়া অপছন্দ করতেন

'উমর ইবনে আবু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– আমি আমার পিতা আবু সালামার ইন্তিকালের পর নবী করীম ﷺ-এর তত্ত্বাবধানেই লালিত-পালিত হচ্ছিলাম। একদা রাসূল ﷺ এর সাথে খাবার খাওয়ার সময় আমি পাত্রের এদিক-ওদিক থেকে খাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ ـ

অর্থ : হে বালক! তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নামেই খাওয়া আরম্ভ করো, ডান হাতে খাও এবং তোমরা পাশ থেকেই খাও। (মুসলিম, ২০২২)

২৩২. ওড়না ব্যতীত সাবালিকা মেয়ের সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন–

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা ওড়না বিহীন কোন সাবালিকা মেয়ের সালাত গ্রহণ করেন না। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৪১)

২৩৩. দু'প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় কিংবা দু'ভাবে পোশাক পরিধান করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، صَلاَتَيْنِ : نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِىْ بِفَرْجِهِ اِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ،وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ দু'ধরণের বেচা-বিক্রি, দু'ভাবে পোশাক পরা ও দু'সময়ে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেন। তিনি নিষেধ করেন ফজরের পর সালাত পড়তে যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় এবং আসরের পর সালাত পড়তে যতক্ষণ

www.pathagar.com

না সূর্যাস্ত হয়। তিনি আরো নিষেধ করেন বস্ত্রের একাংশ এক ঘাড়ে সেঁটে রেখে অন্য ঘাড় খালি রাখতে এবং এমনভাবে একটি কাপড় গোটা দেহে পেঁচিয়ে রাখতে যাতে লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে যায় এবং কোন বস্তু শুধুমাত্র নিক্ষেপ এবং শুধুমাত্র হাতে ধরার ভিত্তিতেই বিক্রি করতে যাতে করে বস্তুটি উত্তমরূপে দেখার কোন অবকাশ থাকে না। (বুখারী, হাদীস ৫৮৪; মুসলিম, হাদীস ৮২৫)

২৩৪. কসম খাওয়ার সময় এমন বলা : "আমার কথা যদি সঠিক না হয় তাহলে আমি মুসলমানই নই" অপছন্দ করতেন

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ قَالَ : اِنِّى بَرِئٌ مِنَ الْاِسْلَامِ؛ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ اِلَى الْاِسْلَامِ سَالِمًا .

অর্থ : যে ব্যক্তি কসম খাওয়ার সময় এমন বলে : "আমার কথা যদি সঠিক না হয় তাহলে আমি মুসলমানই নই।" এর পরিপ্রেক্ষিতে মূলত : সে যদি তার কসমে মিথ্যুকই হয়ে থাকে তাহলে সে আর মুসলমানই থাকলো না। আর যদি সে তার কসমে সত্যবাদীই হয়ে থাকে তাহলে সে আর ইসলামের দিকে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে নিরাপদভাবে প্রত্যাবর্তন করলো না। (ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৩০)

২৩৫. মসজিদে প্রবেশ করে কমপক্ষে দু' রাকা'আত তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ আদায় না করে বসে পড়া অপছন্দ করতেন

আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ .

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দু'রাকা'আত সালাত আদায় না করে না বসে। (বুখারী, হাদীস ৪৪৪, ১১৬৩; মুসলিম হা: ৭১৪)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهٗ : يَا سُلَيْكُ : قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ : اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا .

www.pathagar.com

অর্থ : সুলাইক গাতাফানী (রা) জুমার দিন মসজিদে প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন। যখন রাসূল ﷺ খুৎবা দিচ্ছিলেন তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : হে সুলাইক! দাঁড়াও। সংক্ষিপ্তাকারে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নাও। অতঃপর রাসূল ﷺ ব্যাপকভাবে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাদের কেউ খুৎবা চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নেয়। (মুসলিম, হাদীস ৮৭৫)

২৩৬. ভুল সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারকের মীমাংসার আলোকে অন্যের কোন ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করা অপছন্দ করতেন

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ ،وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ،وَأَقْضِيْ لَهٗ عَلٰى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهٗ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهٗ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

অর্থ : আমি তো মানুষ মাত্র। আবার তোমরা আমার নিকট কোনো কোনো সময় বিচার নিয়ে আসো। হয়তো বা তোমাদের কেউ কেউ নিজ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের তুলনায় বেশি পারঙ্গম। কাজেই আমি শুনার ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফায়সালা করে দেই। কাজেই আমি যার পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কিছু অধিকার মীমাংসা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, আমি উক্ত বিচারের ভিত্তিতে তার হাতে একটি জাহান্নামের আগুণের টুকরাই তুলে দেই।

(বুখারী, হাদীদ ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৯, ৭১৮৫; মুসলিম, হাদীস ১৭১৩)

২৩৭. কোন ফল শক্ত কিংবা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্তির আগেই অথবা কোন বৃক্ষের ফল গাছপাড়া ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

অর্থ : নবী করীম ﷺ কোন ফল শক্ত বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্তির আগেই এবং কোন বৃক্ষের ফল গাছপাড়া ফলের বিপরীতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

(বুখারী, হাদীস ২১৮৭)

www.pathagar.com

২৩৮. শিকার কিংবা কোন ফসলি জমিন অথবা ছাগল-ভেড়া পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিতেই কোন কুকুর পালা অপছন্দ করতেন

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ اِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : اِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ اَوْ حَرْثٍ اَوْ صَيْدٍ .

অর্থ : যে ব্যক্তি কুকুর লালন পালন করে প্রতিদিন তার আমলনামা থেকে এক কিরাত তথা একটি বড় পাহাড় সমপরিমাণ নেকী কমে যাবে। তবে যদি কুকুরটি ফসল অথবা ছাগলপাল পাহারা দেওয়া কিংবা শিকারের কাজে ব্যবহৃত হয় তা হলে তাতে কোন সমস্যা নেই। (বুখারী, হাদীস ২৩২২; মুসলিম, হাদীস ১৫৭৫)

২৩৯. কয়েকজন একত্রে খাবার ভক্ষণ করতে বসলে অথবা কারো নিকট কেউ মেহমান হলে খেজুর, মিষ্টি কিংবা এ ধরনের কোন জিনিস একাধিক সংখ্যা এক লোকমায় খাওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاَقْرَانِ اِلَّا تَسْتَاْذِنَ اَصْحَابَكَ .

অর্থ : রাসূল ﷺ এক লোকমায় একাধিক খেজুর কিংবা এ ধরণের অন্য কিছু ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তুমি তোমার সাথীদের থেকে এ বিষয়ে অনুমতি নিবে। (বুখারী, হাদীস ২৪৮৯; আবু দাউদ, ৩৮৩৪)

২৪০. আল্লাহর সন্তুষ্টি লোক দেখানো যে কোন উদ্দেশ্যে কোন পশু যবাই করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْاَعْرَابِ .

অর্থ : রাসূল ﷺ আরব বেদুঈনদের ন্যায় (মানুষকে দেখানোর জন্য) পশু যবাই করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ২৮২০)

২৪১. কুরআনে কারীম নিয়ে পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجِدَالِ فِى الْقُرْاٰنِ .

www.pathagar.com

অর্থ : রাসূল ﷺ কুরআন মাজীদ নিয়ে কারো সাথে যে কোনভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। (সহীহুল-জা'মি, হা: ৬৮৭৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُجَادِلُوْا فِى الْقُرْاٰنِ فَاِنَّ جِدَالاً فِيْهِ كُفْرٌ.

অর্থ : তোমরা কুরআন নিয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না। কারণ, কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা নিশ্চয়ই কুফরি।

(ত্বয়ালিসী, হাদীস ২২৮৬ বায়হাক্বী/শুআবুল-ঈমান, হাদীস ২২৫৭)

২৪২. কারো সম্মান কিংবা প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করা অপছন্দ করতেন

উমর (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন–

لَا تَطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ، فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُهٗ، فَقُوْلُوْا : عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ : তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো অতিরঞ্জিত করোনা যেমনিভাবে বাড়াবাড়ি করেছে খ্রিস্টানরা 'ঈসা ইবনে মারইয়াম (রা)-এর বিষয়ে। আমি কেবল আল্লাহ তা'আলার বান্দা। কাজেই তোমরা আমার বিষয়ে বলবে– তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তদীয় রাসূল। (বুখারী হাদীস ৩৪৪৫, ৬৮৩০)

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি বনু 'আ'মির গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল ﷺ এর নিকট গমন করলাম। অতঃপর আমরা রাসূল ﷺ কে ডেকে বললাম : আপনি আমাদের সাইয়্যেদ! রাসূল ﷺ বললেন : সাইয়্যেদ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আমি নই। তখন আমরা বললাম : আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশীল! তখন তিনি বলেন–

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ اَوْبَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

অর্থ : তোমরা এমন কিছু বলতে পারো। তবে এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, শয়তান যেন কখনো তোমাদেরকে নিজ কাজের জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে না নেয়।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৬)

www.pathagar.com

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ رَسُوْلُهُ وَاللّٰهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِيَ الَّتِيْ عَبْدِ اللّٰهِ.أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِيَ الَّتِيْ أَنْزَلَنِيَهَا اللّٰهُ.

অর্থ : হে মানুষ সকল! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, শয়তান যেন কখনো তোমাদেরকে নিজ ইচ্ছা মতো চালাতে না পারে। আমি হচ্ছি আব্দুল্লাহর সন্তান মুহাম্মাদ। আমি হচ্ছি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা এবং তদীয় রাসূল। আল্লাহর কসম! আমি এ কথা পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে আমার সেই অবস্থান থেকে আরো উপরে তুলে দিবে যে অবস্থানে মূলত : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রেখেছেন। (আহমাদ ৩/১৫, ২৪১)

২৪৩. হিজড়াদের নারীদের সাথে পর্দাবিহীন চলাফেরা অপছন্দ করতেন

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ একদা আমার নিকটেই অবস্থান করছিলেন। তখন ঘরে ছিলো এক হিজড়া। সে আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে বলছিলো : আল্লাহ্ তা'আলা যদি আগামীতে তোমাদের জন্য "ত্বায়িফ" এলাকা জয় করে দেন তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের কন্যার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছি। তুমি তাকে তোমার অধীন করে নিবে। কারণ, সে অতি সুন্দরী। তার পেটে সামনের দিক থেকে চারটা ভাঁজ রয়েছে যা সাইড বা পেছন থেকে আটটিই মনে হয়। তখন নবী করীম ﷺ বলেন–

لَا يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ.

অর্থ : এ যেন তোমাদের ঘরে আর প্রবেশ না করে।

(বুখারী, হা: ৫২৩৫; মুসলিম, হা: ২১৮০)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ :أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ، قَالَ : فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً.

অর্থ : নবী করীম ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন হিজড়াদেরকে তথা যে পুরুষরা নারীর বেশ ধারণ করে এমন লোকদেরকে এবং নারীদের মধ্যে থেকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এমন নারীদেরকে। নবী ﷺ বলেন : তোমরা তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন : নবী ﷺ এ ধরণের এক পুরুষকে এবং উমর এ ধরণের এক মহিলাকে ঘর থেকে বের করে দেন। (বুখারী, হাদীস ৫৮৮৬)

২৪৪. নারীদেরকে যে কোন বিষয়ে নেতৃত্ব অপছন্দ করতেন

আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এর মুখ নিঃসৃত একটি বাণী উষ্ট্রীযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাকে অনেকটা উপকারিতা দিয়েছিলো। আমি তখন উষ্ট্রী বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করতে এক রকম প্রস্তুতিই নিচ্ছিলাম। যখন রাসূল ﷺ শুনেছিলেন পারস্যবাসীরা কিসরার মেয়েকে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে নিয়েছিলো তখন তিনি বললেন–

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً .

অর্থ : এমন কোন জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যারা কোন নারীকে তাদের জাতীয় নেতৃত্ব হাতে তুলে দেয়। (বুখারী, হাদীস ৪৪২৫, ৭০৯৯)

২৪৫. কারো পক্ষ থেকে কিছু না পেয়েও পেয়েছি বলে দাবি করা অপছন্দ করতেন

আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ জনৈকা মহিলা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করছিলো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক সতীন আছে। আমার কি কোন পাপ হবে? আমি যদি তাকে বলি ঃ আমার স্বামী আমাকে অমুক জিনিস দিয়েছে; অথচ সে তা দেয়নি। তখন রাসূল ﷺ বলেন–

اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ .

অর্থ : যা দেওয়া হয়নি এমন জিনিস পেয়েছে বলে দাবিকারী মিথ্যার দু'টি বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়। (বুখারী, হাদীস ৫২১৯)

২৪৬. রাসূল ﷺ-কে নিজের জীবন থেকেও অধিক পছন্দ না করা অপছন্দ করতেন

كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَهُ عُمَرُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِىْ،

www.pathagar.com

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ ، وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْآنَ يَا عُمَرُ.

অর্থ : আমরা একদা নবী করীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁর হাতে ছিলো 'উমর (রা)-এর হাত। আর তখনই উমর (রা) রাসূল ﷺ-কে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তবে আমার জীবনের চেয়ে নয়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তুমি পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন চেয়েও অধিক প্রিয় না হই। তখন 'উমর (রা) কিছুক্ষণ বুঝেশুনে বললেন : আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। তখন নবী ﷺ বলেন : এখন তুমি পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারলে হে উমর! (বুখারী, হাদীস ৬৬৩২)

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ-কে নিজ মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান এমনকি সকল মানুষ থেকেও অধিক ভালোবাসতে হবে। তা না হলে পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়া যাবে না।

আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল ﷺ বলেন–

فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

অর্থ : সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার নিজ মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান ও সকল মানুষ চেয়েও বেশি প্রিয় হই। (বুখারী, হাদীস ১৪,১৫)

২৪৭. কেউ কোন অপরাধ করলে তার শরীয়ত সম্মত শাস্তি বিধান দেওয়া ছাড়া তাকে গালমন্দ করা কিংবা অন্য যে কোনভাবে অপমানিত করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ এর নিকট জনৈক মদখোর ব্যক্তিকে হাজির করা হলে তিনি তাকে প্রহার করতে আদেশ করেন। অতঃপর আমাদের কেউ কেউ তাকে হাত দিয়ে প্রহার করল।

www.pathagar.com

আবার কেউ কেউ জুতো দিয়ে। আবার কেউ কেউ বস্ত্র দিয়ে। যখন সে চলে গেলো তখন কেউ কেউ বলে ফেললো "আখযাকাল্লাহ" আল্লাহ তোমাকে অপমানিত করুক। তখন রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا، لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ۔

অর্থ : তোমরা এমন বলো না এবং শয়তানকে তার বিষয়ে সহযোগিতা করো না। (বুখারী, হাদীস ৬৭৭৭)

শয়তান চায় মানুষকে অপরাধী বানিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করতে। তাই অপরাধীকে এমন কথা বললে তার বিষয়ে শয়তানের শয়তানী উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

২৪৮. যাকাত গ্রহিতা যাকাত দাতার সর্বোত্তম বস্তুটি নেওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ মু'আয (রা) কে ইয়ামেন অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন তখন তিনি তাঁকে বলেন–

اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةَ اللّٰهِ، فَاِذَا عَرَفُوْا اللّٰهَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ،فَاِذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ، فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ۔

অর্থ : তুমি আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের নিকট গমন কর। তাই তাদের জন্য তোমার সর্বপ্রথম দা'ওয়াত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। যখন তারা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তমরূপে চিনে ফেলবে তখন তাদেরকে বলবে : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টায় শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যখন তারা তা আমলে পরিণত করবে তখন তাদেরকে বলবে : আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন যা তাদের মধ্যকার ফকিরদের ওপর ভাগ করে দেওয়া হবে। তারা এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করলে তুমি তাদের থেকে যাকাত নিবে। তবে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদটুকু যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা থেকে তুমি অবশ্যই বিরত থাকবে। (বুখারী, হাদীস ১৪৫৮; মুসলিম, হাদীস ১৯)

www.pathagar.com

তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের সর্বোত্তম সম্পদটুকু আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করলে সে অবশ্যই সমূহ কল্যাণের অধিকারী হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : তোমরা কখনো কল্যাণের অধিকারী হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজের পছন্দনীয় বস্তু সদকা করো। তোমরা যা কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় খরচ করো তা সবই তিনি উত্তমরূপে জানেন। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-৯২)

২৪৯. রাসূল ﷺ এর হাদীস মানার বিষয়ে কোন ধরণের অনীহা দেখানো অপছন্দ করতেন

আবু রাফি (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন :

لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ، يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ، مِمَّا اَمَرْتُ، اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُوْلُ : لَانَدْرِىْ مَاوَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ ـ

অর্থ : তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় পাওয়া না যায় যে, সে সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে আছে। এমতাবস্থায় তার নিকট আমার কোন আদেশ-নিষেধ এসে গেলো। আর সে বললো ঃ এ বিষয়ে আমি কিছুই অবগত নই। আমি যা কুরআনে পাবো তাই মানবো এবং আমার জন্য তাই একান্ত যথেষ্ট। আমার হাদীসের কোন দরকার নেই। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৫; ইবনে মাজাহ, হা: ১৩)

মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব কিন্দী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِىْ فَيَقُوْلُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ،فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : অচিরেই জনৈক ব্যক্তি সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে। এমতাবস্থায় আমার কোন হাদীস তার সামনে হাজির হলে সে বলবে আমাদের ও তোমাদের মাঝে মীমাংসাকারী একমাত্র কুরআন। তাতে আমরা যা হালাল পাবো তাই একমাত্র হালাল মনে করবো এবং তাতে আমরা যা হারাম পাবো তাই একমাত্র হারাম মনে করবো; অথচ আল্লাহ তা'আলার রাসূল যা হারাম করেছেন তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হারাম করার ন্যায়ই। (ইবনে মাজাহ, হা: ১২)

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আর তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা 'হাশর : আয়াত-৭)

২৫০. একটি পশু অন্য পশুর বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা অপছন্দ করতেন

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—

نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً ـ

অর্থ : নবী করীম ﷺ একটি পশু আরেকটি পশুর বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৫৬)

২৫১. কুকুর কিংবা বিড়াল বিক্রি করে টাকা পয়সা গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—

نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ـ

অর্থ : নবী করীম ﷺ কুকুর ও বিড়াল বিক্রি করা টাকা পয়সা খেতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৭৯)

www.pathagar.com

২৫২. লেংড়া, কানা, রোগা, কিংবা অত্যন্ত দুর্বল পশু কুরবানী করা অপছন্দ করতেন

বারা' ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে ﷺ বলেন–

لَا يُضَحّٰى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلَا بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِى لَا تُنْقِىْ .

অর্থ : সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন লেংড়া, কানা, রোগা ও অত্যন্ত দুর্বল পশু দিয়ে কুরবানি দেওয়া যাবে না। (তিরমিযী, হাদীস ১৪৯৭)

২৫৩. কাতার সম্পূর্ণরূপে সোজা না করে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অপছন্দ করতেন

আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ : اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

অর্থ : রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা সবাই সালাতের কাতারে একদম সোজা হয়ে দাঁড়াও। একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দণ্ডায়মান হবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যকার বয়স্ক ও বুদ্ধিমানরা যেন আমার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করে। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। এরপর আরো পরবর্তীরা। (মুসলিম, হাদীস ৪৩২; নাসায়ী, হাদীস ৮০৩)

২৫৪. কুরআন, সুন্নাহকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয় এমন বৈঠকে বসা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا .

www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয়ই তিনি নিজ গ্রন্থে তোমাদের ওপর এ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা কোথাও আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতগুলোর প্রতি অবিশ্বাস কিংবা উপহাস শ্রবণ কর তখন তোমরা সেখানে তাদের সাথে বসো না যতক্ষণ না তারা এ কথা ছাড়া অন্য কথা আলোচনা করে। অন্যথা তোমরাও তাদের মতো বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (সূরা নিসা : আয়াত-১৪০)

২৫৫. কোন নারীকে ইদ্দতরত অবস্থায় ঘর থেকে বের করে দেওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ـ

অর্থ : হে নবী! তুমি নিজ উম্মতকে বলে দাও, যখন তোমরা নিজ স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তোমরা তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তালাক দিবে এবং ইদ্দতের হিসেব রাখবে। উপরন্তু তোমরা নিজ পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। আর তাদেরকে ইদ্দতরত অবস্থায় নিজ ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও স্বেচ্ছায় যেন নিজ ঘর থেকে বের হয়ে না যায়। যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এগুলো হলো আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অমান্য করে সে যেন নিজেই নিজের ওপর অত্যাচার করলো। তুমি তো জানো না, হয়তো বা আল্লাহ্ তা'আলা এরপর কোন পন্থা বের করে দিবেন। (সূরা ত্বালাক : আয়াত-১)

www.pathagar.com

২৫৬. কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইদ্দত পালন না করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ : তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন ঋতুস্রাব অথবা তৎপরবর্তী পরিপূর্ণ তিনটি পবিত্রতার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তাদের জন্য কখনো বৈধ হবে না তাদের গর্ভ ধারণের বিষয়টি লুকিয়ে রাখা যদি তারা নিজেকে আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী বলে মনে করে। এ দিকে তাদের স্বামীগণই পুনরায় তাদেরকে নিজ ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার বিশেষ অধিকার রাখেন যদি তাঁরা সত্যিই সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। নারীদেরও পুরুষের ওপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমনিভাবে রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার। তবে এ বিষয়ে নারীদের ওপর পুরুষদের অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২২৮)

২৫৭. কোন নারীকে শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই সাময়িক তালাক দেওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ـ

অর্থ : যখন তোমরা নিজ স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজের অধীনে রাখো

www.pathagar.com

অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে ছেড়ে দাও। তাদের ওপর কোন ধরণের অত্যাচার কিংবা তাদের কোন ধরণের ক্ষতি করার জন্য তাদেরকে নিজের অধীনে আটকে রেখো না। যে ব্যক্তি এমন করলো সে যেন নিজের ওপরই জুলুম করলো। আর তোমরা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতগুলোকে বিদ্রূপাচ্ছলে গ্রহণ করো না। (সূরা বাকারাহ : আয়াত-২৩১)

২৫৮. কেবল ধনীদেরকেই ওয়ালিমা তথা বৌভাতের দা'ওয়াত দেওয়া কিংবা কারোর ওয়ালিমার দাওয়াত বিনা ওযরে প্রত্যাখ্যান করা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন-

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعٰى اِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

অর্থ : সেই ওয়ালিমা তথা বৌভাতের খাবার সর্ব নিকৃষ্ট খাবার যাতে এমন ব্যক্তিবর্গকে আসতে দেওয়া হয় না যারা তাতে আসতে চায়। বরং তাতে এমন ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দেওয়া হয় যারা তাতে আসতে চায় না। যে ব্যক্তি কারোর ওয়ালিমার দাওয়াত অগ্রাহ্য করলো সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺএর অবাধ্য হলো। (মুসলিম হাদীস ১৪৩২)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন-

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

অর্থ : সেই ওয়ালিমা তথা বৌভাতের খাবার সর্ব নিকৃষ্ট খাবার যাতে শুধুমাত্র ধনীদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয় এবং তাতে গরীবের প্রতি কোন ধরণের ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। যে ব্যক্তি কারো ওয়ালিমার দাওয়াত অগ্রাহ্য করলো সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺএর অবাধ্য হলো।

(বুখারী, হাদীস ৫১৭৭; মুসলিম হাদীস ১৪৩২)

www.pathagar.com

২৫৯. মায়ের পেটে মৃত্যুবরণকারী শিশুকে ওয়ারিশ বানানো অপছন্দ করতেন

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন নবী করীম ﷺ বলেন–

لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا ، قَالَ : وَاسْتِهْلَالُهُ : أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ ـ

অর্থ : কোন শিশু কারো সম্পদের ওয়ারিশ হবে না যতক্ষণ না সে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পর কোন ধরণের শব্দ করে। কোন ধরনের আওয়াজ দেওয়া মানে, চাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কান্না করুক, চিৎকার কিংবা হাঁচি দিক।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৮০০)

২৬০. সকলকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজে কথা বলার চেষ্টা করা অপছন্দ করতেন

মূলত : নিয়ম হচ্ছে, আপনি অন্যদের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবেন। অতঃপর তারা চুপ করলে আপনি আপনার কথা বলবেন।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوْا وَهُمْ يَتَكَلَّمُوْنَ فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

অর্থ : যখন তুমি অন্যদেরকে বললে : তোমরা চুপ করো; অথচ তখনো তারা কথা বলেছে তা হলে তুমি যেন নিজকে একটি অযথা কাজে ব্যস্ত করলে।

(আহমাদ, হাদীস ৭৮৮৭, ৮২৩৫)

২৬১. যৌনমূলক কথা বা আচরণ করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ اٰبَائِهِنَّ أَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

www.pathagar.com

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : (হে মুহাম্মাদ) তুমি অনুরূপভাবে মু'মিন নারীদেরকেও বলে দাও যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। নারীরা যেন তাদের সৌন্দর্য (দেহের সাথে এঁটে থাকা অলংকার কিংবা আকর্ষণীয় পোষাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় (বোরকা, চাদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোন অসুবিধা নেই। তাদের ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ (চেহারাসহ) যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা , শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, স্বজাতীয় নারী, মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনা রহিত অধীন পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো নিকট নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। অনুরূপভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে নিজ পা না ফেলে। অনুরূপভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে নিজ পদযুগল ক্ষেপণ না করে। কারণ, তাতে করে তাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। বরং হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আস। তখনই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

(সূরা নূর : আয়াত-৩১)

আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে নিজ পদযুগল ভূমিতে সজোরে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে করে, তাদের পায়ের অলঙ্কারের শব্দ শ্রবণ করে কোন পুরুষ নিজের মধ্যে তাদের প্রতি কোন ধরনের যৌন উত্তেজনা অনুভব না করে।

২৬২. ইমামের আগেই সালাতের কোন রুকন আদায় করা অপছন্দ করতেন

মূলতঃ সালাতের যে কোন রুকন ইমাম সাহেবের একটু পরেই আদায় করতে হয়। তথা ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। অনুরূপভাবে ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে কিংবা সমানতালে কোন রুকন আদায় করা চলবে না।

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ صُورَةَ حِمَارٍ.

অর্থ : ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের আগেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন।

(বুখারী, হাদীস ৬৯১; মুসলিম, হাদীস ৪২৭; আবু দাউদ, হাদীস ৬২৩)

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন–

فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ.

অর্থ : ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবেন তারপর তোমরাও তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। কারণ, একমাত্র ইমাম সাহেবই তো তোমাদের পূর্বেই রুকু করবেন এবং তোমাদের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা তুলবেন।

(মুসলিম, হাদীস ৪০৪; ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৫৯৩)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ সালাত শেষে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُوْدِ وَلَا بِالْانْصِرَافِ.

অর্থ : হে মানব সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমদেরই ইমাম। কাজেই তোমরা আমার পূর্বে রুকু, সিজদা, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না।

(মুসলিম, হা:৪২৬)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ একদা সাহাবাগণকে সালাতের প্রতি খুবই উৎসাহিত করেছেন এবং এরই পাশাপাশি তিনি তাঁদেরকে তাঁর আগে সালাম ফিরাতেও নিষেধ করেছেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ৬২৪)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একদা রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তী জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لَا وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَلَا بِإِمَامِكَ اقْتَدَيْتَ ـ

অর্থ : (তোমার সালাতই হয়নি) না তুমি একা সালাত আদায় করলে; না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে। (রিসালাতুল ইমাম আহমাদ)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلَاتُكَبِّرُوْا حَتّٰى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلَا تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ ـ

অর্থ : ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর শেষ করলেই তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু আরম্ভ করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ـ

অর্থ : যখন ইমাম সাহেব তাকবীর শেষ করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু আরম্ভ করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা তুলে" রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদা আরম্ভ করবে।

(বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪; মুসলিম, হাদীস ৪১৪)

বারা' ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لَا يَحْنِيْ أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : নবী করীম ﷺ যখন সিজদা'র জন্যে ঝুঁকে পড়তেন তখনো আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না তিনি নিজ কপাল জমিনে রাখতেন। (বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১; মুসলিম, হাদীস ৪৭৪; আবু দাউদ, হাদীস ৬২১)

২৬৩. সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে সামনের দিকে থুথু ফেলা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ একদা কিবলার দিকে তথা তাঁর সামনের দেয়ালেই কিছু থুথু দেখতে পান। তখন তিনি তা অতি দ্রুত মুছে ফেলে নিজ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى ۔

অর্থ : তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনেই থাকেন যখন সে সালাত আদায় করে। (বুখারী, হাদীস, ৪০৬; মুসলিম হাদীস ৫৪৭)

তবে সালাত আদায়রত অবস্থায় অগত্যা কারো অধিক পরিমাণ থুথু আসলে সে যেন তার বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নিচে থুথু ফেলে অথবা কোন রুমালে ফেলে উক্ত রুমালের এক পার্শ্ব দিয়ে অন্য পার্শ্ব ঘষে তাতে পুরোপুরি মিশিয়ে দেয়।

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা কিবলার দিকে কিছুটা কফ দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হোন। যা তাঁর চেহারায় অতি দ্রুত পরিস্ফুট হয়। তখন তিনি তা নিজ হাতে মুছে ফেলে বলেন–

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِيْ صَلاَتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، اَوْ اِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ : اَوْ : يَفْعَلُ هٰكَذَا ۔

অর্থ : নিশ্চয়ই যখন তোমাদের কেউ সালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার পালনকর্তার সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ দেয় কিংবা তার পালনকর্তা তার মাঝে ও কিবলার মাঝে অবস্থান করেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তার কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নিচে থুথু ফেলে। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর চাদরের একাংশ অন্যাংশের উপর চেপে দেন এবং বলেন– অথবা এভাবে থুথু চাদরে মিশে ফেলবে। (বুখারী, হা: ৪০৫; মুসলিম হা: ৫৫১)

www.pathagar.com

সালাতরত অবস্থায় নামাযীর বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নিচে থুথু ফেলা ও তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিলো বলেই তখন তা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কারণ, তখনকার মসজিদগুলোতে কোন কার্পেট বা বিছানা ছিলো না। তবে বর্তমান যুগে যখন মসজিদগুলো কার্পেট সজ্জিত তাই এখন তার সে বিধান পালন করার কোন যৌক্তিকতাই নেই; বরং বর্তমান এ টিস্যু পেপারের যুগে হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়মই অতি সহজেই পালন করা যায়।

২৬৪. রোযার রাতে সেহরী না খাওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'হারিস (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ এর এক বিশেষ সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন : জনৈক ব্যক্তি একদা নবী ﷺ-এর নিকট আসলো যখন তিনি সেহরী খাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

إِنَّ السُّحُوْرَ بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُوْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ تَدَعُوْهَا .

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা রোযার সেহরী তোমাদেরকে বরকত হিসেবেই দিয়েছেন। কাজেই তোমরা কখনো তা খাওয়া ছাড়বে না। (আহমাদ, হা: ২২০৬১, ২৩১৪২)

২৬৫. মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া অপছন্দ করতেন

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন–

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

অর্থ : কোন মৃত মু'মিনের হাড় ভাঙ্গা জীবদ্দশায় তার হাড় ভাঙ্গার ন্যায়।
(আহমাদ, হাদীস ২৩১৭২)

২৬৬. হারানো জিনিস পাওয়ার পর জনসম্মুখে প্রচার না করা অপছন্দ করতেন

যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا .

অর্থ : যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কোন হারানো জিনিস তুলে নিলো সে সত্যিই গোমরা যতক্ষণ না তা জনসম্মুখে প্রচার করে। (মুসলিম হাদীস ১৭২৫)

www.pathagar.com

'ইয়ায ইবনে 'হিমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ ـ

অর্থ : কেউ কোন হারানো জিনিস পেলে সে যেন এ বিষয়ে এক বা একাধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানায় এবং তা কোনভাবেই লুকিয়ে না রাখে। অতঃপর বস্তুটির মালিক পাওয়া গেলে তাকে তা হস্তান্তর করবে। তার মালিক না পাওয়া গেলে তা একান্ত আল্লাহ তা'আলারই সম্পদ। তিনি তা যাকে চান তাকেই দেন। (আবু দাউদ, ১৭০৯)

হাজীদের হারানো জিনিস ছাড়া অন্য যে কোন হারানো জিনিস রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিলে তা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে। অতঃপর বস্তুটির মালিক না আসলে তা নিজের মাল হিসেবেই গ্রহণ ও খরচ করবে। আর ইতিমধ্যে মালিক আসলে তাকে তা কিংবা তার সমতুল্য জিনিস বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে তৈরি করা কোন খাবার কিংবা যে কোন ফলমূল যা কিছুক্ষণ পরই নষ্ট হওয়া নিশ্চিত তা সরাসরি নিজেই ভোগ করবে। তা জনসম্মুখে প্রচার করার আর কোন দরকার নেই।

যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে হারিয়ে যাওয়া তথা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন–

عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ : خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ـ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - وَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا ـ

www.pathagar.com

অর্থ : তুমি তা জনসম্মুখে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করবে। অতঃপর থলেটির মুখ বাঁধা রশি এবং পাত্রটির ঢাকনা ইত্যাদি চিনে রাখবে এবং তা নিজের কাজে খরচ করবে। ইতিমধ্যে বস্তুটির মালিক তা তাকে ফেরত দিবে। তখন সে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! হারানো ছাগল বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন : তা তুমি নিয়ে নাও। কারণ, তা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের অথবা বাঘের। সে আবারো বললো : হে আল্লাহর রাসূল! হারানো উট বিষয়ে আপনার অভিমত কী? এ কথা শ্রবণ করে রাসূল ﷺ এর উভয় গাল তথা চেহারা লাল হয়ে গেলো এবং রাসূল ﷺ বললেন, উট নিয়ে তোমার এতো অস্থিরতা কেন তার তো চলার জন্য ক্ষুর রয়েছে। পান করার জন্য জমাকৃত পানি রয়েছে যতক্ষণ না তার মালিক আসে।

২৬৭. ঝাড়ফুঁক, কুসংস্কৃতি ও জ্বলন্ত লোহা দ্বারা শরীরে দাগ দেওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَا يَكْتَوُوْنَ .

অর্থ : আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। যারা অন্যকে ঝাড়ফুঁক করতে বলবে না, কোন বিশেষ কিছু দেখে উহাকে কুলক্ষণ মনে করে না। উপরন্তু তারা নিজ পালনকর্তার ওপর সর্বদা ভরসা করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা চিকিৎসার জন্য লোহা পুড়িয়ে নিজ দেহের কোন স্থানে দাগ দিবে না। (বুখারী, হাদীস ৬৪৭২, ৬৫৪১; মুসলিম হাদীস ২১৮, ২২০)

২৬৮. কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন করা; অপছন্দ করতেন

'উবাদা ইবনে সামিত ও আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

অর্থ : তুমি কারো কোন ধরনের ক্ষতি করো না। অনুরূপভাবে তোমরা পরস্পর একে অপরের কোন ধরণের ক্ষতি করার প্রতিযোগিতা করো না।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৩৬৯, ২৩৭০)

www.pathagar.com

আবু সিরমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্ষতি করেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্যের ওপর কঠিন হয় আল্লাহ্ তা'আলাও তার ওপর কঠিন হোন। (ইবনে মাজাহ্ হাদীস ২৩৭১)

২৬৯. বিচারের ক্ষেত্রে আত্মসাৎকারী, বিশ্বাসঘাতক, বিদ্বেষী, অধীনস্থ ও ব্যভিচারীর সাক্ষী গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা) ও 'আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন–

رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلٰى أَخِيْهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ কোন বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও নারী এবং কোন বিদ্বেষীর সাক্ষী তা প্রতিপক্ষের বিষয়ে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে কোন পরিবারের পক্ষে তাদের কোন কাজের লোক কিংবা অধীনস্থের সাক্ষী তিনি অগ্রাহ্য করেন। তবে তিনি তাদের সাক্ষী অন্যদের বিষয়ে হালাল করেছেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০০)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা) ও 'আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلٰى أَخِيْهِ ـ

অর্থ : কোন বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও নারীর সাক্ষী এবং কোন ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীর সাক্ষী, অনুরূপভাবে কোন বিদ্বেষীর সাক্ষী তার প্রতিপক্ষের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০০)

www.pathagar.com

২৭০. কোন নারীকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে খোলা তালাক তথা অর্থের বিনিময়ে তালাক নিতে বাধ্য করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : তালাক দিলে তা কেবলমাত্র দু'বারেই দিতে হয়। এরপর ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত নারীকে নিজের অধীনে ফিরিয়ে নিবে নতুবা সৎভাবে তাকে ছেড়ে দিবে। তোমাদের কারোর জন্য হালাল হবে না তাদেরকে মোহর হিসেবে দেওয়া অর্থের কিয়দাংশ ফেরত নেওয়া। তবে তারা উভয়ে যদি এ বিষয়ে দৃঢ় আশঙ্কা করে যে, তারা বিবাহ সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে না তা হলে তা হবে একটি ভিন্ন বিষয়। কাজেই তোমরা যদি তাদের বিষয়ে এমন ধারণা করো যে, তারা বিবাহ সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে না তা হলে উক্ত নারী নিজকে তার স্বামীর অধীন থেকে মুক্ত করার জন্য তাকে কোন অর্থ দিলে তা দিতে ও গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিধান। কাজেই তোমরা তা লঙ্ঘণ করো না। যারা আল্লাহর বিধি-বিধানের নির্ধারিত সীমাগুলো লঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহর বিধি-বিধানের নির্ধারিত সীমাগুলো লঙ্ঘন করবে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের জালিম।

(সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২২৯)

২৭১. হজ্বরত অবস্থায় কোন ধরণের যৌনাচার, পাপ কাজ কিংবা ঝগড়া–ঝামেলায় লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ لا وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : হজ্বের মাসগুলো নির্ধারিত। অতএব কেউ যদি এ মাসগুলোতে হজ্ব করার দৃঢ় সংকল্প করে তা হলে সে যেন হজ্বকালীন সময়ে কোন ধরনের যৌনাচার, শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড কিংবা ঝগড়া-ঝামেলায় লিপ্ত না হয়।

(সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-১৯৭)

২৭২. মুহরিম অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে কাফন দেওয়ার সময় সুঘ্রাণ ব্যবহার করা ও তার মাথা আবৃত করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে আরাফায় অবস্থান করছিলো। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ নিজ উট থেকে পড়ে গিয়ে উটের পায়ে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করল। তখন নবী ﷺ তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন–

اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَمَسُّوْهُ طِيْبًا، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوْهُ، فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ـ

অর্থ : তোমরা তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল ও তার দু'টি বস্ত্র দিয়েই তাকে কাফন দাও। উপরন্তু তাকে কোন ধরণের সুগন্ধ স্পর্শ করিও না। অনুরূপভাবে তার মাথা আবৃত করো না এবং তার দেহে কাফুর ইত্যাদি লাগিও না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে শেষ বিচার দিবসে "তালবিয়াহ" তথা "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পড়াবস্থায় তুলবেন। (বুখারী, হাদীস ১৮৫০)

২৭৩. কারোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোন সাক্ষ্য গোপন করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : আর তোমরা কারো বিষয়ে কোন প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি এ ধরনের সাক্ষ্য গোপন করলো তা সত্যিই এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারমুখী। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২৮৩)

www.pathagar.com

২৭৪. কোন নারীকে তালাক দিয়ে তার থেকে মোহরের অংশ ফেরত নেওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ـ

অর্থ : আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের কাউকে ইতিপূর্বে রাশি রাশি সম্পদ দিয়ে থাকো তাহলে তার কিয়দংশও তোমরা তাদের থেকে ফেরত নিও না। তোমরা কি তা যে কোন অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপ করে ফেরত নিবে? (সূরা নিসা : আয়াত-২০)

২৭৫. বিচার দায়ের করা ব্যতীত কোন অপরাধ জনসমক্ষে বলাবলি করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ط وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ـ

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কোন খারাপ বাক্য প্রকাশ্যে বলা পছন্দ করেন না যতক্ষণ না কেউ অত্যাচারিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সকল কথা শ্রবণ করেন ও জানেন। (সূরা নিসা: আয়াত-১৪৮)

২৭৬. শয়ন করার সময় চেরাগ, হারিকেন, লাইট ইত্যাদি জ্বালিয়ে শয়ন করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন–

لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِى بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ

অর্থ : তোমরা কখনো শয়ন করার সময় নিজ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।
(বুখারী, হাদীস ৬২৯৩, মুসলিম হাদীস ২০১৫)

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাত্রি বেলায় মদীনার একটি ঘর মানুষসহ জ্বলে যায়। নবী ﷺ কে তাদের বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন–

اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ اِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয়ই আগুন হলো তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা যখন ঘুমোতে যাও তখন তা নিভিয়ে নিদ্রা যাও। (বুখারী হাদীস ৬২৯৪, মুসলিম হাদীস ২০১৬)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–

خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ، وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ، وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ، فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ ـ

অর্থ : তোমরা তোমাদের পানপাত্রগুলো ঢেকে রাখো। দরজাগুলো বন্ধ করে রাখো। শয়ন করার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। কারণ, ইঁদুর হয়তো বা চেরাগের ফিতা টেনে ঘরের সবাইকেই জ্বালিয়ে দিবে।

(বুখারী, হাদীস ৬২৯৫; মুসলিম হাদীস ২০১২)

২৭৭. কোন সতী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তা চার জনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত করতে না পারা সত্ত্বেও তার যে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهٰدَةً اَبَدًا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

অর্থ : যারা-সাধ্বী নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তা চার জন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত করতে পারেনি তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং এরপর আর কখনো তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। কারণ, তারা সত্যিই ফাসিক। (সূরা নূর : আয়াত-৪)

২৭৮. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : হে মানুষ সকল! তোমরা জমিনের সকল হালাল ও পবিত্র বস্তু থেকে যা পারো ভক্ষণ কর। তবে কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কারণ, সে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-১৬৮)

২৭৯. নিজ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকা অপছন্দ করতেন

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا آتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

অর্থ : য়ারা নিজ (অপরাধমূলক) কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট এবং যা করেনি তার জন্য অন্যের প্রশংসা প্রার্থী তাদের বিষয়ে তুমি এমন ধারণা পোষণ করো না যে, তারা শাস্তি মুক্ত বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা ইমরান : আয়াত-১৮৮)

২৮০. কোনো স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হওয়ার পর তাকে কোনো কষ্ট দেওয়া অপছন্দ করতেন

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا .

অর্থ : তোমরা যে মহিলাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং শয্যায় পরিত্যাগ করো। এমনকি তাদেরকে প্রয়োজনে প্রহার কর। এতে যদি তারা তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের বিষয়ে আর অন্য কোন উপায় খুঁজিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সমুন্নত মহীয়ান।

(সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

২৮১. মৃত ব্যক্তিকে কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ .

অর্থ : রাসূল ﷺ কোন মৃতব্যক্তিকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে কোন বিলাপকারিণী নারীকে নিতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ, হা: ১৬০৫)

www.pathagar.com

২৮২. গোসলখানায় প্রস্রাব করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ .

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে। (ইবনে মাজাহ হা: ৩০৭)

২৮৩. মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ .

অর্থ : রাসূল ﷺ সকল মানুষকে মসজিদ নিয়ে গর্ব করতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৬১৩)

২৮৪. কোন পুরুষের জন্য জাফরান সুগন্ধি ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

অর্থ : রাসূল ﷺ যে কোন পুরুষকে (তার দেহে কিংবা বস্ত্রে) জাফরান সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হা: ৫৮৪৬; মুসলিম হা: ২১০১)

২৮৫. যে কোন দু' ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসে পড়া অপছন্দ করতেন

'আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا .

অর্থ : রাসূল ﷺ যে কাউকে দু' ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাকী, হাদীস ৫৬৪৬; তাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৩৬৫২)

২৮৬. পিয়াজ ও রসূন জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছু ভক্ষণ করা অপছন্দ করতেন

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ : مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

www.pathagar.com

الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذَّ مِنْهُ الإِنْسُ .

অর্থ : রাসূল ﷺ পিয়াজ ও কুররাস (দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরনের উদ্ভিদ) ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন– একদা আমরা প্রয়োজনের তাগিদে তা খেয়ে রাসূল ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ কেউ এ ধরণের দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ ভক্ষণ করলে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তীও না হয়। কারণ, ফিরিশতাগণ সে জিনিসেই কষ্ট পান যে জিনিসে কষ্ট পায় মানুষ। (মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

তবে প্রয়োজনে এগুলোকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করে কিংবা পাকিয়ে খাওয়া যেতে পারে। উমর (রা) একদা জুমার খুতবায় এক পর্যায়ে বলেন–

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِى الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا .

অর্থ : হে মানব সকল! তোমরা এমন দু'টি উদ্ভিদ খাচ্ছো যা আমি নিকৃষ্ট বলেই জানি। তা হলো : পিয়াজ ও রসূন। আমি রাসূল ﷺ কে এমন কাজও করতে দেখেছি যে, তিনি মসজিদে কারো থেকে এগুলোকে দুর্গন্ধ পেলে তাকে বাকী কবরস্থানের দিকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। কাজেই কেউ এগুলো খেলে সে যেন তা উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়। (মুসলিম, হা: ইবনে মাজাহ, হা: ৩৪২৬)

২৮৭. রাত্রি বেলায় কোন ফল বা ফসল কাটা অপছন্দ করতেন

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রা) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ ، اَلْحَصَادِ بِاللَّيْلِ .

অর্থ : রাসূল ﷺ রাত্রি বেলায় কোন ফল বা ফসল কাটতে নিষেধ করেছেন।
(বায়হাকী, হাদীস ৭৭৬০)

আলোচ্য হাদীস বর্ণনাকারী জাফর (রা) বলেন, আমার ধারণা এ নিষেধাজ্ঞা এ জন্যই যে, যেন কাটার সময় গরিবরা উপস্থিত থেকে কিছু সদকা পেতে পারে।

www.pathagar.com

২৮৮. পশুর সদকা আদায়কারী এক স্থানে বসে সকলের সদকাগ্রহণ অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমার ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا دُوْرِهِمْ -

অর্থ : সদকা গ্রহণকারী কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে তার নিকট সদকার পশুগুলো নিয়ে আসতে বলা যাবে না। না সদকার পশুগুলো আগে থেকেই পৃথক করে তার নিকট নিয়ে আসতে বলা হবে; বরং মানুষের সদকাগুলো তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়েই উসূল করতে হবে। (আবু দাউদ হা: ১৫৯১)

২৮৯. নিজের সদকা করা বস্তুটি পুনরায় ক্রয় করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদা 'উমর (রা)-কে একটি ঘোড়া দিলে তিনি ঘোড়াটি জনৈক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় লড়াই করার জন্য সদকা করে দিলেন। একদা তিনি শ্রবণ করলেন ঘোড়াটি বিক্রি করার জন্য তা বাজারে উপস্থিত করা হয়েছে। তখন তিনি তা ক্রয়ের জন্য রাসূল ﷺ-এর পরামর্শ চাইলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন–

لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِيْ صَدَقَتِكَ -

অর্থ : তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার সদকায় পুনরায় ফিরে যেও না।

(বুখারী, হাদীস ২৭৭৫; মুসলিম, হাদীস ১৬২১)

২৯০. কোন বিষয় নিয়ে মসজিদে ঝগড়া-বিবাদ করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ -

অর্থ : তোমরা বিভেদ করো না; তাহলে তোমাদের অন্তরে ভিন্নতা সৃষ্টি হবে। আর তোমরা মসজিদে বাজারের মত কোলাহল ও দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে দূরে থাকবে। (মুসলিম, হাদীস ৪৩২; আবু দাউদ, হাদীস ৬৭৫)

www.pathagar.com

২৯১. সন্তান সাবালক হওয়ার তাদের এতিম বলা অপছন্দ করতেন

'আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে যে হাদিসগুলো মুখস্থ করেছি তার মধ্যে এও যে, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ .

অর্থ : সাবালক হওয়ার পর কোন সন্তান আর এতিম থাকে না এবং সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিন চুপ থাকার মধ্যেও কোন নেকী নেই। (আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭৩)

২৯২. খাবার দ্রব্য গুদামে স্টক করে পরিকল্পিতভাবে তার দাম বৃদ্ধি করা অপছন্দ করতেন

মা'মার ইবনে আবু মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَحْتَكِرُ اِلَّا خَاطِئٌ

অর্থ : একমাত্র অপরাধী ব্যক্তিই খাদ্য দ্রব্য স্টক করতে পারে। (আবু দাউদ, হা: ৩৪৪৭)

২৯৩. অন্য জনকে চুক্তি থেকে রুজু করার অবকাশ না দিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার দ্রুত প্রস্থান করা অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَسْتَقِيْلَهُ .

অর্থ : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই স্বাধীন (উক্ত ব্যবসায়িক চুক্তি ভঙ্গের বিষয়ে) যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যায়। তবে যদি তার মূল চুক্তিতেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে কোন কারোর অথবা উভয়েরই স্বাধীনতার শর্ত রেখে থাকে তাহলে সে সময় পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির জন্য তা বহাল থাকবে। উপরন্তু এদের কারো জন্য জায়েয হবে না তার ব্যবসায়িক সাথী থেকে দ্রুত আলাদা হয়ে যাওয়া অন্যের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের ভয়ে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৫৬)

www.pathagar.com

২৯৪. জমিনের কোন নির্দিষ্ট অংশের ফসলের বিনিময়ে উক্ত জমিন ভাড়া দেওয়া

সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِى مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَرَنَا اَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ ـ

অর্থ : আমরা নালার পাড়ের ফসলের বিনিময়ে যাতে নালার পানি সহজে পৌঁছে জমিন ভাড়া দিতাম। নবী করীম ﷺ তা করতে নিষেধ করেন এবং তিনি সোনা-রূপার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দিতে আদেশ করেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৯১)

নবী করীম ﷺ কেন জমিনের নির্দিষ্ট কোন অংশের বিনিময়ে তা ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন তা নিম্নোক্ত রাফি ইবনে খাদীজা (রা)-এর হাদীস থেকে সুষ্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

'হানযালাহ ইবনে কাইস আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাফি ইবনে খাদীজ (রা)-কে সোনা-রূপার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূল ﷺ-এর যুগে মানুষ নদী-নালার পাড়ের এবং নির্দিষ্ট কোন অংশের ফসলের বিনিময়ে জমিন ভাড়া দিতো। তখন দেখা যেতো উক্ত নির্দিষ্ট অংশটুকুতেই শুধুমাত্র ফসল হয়েছে। অন্যটুকুতে নয়। অথবা অন্যটুকুতেই শুধুমাত্র ফসল হয়েছে। উক্ত নির্দিষ্ট অংশটুকুতে নয়। আর তখন এভাবেই ভাড়া চলতো। তখন রাসূল ﷺ তা করতে নিষেধ করেন। তবে নির্ধারিত যা কিছুর নিশ্চয়তা রয়েছে তার বিনিময়ে অবশ্যই ভাড়া দেওয়া যাবে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৯২)

২৯৫. দুগ্ধদানকারী পশু যবাই করা অপছন্দ করতেন

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ দুগ্ধদানকারী কোন পশু যবাই করতে নিষেধ করেছেন।
(সহীহুল-জা'মি, হা: ৬৮৮৪)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীর গৃহে মেহমান হলে তিনি একটি ছুরি হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ এর জন্য একটি ছাগল যবাই করতে প্রস্তুত হলে তিনি তাঁকে বললেন–

اِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ ـ

অর্থ : সাবধান! কোন দুগ্ধদানকারী পশু যবাই করো না। (ইবনে মাজাহ, হা: ৩২৪০)

www.pathagar.com

২৯৬. কোন কাফির মুসলমান হওয়ার পর প্রতিশোধমূলক তাকে হত্যা করা অপছন্দ করতেন

মিকদাদ ইবনে আমর আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত যিনি একদা রাসূল ﷺ এর সাথে ইবনে যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তিনি এক সময় রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন : আমি যদি কোন কাফিরের সাথে যুদ্ধে মাশগুল হই। অতঃপর সে নিজ তলোয়ার দিয়ে আমার একটি হাত কেটে ফেলে কোন এক বৃক্ষের নিকট আশ্রয় নিয়ে বলে : আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি কি এ কথা বলার পরও তাকে হত্যা করতে পারি? রাসূল ﷺ বলেন : না, তুমি তাকে হত্যা করতে পারো না। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে।

অতঃপর এ কথা বলেছে। রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَقْتُلْهُ،فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

অর্থ : না, তুমি তাকে হত্যা করতে পারো না। তুমি যদি তাকে এরপরও হত্যা করো তাহলে সে তোমার অবস্থানেই থাকবে যা তাকে হত্যা করার আগে তোমার ছিলো। আর তুমি তার অবস্থানেই থাকবে যা তার ছিলো এ কথা বলার আগে। অর্থাৎ সে মুসলমান হিসেবেই মরবে। আর তুমি কাফির হয়েই বেঁচে থাকবে। (বুখারী, হাদীস ৪০১৯, মুসলিম, হাদীস ৯৫)

২৯৭. ইহকালের বিপদ পড়ে নিজের দ্রুত মৃত্যু কামনা করা অপছন্দ করতেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন কোন কঠিন বিপদে পড়ে নিজের মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা মৃত্যু কামনা করতেই হয় তা হলে সে যেন এভাবে বলে : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন যতদিন পর্যন্ত আমার জীবিত থাকাটা আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অন্যথা আমাকে মৃত্যু দিন যদি আমার মৃত্যু বরণ করাটা আমার জন্য কল্যাণ নিয়ে আসে। (বুখারী, হা: ৭১১৯; মুসলিম হা: ২৮৯৪)

www.pathagar.com

যে কোন কারণে নিজের মৃত্যু কামনা করা এ জন্যই নিষিদ্ধ যে, কারণ জীবিত থাকলেই তো যে কেউ নিজের নেক আমল বৃদ্ধি করতে পারবে অথবা নিজ কৃতকর্ম থেকে তাওবা করে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

আবূ 'উবাইদ সা'দ ইবনে 'উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا لَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ.

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন কখনো নিজের মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে গুনাহগার হয়ে থাকে তাহলে সে নেক কাজে আরো এগিয়ে যাবে। আর যদি সে বদকার হয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজ কৃতকর্ম থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। (বুখারী, হাদীস ৭২৩৫)

২৯৮. মল-মূত্র কিংবা কঠিন ক্ষুধার জ্বালা চেপে রেখে সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

অর্থ : খাবার উপস্থিত (তা খাওয়ার বিশেষ প্রয়োজনও রয়েছে) এবং মল-মূত্রের চাপও রয়েছে এমতাবস্থায় সালাত আদায় হবে না। (মুসলিম, হাদীস ৫৬০)

২৯৯. হারাম বস্তু আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করা অপছন্দ করতেন

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে কেবল পবিত্র ও উন্নত বস্তুই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করো। কোন অপবিত্র বা অনুন্নত বস্তু তাঁর রাস্তায় সাদাকা করো না যা তোমরা নিজেও গ্রহণ করবে না চোখ বন্ধ করা ছাড়া। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা (এ ধরনের সদকা থেকে) অমুখাপেক্ষী এবং সুপ্রশংসিত। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২৬৭)

বারা' ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আনসারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁরা খেজুর কাটার সময় হলে কাঁচা-পাকা

www.pathagar.com

খেজুরের থোকাগুলো মসজিদে নববীর দু'পিলারের মাঝখানে রশি বেধে তাতে ঝুলিয়ে রাখতেন। এতে করে গরিব মুহাজিরগণ তা থেকে কিছু খেজুর আহার করে খাদ্যের কাজ সেরে নিতেন। একদা জনৈক আনসারী সাহাবী নিম্ন মানের একটি খেজুর থোকা সে রশিতে ঝুলিয়ে রাখলেন। তখনই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী, হাদীস ২৯৮৭; ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৮৪৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মৃত্যুর পূর্বে যাকাত বিষয়ক লিখিত যে বিধান রেখে গেলেন তার মধ্যে এ কথাগুলোও ছিলো যে, রাসূল ﷺ বলেন–

وَلَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ .

অর্থ : সদকা তথা যাকাত হিসেবে কোন শীর্ণকায় পশু গ্রহণ করা যাবে না। না কোন ত্রুটিময় পশু। (আবু দাউদ, হাদীস ১৫৬৮)

৩০০. জুমার দিন খুৎবা চলাকালীন সময় হাঁটু দ্বয়কে উভয় হাত কিংবা বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে নিজ পেটের সাথে জড়িয়ে বসা অপছন্দ করতেন

মু'আয ইবনে আনাস (রা) তাঁর পিতা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

অর্থ : রাসূল ﷺ জুমার দিন খুৎবা চলাকালীন সময় হাঁটু দুটোকে উভয় হাত কিংবা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে নিজ পেটের সাথে জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ১১১০)

কারণ, এভাবে বসলে অতি তাড়াতাড়ি নিদ্রা চলে আসবে।

৩০১. সালাতে কুকুরের ন্যায় বসা, হিংস্র পশুর ন্যায় সাজদা, কাকের ন্যায় ঠোকর, শিয়ালের ন্যায় এদিক ওদিক তাকানো কিংবা উটের ন্যায় মসজিদের নির্দিষ্ট কোন জায়গায় সর্বদা সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা অপছন্দ করতেন

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَلَاثٍ وَنَهَانِىْ عَنْ ثَلَاثٍ، اَمَرَنِىْ بِرَكْعَتَيِ الضُّحٰى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِىْ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ، وَاِقْعَاءٍ كَاِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ .

www.pathagar.com

অর্থ : রাসূল ﷺ আমাকে তিনটি কাজের আদেশ করেন এবং তিনটি কাজ মতো নিষেধ করেন। তিনি আমাকে প্রতিদিন "যুহা" তথা সূর্যের তাপ বৃদ্ধি হওয়ার সময়কার দু' রাকা'আত সালাত, নিদ্রার পূর্বে বিতরের সালাত এবং প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতে আদেশ করেন। তেমনিভাবে তিনি আমাকে মোরগের মতো ঠোকর দিতে, কুকুরের মতো তথা উভয় হাঁটু খাড়া করে দু' হাত ও দু' পাছা জমিনে বিছিয়ে বসতে এবং শিয়ালের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে নিষেধ করেন। (আহমদ, হাদীস ৭৭৫৮, ৮১০৬)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ، وَلَا يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ـ

অর্থ : তোমরা সিজদা করার সময় দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকভাবে রাখো। তোমাদের কেউ যেন নিজের উভয় কনুই কুকুরের ন্যায় জমিনে বিছিয়ে না দেয়। (মুসলিম হাদীস ৪৯৩)

বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ ـ

অর্থ : যখন তুমি সিজদা করবে তখন তোমার উভয় হাতের তালু জমিনে রাখবে এবং তোমার কনুইদ্বয় জমিন থেকে উঁচিয়ে রাখবে। (মুসলিম হাদীস ৪৯৪)

আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ ـ

অর্থ : রাসূল ﷺ কাকের ঠোকর কিংবা হিংস্র পশুর ন্যায় দু'কনুই জমিনে বিছিয়ে সিজদা করা অথবা উটের ন্যায় মসজিদের নির্দিষ্ট কোন জায়গায় সর্বদা সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৮৬২)

৩০২. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা অপছন্দ করতেন

আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ـ

অর্থ : কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু' পক্ষের মাঝে বিচার না করে।
(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৪; আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮৯; ইবনে মাজাহ, হা: ২৩৪৫)

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৈনন্দিন আমল

www.pathagar.com

১. নিদ্রা থেকে উঠা

রাসূল ﷺ স্বাভাবিকভাবে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে এ দোয়া পাঠ করতেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ : আল্লাহর জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে (নিদ্রার মাধ্যমে) মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকট সকলের পুনরুত্থিত হতে হবে। (বুখারী-৫/২৩৬, মুসলিম-৪/২০৮৩, মিশকাত-২০৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে ওঠার সময় বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَرَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَاَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهِ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী ফী জাসাদী ওয়া রদ্দা 'আলাইইয়া রূহী ওয়া আযিনা লী বিযিক্‌রিহ।

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার শরীরে নিরাপত্তা দান করেছেন, আত্মা ফেরত দিয়েছেন এবং তাঁকে স্মরণ করার সুযোগ দিয়েছেন'। (সহীহ তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهٗ .

আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানায় প্রবেশের আগে (আল্লাহর নামে খোদিত) আংটি খুলে রাখতেন।" [হাদীসটি মুনকার : আবু দাউদ (হা: ১৯), তিরমিযী (হা: ১৭৪৬), নাসায়ী (হা: ৫২১৩), ইবনে মাজাহ (হা: ৩০৩)]

রাসূল ﷺ পেশাব ও পায়খানা যাওয়ার আগে এ দু'আ পড়তেন

بِسْمِ اللّٰهِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লাহি-আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ।

www.pathagar.com

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নাপাক জ্বীন ও জ্বীন্নীর ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী-১/৬৬ মুসলিম-১/২৮৩, ইবনে মাজাহ-১/১০৯)

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা--য়িছ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জিন ও অপবিত্রা জিন্নী হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি'। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৩৭,পৃঃ ৩৪২ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)

وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ.

জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন দু'জন এক সঙ্গে পায়খানা করতে বসবে তখন এমনভাবে বসবে যেন একে অপরকে দেখতে না পায়। আর যেন তারা কথাবার্তা না বলে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।" [আহমদ. ইবনে সাকানও ইবনুল কাত্তান একে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত। এটি য'ঈফ : তাওযীহুল আহ্কাম ১ম/৩৩৮ পৃ.]

وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُمْسِكَنَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ، وَهُوَ يَبُوْلُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهٖ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ.

আবূ ক্বাতাদা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "কোন ব্যক্তি যেন প্রস্রাব করা অবস্থায় তার লিঙ্গ কখনও ডান হাত দ্বারা স্পর্শ না করে। ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করে। আর যেন পানি পান করার সময় পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।"

[শব্দ মুসলিমের। সহীহ : বুখারী (তাও: প্র: ১৫৩), মুসলিম (হা: একা: ২৬৭)]

www.pathagar.com

وَعَنْ سَلْمَانَ (رضى) قَالَ : لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ، اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ، اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ اَوْ عَظْمٍ.

সালমান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যেন আমরা পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় কিবলামুখী না হই, ডান হাতে সৌচকার্য না করি, তিন খানা পাথরের কমে যেন ইস্তিঞ্জা না করি, আর গোবর ও হাড় যেন ইস্তিঞ্জার কাজে ব্যবহার না করি।"

[সহীহ : মুসলিম (হা: একা: ২৬২)]

পেশাব-পায়খানার জন্য পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাই যথেষ্ট, পানি না পাওয়া গেলে ঢিলা কুলুপ ব্যবহার করবে– (মিশকাত ৪২ পৃ:)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : اَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِيَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ اَجِدْ ثَالِثًا. فَاَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَاَخَذَهُمَا وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : هٰذَا رِكْسٌ .

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "নবী করীম ﷺ পায়খানার কাছাকাছি এসে আমাকে তিনটি পাথরের টুকরো আনার জন্য বললেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম, তৃতীয়াটি পেলাম না। ফলে আমি তাকে একটি শুকনো গোবরও দিলাম। তিনি পাথর দুটি নিলেন ও গোবরটি ফেলে দিলেন এবং বললেন : 'এটা অপবিত্র।"

[বুখারী (তাও: প্র: ১৫৬) আহমদ ও দারাকুত্বনী 'এটি ব্যতীত আরেকটি নিয়ে এসো' অংশটুকু বর্দ্ধিত বর্ণনা করেছেন। আহমদ (১/৪৫), দারাকুত্বনী (১/৫৫)।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "প্রস্রাবের ছিটা হতে নিজেকে পবিত্র রাখ। কেননা সাধারণত ক্ববরের আযাব এরই ফলে হয়ে থাকে।" [সহীহ : দারেকুত্বনী (১২৮/৭)

www.pathagar.com

وَلِلْحَاكِمِ : اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ .

হাকিমের বর্ণনায় আছে, কবরের অধিকাংশ আযাব প্রস্রাবের ছিটার কারণে হয়ে থাকে। (সহীহ : হাকিম (হা: ১৮৬)

وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ (رَضى) قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَلَاءِ: اَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرٰى وَنَنْصِبَ الْيُمْنٰى.

সুরাকা ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পায়খানা করার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন।" (রায়হাক্বী ১/৯৬)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَاَلَ اَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالُوْا : اِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ কুবা বাসীদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন : আল্লাহ আপনাদের সুখ্যাতি করেন কেন? তারা বলল "আমরা সৌচকার্য করার সময় পাথর ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করে থাকি।" [সা'ঈফ : বাজ্জার (হা: ২২৭)

পেশাব পায়খনার আদব কায়দা ও নিয়মাবলী

১. পেশাব, পায়খানার বেগ অবস্থায় সালাত পড়া নিষেধ।
২. প্রথমে পেশাব, পায়খানার কাজ শেষ করে অযু করে সালাত আদায় করবে।
৩. পেশাব ও পায়খানার স্থানে গিয়ে সতর (কাপড়) খুলবে তার পূর্বে নয়।
৪. দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ।
৫. ক্বিবলার (কা'বার) দিকে মুখ কিংবা পিঠ দিয়ে বসে পেশাব-পায়খানা করবে না।
৬. ডান হাতে গুপ্তস্থান স্পর্শ করবে না কিংবা ইস্তেঞ্জা করবে না।
৭. অত্যন্ত সাবধানতার সাথে পেশাব করবে যাতে দেহে বা পোশাকে ছিটা না পড়ে। এ বে-খেয়ালীর দরুণ কবরে শাস্তি হবে। (বুখারী মুসলিম, মিশকাত ৪২ পৃ:)
৮. গোসলখানায়, কোন কিছুর গর্তে, নদী বা পুকুরের ঘাটে, রাস্তায় ও গাছের ছায়ায় পেশাব পায়খানা করবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৪২, ৪৩ পৃ:)
৯. পেশাব পায়খানায় বসে আলাপ আলোচনা করবে না।

www.pathagar.com

১০. গোবর, হাড় ও কয়লা-কুলুপ হিসেবে ব্যবহার করবে না।

১১. আল্লাহর নাম সম্বলিত কোন কিছু খোলা অবস্থায় সাথে নিয়ে যাবে না।

১২. পেশাব পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা প্রথমে দিবে এবং বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে দিবে।

১৩. বসার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে।

১৪. পেশাব, পায়খানায় বসে আল্লাহর নাম মুখে উচ্চারণ করবে না। কোন ধরনের যিকর আযকার করবে না, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করবেনা। (মিশকাত ৪২, ৪৩ পৃ:)

১৫. হাঁচি আসলে 'আলহামদুলিল্লাহ' মনে মনে বলবে জিহ্বা নাড়াবে না। অন্যের হাঁচির জবাব, সালাম ও আযানের জবাব দিবে না।

১৬. গুপ্তাঙ্গের এবং মলের দিকে অধিক তাকাবে না।
(রওযাতুত্ত্বালিবীন ১ম খণ্ড ৬৬ পৃ:, সালাতে মুস্তফা ৪৪ পৃ:)

১৭. ডান হাতে শৌচ না করে বাম হাতে শৌচ করবে। (ইবনে মাজাহ)

পায়খানার জন্য কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করবে। বর্তমানে শহরে মাটি পাওয়া যায় না, তাই কাপড়ের টুকরা ও টয়লেট পেপার ব্যবহার করলেও সুন্নাত আদায় হবে।

কুলূপ নেবার বিবরণ

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, পায়খানা প্রস্রাব করার পর পাথর বা মাটি দ্বারা বা মাটি নিয়ে পানি দ্বারা ধৌত করা অথবা কেবল পাথর বা মাটি দ্বারা মুছে নেয়ার পর আদৌ পানি ব্যবহার না করা কিংবা পাথর বা মাটি ব্যবহার না করে সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান পানি দ্বারাই ধৌত করা।

বিশেষ ব্যবহারের বিষয়

সুতরাং প্রস্রাব করার পর মাটির ঢেলা বা ইঁটের বা পাথরের কুচি দ্বারা বেশ কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করা অথবা পায়ের উপর পা মারা বা সিঁড়িতে উঠে নীচে নামা বা গলা ঝাড়াঝাড়ি করা সমস্ত কার্যকলাপ তরীকায়ে মুহাম্মাদীর পরিপন্থী।

পূর্ববর্তী বহু আলেম ও তাবেঈগণ এ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি অপছন্দ ও নিষেধ করেছেন। বকরীর দুগ্ধ দোহনের সাথে তার তুলনা করেছেন। মনের সন্দেহ দূরীভূত করণের জন্য লিঙ্গ তিনবার টানার জন্য রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূল ﷺ-এর হাদীস–

وَعَنْ عِيْسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

www.pathagar.com

ঈসা তাঁর পিতা ইয়াযদাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি (ইয়াযদাদ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব করবে তখন যেন সে তার লিঙ্গকে তিনবার টেনে নিংড়িয়ে নেয়।" [য'ঈফ : ইবনে মাজাহ (হা: ৩২৬)]

মোট কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বা সাহাবীগণ (রা) হতে কোন সহীহ্ বা যঈফ সনদেও এ কথার প্রমাণ নেই যে, তারা প্রস্রাবের পর ঢেলা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করে বেড়িয়েছেন। এটা ভদ্রতা ও সভ্যতার চরম খেলাপ। এটা একটা অভদ্রতা ও সভ্যতার খেলাফ এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, পেশাব করার সময় জোরে জোরে কাঁশি দেয়া, উঠা-বসা করা, পুরুষাঙ্গের ছিদ্র দেখা ও তার মধ্যে পানি দেয়া ইত্যাদি কাজ করা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও বিদআত।

(এগাছাতুল লাহফান ১/১৪৪ পৃ:)

রাসূল ﷺ পেশাব ও পায়খানা থেকে পবিত্র হয়ে বের হতে এ দো'য়াটি পাঠ করতেন

আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূল ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখণ এ দু'আটি পড়তেন।

غُفْرَانَكَ

উচ্চারণ : গুফ্‌রানাকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

(বুখারী, আদাবুল-মুফরাদ ১০১ পৃ: তিরমিযী হাদীস-৩৫৯, মিশকাত ৪৩ পৃ:)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰ وَعَافَانِىْ ـ

আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আযহাবা আন্নিনিল আযা ও আফানী।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে আমাকে মাফ করেছেন। (ইবনে মাজাহ ২/৩০১, মিশকাত হাদীস ৩৭৪ এটির সনদ দূর্বল)

নবী করীম ﷺ যখন পায়খানা করে বের হতেন তখন বাম হাতটি মাটিতে ভাল করে ঘষতেন। তারপর ঐ হাতটি পানি দিয়ে ধৌত করতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি পেশাব করতেন তখন অযু করতেন এবং গুপ্তাঙ্গের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৪৩ পৃষ্ঠা)

শহরে সচরাচর মাটি পাওয়া যায় না। তাই মাটির পরিবর্তে সাবান দিয়ে হাত ধৌত করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

বি:দ্র: আমাদের মাঝে অনেককে দেখতে পাই যে, রাতে খাবার দাওয়ার পর মেছওয়াক বা ব্রাশ না করেই ঘুমিয়ে পড়ে। পরে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ বা মেছওয়াক করে। এটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। রাতে মেছওয়াক বা ব্রাশ করলে ঘুম থেকে উঠে সামান্য মেছওয়াক করাই হলো বিজ্ঞানসম্মত।

وَعَنْهُ : اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِىْ الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ.

আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না দেয়। কেননা সে তো জানে না ঘুম অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল।"

[সহীহ : বুখারী, মুসলিম (হা: একা: ২৭৮) উল্লিখিত শব্দ মুসলিমের]

মিসওয়াক করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

সালাতের জন্যে অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে−

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক সালাতে মেছওয়াক করতে আদেশ করতাম। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস-৩৭৬)

আয়েশা (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ যখনই নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন তখনই অযু করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করে নিতেন।

(আহমাদ, আবূ দাউদ, তাহক্বীকুল মিশকাত ১২২ পৃ:)

www.pathagar.com

২. পানির বর্ণনা

পবিত্রতা অর্জনের প্রধান অবলম্বন– পানি। তাই পানির পবিত্রতা নির্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলাম এর উপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছে ইসলামের এতদসংক্রান্ত বিধান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা তাওবা : আয়াত-১০৮)

'আল্লাহ তা'আলা পরিচ্ছন্ন তাই তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।' – আল হাদীস। (মিশকাত, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে বলেছেন : "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল (খাওয়া বৈধ)।" (সহীহ : আবূ দাউদ (হা: ৮৩), তিরমিযী (হা: ৬৯), ইবনে মাজাহ্ (হা: ৩৮৬)

২. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "পানি অবশ্যই পবিত্রকারী জিনিস, কোন জিনিস তাকে নাপাক করতে পারে না।" [সহীহ : আবূ দাউদ (হা: ৬৬), নাসায়ী (হা: ৩২৬), তিরমিযী (হা: ৬৬)]

সকল ধরনের নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পানির প্রয়োজন। পানি না পাওয়া গেলে মাটির প্রয়োজন। নবী করীম ﷺ বলেন, সমুদ্র ও নদীর পানি পাক-পবিত্র। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, সুবুলুস সালাম (১৫ পৃ:)

নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন স্থির পানি যা প্রবাহিত হয় না, যেমন পুকুর, হাউয, কুয়া ইত্যাদিতে পেশাব না করে।

(বুখারী ও মুসলিম, সুবুলুস সালাম ১৬, ১৭ পৃ:)

বিড়ালের মুখ দেয়া পানি পবিত্র। (আবূ দাউদ, সুবুলুস সালাম ২৪ পৃ:)

নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার না ধৌত করে পানির পাত্রে হাত না দেয়। কারণ সে জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল। (সুবুলুস সালাম ১/১৬ পৃ:)

যেসব পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয

১. বৃষ্টির পানি।

২. নদী ও সমুদ্রের পানি।

৩. কূপের পানি।

www.pathagar.com

৪. পুকুরের পানি।

৫. ঝর্নার পানি।

৬. উপত্যকার পানি।

৭. প্রবাহিত পানি। এ পানিতে যদি নাপাকির কোন চিহ্ন বর্তমানে না থাকে তবে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ।

৮. সন্দেহযুক্ত পানি। যখন অন্য কোন পানি পাওয়া না যায় তখন সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ। তবে এরপর তায়াম্মুম করতে হবে।

৯. বড় পুকুরের পানি। এরূপ পুকুরের এক প্রান্তে নাপাকি পড়লে অন্য প্রান্তের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ।

১০. যেসব প্রাণীর প্রবাহিত রক্ত নেই, তা পানিতে পড়ে মারা গেলে সেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন জায়েয। যেমন– মশা-মাছি।

১১. পানিতে বসবাসকারী প্রাণী মারা গেলে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন জায়েয।

১২. যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্ট দ্বারা পবিত্রতা অর্জন জায়েয।

১৩. পানির মৌলিক তিনটি গুনের কোন একটি গুণ নষ্ট হলে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। যেমন– সাবানের পানি ও ঘাসের পানি।

যেসব পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন জায়েজ নয়। যেমন–

১. ফল-মূল চিবানো পানি।

২. ঘাস-পাতা চিবানো পানি।

৩. তরকারির ঝোল।

৪. স্থির পানিতে নাজাসাত পড়লে।

৫. ব্যবহৃত পানি।

৬. এমন পানি যার সাথে কোন পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়ে তার তরলতা ও প্রবাহ নষ্ট করে দিয়েছে। যেমন– ফলের রস।

৭. এমন পানি যার তিনটি গুণ– রং, স্বাদ ও গন্ধ থেকে যে কোন দুটিই অবর্তমান।

www.pathagar.com

৩. অযু

এবার যেহেতু সালাতের জন্যে অযু করা ফরয। সেহেতু অযুর নিয়ামাবলি উত্তমরূপে জেনে নেয়া আবশ্যক কাজেই অযুর বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হলো।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهٖ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهٖ.

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে উঠবে সে যেন তখন তার নাক তিনবার ঝাড়ে, কেননা নাকের ছিদ্রে শয়তান রাত্রি যাপন করে থাকে।"

[সহীহ : বুখারী, মুসলিম (হা: একা: ২৩৮)]

وَعَنْهُ : اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ.

আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না দেয়। কেননা সে তো জানে না ঘুম অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল।"

[সহীহ : বুখারী, মুসলিম (হা: একা: ২৭৮) উল্লিখিত শব্দ মুসলিমের]

অযুর ফরযসমূহ : সূরা আল-মায়িদার ৬নং আয়াত অনুসারে অযুর ফরয ৪টি।

১. চেহারা ধৌত করা।

২. কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা।

৩. সম্পূর্ণ মাথা কানসহ মাসেহ করা।

৪. টাখনু (পায়ের গিরা বা গিট) পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা।

ক. সহীহ হাদীসের বর্ণনানুযায়ী অযুর জন্য আরো দুইটি ফরয কাজ আছে। যেমন অযুর আগে নিয়ত করা, নিয়ত ব্যতীত অযু হবে না।

(বুখারী ও মিশকাতের ১ম হাদীস)।

খ. অযুর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া ও কারো কারো মতে ফরয। তবে হাদীসদ্বয় দুর্বল বিধায় ফরয সাব্যস্ত হয় না।

www.pathagar.com

অযুর জন্য তারতীব (ধারাবাহিকতা) ফরয। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন প্রথমে চেহারা, তারপর হাত ধৌত করা অতঃপর মাথা মাছেহ এবং সর্বশেষ পা ধৌত করা। আর নবী করীম ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অযু করেছেন। কাজেই অযুর ফরয ৬টি। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা)

অযুর সুন্নাতসমূহ : অযুর সুন্নাত ১৬টি।

১. মিসওয়াক করা, ২. বিসমিল্লাহ বলা, ৩. দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা, ৪. তিনবার কুলি করা, ৫. তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া, ৬. দাঁড়ি খেলাল করা, ৭. হাত, পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা, ৮. অযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা, ৯. ডান দিক থেকে শুরু করা, ১০. অযুর অঙ্গসমূহ ঘষে মেজে ধৌত করা, ১১. এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করা, ১২. দুই কান মাছেহ্ করা, ১৩. যথা সম্ভব পানি কম খরচ করা, ১৪. অযুর অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা, ১৫. অযুর শেষে মাসনূন দু'আ পাঠ করা, ১৫. অযু করার সাথে দু' রাকআত সালাত আদায় করা। (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৪৩-৪৯)

অযুর পূর্ণ বিবরণ

অযু আরম্ভের পূর্বে উত্তমরূপে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীকুল মিশকাত ১২১ পৃষ্ঠা)

অযুর জন্য প্রথমে আরবীতে যে নিয়্যাত পড়া হয় তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় তা কেবল ৩ বা ৫ টাকার কিতাবেই সীমাবদ্ধ।

প্রথমে মনে মনে অযুর নিয়ত করবে। (বুখারীর ১ম হাদীস)

অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ভাল করে তিনবার ধৌত করতে হবে। আঙ্গুলে আংটি থাকলে নাড়াচাড়া করে সেখানে পানি পৌঁছাতে হবে এবং আঙ্গুলগুলি খেলাল করতে হবে। এরপর ডান হাতে এক আজলা পানি নিয়ে মুখে অর্ধেক দিয়ে গড়গড়া করে কুলি করবে আর বাকী অর্ধেক নাকের ভিতরে টেনে বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়বে। রোযা অবস্থায় গড় গড়া এবং নাকে অধিক পানি টানবে না। এভাবে তিনবার কুলি ও নাক ঝাড়বে। কুলি করার জন্য এবং নাক ঝাড়ার জন্য আলাদাভাবে পানি নেয়াও জায়িয আছে।

(ফিকহুস্ সুন্নাহ ৪৫ পৃষ্ঠা)

তারপর গোটা চেহারা অর্থাৎ মাথার চুলের নীচ হতে দুই কানের পাশ দিয়ে থুতনির নীচ পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। মুখে ঘন দাঁড়ি থাকলে এক আজলা পানি নিয়ে থুতনির নীচ দিয়ে দাঁড়ি খেলাল করবে। এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদত আঙ্গুলী দিয়ে দুই চোখের কোনা মুছে দিবে।

www.pathagar.com

অতঃপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে এবং বাম হাতও কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। তারপর উভয় হাতে নতুন পানি নিয়ে সম্পূর্ণ মাথা মাছেহ করবে। দুই হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ একত্রে মিলিয়ে কপালের দিক থেকে আরম্ভ করে পিছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে ফিরিয়ে যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলে সেখানে নিয়ে শেষ করবে। মাথা মাছেহ মাত্র একবারই করবে। (বুখারী ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

অতঃপর উভয় কান মাছেহ করবে। এর জন্য নতুন পানি নেয়ার দরকার নেই। মাথা মাছেহ এর পানিই যথেষ্ট হবে। (বুখারী ১ম ৩১ পৃষ্ঠা)

দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুলী (তর্জনী) দ্বারা কানের ভিতরের পেঁচগুলি আর বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা কানের বাহিরের অংশ ভাল করে মুছে নিবে। এটাও একবার করবে। (আবূ দাউদ ১ম ১৭ পৃষ্ঠা)

আলাদাভাবে ঘাড় বা গর্দান মাছেহ করার সহীহ হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। কাজেই এটা বিদআত। এরপর প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা টাখনো (গিট) পর্যন্ত তিনবার ভাল করে ধৌত করবে। পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে। অযুর অঙ্গুগুলি একবার, দুইবার বা তিনবার করে ধৌত করতে পারবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনবারের অধিক যেন না হয়। কেননা এটা সহীহ হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আবার খেয়াল রাখতে হবে যে, অযুর অঙ্গের কোন অংশ যেন শুকনাও না থাকে। অযুর শেষে সামান্য পানি নিয়ে লজ্জাস্থানের দিকে ছিটিয়ে দিবে। (আহমাদ, আবূ দাউদ ১ম ২২, ২৩ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৪৩, ৪৪ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের যে কেউ অযু করবে এবং উত্তমরূপে অযু করবে। তারপর নীচের দুআটি পড়বে তাঁর জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। তন্মধ্যে যে দরজা দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় প্রবেশ করতে পারবে। দোয়াটি পাঠ করার সময় আকাশের দিকে তাকানোর কথাও বলা হয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত ৩৯ পৃষ্ঠা)

দু'আটি এই

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

উচ্চারণ : আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

www.pathagar.com

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিশ্চয় তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

ওযুর আনুষঙ্গিক আরো কিছু কথা–

১. ওযুর অঙ্গগুলোকে কমপক্ষে ১ বার ধোয়া জরুরী। ২ বার করে ধুলে চলবে। ৩ বার ধোয়াই উত্তম। ৩ বারের বেশি ধোয়া বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন।
(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্) মিশকাত ৪১৭-৪১৮)

২. জোড়া অঙ্গগুলোর ডান অঙ্গ আগে ধোঁয়া রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ।
(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত-৪০০)

৩. ওযুর কোন অঙ্গের সামান্য পরিমাণও যেন শুকনা না থাকে। ঘড়ি, টিপ, অলংকার ও আংটি থাকলে তা সরায়ে ঐ স্থান ধৌত করতে হবে।
(আবু দাউদ, সুনান- ১৫৮ নং হাদীস)

৪. অযুর অবশিষ্ট পানি দাড়িয়ে পান করার কথা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।
(বুখারী হাদীস নং-৫৬১৬)

৫. অযুর পর হাত ও মুখ রুমাল ও তোয়ালে দ্বারা মুছাতে দোষণীয় নয়।

৬. অযুর পরপর দুরাকাত সালাত আদায় করা খুব ফজিলতের বিষয়। (আবু দাউদ) যে কারণে বিলাল (রা)-এর জুতোর শব্দ রাসূল ﷺ জান্নাতে শুনতে পেয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

তায়াম্মুমের বর্ণনা

রাসূল ﷺ যখন পানি পাননি তখন সাহাবীদেরকে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

অর্থ : যদি তোমরা কেউ অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা পায়খানা থেকে ফিরে আস অথবা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করে থাক। অতঃপর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। তদ্দারা তোমাদের চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাছেহ কর। (সূরা মায়েদাহ : আয়াত-৬)

www.pathagar.com

তায়াম্মুমের নিয়ম

পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে, পবিত্র মাটিতে দু'হাত মেরে হাতে ফুঁক দিয়ে চেহারা ও উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত একবার করে মাছেহ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৪ পৃষ্ঠা)

তায়াম্মুমের কারণসমূহ

১. যদি পবিত্র পানি না পাওয়া যায়।

২. পানি পর্যন্ত পৌছতে গেলে যদি সালাত ক্বাযা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. পানি ব্যবহারে যদি রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

৪. যদি পানি পর্যন্ত পৌছতে কোন বিপদ বা জীবনের ঝুঁকি থাকে।

৫. যদি পান করার পানি ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইত্যাদি কারণে অযু বা ফরয গোসলের পরিবর্তে প্রয়োজনে দীর্ঘদিন যাবৎ একটানা তায়াম্মুম করা চলবে। (সূরা মায়েদাহ ৬, বুখারী ১ম/৪৯ পৃষ্ঠা)।

ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার দরকার হলে উপরিউক্ত পদ্ধতিতেই করবে। এর জন্য আলাদা কোন নিয়ম নেই। তবে হ্যাঁ, যখন সে পানি পাবে তখনই তাকে গোসল করতে হবে। কারণ এটা ভাল কাজ, দেহকে বাহ্যিকভাবেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৫৪ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবে, অযুর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটি কোনটাই যদি না পাওয়া যায় তাহলে বিনা অযু-তায়াম্মুমেই সালাত আদায় করবে। কোন অবস্থাতেই সালাত ক্ষমা নেই। একমাত্র নারীদের হায়িয ও নিফাসের সময় ব্যতীত।

অযু ও তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে।

২. যেসব কাজে গোসল ফরয হয় তা ঘটলে।

৩. মুখ ভরে বমি হলে।

৪. চিত হয়ে শুয়ে কিংবা হেলান দিয়ে ঘুমালে কিন্তু বসে বসে তন্দ্রায় ঝিমালে বা ঢুললে অযু নষ্ট হয় না।

৫. নাক দিয়ে অধিক পরিমাণ রক্ত বের হলে।

৬. উটের গোশত খেলে।

৭. পর্দাহীন অবস্থায় গুপ্তাঙ্গে হাত দিলে।

৮. বেহুশ হয়ে গেলে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪০-৪১ বুলুগুল মারাম-৭)

www.pathagar.com

অযু করার পর হাটুর উপর কাপড় উঠে গেলে অথবা কাউকে উলঙ্গ দেখলে অযু ভঙ্গ হয় না। পেশাব, পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হয়েছে– এরূপ সন্দেহ হলে কিন্তু তার কোন চিহ্ন দ্বারা কিংবা শব্দ অথবা গন্ধ ও নিশ্চিত অনুভব না হওয়া পর্যন্ত শুধু সন্দেহের কারণে অযু নষ্ট হয় না। জখমের রক্ত প্রবাহ দ্বারাও বিশ্বস্ত মতে অযু নষ্ট হয় না। (হাশিয়া আলবানী মিশকাত ১০৮ পৃষ্ঠা)

যে সব কারণে অযু নষ্ট হয় যেসব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়। তবে তায়াম্মুমের বিষয়ে অতিরিক্ত হলো পানি পাওয়া গেলে এবং পানি ব্যবহারে কোন অসুবিধা না থাকলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায়।

৪. ফরয গোসলের বিধি-বিধান

যে সমস্ত কারণে গোসল ফরয হয় তার বিবরণ

১. স্বামী-স্ত্রী সহবাস (সঙ্গম) করলে। (এতে বীর্যপাত হোক বা না হোক)

২. স্বপ্নদোষ হলে (স্বপ্নের কথা মনে থাক বা না থাক)। পোশাকে বা দেহে বীর্যের চিহ্ন পাওয়া গেলেই গোসল করা ফরয।

৩. মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব (হায়িয) শেষ হলে।

৪. নিফাস (সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয়) বন্ধ হলে।

৫. পুরুষ কিংবা নারী কারোই যদি উত্তেজনা বশত: বীর্যপাত হয় তবে গোসল করা ফরয।

৬. কোন বিধর্মী যখন ইসলাম গ্রহণ করবে।

৭. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়াও ফরয। (ফিক্হ সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৬১ পৃ:)

উপরে বর্ণিত সবক্ষেত্রেই গোসল করা ফরয। গোসল না করলে সালাত আদায় করা, বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা, কুরআনুল করীম স্পর্শ করা এবং পড়া, ও মসজিদে প্রবেশ করা যাবে না। (ফিক্হুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৬১, ৬২, ৬৩ পৃ:)

গোসলের ফরয ৩টি

১. নিয়ত করা,

২. নাকের নরম স্থানে পানি পৌছানো।

৩. গোটা দেহ ভালভাবে পানি দ্বারা ধৌত করা। (ফিকহুস সুন্নাহ ৬৯ পৃ:)

গোসলের নিয়ম : ওযুর সুন্নত পন্থা নিম্নরূপ–

ইমরান বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) ওযুর জন্য পানি নিলেন এবং প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিন তিনবার ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন। এরপর নাকে পানি দিলেন এবং উত্তমরূপে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনবার মুখ ধৌত

www.pathagar.com

করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত তিনি তিন বার ধৌত করবেন। তারপর মাথাহ মাসেহ করলেন। অতপর টাখনু তথা ছোট গিরাসহ প্রথমে ডান পরে বাম পা তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এভাবেই ওযু করতে দেখেছি।

[মুসলিম শরীফ : ২/৩, হাদীস নং-৪২৯]

ফরয গোসলের জন্য প্রথমে মনে মনে নিয়ত করবে। তবে মুখে নিয়্যাত পড়ার কোন ভিত্তি নেই। তারপর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে ও পরে ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জা স্থান ও উভয় রান উত্তমরূপে ধৌত করবে। অতঃপর উভয় হাত মাটি কিংবা সাবান দ্বারা ভালভাবে ঘষে মেজে সালাতের অযুর ন্যায় অযু করবে। তবে পা ধৌত করতে হবে না। আর অযুর প্রারম্ভে নাকের ভিতরে তিনবার পানি দিয়ে নাক ভাল করে ঝাড়বে এবং তিনবার ভাল করে কুলি করবে তবে রোযা অবস্থায় গোসল করলে সাবধানে কুলি করবে যাতে পানি পেটের ভিতরে না যায়। তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢেলে হাতের অঙ্গুলি দ্বারা চুলের গোড়া খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছাবে। অত:পর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ঘষে মেজে গোসল শেষ করবে। এরূপে গোসল শেষ করে, গোসলের স্থান থেকে একটু দূরে গিয়ে পা ধৌত করবে।

(বুখারী, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৬৯ পৃ:)

এভাবে গোসল করার পর আবার পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই। গোসলের সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যাতে মাথার চুলের গোড়া, বগলের নীচে, কানের ভিতরের অংশে, নাভীতে এবং পায়ের আঙ্গুলের চিপায় পানি পৌঁছায়। হাতে বা পায়ের নখ পালিশ না তুলা পর্যন্ত গোসল হবে না। কপালে টিপ থাকলে ছাড়িয়ে ফেলে কপাল ধুতে হবে। নচেৎ গোসল হবে না।

গোসলের পর আবার অযু করার দরকার নাই। তবে লজ্জাস্থানে, কাম উত্তেজনার সাথে বিনা পর্দায় স্পর্শ করলে অথবা অযু ভঙ্গের যে কোন কারণ সংঘটিত হলে পুনরায় অযু করে সালাত আদায় করতে হবে।

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী,তাহক্বীকুল মিশকাত ১০৪ পৃষ্ঠ)

উপরিউল্লিখিত নিয়মে নারীরাও ফরয গোসল করবে। তাদের চুলে বেনী গাঁথা বা খুফা বাঁধা থাকলে খোলার দরকার নাই। মাথায় তিন বার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। (আহমাদ, তিরমিযী, মুসলিম, ফিকহু সুন্নাহ ৭০ পৃষ্ঠা)

রোগ জনিতকারণে কারো লাগাতার বীর্য, মযী, স্রাব বা ইস্তিহাযার রক্ত ঘন ঘন বের হলে তার জন্য গোসল ফরজ নয়। প্রত্যেক সালাতের জন্যই ওযুই যথেষ্ট। গোসল ও অযুতেও মুখে নিয়্যাত পড়া বিদআত।

মুস্তাহাব গোসল

১. জুমআর দিন।

২. দুই ঈদের দিন সকালে গোসল করা।

৩. মৃত ব্যক্তিকে যে গোসল দিবে তার গোসল।

৪. হজ্জ অথবা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার আগে গোসল।

৫. মক্কা মুয়ায্যামায় প্রবেশকালীন গোসল।

৬. আরাফার ময়দানে অবস্থান করার আগে গোসল।

(ফিক্হুস সুন্নাহ ৬৬, ৬৭, ৬৮ পৃষ্ঠা)

৫. আজান ও একামত

আজান : আজান হলো আল্লাহর ইবাদত, যা বিশেষ শব্দের মাধ্যমে নামাজের সময় হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।

শরিয়তে আজান শুরু হয়েছে হিজরীর প্রথম বছর থেকে।

◆ ইসলামে আজানের বিধিবিধানের হেকমত

১. আজান নামাজের সময় ও স্থানের ঘোষণা এবং নামাজ ও জামাতের দিকে আহবান, যাতে অনেক মঙ্গল নিহিত আছে।

২. আজান গাফেলদের সতর্কবাণী ও যারা নামাজ আদায়ের কথা ভুলে যায় তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। নামাজ সবচেয়ে বড় নিয়ামত, যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটতম করে দেয়। এটাই কামিয়াব। আর আজান মুসল্লিদের জন্য আহবান, যাতে করে এই নিয়ামত তাদের হাত ছাড়া না হয়।

একামত : এটি আল্লাহর ইবাদত যা বিশেষ শব্দের দ্বারা নামাজ কায়েমের ঘোষণা দেয়া হয়।

◆ আজান ও একামতের বিধান

শুধুমাত্র পুরুষদের উপর ফরজে কেফায়া। এমনকি সফর অবস্থাতেও। আজান ও একামত শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার নামাজের জন্য দেয়া হবে। (ফরজে কেফায়া এমন ফরজকে বলা হয় যা কিছু সংখ্যক মানুষ আদায় করলে সবার ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন : জানাযার নামাজ ইত্যাদি। আর যদি কেউ আদায় না করে তবে সবাই ফরজ ত্যাগের গুনাহে শামিল হবে।

◆ নবী করীম ﷺ-এর মুয়াজ্জিনের সংখ্যা চারজন

১. বিলাল ইবনে রবাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে নববীতে।

২. আমর ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে নববীতে।

www.pathagar.com

৩. সা'দ আল কুরয (রা) কুবা মসজিদে।

৪. আবু মাহযূরা (রা) মক্কার মসজিদুল হারামে।

আবু মাহযূরা (রা) আজানে তারজী' ও একামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলতেন। আর বিলাল (রা) আজানে তারজী' করতেন না ও একামতের শব্দগুলো বেজোড় বলতেন। (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ও ক্বদকা–মাতিসসালাহ দুবার করে এবং বাকি বাক্যগুলো শুধু একবার করে বলতেন।

◆ **আজানের ফযীলত**

আজানের শব্দ উচ্চশব্দে হওয়া বিধিসম্মত, কেননা মুয়াজিনের আজানের শব্দ যত দূর যাবে ততদূরের মধ্যে যে কোন মানুষ, জ্বীন বা যে কোন বস্তু এই শব্দ শুনবে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। মুয়াজ্জিনের শব্দ যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যে কোন জীব ও জড় পদার্থ তাঁর শব্দ শুনবে, তাকে সর্মথন দেবে বা সত্যায়িত করবে। যত মানুষ তাঁর সাথে তাঁর আজানের দ্বারা নামাজ পড়বে তাদের সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব তারও হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি মানুষ জানত আজানে ও নামাজের প্রথম সারিতে কি আছে এবং লটারী ছাড়া তা অর্জন সম্ভব না হতো, তাহলে লটারী করে হলেও তা অর্জনের চেষ্টা করত।

(বুখারী হাদীস নং ৬১৫ মুসলিম হাদীস নং ৪৩৯)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি লম্বা ঘাড় হবে মুয়াজ্জিনদের।" (মুসলিম হাদীস নং ৩৮৭)

www.pathagar.com

◆ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আজানের নিয়মাবলি

১৫, ১৯, ১৭ ও ১৩ বাক্য দ্বারা আযানের চারটি নিয়ম–

প্রথম নিয়ম : এটি হচ্ছে বিলাল ﷺ-এর আজান। তিনি এভাবে নবী করীম ﷺ-এর সময়ে আজান দিতেন। আর তা পনেরোটি বাক্যের সমন্বয়ে।

১. আল্লাহু আকবার
২. আল্লাহু আকবার
৩. আল্লাহু আকবার
৪. আল্লাহু আকবার
৫. আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
৬. আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
৭. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
৮. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
৯. হাইয়া 'আলাসসলাহ্
১০. হাইয়া 'আলাসসলাহ্
১১. হাইয়া 'আলালফালাহ্
১২. হাইয়া 'আলালফালাহ্
১৩. আল্লাহু আকবার
১৪. আল্লাহু আকবার
১৫. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৪৯৯, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৭০৬)

দ্বিতীয় নিয়ম : আবু মাহযূরা (রা)-এর আজান। তার আজানে রয়েছে ঊনিশটি (১৯) বাক্য। আজানের শুরুতে ৪টি তাকবীর এবং তারজী' (তথা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুবার ছোট শব্দে বলার পর আবার দুবার করে উঁচু শব্দে ও লম্বা করে বলা।

(সুনানে আবু দাউদ প্রথম খণ্ড হাদীস নং-৪৭৫)

তৃতীয় নিয়ম : আবু মাহযূরা (রা)-এর আজানের মতই, তবে প্রথমের তাকবীর মাত্র দুবার অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ২ বার ফলে সর্বমোট বাক্য হবে সতেরটি (১৭টি)। (মুসলিম হাদীস নং ৩৭৯)

চতুর্থ নিয়ম : আজানের সকল বাক্যই দুবার করে, তবে শেষে কালেমা তাওহীদ একবার। ফলে সর্বমোট বাক্য হবে তেরটি (১৩টি)।

উপরোক্ত সকল নিয়মেই আজান দেয়া সুন্নাত। বিভিন্ন সময় ও স্থানে বিভিন্নভাবে দিবে যেন সুন্নাত সংরক্ষিত হয় এং আজানের বিভিন্ন সুন্নাত পদ্ধতি ও নিয়ম বহাল থাকে। তবে এটা তখনই প্রয়োগ হবে যখন ফিতনার ভয় থাকবে না।

মুয়াজ্জিন ফজরের আজানে "হাইয়া 'আলালফালাহ"-এর পরে–

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

"আস্‌সালাতু খাইরুম মিনাননাউম, আস্‌সালাতু খাইরুম মিনাননাউম" বাক্য দুটি অতিরিক্ত বলবে। পূর্বে উল্লিখিত সকল নিয়মের আজানে এ বাক্যদ্বয় ফজরের আজানে সংযোজন করবে। (ইবনে খুজায়মা-১/২০২)

www.pathagar.com

◆ আজান শ্রবণকারী যা বলবে

পুরুষ ও নারী যেই হোক না কেন আজান শুনলে তার জন্য সুন্নাত হলো–

১. মুয়াজ্জিন যা বলবে হুবহু তাই বলবে যেন তার সমতুল্য সওয়াব পায়। তবে 'হাইয়া 'আলাস্‌সালাহ ও হাইয়া 'আলালফালাহ'-এর উত্তরে শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে।

২. আজান শেষে মুয়াজ্জিন ও শ্রোতা উভয়েই চুপে চুপে দরূদ পাঠ করবে।

৩. এর পরে আজানের দু'আ পড়া সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ- حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি আজান শুনে এই দু'আ বলবে :

"আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত্তা–ম্মাহ্, ওয়াস্‌সলাাতিল ক্ব–য়িমাহ্, আতি মুহাম্মানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাহ্, ওয়াব'আছহু মাক্ব–মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহ্।" তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।" (বুখারী হাদীস ৬১৪)

৪. মুয়াজ্জিনের আজান শেষে নিচের শাহাদাতাইন বলবে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলবে : "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ্। ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া

রসূলুহ্। রাযীদু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলা, ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনা। তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"(মুসলিম হাদীস নং ৩৮৬)

৫. অতঃপর নিজের জন্য ইচ্ছামত দু'আ করবে।

◆ সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী ইকামতের পদ্ধতি

তরতিবেও পর্যায়ক্রমে নিচের উল্লেখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে একামত দেয়া সুন্নাত– ১১, ১৭ ও ১০টি বাক্য সম্বলিত ইকামতে ৩ পদ্ধতি।

১. **প্রথম পদ্ধতি :** এতে এগারোটি বাক্য রয়েছে যা বেলাল (রা)-এর একামত। তিনি এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একামত দিতেন। তা হলো–

১. আল্লাহু আকবার, ২. আল্লাহু আকবার

৩. আশহাদু আল্লা ইলাহা, ৪. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

৫. হাইয়া 'আলাস্সলাহ্, ৬. হাইয়া আলালফালাহ্

৭. ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাহ্, ৮. ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাহ

৯. আল্লাহু আকবার, ১০. আল্লাহু আকবার

১১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৯৯)

২. **দ্বিতীয় পদ্ধতি :** এতে সতেরটি বাক্য রয়েছে, যা আবু মাহযূরা (রা) এর একামত : তাকবীর (আল্লাহ্ আকবার) চারবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দু'বার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'বার, হাইয়া 'আলাসসলাহ, ও হাইয়া 'আলালফালাহ দু'বার করে। ক্বদ কমাতিসসলাহ দু'বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দু'বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' একবার।

(হাদীসটি হাসান ও সহীহ, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৫০২, সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১৯২)

৩. **তৃতীয় পদ্ধতি :** এতে সর্বমোট বাক্য দশটি : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস সলাহ্, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, ক্বদ্ কমাতিসসালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

(হাদীসটি হাসান, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৫১০, সুনানে নাসাঈ হাদীস নং ৬২৮)

আমাদের বর্তমান সমাজে আমরা বিলাল (রা)-এর আযান দিই আর আবু মাহযুরা (রা)-এর ইকামত দিই।

যদি ফিৎনার ভয় না থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রকারের সুন্নাত জীবিত ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে একামত দেয়াই সুন্নাত।

www.pathagar.com

আজান ও একামতের মাঝে দোয়া করা ও নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। আজান ও একামত, নামাজ ও খুৎবাতে মাইক বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে বৈধ। এতে কোন অসুবিধা হলে বা অপরের সমস্যা হলে এগুলোর ব্যবহার করা যাবে না।

আজান ও একামতের দায়িত্ব একই ব্যক্তির নেয়া সুন্নাত। আজানের ব্যাপারে মুয়াজ্জিনের ক্ষমতা বেশি এবং একামতের ব্যাপারে ইমামের ক্ষমতা বেশি। সুতরাং ইমামের ইশারা বা দেখা কিংবা তাঁর দাঁড়ানো ইত্যাদি ছাড়া মুয়াজ্জিন একামত দিবেন না।

আজানের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা করে এক নিশ্বাসে বলা সুন্নাত এবং শ্রোতারাও একইভাবে উত্তর দিবে। একামতের উত্তরের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ থেকে কোন জিকির শরিয়ত সম্মতভাবে সাব্যস্ত নেই। (যারা একামতের উত্তরের কথা বলেন তারা আজানের উপর কিয়াস করে বলেন; কারণ একামতকেও আজান বলা হয়েছে।)

অত্যাধিক শীতের সময়ে (ঠাণ্ডাতে) বা বৃষ্টির রাত্রি ইত্যাদিতে হাইয়া 'আলাসসালাহ ও হাইয়া 'আলালফালাহ এরপরে অথবা আজান সমাপ্ত হওয়ার পরে মুয়াজ্জিনের জন্য নিচের যে কোন একটি বাক্য বলা সুন্নাত : أَلَا الصَّلَاةُ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ "আলা সললূ ফিররিহাল। অর্থ : শোন! তোমরা নিজ নিজ গৃহে নামাজ আদায় কর। অথবা বলবে : أَلَا صَلُّوْا فِى بُيُوْتِكُمْ . "আলা সললূ ফী বুয়ূতিকুম।" তোমরা তোমাদের বাড়িতে নামাজ আদায় কর। কখনো এটা আর কখনো ওটা বলবে। আর যারা কষ্ট করে মসজিদে হাজির হতে চায় তাদের কোন অসুবিধা নেই।

◆ **সফর অবস্থায় আজান ও একামত**

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضى) قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيْدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দুই ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা পোষণ করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলে নবী করীম ﷺ তাদেরকে বললেন : যখন তোমরা (সফরে) বের হবে, তখন তোমরা আজান দিবে। অত:পর একামত দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।

(বুখারী হাদীস নং ৬৬৬ মুসলিম হাদীস নং ৬৯৩)

www.pathagar.com

◆ আজান ও একামতের দিক থেকে নামাজের চার অবস্থা

১. এমন নামাজ যাতে আজান ও একামত আছে : আর তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার নামাজ।

২. এমন নামাজ যাতে একামত আছে, কিন্তু আজান নেই। আর তা হলো : ঐ দুই নামাজের দ্বিতীয়টি যা সফর ইত্যাদি একত্রে আদায় করা হয় এবং কাজা নামাজসমূহ।

৩. এমন নামাজ যার জন্য বিশেষ শব্দ বা বাক্যে আজান রয়েছে। আর তা হচ্ছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ।

৪. এমন নামাজ যার আজান ও একামত কিছুই নেই। আর তা হলো : নফল নামাজ, জানাযার নামাজ, দুই ঈদের নামাজ ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত ইত্যাদি।

সাহরী, সফর ও বালা মুসীবতে আযান

সাহরীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত। নবী করীম ﷺ বলেন, রাতে বিলাল (সাহরীর) আযান দেয়। কাজেই তোমরা যতক্ষণ ইবনে উম্মে মাকতুমের (ফজরের) আযান শুনতে না পাও ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া কর। (বুখারী, মিশকাত ৬৬)

রাসূল ﷺ আরও বলেন, বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা সে রাত্রি থাকতে আযান দেয়। এজন্য যে, যেন তোমাদের তাহাজ্জুদ গোযারগণ (সাহরীর জন্য) ফিরে আসে আর তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ (সাহরীর জন্য) জাগ্রত হয়। (তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহ, নায়লুল আওত্বার ২/১১৭) (ছালাতুর রাসূল– আল গালিব ২৯ পৃষ্ঠা)

কাজেই সাহরীর জন্য কোন ধরনের ঘণ্টা ধ্বনি বা ডাকাডাকি না করে আযানের সুন্নাত পালন করাই অপরিহার্য।

অবশ্য আমাদের সমাজে যেহেতু সেহেরীর জন্য আযান দেয়ার প্রচলন নেই, তাই আযান দেয়ার আগে বা পরে সেহরীর এ কথাটা বললে সমস্যা হবে না। যে কোন ধরনের মহামারী এবং ঝড় তুফান প্রভৃতি বালা মুসিবতের সময় আযান দেয়ার কোন প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায় না। কাজেই এটা বিদআত।

(ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ১/১০১ পৃষ্ঠা)

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আযান ও ইক্বামত

ইমাম ইবনে সুন্নী (র) হাসান ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার কোন সন্তান জন্ম নিবে এবং তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দিবে। এ শিশুর 'উম্মুস সিবইয়ান' শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর সন্তান হলে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দিতেন। (শারহুস সুন্নাহ ফাতাওয়া নাযিরিয়াহ্ ২/৪৫০ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

৬. সালাতের বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ـ

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর সময়ানুবর্তিতার সাথে ফরয করা হয়েছে।

(সূরা নিসা : আয়াত-১০৩)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন? তিনি বলেছেন–

اِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، هَلْ قَبْلَهُنَّ وَبَعْدَهُنَّ مِنْ شَىْءٍ قَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ صَلَوَاتٍ خَمْسًا فَحَلَفَ الرَّجُلُ لاَيَزِيْدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ ـ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ সালাত ফরয করেছেন, লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এর আগে বা পরে আরও কিছু আছে কি? তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচটি সালাতই ফরয করেছেন। লোকটি তখন কসম করে বলল, এর ওপর সে কিছু বাড়াবেও না এবং তা থেকে কিছু কমাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, তিরমিযী নাসাযী)

আযানের পর ও এক্বামতের পূর্বে সালাত আদায় করা

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন–

بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ ـ

www.pathagar.com

প্রতি দুই আজানের (আজান ও ইক্বামাতের) মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়ার আছে। প্রতি দুই আজানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়ার আছে। (একথা দু'বার বলার পর) তিনি তৃতীয়বারে বললেন : যদি কেউ পড়তে চায়। (বুখারী, ইবনে মাজাহ) ইবনে হিব্বানের বর্ণনা সূত্রে ইবনে যুবাইরের বর্ণিত হাদীছে নবী ﷺ বলেছেন–

مَا مِنْ صَلٰوةٍ مَفْرُوْضَةٍ اِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ .

এমন কোন ফরয সালাত নেই যে সালাতের আগে দুই রাকা'ত (সুন্নাতের সালাত) পড়া যায় না। (ফিকহুস সুন্নাহ)

উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهٗ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

যে ব্যক্তি দিন ও রাতের মধ্যে মোট বারো রাকাত (সুন্নাত) সালাত পড়বে, তাঁর জন্য জান্নাতে একখানা ঘর নির্মিত হবে। তা হলো জুহরের সালাতের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত, মাগরিবের সালাতের পরে দু'রাকাত, ইশার সালাতের পরে দু'রাকাত, আর ভোরে ফজরের সালাতের পূর্বে দু'রাকাত। (মুসলিম, তিরমিযী)

অবশ্য জুহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকা'ত সুন্নাতের স্থলে দুই রাকা'ত সুন্নাতের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا .

আমি নবী ﷺ-এর সাথে জুহরের (ফরয) সালাতের পূর্বে দুই রাকা'ত এবং পরে দুই রাকা'ত সুন্নাত পড়েছি। (তিরমিযী, বুখারী মুসলিম সূত্রে)

www.pathagar.com

৭. বাড়ী থেকে মসজিদে যাওয়ার দোয়া

বাড়ী থেকে মসজিদের দিক অথবা অন্য কোন দিকে রওয়ানা হওয়ার সময় নিম্নলিখিত দু'আটি পড়া সুন্নাত।

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লাহি, তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া-লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : আমি আল্লাহর নাম নিয়ে, আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে রওয়ানা দিচ্ছি। আর আল্লাহর ক্ষতি দেওয়া ব্যতীত ভাল আমল করার এবং মন্দ আমল থেকে বিরত থাকার কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ২১৫ পৃষ্ঠা)

অপর এক বর্ণনায় এ দু'আর মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' এরপর আমানতু বিল্লাহি ই'তাসামতুবিল্লাহি এ দু'টি বাক্য বেশি বর্ণিত আছে। (আল-আযকার ২৪ পৃষ্ঠা)

উপরিউক্ত দু'আর ফযীলত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যখন এই দু'আ পড়ে বাড়ী থেকে রওয়ানা দেয় তখন তাকে বলা হয় তোমাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট করা হয়েছে, তোমাকে (শয়তানের ক্ষতি থেকে) বাঁচিয়ে দেয়া হয়েছে আর তখন শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।

মসজিদের দিকে যাওয়ার পথে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا، وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا، وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا، وَفَوْقِىْ نُوْرًا، وَتَحْتِىْ نُوْرًا، وَاَمَامِىْ نُوْرًا، وَخَلْفِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا، وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا، وَعَصَبِىْ وَلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَشَعْرِىْ وَبَشَرِىْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا، وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ আল ফী কালবী নূরাওঁ ওয়া ফী বাসারী নূরাওঁ, ওয়া ফী সাময়ী নূরাওঁ, ওয়া আই ইয়ামিনী নূরাওঁ, ওয়া আঁই ইয়াসারী নূরা। ওয়া ফাওক্বী নূরাওঁ, ওয়া তাহতী নূরাওঁ, ওয়া আমামী নূরাওঁ, ওয়া খালফী নূরাওঁ, ওয়াজ আল্‌লী নূরাওঁ, ওয়া ফী লিসানী নূরা, ওয়া আসাবী ওয়া লাহমী ওয়া দামী ওয়া শা'রী ওয়া বাসারী নূরা, আল্লাহুম্মা আ'তিনী নূরাওঁ ওয়া আ'যিম লী নূরা।

www.pathagar.com

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, দৃষ্টিতে ও শ্রবণে নূর দান কর। আমার ডানে, বামে, উপরে, নীচে এবং সম্মুখে ও পিছনে নূর দান কর। আমার জন্য আমার যবানে, শিরা-উপশিরাতে, গোশতে ও রক্তে, পশমে ও ত্বকে নূর দান কর। হে আল্লাহ্! আমাকে সর্বদিক দিয়ে নূর দাও এবং নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও।

(মুসলিম-হিসনুল মুসলিম ১৭ পৃষ্ঠা)

মসজিদে প্রবেশের দু'আ

মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করবে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

উচ্চারণ : আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বি অজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বানিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম। বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থ : আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত সত্তা ও অসীম ক্ষমতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে। আমি আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দাও।

যে ব্যক্তি এ দু'আটি পড়ে মসজিদে প্রবেশ করবে সে ঐ দিন শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। (মুসলিম, হিসনুল মুসলিম ১৮ পৃষ্ঠা)

মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখেন যে, জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেছে, তাহলে জামাআতে অংশ গ্রহণ করবেন। আর যদি জামাআত আরম্ভ হওয়ার দেরী থাকে তাহলে মসজিদের সম্মানী (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) দুই রাক'আত পড়ে বসে থাকবেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন−

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسْ

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

৮. সালাতের শর্তাবলী ও রোকনসমূহ

নামাজের রোকনসমূহ তথা যা ছাড়া ফরজ নামাজ সহীহ্ হবে না তা হচ্ছে মোট ১৪টি– সালাত শুরু করার পূর্বে এমন কতিপয় কাজ করা আবশ্যক হয় যেগুলো ছাড়া সালাত সহীহ্ হয় না। এ কাজগুলো ফিক্হের পরিভাষায় 'আহ্কাম' এবং সাধারণভাবে শর্তাবলী নামে অভিহিত। সালাতের করণীয় কাজগুলোর কোনটি ফরজ, আরকান, আহকাম, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মোস্তাহাব রাসূল বা সাহাবীগণ নির্ণয় করেননি। পরবর্তী সময়ের ইমাম ও বিশ্ব স্বীকৃত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও দার্শনিকগণ রাসূলের কাজের ধরণ, কথন, পঠন ও বাস্তবায়নের ভিত্তিতে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামে কাজগুলোকে স্বতন্ত্র করেন। কাজগুলোর ধারাবাহিকতা এবং পরিচিত এরূপ–

১. সব ধরনের নাপাকী থেকে দেহ্ পবিত্র হওয়া

২. সালাত আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তির পরিধেয় পোশাক পবিত্র হওয়া।

[এসব কার্যাবলী সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত হিসেবে কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।]

ক. কুরআনে আছে– وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"অতঃপর তোমার পোশাক পরিষ্কার কর।" (মুদ্দাস্সির-৪) অপর আয়াত–

খ. হাদীস : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ

সালাতের প্রারম্ভিকা পবিত্রতা (ওযূ করা)।

৩. সালাত আদায়ের স্থান বা বিছানা পাক হওয়া : ভুল বা অজ্ঞতাবশত নাপাক দেহ পোশাক বা বিছানায় সালাত আদায় করলে সালাত হয়ে যাবে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

আমাদের নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامُ

কবরস্থান এবং হাম্মাম (বাথ রুম) ছাড়া সমগ্র জায়গায় সালাত পড়া যাবে। এ বিষয়ের ওপর আরও কতিপয় হাদীস আছে। কবরস্থানে প্রয়োজনে জানাযার সালাত আদায় করাও জায়েয আছে।

৪. সতর ঢাকা : অর্থাৎ পুরুষের কমপক্ষে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের তালু ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত রাখা।

www.pathagar.com

এ বিষয়ক আয়াত হলো–

يَا بَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ

হে বনী আদম! মসজিদে যাওয়ার সময় নিজেকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত কর।

(আ'রাফ : আয়াত-৩১)

(সতরের এক-চতুর্থাংশ খোলা রেখে সালাত শুরু করলে সালাত সহীহ হবে না। পুনরায় আরম্ভ করতে হবে। আরম্ভ করার পর সতর খুলে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ঢেকে নিলে সালাতের ক্ষতি হবে না।

◆ পুরুষ ও নারীর সতরের সীমা

নামাজে পুরুষের সতর তথা যা ঢেকে রাখা জরুরি : নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সতর হলো : চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর। কিন্তু যদি নামাজ ছাড়া পুরুষের সামনে হয়, তাহলে উল্লিখিত অঙ্গসহ সমস্ত শরীর পর্দা করা জরুরি।

৫. নির্ধারিত ওয়াক্তে সালাত আদায় করা : ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ হবে না। কেহ অজ্ঞাতসারে আসরের সময় জোহর সালাত পড়লে তার সালাত হয়ে যাবে।

৬. কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় : এ বিষয়ক আয়াত হলো–

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

"তারপর তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। তোমরা যেভাবেই থাকো না কেন তোমাদের চেহারা সেদিকে ফিরাবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৯)

৭. নিয়ত করা : **'নিয়ত অর্থ 'ইচ্ছা পোষণ করা' মনে মনে সংকল্প করা। সালাতী ব্যক্তি সালাতের উদ্দেশ্যে ওযূসহ যেসব কাজ সম্পাদন করে তাতেই নিয়ত আদায় হয়ে যায়। তজ্জন্য মুখে উচ্চারণ করার দরকার নেই।'**

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ বুখারীর এ হাদীসের আলোকে নিয়ত করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের উর্দূ বা ফার্সী ভাষার গ্রন্থসমূহে প্রতি ওয়াক্তের প্রতিটি ফরজ, সুন্নাত, নফল সালাতের জন্যে যেসব নিয়ত আরবি ভাষায় লিখা আছে কিংবা প্রচলিত আছে এগুলো কোনো হাদীস ভিত্তিক প্রমাণ নেই। রাসূলের সময় থেকে সলফে সালেহীনদের সময় পর্যন্ত এ জাতীয় নিয়ম না থাকায় এরূপ মৌখিক নিয়ত করা 'বিদআত'।

www.pathagar.com

◆ **সালাতের ফরজসমূহ**

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল যেকোন ধরণের সালাত আদায় করার জন্যে কতিপয় নিয়ম ও কাজ করতে হয় যেগুলো ছাড়া সালাত আদৌ সহীহ্ হবে না। এগুলো ফিকাহের পরিভাষায় 'আরকান' বা স্তম্ভ নামে অভিহিত। ধারাবাহিকভাবে কাজগুলোর পরিচয় এরূপ–

১. 'আল্লাহু আকবর' বলে সালাত শুরু করা :

তাকবীরে তাহরীমার সমর্থিত হাদীস হলো–

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ ....

সালাতের চাবিকাঠি হলো পবিত্রতা আর তার তাহরীমা বা হারাম হলো আল্লাহু আকবার বলা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকিম)

২. কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী হলো–

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

"আল্লাহর সামনে বিনয়ী অনুগত হয়ে দাঁড়াও।" (বাকারা : আয়াত-২৩৮)

ভয়ের সময় পদাতিক কিংবা আরোহী অবস্থাতেই সালাত আদায় করা যায়।

৩. **কিরাত পাঠ** : অর্থাৎ কুরআনের একটি সূরা অথবা দীর্ঘ এক আয়াত কিংবা ছোট অন্ততঃ ৩টি আয়াত পড়তে হবে। কিরাত পাঠের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ প্রথমত সূরায়ে ফাতেহা পাঠ তৎপর অন্য সূরা মিলানের পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

কিরাত পাঠের সাধারণ নির্দেশ হলো–

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

"কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ তা পড়।" (মুয্যাম্মিল)

সূরায়ে ফাতিহা পড়া সম্পর্কে হাদীস হলো–

لَاصَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"সূরায়ে ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না।" (বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী, আবু আওয়ানা হাদীস গ্রন্থরাজিতে এ জাতীয় একাধিক হাদীস রয়েছে।)

www.pathagar.com

৪. রুকু করা : অর্থাৎ আল্লাহর নিকট বিনয় হওয়ার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ হাত দ্বারা হাঁটুর উপর ভর করে অর্ধ-নমিত হওয়া।

এ বিষয়ে কুরআনের বাণী হলো–

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ـ

"রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৪৩)

হাদীসে আছে–

ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا۔

"তারপর শান্তি ও ধীর স্থীরভাবে রুকু কর"।

৫. সেজদা করা : অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে নিজকে বিনয়ী ও অনুগত হওয়ার প্রতীকস্বরূপ দু'পা, দু'হাত, দু'হাটু এবং নাক-কান এ সমস্ত অঙ্গ জমীনে বিছিয়ে দেয়া। কুরআনের নির্দেশ–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا

"হে মু'মিনগণ! রুকু কর এবং সিজদা কর।"

এ বিষয়ে হাদীসে আছে –

اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ ـ

"আমি সাত অংগের উপর সিজদা করার নির্দেশ পেয়েছি (দু'হাত, দু'হাটু, দু'পায়ের পাতা কপাল ও নাক মিলে মুখমণ্ডল এ সাত অঙ্গ) [বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও সিজদা করার নির্দেশ রয়েছে।

৬. কুয়ূদে আখিরাহ : অর্থাৎ শেষ বৈঠক। তাশাহুদ পড়ার জন্যে সালাতের শেষে বসা। শেষ বৈঠক সম্পর্কিত হাদীস হলো–

لَا تُجْزِئْ صَلَاةَ اِلَّا بِتَشَهُّدٍ

"তাশহুদ ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না" হাদীসটি ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাসউদ থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭. কোনো কাজের মাধ্যমে সালাতের গণ্ডি থেকে বের হওয়া। এ কাজটি হলো 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলা।

এ বিষয়ে হাদীসটি : وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

www.pathagar.com

◆ **নামাজ থেকে মুক্ত হতে সালাম** : অপর হাদীসে আছে আলী (রা) বলেন–

كُنْتُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ -

নবী করীম আলাইহিস সালামকে ডানে বামে সালাম করতে দেখেছি। ... এমনকি তার গালের শুভ্রতাও দেখেছি। (আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাযাহ)

◆ **যে ব্যক্তি কোন একটি রোকন ছেড়ে দেবে তার বিধান**

১. যদি মুসল্লী ইচ্ছা করে উল্লেখিত রোকনসমূহের কোন একটি ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তাকবিরে তাহরিমা অজ্ঞতাবশত: বা ভুল করে ছেড়ে দেয় তাহলে মূলত: তার নামাজই হবে না।

২. মুসল্লী এই রোকনের কোন কিছু অজ্ঞতাবশত বা ভুলে ছেড়ে দিলে সে সেখানে ফিরে যাবে এবং তা আদায় করবে। কিন্তু শর্ত হলো দ্বিতীয় রাকায়াতের ছেড়ে দেয়া স্থানে যেন না পৌছে। আর যদি দ্বিতীয় রাকয়াতের সে স্থানে পৌছে যায় তবে দ্বিতীয় রাকায়াত ছুটে যাওয়া রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে আর পূর্বের রাকায়াত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন ধরুন এক ব্যক্তি রুকু ভুলে না করে তার পরে সিজদা করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তার প্রতি ওয়াজিব হলো যখনই তার স্মরণ হয় সে স্থানে ফিরে যাবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকয়াতের রুকু করে ফেলে তবে ছুটে যাওয়া রাকয়াতের স্থলে দ্বিতীয় রাকয়াত গণ্য করতে হবে। আর প্রথম রাকায়াত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় তার প্রতি সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করা জরুরি হবে।

৩. অজ্ঞ ব্যক্তি কোন রোকন বা শর্ত ছেড়ে দিলে সালাতের সময় থাকলে ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে। আর যদি সময় পার হয়ে যায় তাহলে আবার আদায় করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম ও একাকী নামাজীর জন্য প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা একটি রোকন, এ ছাড়া রাকায়াত বাতিল হয়ে যাবে। আর মুক্তাদি নিঃশব্দ কেরাতের নামাজেও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু যে সকল নামাজে ও রাকায়াতে ইমাম সাহেব জোরে কেরায়াত করবেন সেগুলোতে মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। বরং ইমামের কেরায়াতের জন্য চুপ করে থাকবে। সর্বাবস্থায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এ মতটি সবচেয়ে শক্তিশালী। আর ইমাম সাহেবের জন্য উচিত নয় যে, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর মুক্তাদিগণকে পড়ার জন্য চুপ থাকবেন; কারণ এর কোন দলিল নেই।

সূরা ফাতেহার আয়াতগুলো আলাদা আলাদা করে পাঠ করবে। কারণ আল্লাহ এর জবাব দেন।

www.pathagar.com

৯. সালাতের ওয়াজিবসমূহ

◆ সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের মধ্যে এমন কিছু কাজ আছে যেগুলোর কোনো একটি অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়লে সাহু সিজদা দিলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যায়। সাহু সিজদা দিতে ভুলে গেলেও তাতে সালাত শুদ্ধ হবে। তবে ইচ্ছা করে সিজদায়ে সাহু না দিলে সালাতের ওয়াক্ত বাকি থাকলে সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। (এ বিষয়ে সাহু সিজদা পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এরূপ কাজগুলো হলো–

১. **সূরা ফাতেহা পাঠ করা :** প্রত্যেক ফরজ সালাতের ১ম দুই রাকায়াতে ওয়াজিব, নফল, সুন্নাত ও মোস্তহাব সালাতের প্রতি রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কারো মতে ফরজ।

[বুখারী মুসলিম, বায়হাকী, ইবনে মাযাহ, আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে সূরায়ে ফাতেহা পড়ার সহীহ হাদীস রয়েছে। কারো সূরা ফাতিহা না জানার অপারগতায় কিংবা সময়ের সংকীর্ণতায় ও যে কোনো আয়াত পড়লে চলবে। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারে কুতনী)]

ফরজ সালাতের ৩য়, ৪র্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা সুন্নত। যদি কেহ ফাতিহা না পড়ে কিছু তাসবীহ সম পরিমাণ চুপ থাকার পর যথারীতি রুকু সিজদা করে তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে।

২. ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা দীর্ঘ ১ আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত মিলানো।

৩. সূরার আগে ফাতিহা পড়া। (রাসূলের কথা, শিক্ষা ও বাস্তবতায় দেখা যায় তিনি ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করতেন।)

৪. সালাতের জন্যে যেসব কাজ ফরজ সেগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। অর্থাৎ কিয়াম, কুয়ুদ, রুকু, সিজদা করার যে সময় ও নিয়ম আছে তা যথার্থ ও নিয়ম মোতাবিক আদায় করা। এ কাজকে তারতীব বলে।

৫. দু'রাকায়াত পূর্ণ করার পর বসা। এ বসাকে কুয়ুদে উলা বা প্রথম বৈঠক বলে।

৬. প্রথম এবং ২য় উভয় বৈঠকেই তাশাহুদ পড়া। [রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবাহীগণকে কয়েক ধরনের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন– যা সামনে আসছে]

৭ **রুকু সিজদা ধীর স্থীরে করা :** রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুর জন্য দু হাত জড়িয়ে ধরার মতো হাঁটুতে স্থাপন করতেন। পিঠ সোজা রাখতেন এবং মাথা পিঠের বরাবর রাখতেন। উঁচু বা নীচু করে

www.pathagar.com

রাখতেন না। রুকুতে ১০ বার তাসবীহ্ পড়ার মতো সময় কাটাতেন। সিজদায়ও তিনি এরূপ দীর্ঘ সময় সিজদারত থাকতেন। (ইবনে খুযাইমাহ, হাব্বান) তিনি সিজদায় দুই হাত দুই পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন।
(নাসায়ী, দারা কুতনী)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা রুকু সিজদা পূর্ণ কর। আল্লাহর শপথ, আমি পিছনে তোমাদের রুকু সিজদা দেখে থাকি। (বুখারী, মুসলিম)

মুসনাদে আবু ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে আসাকীর, ইবনে খুযাইমাতে আছে, যে ব্যক্তি রুকু পূর্ণ করে না এবং সিজদায় ঠোকর মারে সে এমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে ২/১টি খেজুর খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে না।

রুকু সিজদা সঠিকভাবে আদায় না করা ব্যক্তিকে আল্লাহ রাসূল সর্বনিকৃষ্ট চোর বলেছেন। (ইবনে আবি শাইবা, তাবারানী, হাকিম)

৮. ফজর, জুমু'আ, ইসতিসকা ও ঈদের সালাতের উভয় রাকায়াতে এবং মাগরিব ও ইশার ১ম দু' রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহা এবং মিলানো আয়াত শব্দ করে পড়া। জোহর, আসর ও নফল সালাতে ফাতিহা ও সূরা নিঃশব্দে পাঠ করা।

[ইমাম নববী (র) বলেছেন, সর্বযুগের আলেমগণ এ বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে আছে, তিনি এতটুকু আওয়াজে পড়তেন যে নিকটবর্তী লোকজন শুনতেন।]

৯. **বিতর সালাতে দুআয়ে কুনুত পড়া :** রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। (ইবনু আবু শাইবাহ, আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, বায়হাকী)

বুখারী ও আবু দাউদে আছে, রুকু থেকে মাথা উঠাবার পর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর তিনি কুনুত পড়তেন।

১০. **ঈদের সালাতে তাকবীর বলা :** ঈদের সালাতে তাকবীর বলা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আহমদ, ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থে আমর ইবনে সুয়াইব (রা) এবং আয়েশা (রা) থেকে তাকবীর সম্পর্কিত হাদীস রয়েছে। তবে রিওয়ায়াতসমূহে তাকবীরের সংখ্যার তারতম্য রয়েছে। দু' রাকায়াতে ১২ (১ম রাকায়াতে ৭, ২য় রাকায়াতে ৫) আবার ৬ তাকবীরের কথাও রয়েছে।]

১১. **জানাযার সালাতে ৪ তাকবীর বলা :** মুসলিম, দারা কুতনীতে জানাযায় তাকবীর বলার রিওয়ায়েত আছে। তবে তাকবীরের সংখ্যায় বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ৪, ৫, ৬ এর বর্ণনাও আছে।

www.pathagar.com

◆ **যে সালাতের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেবে তার বিধান**

যদি ইচ্ছা করে মুসল্লী কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুল করে ছেড়ে তার স্থান থেকে পার হয়ে যায় এবং তার পরের রোকনে না পৌছে তবে ফিরে গিয়ে তা পূরণ করবে। অতঃপর তার নামাজ পূরণ করে দু'টি সাহু সেজদা দেয়ার পর সালাম ফিরাবে।

আর যদি পরের রোকনে পৌছার পরে স্মরণ হয়, তবে তা বাদ পড়ে যাবে ও যথাস্থানে ফিরে যাবে না; বরং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সেজদা করে তারপর সালাম ফিরাবে।

◆ **রোকন ও ওয়াজিবের মাঝে পার্থক্য**

১. রোকন হলো : ভুল করে মুসল্লী তা ছেড়ে দিলে তা বাদ পড়ে যাবে না; বরং সে রোকন ও তার পরের সবকিছু পূর্ণ করে সালামের পরে সাহু সিজদা করবে।

২. ওয়াজিব হলো : ভুল করে মুসল্লী তা ছেড়ে দিলে তা পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই; বরং তার পরিবর্তে সালামের আগে সাহু সিজদা করবে।

১০. সালাতের সুন্নাতসমূহ

রোকন ও ওয়াজিব ছাড়া সালাতের বিবরণে যা কিছু রয়েছে তা সবই সুন্নাত যা করলে সাওয়াব আছে এবং ছেড়ে দিলে কোন শাস্তি নেই। এটি কিছু সুন্নাত কাওলী তথা কথা-বাণী আর কিছু রয়েছে ফে'লী তথা কাজ-কর্ম।

কাওলী (কথার) সুন্নাত যেমন : ইস্তিফতা ও ছানার দোয়া, আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ, আমীন বলা ও সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি।

ফে'লী (কাজের) সুন্নাত যেমন : পূর্বে উল্লেখিত স্থানসমূহে দুই হাত উত্তোলন করা, দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, পা বিছানো, তাওয়াররুক করা ইত্যাদি।

১. তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবর) বলার সময় উভয় হাত উপরে উঠানো।

২. তাকবীর বলার সময় হাতের আংগুলি ঠিকভাবে কেবলামুখী করে রাখা এবং আংগুল বেশি ফাঁক কিংবা বেশি মিলায়ে না রাখা।

৩. বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির উপরে কিংবা বুকে হাত বাঁধা।

৪. হাত বাঁধার পর সূরায়ে ফাতিহা শুরু করার আগে দোয়া পড়া।

৫. তা'আউয (আয়ূযুবিল্লা) ও তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ) পাঠ করা।

৬. ফরয সালাতের ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে শুধুমাত্র ফাতিহা পাঠ করা।

www.pathagar.com

৭. 'ফাতিহা' পাঠের পর 'আমীন' বলা।
৮. কিয়াম অবস্থায় মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।
৯. তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাওয়া এবং রুকুর তাসবীহ পাঠ করা।
১০. রুকু সিজদার তাসবীহ ৩, ৫, ৭ বা ততোধিক বিজোড় সংখ্যা পাঠ করা।
১১. রুকু করার সময় মাথা ও পিঠ সমান তালে বরাবর রাখা এবং দুই হাত দিয়ে দু'হাটু জড়িয়ে ধরা।
১২. রুকু থেকে উঠার সময় তাসবীহ পাঠ করা।
১৩. তাকবীর বলে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদার তাসবীহ পাঠ করা।
১৪. সিজদায় প্রথমে নাক, পরে কপাল রাখা। সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল এবং পরে নাক উঠানো।
১৫. রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় যাওয়ার প্রাক্কালে দু' হাত উঠানোর পদ্ধতি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এ কাজটি করা সুন্নাত, না করা সুন্নাতের পরিপন্থী।
১৬. সিজদায় ব্যবহৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
১৭. পেট হাঁটু থেকে এবং বগল কনুই থেকে পৃথক রাখা। সিজদার সময় পেট মাটি থেকে এমন পরিমাণে উঁচু রাখতে হবে, যাতে একটি ছাগলের ছানা যাতায়াত করতে পারে।
১৮. হাত ও পায়ের আঙ্গুলিসমূহ কিবলামুখী রাখা। হাতের তালুর উপর ভর করা এবং এবং বসাবস্থায় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখা।
১৯. দুই হাতের কব্জি মাটিতে কাঁধ বা কান বরাবর রাখা।
২০. আল্লাহু আকবার বলে প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসা এবং তাসবীহ পড়া।
২১. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক কিছুটা দীর্ঘ করা।
২২. 'তাশাহুদ' পাঠের সময় 'শাহাদত' আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা।
২৩. রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদ বা অন্য নফল সালাত) এবং সালাতে কুসুফ ও খুসুফ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাতে কিরাত রুকু সিজদা দীর্ঘ করা।
২৪. প্রথম দুই রাকায়াত এবং রাকায়াতে কিরাত কিছুটা লম্বা করা।
২৫. দ্বিতীয় রাকায়াত আদায়ের জন্যে সিজদা থেকে হাতে ভর দিয়ে উঠা।
২৬. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠের পর 'দুরূদ' পাঠ করা।
২৭. দুরূদ পাঠের পর হাদীস সম্মত অন্যান্য দোয়া পড়া।
২৮. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরায়ে সালাত শেষ করা।

www.pathagar.com

১১. ফজরের সালাত

ফজরের ফরয সালাত দুই রাকা'ত। (সূত্র বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে নিয়মিত দুই রাকা'ত (সুন্নাত) সালাত পড়তেন। (সূত্র বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

তিনি যতখানি ফজরের (ফরয সালাতের পূর্বে) দুই রাকা'ত সালাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন, অন্য কোন নফল (ফরযের অতিরিক্ত) সালাতের জন্য এতখানি গুরুত্ব প্রদান করতেন না। (সূত্র বুখারী, মুসলিম)

তিনি বলতেন, ঐ দুই রাকা'ত সালাত আমার কাছে সারা দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক শ্রেয়। (সূত্র : মুসলিম)

ফজরের সুন্নাত

তিনি বলতেন : ঐ দুই রাকা'ত সালাত আদায় আমার কাছে সারা দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক শ্রেয়। (সূত্র : মুসলিম)

তিনি ফজরের দুই রাকা'ত সুন্নাত সালাত পড়তে না পারলে তা সূর্য উদয় হওয়ার পর কাযা আদায় করতেন।" (সূত্র ইবনে মাজাহ্)

তিনি বলতেন : যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকা'ত সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে পারেনি সে যেন সূর্য ওঠার পরে হলেও তা পড়ে নেয়। (সূত্র : তিরমিযী)

অবশ্য কেউ ফজরের সুন্নাত ফরযের আগে পড়তে না পারলে তা ফরযের পরেই পড়তে পারে। (যদি সূর্য ওঠতে সময় বাকী থাকে) (সূত্র তিরমিযী, নায়ভুল আওতার)

আর যদি বাড়ীতে সুন্নাত না পড়ে থাকেন তাহলে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতও পড়ে নিবেন। জামাত শুরু হলে সুন্নাত পড়া যাবে না। মনে রাখবেন, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. ফরয সালাতের জন্যে ইক্বামত দেয়া শুরু হলে আর কোন সালাতই পড়া যাবে না। এমন কি ফজরের সুন্নাতও পড়া যাবে না। (মুসলিম, মিশকাত ৯৬ পৃষ্ঠা)

জামাআত শেষে ঐ সুন্নাত আদায় করতে হবে। অথবা সূর্য উদয় হওয়ার পর পড়বে। (নাসায়ী ১ম-১০১ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১ম-১৮০ পৃষ্ঠা)

তিনি ফজরের সুন্নাত সালাতে প্রথম রাকা'তে সূরা কাফিরুন' এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা ইখলাছ্ পড়তেন। (সূত্র ইবনে মাজাহ্ ও তিরমিযী)

www.pathagar.com

কাতার সোজা কারা

ইক্বামতের শেষে ইমাম সাহেব মুসল্লীদের প্রতি তাকিয়ে দেখবেন কাতার সোজা হয়েছে কিনা। সোজা না হলে সোজা করার জন্য তাকীদ করবেন। প্রত্যেক মুক্তাদী নিজ নিজ পার্শ্বের মুক্তাদীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী ১/১০০ পৃষ্ঠা)

মুক্তাদীগণের উচিত ইমাম সাহেবকে মাঝখানে রেখে উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যা দাঁড়ানো। মসজিদের ভিতরে খুঁটি থাকলে খুঁটির আগে পিছে কাতার করবে। কাতারের মাঝখানে খুঁটি রেখে দাঁড়াবে না। (আল হাকীম, ফিকহুস সুন্নাহ ২৩৮ পৃঃ)

পুরুষের প্রথম কাতারে দাঁড়ানো এবং নারীদের পিছনের কাতারে দাঁড়ানোতে বেশি সওয়াব হয়। যে পুরুষ ব্যক্তি কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়ে তার সালাত জায়েয হবে না। কাজেই তাকে সম্মুখের কাতারের মাঝখান থেকে একজনকে টেনে এনে তার সাথে মিলিয়ে দাঁড়াবে।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২২৯ পৃঃ আহমাদ)

মুসল্লীদের অবস্থান ভাল করে দেখে ইমাম সাহেব 'আল্লাহ্ আকবার' বলে জামা'আত আরম্ভ করলে মুক্তাদীরাও 'আল্লাহ আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করবেন এবং নিম্নস্বরে সানা, আঊযু বিল্লাহ ... বিসমিল্লাহ ... পাঠ করে ইমামের সাথে উচ্চ আওয়াজে আমিন বলে চুপ থাকবেন। অতঃপর ইমামের ক্বিরআত শুনবেন। তারপর ইমামের অনুসরণে রুকু-সিজদা, ক্বাওমাহ-জালছা পুরা করবেন এবং যেখানে যে দু'আ পড়ার কথা সেগুলি পড়বেন।

তারপর দ্বিতীয় রাকআতে উঠে সানা ও আঊযুবিল্লাহ .... না পড়ে কেবলমাত্র বিসমিল্লাহ ..... বলে সূরা ফাতিহা শুনবেন পড়বেন। আর সূরা ফাতিহার শেষে ইমামের সাথে উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলে ইমামের ক্বিরআত শুনতে থাকবেন। অতঃপর ইমামের অনুসরণে রুকু, সিজদা, ক্বাওমাহ, জালসা, তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আয়ে মা'সূরা পড়ে ইমামের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সালাম ফিরাবেন।

www.pathagar.com

১২. ইমামের অনুসরণ

মনে রাখবে, জামাআতে, সালাত পড়াকালীন অবস্থায় ইমামের অনুসরণ করতে হবে। ইমামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা চলবে না। কাজেই প্রত্যেক মুক্তাদির উচিত ইমামের পিছে পিছে রুকু, সিজদা ও জলসা প্রভৃতি করা, আগে না করা। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা তুলে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০২ পৃষ্ঠা)

সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের ফযীলত

তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনা সূত্রে উম্মে ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ-এর কাছে বায়াত গ্রহণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, শ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? তিনি বললেন: আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে সালাত পড়া।

তিরমিজীর বর্ণনা সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত কোন দিন কোন সালাত দু'বার শেষ ওয়াক্তে আদায় করেননি। অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণ ছাড়া নবী ﷺ এর অভ্যাস ছিল আওয়াল ওয়াক্তেই সালাত আদায় করা।"

সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ

উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبَرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ ـ

তিনটি সময় এমন, যে সময়সমূহে রাসূল ﷺ আমাদের সালাত আদায় বা মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সকালে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঁচুতে ওঠে না যাওয়া পর্যন্ত, দুপুরে সূর্য হেলে না পড়া পর্যন্ত, সূর্য অস্তমিত হওয়ার জন্য কাত হয়ে গেলে তা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

www.pathagar.com

আছরের সালাতের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই এবং ফজরের সালাতের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

(বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

ফজর ও আসরের সালাতের এক রাকাতের বিধান

তবে ফজর ও আছরের সালাত ওয়াক্তের মধ্যেই যদি এক রাকা'ত পাওয়া যায় তাহলে ঐ ওয়াক্তের সালাত পূর্ণ করা যাবে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ .

সূর্যোদয়ের পূর্বে কেউ যদি ফজরের সালাতের এক রাকাত পেয়ে যায় তাহলে সে (পুরো) ফজরের সালাতই পেল। সূর্যাস্তের পূর্বে যদি কেউ আছরের এক রাকাত পায় তাহলে সে (পূর্ন) আছরের সালাতই পেয়ে গেল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

বুখারী ও নাসায়ীর বর্ণনা সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আছরের সালাতের এক সেজদা পায় সে যেন পুরা সালাতই পূর্ণ করে। আর সুর্যোদয়ের পূর্বে যদি ফজরের সালাতের এক সেজদা পায় সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে। (উল্লেখ এখানে এক সেজদা বলতে এক রাকাতই বুঝানো হয়েছে।)

সালাতের মধ্যে জায়েয এবং না-জায়েয কাজের বর্ণনা

সালাতের মধ্যে যদি হঠাৎ কোন সমস্যা দেখা দেয়, যেমন ইমামের ভুল হলে অথবা বাহির থেকে কেউ ডাকলে, এমতাবস্থায় কথা বলার দরকার হলে কথা না বলে, পুরুষ লোক বলবে 'সুবহানাল্লাহ' এবং নারী হলে হাতে তালি দিবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১ পৃষ্ঠা)

সালাতের মধ্যে সিজদার স্থান থেকে হাত দ্বারা শুধুমাত্র একবার কঙ্করাদি সরানো জায়েয আছে। (বুখারী, মুসলিম)

সালাতরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো বা দেখা নিষিদ্ধ।

সালাতের মধ্যে যদি হাই আসে তাহলে যতদূর সম্ভব মুখ হাত দ্বারা বন্ধ রাখবে এবং 'হা' করবে না। কেননা সালাতের মধ্যে হাই তুললে শয়তান হাঁসতে থাকে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০-৯১ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

সালাতে যদি কারো হাঁচি আসে তবে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى .

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহি হামদান্ঁ কাসীরান্ঁ ত্বাইয়্যিবাম মুবারাকান ফীহি, মুবারাকান আলাইহি, কামা ইয়ুহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারযা।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সে প্রশংসা অপরিসীম এবং বড়ই পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। তদুপরি তার উপর পৌনঃপৌনিকভাবে বরকত ঢালা রয়েছে। যেমন প্রশংসা আমাদের রব পরওয়ারদিগার ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

সালাতে হাঁচি আসলে এ দু'আ পড়া জায়েয কিন্তু এর জবাবে 'ইয়ার হামুকাল্লাহ্' বলা জায়েয নেই। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুসলিম, মিশকাত ৯১, ৯২ পৃষ্ঠা)

সালাতরত অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে। যারা সালাতে আসমানের দিকে তাকায়, আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি কেঁড়ে নিতে পারেন। (মুসলিম, মিশকাত ৯০ পৃষ্ঠা)

সালাতে থুথু বা কাঁশ ফেলার দরকার হলে নিজের সামনের দিকে বা ডান দিকে না ফেলে বাম পায়ের নীচে ফেলবে এবং সালাম ফিরানোর পর তা মুছে দিবে।

(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম ১৮ পৃষ্ঠা)

যদি সালাতের মধ্যে কারো অযু ভেঙ্গে যায় তাহলে সে যেন নাকে ধরে অযু করতে বের হয়ে যায়। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৯২ পৃষ্ঠা)

নবী ﷺ-কে যখন সাহাবীরা সালাত অবস্থায় সালাম করতেন তখন তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করতেন। (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৯১ পৃষ্ঠা)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, অযু করা বা পানাহার করা, কুরআন তিলাওয়াত করা অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় সালাম দেয়া এবং তার জবাব দেয়া জায়েয আছে। যারা নাজায়েয বলেন তা এদের মন গড়া ফাতওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা সালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু মেরে ফেল।

(আহমাদ, তিরমিযী আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৯২ পৃঃ)

যদি কারো জুতায় নাপাকি না লেগে থাকে তাহলে সে জুতা পরে সালাত আদায় করতে পারে। (আবূ দাউদ, বুলূগুল মারাম ১৬ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ মুখ ঢেকে কিংবা দুই কাঁধেই চাদরের দুই কোণ ঝুলিয়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন– (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৩ পৃষ্ঠা)।

সালাতের সময় যে ব্যক্তি পায়ের ঘিরার (গিঁটের) নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে

২৫–রাসূ: ২৪ ঘণ্টা

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা তার সালাত কবুল করেন না- (আবূ দাউদ, মিশকাত ৭৩ পৃষ্ঠা) আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতে আঙ্গুল মটকাতে এবং এক হাতের আঙ্গুলের ভিতর অপর হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করাতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ ৬৯ পৃষ্ঠা)

দুই রাক'আত সালাতের সুন্নাত পন্থা

মনে মনে সালাতের নিয়ত করে কিবলা (খানায়ে কা'বা) মুখী হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে দুই হাত কাঁধ কিংবা কান বরাবর উঠিয়ে আল্লাহু আকবার (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে ডান হাত বাম হাতের উপর এমনভাবে রাখবে যাতে ডান হাতের আঙ্গুলের মাথা বাম হাতের কনুই পর্যন্ত পৌঁছে। অথবা ডান হাতের কব্জী বাম হাতের কব্জীর উপর রেখে সীনার (বুকের) উপর রাখবে। অথবা হাত নাভীর উপর বাধবে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা ১ম, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

সালাতে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে যাতে পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলি ক্বিবলামুখী হয় এবং 'পা' নিজ কাঁধের সমান ফাঁক থাকে। (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা)

হাত তুলার সময় আঙ্গুলগুলি একটু ফাঁক ফাঁক থাকবে এবং হাতের তালু কিবলার দিকে থাকবে। (যাদুল মা'আদ ১ম, ৫১ পৃষ্ঠা)

আর দণ্ডয়মান অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে। (বায়হাকী, মিশকাত ৯১ পৃষ্ঠা)

নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সালাতে একই নিয়ম। নারী এবং পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কোন নিয়ম নেই। তবে নারীদের কাপড় পরা, ইমামতি করা এবং পুরুষদের কাতারের পিছনে একাই দাঁড়ানো। ইমামের ভুলের জন্য মহিলারা মুখে কিছু না বলে হাতে তালি বাজাবে। এ কয়টি নারীদের পৃথক নিয়ম।

(বুখারী ১ম- ১০০, ১০১ ও ১৫০ পৃষ্ঠা)

তারপর নীচের দু'আসমূহের যে কোন একটি চুপিসারে পড়বে। এটা ফরয, সুন্নাত, বিতর বা যে কোন সালাতের কেবল প্রথম রাক'আতেই পড়বে।

প্রথম ছানা বা দু'আয়ে ইস্‌তিফতাহ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ، بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বা-য়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বাইয়াইয়া কামা বা'আত্ত্বা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাত্বাইয়া কামা

ইউনাক্কাস ছাওবুল আব্‌য়াদু মিনাদ দানাস, আল্লাহুম্মাগসিল খাত্বাইয়া ইয়া বিল মায়ি অস্ ছালজি ওয়াল বারাদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপ রাশির মধ্যে এতটা দূরত্ব তৈরি করে দাও যতটা দূরত্ব তুমি পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে করে রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা পোশাক ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপরাশি পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধৌত করে দাও। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৭ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গায়রুক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই।

ছানা পড়ার পর বলবে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম" অথবা

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

"আউযু বিল্লাহিস সামীইল আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম", অথবা

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْسِهٖ ـ

আউযু বিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফছিহি।

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তানের খোঁচা, তার ফুঁৎকার এবং তার প্ররোচনা থেকে শ্রবণকারী-মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

(নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা, বুলুগুল মারাম ২০ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত ছানা ও আঊযু .... শুধু সালাতের প্রথম রাক'আতেই পাঠ করতে হবে। তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়বে।

অর্থ: "পরম করুণাময়-দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)" পড়ে 'সূরা ফাতিহা' (আলহামদু সূরা) পড়বে।

সূরা ফাতিহা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

উচ্চারণ : আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আররাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন, ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম, সিরাত্বাললাযীনা আন আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন। আমীন!

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য যিনি গোটা নিখিল বিশ্বের প্রভু। যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত মানুষের পথ যাঁদেরকে তুমি নিআমত দান করেছ, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা গোমরাহ হয়েছে।

সূরা ফাতিহার শেষে আস্তে اٰمِيْنَ আমীন বলবে। (বুখারী ৯৪৭ পৃষ্ঠা)

আমিন (اٰمِيْنَ) অর্থ: 'কবুল কর' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তোমার গুণকীর্তন করে যে প্রার্থনা করেছি তা তুমি কবুল কর।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ১ম ৩২ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, সূরা ফাতিহা ইমাম, মুক্তাদী সকলকেই প্রত্যেক সালাতে প্রত্যেক রাক'আতে পাঠ করতে হবে। কারণ এটা না পড়লে কোন সালাতই হবে না। (বুখারী ১০৪, ১১২৪ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না এমন কোন সহীহ হাদীস নেই। সূরা ফাতিহা পড়ে আমীন বলে একটু চুপ থেকে শুধু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে যে কোন একটি সূরা পড়বে অথবা বড় সূরার অংশ বিশেষ করে কমপক্ষে লম্বা এক আয়াত অথবা ছোট ছোট তিন আয়াত পাঠ করে উভয় হাত কাঁধ কিংবা কান বরাবর তুলে আল্লাহু আকবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে রুকুতে যাবে। (বঙ্গানুবাদ বুখারী-তাওহীদ প্রেস ১ম খণ্ড ৩৩৭, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

অবশ্য এভাবে রাফে ইয়াদাইন না করার পক্ষেও হাদীস আছে– রুকু অবস্থায় দুই হাত দিয়ে হাঁটুতে শক্ত করে ধরবে এবং লক্ষ্য রাখবে যাতে মাথা ও পিঠ বরাবর সমান থাকে উঁচু-নীচু না থাকে। এমতাবস্থায় দৃষ্টি সোজা নীচের দিকেই রাখবে কেননা সিজদার স্থান বা পায়ের আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখতে চাইলে মাথা আর পিঠ সমান রাখা যাবে না। (আবূ দাউদ ১০৬ পৃষ্ঠা)

রুকুর দোয়া

রুকু করা অবস্থায় নিম্নের যে কোন দু'আ পড়া যায়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ রুকু ও সিজদায় এ দু'আটি অধিক পরিমাণ পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ـ

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।"

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমি তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অতএব হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

(বুখারী ১০৯, ১১৩, মুসলিম ১৯২, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)

এছাড়া রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম"।

অর্থ : আমি আমার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

অথবা, سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

"সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ"।

অর্থ : সকল ফিরিশতা এবং জিবরাঈলের রব মহান পূত-পবিত্র। এ তাসবীহগুলিও পড়া যায়। (বুখারী ১০৯ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম ২৬৪, মিশকাত ৮৩, নাসায়ী ১৭০)

রুকুর দু'আ যত বেশি বার পড়া যায় তত ভাল। তবে তিন বারের কম যেন না হয়। আর ইমাম হলে মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাত হালকা করা উচিত। কেননা তাদের মধ্যে অসুস্থ, দুগ্ধবতী নারী এবং বিশেষ প্রয়োজনের লোক থাকতে পারেন। মনে রাখবেন, রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন পড়া নিষেধ।

(মুসলিম ১৯১-৯৩, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

রুকু থেকে উঠতে দোয়া

এভাবে রুকু করার পর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (আল্লাহু তা শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে) বলে রুকু থেকে মাথা তুলবেন এবং দুই হাত কাঁধ কিংবা কান বরাবর উঠাবেন। অতঃপর

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ـ

(রাব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাছীরান তায়্যিবাম মুবারাকান ফীহ)

অর্থ: হে আমাদের রব! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, অধিক প্রশংসা পবিত্র ও বরকতময়। (বুখারী ১১০, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)

এ দু'আটি পড়বেন অথবা নিম্নের যে কোন দু'আও পড়তে পারেন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلاَ الْاَرْضِ وَمِلاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু মিলয়াস সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল আরদি ওয়া মিলয়া মা-শি'তা মিন শাইয়িম বা'দু।

অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আসমানসমূহ ও যমীন ভর্তি তোমার প্রশংসা এবং এর পরেও তুমি যা চাও তা ভর্তি ও তোমার তা'রীফ।

প্রকাশ থাকে যে, রুকু থেকে দাঁড়ানো অবস্থাকে ক্বাওমাহ قَوْمَةٌ বলে। এ ক্বাওমাহর দু'আর শেষে আল্লাহু আকবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সিজদায় যাবেন। সিজদার যাওয়ার সময় উভয় হাত প্রথম মাটিতে ঠেকানোই উত্তম।

(বুখারী ১১০ পৃষ্ঠা)

সাত অঙ্গে সিজদা করবেন। যথা ১. কপাল ও নাক, ২. হাত দুই, হাঁটু দুই ও পা।

(বুখারী, মুসলিম তাহক্বীকুল মিশকাত ১ম ২৮০ পৃ:)

সিজদার সময় কপাল ও নাক অবশ্যই মাটিতে রাখতে হবে। হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে কান বরাবর ক্বিবলামুখী করে রাখবে। দুই কনুই পাজর ও হাঁটু হতে পৃথক করে যমীন থেকে উপরে রাখবে, উভয় পা মিলিয়ে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী রাখবে। (হাকীম, সুবুলুস্‌সালাম ১ম ১৮২, ৮৩, ৮৪, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম ৩২৮)

www.pathagar.com

সিজদার দু'আ

১. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তাই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (বুখারী ১১৩, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)

২. سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ : সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

অর্থ : ফিরিশতা এবং জিবরাঈলের (আ) প্রভু মহান পুত-পবিত্র।

৩. سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ : আমি আমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ৮৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২৬৪ পৃষ্ঠা)

দুই সিজদার মাঝখানে বসা

প্রথম সিজদা হতে আল্লাহু আকবার বলে প্রথমে মাথা উঠিয়ে দুই হাত এক সাথে উঠাতে হবে। (এ সময় আর রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে না) অতঃপর বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতে হবে এবং ডান পায়ের পাতা খাঁড়া থাকবে আর পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী রাখবে। আর এ সময় ডান হাত ডান হাটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রেখে নীচের দু'আটি চুপে চুপে পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ، وَارْحَمْنِىْ، وَاهْدِنِىْ، وَعَافِنِىْ، وَارْزُقْنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগ ফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াআফিনী ওয়ার যুক্বনী (কোন বর্ণনায় 'ওয়াজবুরনী' এবং 'ওয়ার ফা'নী'ও আছে)।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, আমার ওপর দয়া কর, আমাকে সৎপথ দেখাও, আমাকে নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযক দাও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমার ক্ষতিপূরণ করে দাও এবং মর্যাদাও বাড়িয়ে দাও।

(আবূ দাউদ ১২৩, মিশকাত ৮৯৪ পৃষ্ঠা)

কেবল رَبِّ اغْفِرْلِىْ 'রাব্বিগ ফিরলী' "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে মাফ করে দাও।" কয়েকবার পড়া যায়। (মিশকাত ৮৪ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহু আকবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয় সিজদা করবে ও দু'আ পাঠ করবে। সিজদা পূর্ণ করে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে কিছু সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসে উভয় হাত দ্বারা যমীনে ভর দিয়ে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

এ বসাকে জালসায়ে ইস্তেরাহাত বা স্বস্তির বসা বলে। (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা)

◆ সিজদা অবস্থায় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ

রাসূলাল্লাহ ﷺ রুকু ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি সিজদায় অধিকতর দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে একটি হাদীস রুকু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, বান্দার সিজদা অবস্থায় আল্লাহ বেশি নিকটবর্তী হয়। তোমরা সিজদায় বেশি বেশি করে দোয়া কর।

এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদা হতে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে বসবে। ডান হাত ডান উরু বা হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম উরু বা হাঁটুর উপর রাখবে। আর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর প্রসারিত করে রাখবে।

আবার কখনো কখনো এ বসাটি 'ইক'আ' করে তথা পায়ের আঙ্গুলগুলো খাড়া রেখে গোড়ালীর উপর বসবে। এ বৈঠকে ধীর-স্থিরতা বজায় রাখবে যাতে করে সোজাভাবে বসে যায় এবং প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে পৌছে যায়।

২য় রাক'আতের বর্ণনা

২য় রাক'আত ১ম রাক'আতের মতই। তবে ২য় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবার সময় 'রাফউল ইয়াদাইন' (উভয় হাত উত্তোলন) করতে হবে না। ছানা বা দু'আয়ে ইস্তিফতা পাঠ করতে হবে না। 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' পড়তে হবে না। শুধুমাত্র 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে সূরা ফাতিহা (আলহামদু সূরা) আমীনসহ পড়তে হবে। তারপর অন্য ক্বির'আত সূরার প্রথম থেকে পড়লে 'বিসমিল্লাহি রাহমানির রাহীম' পড়তে হবে। (সূরা আলাক ১ম আয়াত) আর সূরার মাঝখান থেকে পড়লে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' বলে শুরু করবে– (সূরা নাহল : আয়াত-৯৮)

অতঃপর পূর্ব বর্ণিত নিয়মে রুকু ও সিজদা পুরা করে তাশাহহুদের জন্য বসতে হবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃ:)

www.pathagar.com

◆ বিশ্রামের বৈঠক

অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর এমন হয়ে বসবে যাতে করে প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে ফিরে যায়। এ বসাকে "জালসাতুল ইস্তারাহ" তথা আরামের বৈঠক বলে। এ বসাতে কোন প্রকার দোয়া বা জিকির নেই।

রাসূলে করীম ﷺ দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর বসতেন এবং প্রত্যেক হাড় তার স্ব স্ব স্থানে বহাল হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন।

এরপর মাটিতে ভর করে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াবে। আর প্রথম রাকায়াতে যা যা করেছে তাই এ রাকায়াতে করবে। কিন্তু এ রাকায়াতকে প্রথম রাকায়াত হতে কিছু সংক্ষেপ করবে এবং দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা পাঠ করবে না।

অতঃপর তিন বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামায হলে দ্বিতীয় রাকাতের পর প্রথম বৈঠকের জন্য ইফতিরাশ তথা বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। আর হাত ও আঙ্গুলগুলো যেমনটি দুই সিজদার মাঝে করেছিল অনুরূপ করবে। কিন্তু ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলো মুঠ বেঁধে রাখবে এবং শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করবে। এ আঙ্গুলটি উঠিয়ে রাখবে এবং দোয়া করত; নড়াতে থাকবে। অথবা নড়ানো ছাড়াই উঠিয়ে রাখবে এবং সালাম ফিরানো পর্যন্ত তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকবে। আর যখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে তখন বৃদ্ধা আঙ্গুলি মধ্যমা আঙ্গুলির উপর রাখবে। আর কখনো এ দু'টি দ্বারা হালকা তথা বৃত্তকার করবে। আর বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখবে।

আত্তাহিয়াতু

এরপর যে সকল শব্দ দ্বারা তাশাহহুদ বর্ণিত হয়েছে তা হতে মনে মনে পড়বে। যেমন– তাশাহুদ মোট ৫টি যা ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু মুসা, আশআরী ও উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। এখানে দুটি উল্লেখ করছি।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাশাহহুদ যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তা হচ্ছে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

www.pathagar.com

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্তয়িয়্যবাত, আস্‌সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস্‌সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস স-লিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ্।" (বুখারী হাদীস-৩৩৭০ ও মুসলিম হাদীস-৪০৬)

শাব্দিক অর্থ : اَلتَّحِيَّاتُ – সকল সম্মান, لِلّٰهِ – আল্লাহর জন্য, وَالصَّلَوَاتُ – সকল প্রার্থনা, وَالطَّيِّبَاتُ – সকল পবিত্র বাণীসমূহ (সবই আল্লাহর জন্য) اَلسَّلَامُ – শান্তি, عَلَيْكَ – আপনার প্রতি, اَيُّهَا النَّبِيُّ – হে নবী! وَرَحْمَةُ اللّٰهِ – আর আল্লাহর রহমত, وَبَرَكَاتُهُ – এবং তাঁর সকল বরকত (আপনার উপর বর্ষিত হোক), اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا – শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর, وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ – আর আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপর, اَشْهَدُ – আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْ لَّا اِلٰهَ – কোন মা'বুদ নেই, اِلَّا اللّٰهُ – আল্লাহ ছাড়া, وَاَشْهَدُ – আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنَّ مُحَمَّدًا – অবশ্যই মুহাম্মদ, عَبْدُهٗ – তাঁর বান্দা, وَرَسُوْلُهٗ – এবং তাঁর রাসূল।

অর্থ : যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

২. অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তাশাহহুদ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শিক্ষা দান করেছিলেন–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

"আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস সালাওয়াতুত ত্বয়িয়্যবাতু লিল্লাহ্, আসসালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্, আসসালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস স-লিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু।" (মুসলিম হাদীস নং ৪০৩)

www.pathagar.com

কখনো এটি দ্বারা আর কখনো ওটি দ্বারা তাশাহহুদ পড়বে যাতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জীবিত থাকে এবং সুন্নতী পন্থায় আমল জারি থাকে।

◆ সালাত ও সালাম

এরপর নিঃশব্দে নবী করীম ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। এ ব্যাপারে অনেকগুলো সালাত ও সালাম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা ২/৩টি উল্লেখ করছি। দরুদের সুসাব্যস্ত শব্দগুলোর মধ্য হতে যেমন–

١. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

১. "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

(বুখারী হাদীস নং ৬৩৬০ ও মুসলিম হাদীস নং ৪০৭)

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত নাযিল করুন, যেভাবে রহমত নাযিল করেছেন, ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেভাবে বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (বুখারী, মুসলিম)

২. অথবা বলবে–

٢. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

www.pathagar.com

٣. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

কখনো এটা বলবে আর কখনো ওটা বলবে যাতে করে সকল প্রকার সুন্নাতের পুনর্জীবন ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির হেফাজত হয়।

এরপর যদি নামাজ তিন রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন : মাগরিবের নামাজ অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন : যোহ্‌র, আসর ও এশার নামাজ তাহলে প্রথম দু'রাকাতের পর প্রথম তাশাহহুদ পড়বে এবং যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে দরূদও পাঠ করবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় দু'হাতে ভর করে উঠবে এবং তাকবীরের সাথে সাথে দু'হাত দুই কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করবে। আর হাতদ্বয় পূর্বের ন্যায় বুকের উপর বাঁধবে। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অত:পর মাগরিব নামাজের জন্য তৃতীয় রাকায়াতের পর শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে।

আর যদি নামাজ চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে চতুর্থ রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। আর জালসাতুল ইস্তারাহার জন্য বাম পায়ের উপর সোজা হয়ে বসবে যাতে করে প্রতিটি হাড় তার আপন স্থানে ফিরে যায়। এরপর দু'হাত জমিনের উপর ভর করে উঠে সোজা দাঁড়াবে। আর চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষের দু'রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তবে বিশেষ করে যোহরের নামাজে কখনো কখনো সূরা ফাতিহার সঙ্গে কিছু আয়াতও পাঠ করবে বা অন্য সূরা মিলাবে। আর কখনো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবে।

অতঃপর যোহ্‌র, আসর ও এশার নামাজের চতুর্থ রাকাত ও মাগরিবের তৃতীয় রাকাতের পর শেষ বৈঠকের জন্য নিচের যে কোন একটি 'তাওয়াররুক' পদ্ধতিতে বসবে।

১. ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছাবে এবং বাম পাটি ডান পায়ের উরু ও নলার নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসবে। (বুখারী হাদীস-৮২৮)
২. বাম নিতম্ব জমিনে রাখবে এবং পাদ্বয় এক পার্শ্বে বের করে দিবে। আর বাম পাটি তার উরু ও নলার নিচে করবে।

(মুসলিম হাদীস নং ৫৭৯ ও আবূ দাঊদ হাদীস নং ৭৩১)

www.pathagar.com

সুন্নাতের অনুসরণ ও বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির পুনর্জীবনের জন্য কখনো এটা আর কখনো ওটা করবে। অতঃপর পাঠ করবে পূর্বে উল্লেখিত তাশাহহুদ এবং এরপর নবীর প্রতি দরূদ পড়বে যেমনটি প্রথম তাশাহহুদে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর নিচের দোয়াগুলোর পছন্দমত পড়বে। একবার এটি অন্যবার অপরটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

১. "আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরা, ওয়া লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।" (বুখারী হাদীস নং ৮৩৪ মুসলিম হাদীস নং ২৭০৮)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اِنِّىْ – নিশ্চয়ই আমি, ظَلَمْتُ – অন্যায় করছি, نَفْسِىْ – আমার নিজের উপর, ظُلْمًا كَثِيْرًا – অনেক অন্যায়, وَّلَا يَغْفِرُ – আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না, الذُّنُوْبَ – গুনাসমূহ, اِلَّا اَنْتَ – আপনি ছাড়া, فَاغْفِرْلِىْ – অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন, مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ – আপনার ক্ষমার গুণে, وَارْحَمْنِىْ – আর আমার উপর দয়া করুন, اِنَّكَ اَنْتَ – নিশ্চয়ই আপনি, الْغَفُوْرُ – অত্যন্ত ক্ষমাশীল, الرَّحِيْمُ – পরম দয়ালু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং তুমি নিজ ক্ষমা দ্বারা আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (বুখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

২. "আল্লাহুম্মা আইইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়াশুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিক্।"

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! اَعِنِّىْ – আমাকে সাহায্য করুন, عَلٰى ذِكْرِكَ – আপনার স্মরণ করতে, وَشُكْرِكَ – আপনার শুকরিয়া আদায় করতে, وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ – এবং উত্তম ইবাদত করতে।

(হাদীসটি সহীহ, বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদে হাদীস ৭৭১, আবূ দাউদ হাদীস নং ১৫২২)

www.pathagar.com

অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

"আল্লাহুম্মাগফির লী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, ওয়া মা আসরাফতু, ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহি মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিম, ওয়া আন্তাল মুয়াখখির, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।" (মুসলিম হাদীস-৭৭১)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اِغْفِرْلِىْ – আমাকে ক্ষমা দিন, مَاقَدَّمْتُ - যা আমি অগ্রগামী করেছি, وَمَا اَخَّرْتُ – এবং যা আমি পেছনে রেখে এসেছি, وَمَا اَسْرَرْتُ – এবং যা আমি গোপন করেছি, وَمَا اَعْلَنْتُ – এবং যা আমি প্রকাশ করেছি, وَمَا اَسْرَفْتُ – এবং যা আমি সীমা অতিক্রম করেছি, وَمَااَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ – আর আপনি আমার এ সকল ব্যাপারে, اَنْتَ الْمُقَدِّمُ – আপনি অগ্রগামী, وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ – আপনি পশ্চাতগামী, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ – নেই কোন ইলাহ আপনি ছাড়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার আগের ও পরের গুনাহ, গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ, অপচয় এবং যা সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে সর্বাধিক জান সে-সকল গুনাহ ক্ষমা কর। তুমিই প্রথম এবং তুমি সর্বশেষ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

অতঃপর স্বশব্দে প্রথমে ডান দিকে ফিরে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

"আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।"

শাব্দিক অর্থ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ – আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, وَرَحْمَةُ اللّٰهِ – আল্লাহ অনুগ্রহ।

বলে এমনভাবে সালাম ফিরাবে যাতে করে ডান গালের সাদা অংশ দেখা যায়। অতপর আর বাম দিকে ফিরে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

"আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।"

www.pathagar.com

শাব্দিক অর্থ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ – আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। – আল্লাহ অনুগ্রহ।

এমনভাবে সালাম ফিরাবে যাতে করে বাম গালের সাদা অংশ দেখা যায়।

(মুসলিম হাদীস নং ৫৮২ আবূ দাঊদ হাদীস নং ৯৯৬ , ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৯১৪)

কখনো প্রথম সালামে " وَبَرَكَاتُهُ ওয়া বারাকাতুহু" বর্ধিত করে ডান দিকে "আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহ" বলবে। আর বাম দিকে বলবে : "আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।"

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৯৯৭)

আর যখন ডান দিকে "আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলবে তখন বাম দিকে শুধুমাত্র "আসসালামু 'আলাইকুম" বলেই শেষ করবে।

(হাদীসটি হাসান, নাসাঈ হাদীস নং ১৩২১)

◆ সালাতের নারী-পুরুষের পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই

(সালাতের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে সহীহ হাদীস দ্বারা কোন পার্থক্য প্রমাণিত নেই।) নামাজে মহিলারা পুরুষের মতোই করবে; কারণ নবী করীম ﷺ-এর সাধারণ বাণী–

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ .

"তোমরা নামাজ আদায় কর যেমনটি আমাকে আদায় করতে দেখছ।"

(বুখারী হাদীস নং ৬৩১)

উপরে বর্ণিত নবী করীম ﷺ-এর সালাতের পদ্ধতি নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। হাদীসে পুরুষদের সালাত থেকে মহিলাদের সালাতের কোন ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়নি। বরং তোমরা আমাকে যে পদ্ধতিতে সালাত পড়তে দেখ সে পদ্ধতিতে সালাত পড়'; নবী করীম ﷺ-এর এই হাদীস নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। ইবরাহীম নাখঈ এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন : পুরুষরা সালাতে যা করে মহিলারাও তাই করবে। (ইবনে শায়বাহ সনদ সহীহ)

বোখারী আত্‌তারীখ আস্-সাগীর গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় সহীহ্ সনদ সহকারে প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী উম্মুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি সালাতে পুরুষের মতো বসতেন এবং তিনি ছিলেন ফকীহ।' অর্থাৎ ফিক্‌হ সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারিণী।

www.pathagar.com

আবু দাউদ 'আল-মারাসীল' গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব থেকে বর্ণনা করছেন, সিজদায় মহিলারা পাঁজরের সাথে হাত মিলিয়ে রাখবে এবং এ ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের মতো নয়' এটি মুরসাল হাদীস এবং তা সহীহ নয়। (তাই এর উপর আমল না করা ভালো)

ইমাম আহমদ মাসায়েল গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় ইবনে উমর থেকে নিজ স্ত্রীদের এক পায়ের উপর অন্য পা আড়াআড়ি করে বসার আদেশসূচক যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন সেটির সনদ সহীহ নয়। কেননা, ঐ সনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরী নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। তাই এর উপরও আমল করা ঠিক নয়।

ফরজ সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

সহীহ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর যে সকল দোয়া পড়তে হয়।

১. সালাত শেষান্তে সালাম ফিরানোর পর বলবে- اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(বোখারী- ১১৬ পৃ., মুসলিম-২১৭ পৃ., আবু দাউদ ১৪৪ পৃ., নাসায়ী ১৫৯ পৃ.)

২. তারপর পড়বে ৩ বার- اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম-২১৮ পৃ., আবু দাউদ ২১২+২১৩ পৃ. নাসায়ী-১৫০ পৃ., ইবনে মাজাহ- ২২ পৃ., তিরমিযী ৬৬ পৃ.)

৩. তার পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, আর আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, আপনি মহত্ত্বের অধিকারী এবং মহা সম্মানী।

(আবু দাউদ-১২১ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিযী-৬৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ.)

৪. অতঃপর পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার শুকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ-২১৩ পৃ.)

৫. অত:পর পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

www.pathagar.com

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই, সমুদয় প্রশংসা তারই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দিয়েছেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই আর আপনি যা প্রতিরোধ করেন তা ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া কোন মর্যাদা মর্যাদাবানকে উপকার করতে পারে না। (বুখারী-১১৬ পৃ., মুসলিম-২১৮ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ., তিরমিযী-৬)

৬. অত:পর পড়বে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব। তাঁর জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করি। সকল নিয়ামত একমাত্র তাঁরই, সকল অনুগ্রহ তারই এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, দ্বীন একমাত্র তাঁরই জন্য। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

(নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ.)

৭. অতঃপর পড়বে–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার তাসবিহ বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আপনারই নিকট তাওবা করছি। (নাসায়ী-১৫১ পৃ.)

৮. অত:পর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

www.pathagar.com

হে আল্লাহ্! আমার পূর্বের-পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্বপ্রকার পাপ মাফ করুন, এ ছাড়া আমার পাপ সম্পর্কে আপনি অধিক অবহিত। আপনিই প্রথম ও আপনিই শেষ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (আবু দাউদ-২১২ পৃ.)

৯. অতঃপর পড়বে– সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করেব।
(নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২০৬ পৃ.)

১০. অতঃপর পড়বে– আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত। (মেশকাত-১৮৫ পৃ., নাসায়ী)

১১. ডান হাতের আঙুলি দ্বারা তাসবীহ পড়া– সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, অত:পর বলবে–

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَا شَـرِيْـكَ لَـهٗ لَـهُ الْـمُـلْـكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ وَهُـوَ عَلٰى كُلِّ شَـيْـئٍ قَـدِيْـرٌ

(আবু দাউদ, পৃ. তিরমিযী-৯৪, নাসায়ী-১৫২ পৃ., মুসলিম-২১৯ পৃ.)

জামাআতে সালাত আদায় করার ফযীলত

জামা'আতের সাথে সালাত আদায় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (ফিক্হুস সুন্নাহ ১/২১৪ পৃষ্ঠা)

বাড়ীতে একাকী সালাত আদায় করলে কেবল যে সালাতটি পড়া হলো তাই আদায় হবে বটে কিন্তু ঐ সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করলে ২৭ (সাতাশ) গুণ ছোয়াব বেশী পাওয়া যাবে। (বুখারী, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৪ পৃষ্ঠা)

আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, জামাআতের সাথে সালাত, বাড়ীতে একাকী সালাতের চেয়ে ২৫ (পঁচিশ) গুণ ছোয়াব বেশী। আর এটা তখন হবে যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে কেবলমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যাত্রা করবে। তাহলে তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বাড়ানো হবে এবং একটি পাপ ক্ষমা করা হবে। অতঃপর সে যখন সালাত পড়তে লাগবে তখন ফিরিশতাগণ তাঁর মুসাল্লায় থাকা অবধি এবং বে অযু না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং রহমতের দু'আ করতে থাকেন। আর সালাতের জন্য যতক্ষণ অপেক্ষা করবে ততক্ষণ তাকে সালাতে রতই গণ্য করা হবে। (বুখারী, মুসলিম, ফিকহু সুন্নাহ ১/২১৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন! আমার ইচ্ছা হয় সালাতের সময় সালাত পড়াবার জন্য অন্য কাউকে আমার স্থলাভিষিক্ত করি আর যে সকল লোক জামাআতে অংশ গ্রহণ করার জন্য মসজিদে আসে নাই। আমি নিজে গিয়ে তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেই।

(বুখারী, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৫ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মত আমার কোন পরিচালক নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা শুনে তাঁকে বাড়ীতে সালাত আদায়ের অবকাশ দিয়ে দিলেন। অতঃপর সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ, শুনতে পাই। তখন তিনি ﷺ বললেন, তাহলে তুমি (হাইয়্যা আলাস সালাহ্) এর ডাকে সাঁড়া দাও। অর্থাৎ তোমাকে সালাতে আসতেই হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৫ পৃষ্ঠা)

কোন গ্রামে বা জঙ্গলে যদি তিনজন লোকও বাস করে আর তারা জামাআতের সাথে সালাত আদায় না করে তাহলে তাদের ওপর শয়তান জয়ী হয়ে যায়। যদি দুইজন লোক সালাতের সময়ে একত্রিত হয় তাহলে একজন ইমাম একজন মুক্তাদী হবে। মুক্তাদী ইমামের ডান পার্শে দণ্ডায়মান হবে। আর যদি তিনজন হয় তা হলে একজন ইমাম এবং দু'জন মুক্তাদী হবে। ইমাম সম্মুখে এবং মুক্তাদীদ্বয় পিছনে দাঁড়াবে। বস্তুত: মুসাল্লী যত বেশী হয় মহান আল্লাহ তত বেশী পছন্দ করে থাকেন।

এশা ও ফজরের সালাত জামাআতের সঙ্গে পড়া মুনাফিকদের নিকট খুবই মুশকিল, কঠিন কাজ। কিন্তু যদি এ দুই সালাত জামাআতের সঙ্গে আদায় করার ফযীলত মানুষ পুরাপুরি জানতে ও বুঝতে পারত তাহলে (তারা লেংড়া-খোড়া হলে) হামাগুড়ি দিয়েও জামাআতে উপস্থিত হত। যে ব্যক্তি এশার সালাত জামাআতের সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত সালাত পড়ল। অতঃপর ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করলে সে যেন সমস্ত রাত্রিই সালাত পড়ল।

যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে রওয়ানা হল কিন্তু যদি মসজিদে পৌঁছার পূর্বে জামাআত শেষ হয়ে যায় তাহলেও তাকে জামাআতের ছওয়াব দেওয়া হবে। মসজিদে জামাআত শেষ হওয়ার পরে যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে এবং তার সঙ্গে জামাআতে সালাত পড়ার মত কোন লোক না পায় এমতাবস্থায় পূর্বে জামাআতে সালাত আদায়কারীদের মধ্য থেকে কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তি তার সাথে জামাআতে শামিল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই অবস্থায় নবাগত ব্যক্তি জামাআতের ছাওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি পূর্বে জামাআতে সালাত আদায় করে তার সাথে শামিল হয়েছে সে ছদকা দেয়ার সমতুল্য ছওয়াব পাবে এবং তার এ সালাত নফলে গণ্য হবে। জামাআতের তাকবীর (ইক্বামত) হয়ে গিয়েছে এ অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে জামাআতে শামিল হওয়া ঠিক নয়।

www.pathagar.com

আস্তে আস্তে স্বাভাবিকভাবে গিয়ে শামিল হবে এবং যে পরিমাণ সালাত জামাআতের সাথে পাবে তা পড়বে আর বাকীটুকু ইমামের সালাম ফিরানোর পর পূর্ণ করবে। এতে তার জামাআতের পূর্ণ ছওয়াবই হবে। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি সালাতের নিয়তে বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয় তখন সে সালাতের বিধানে মধ্যেই গণ্য হয় এবং পূর্ণ সময়ই সে সালাতের ছওয়াব পাবে। (কুতুবে সিত্তাহ, মিশকাত ৯৫,৯৬ পৃষ্ঠা)

ওজর বশত: জামাআত পরিহার করার বর্ণনা

যে ব্যক্তি আযান শুনে জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য বিনা ওজরে মসজিদে যায় না তার সালাত জায়েয হবে না। (ইবনে মাজাহ, দারু কুতনী মিশকাত ৯৭ পৃষ্ঠা)

ওজর : রাস্তায় দুশমনের ভয়, অথবা মসজিদে যেতে রোগ-ব্যাধিজনিত অসামর্থ্য। এ দু-টুকেই শরীয়তে ওজর বলা চলে।

অতিরিক্ত শীত, কিংবা গরম, প্রবল ঝড় বৃষ্টির অবস্থায় বাড়ীতে সালাত আদায় করা জায়েয আছে। এশার সালাতের সময় অথবা যে কোন সালাতের সময় খাবার উপস্থিত হয়ে গেলে এবং অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত হলে পার্শ্বে জামাআত হতে থাকলেও প্রথমে খাবার খেয়ে পরে সালাত আদায়ে করা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না। (বুখারী, মিশকাত ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হলে প্রথমে পেশাব– পায়খানা করে পরে সালাত পড়বে। এমতাবস্থায় জামাআতে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও কোন ক্ষতি হবে না।

যে ব্যক্তির খাবার সামনে উপস্থিত হয়েছে অথবা পেশাব, পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে যদি খাবার না খেয়ে কিংবা পেশাব-পায়খানা না করে সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে। যে ব্যক্তি আযানের শব্দ শ্রবণ করে তার কর্তব্য সে যেন জামাআতে শামিল হয়ে সালাত আদায় করে সে যদি অন্ধ হয় তবুও। (মুসলিম, মিশকাত ৯৫-৯৬)

নারীদের জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের বর্ণনা

নারীদের বাসগৃহে সালাত পড়াই উত্তম। তবে কোন নারী যদি মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে চায় তাহলে তাকে নিষেধ করা যাবে না। (আহমাদ, আবূ দাউদ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৫)

যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে যায় সালাত আদায় করার জন্য তার সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হবে না যতক্ষণ না সে জানাবতের ফরয গোসলের মত গোসল করে দেহের সুগন্ধি দূর করবে। নারীদের ঘরের বারান্দায়, আঙ্গিনায়, সালাত আদায়ের চেয়ে ঘরের ভিতরে নির্জন স্থানে সালাত পড়াই উত্তম। খোলা স্থানের চেয়ে বদ্ধ ঘরে সালাত আদায় করাই উত্তম। মোটকথা স্ত্রী লোক যতই

www.pathagar.com

পর্দায় ও গোপনীয় স্থানে সালাত আদায় করে ততই ভাল। কেননা তাদের যাবতীয় কাজের সাফল্য পর্দার উপরই নির্ভর করে।

(আলবানী মিশকাত ৩৩৪ পৃষ্ঠা, হাঃ ১০৬৩, ৬৪)

ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত কর্তব্য

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে পড়ে অতঃপর সে ওখানেই বসে আল্লাহর যিকর-আযকার করতে থাকে যতক্ষণ না সূর্য উঠে। অতঃপর সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর (২০/২২ (মিনিট পর) দু'রাকআত সালাত পড়ে তার জন্য এক পূর্ণাঙ্গ হজ্ব ও উমরার সমান নেকী হয়।

(তিরমিযী, তাহক্বীকুল মিশকাত ৩০৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম তিরমিযী বলেন, আলোচ্য হাদীসের সনদ হাসান, গরীব, আলবানী বলেন, দুর্বল তবে এর অনেক শাহিদ আছে, যা ইমাম মুনযিরী তারগীবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কাজেই হাদীসটি হাসানের দরজায় উন্নীত হয়েছে।

(তাহক্বীকুল মিশকাত ১/৩১৬ পৃঃ)

আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, ফজরের জামাআত পড়ার পর সূর্য উঠা পর্যন্ত যিক্র-আযকারে মাশগুল থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের পর যেসব দু'আ ও যিকর করতেন তার মধ্যে থেকে দু'আ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এক্ষণে আমরা সকাল বেলায় পঠিত আর কিছু দু'আর উল্লেখ করছি, যেগুলি পাঠ করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে সকাল সন্ধ্যায় তাসবীহ ও দু'আ করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। এজন্য ওলামায়ে কেরাম আলাদা গ্রন্থও সংকলন করেছেন।

সকালের বিশেষ যিকর

একদা উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া (রা) ফজরের সালাতের পর সালাতের বিছানায় বসে চাশতের সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ ৮/৯ ঘটিকা পর্যন্ত) তাসবীহ তাহলীল করছিলেন। এমন সময় নবী করীম ﷺ হাজির হয়ে বললেন : আমি চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছি যার নেকী আজকের দিনের শুরু থেকে তোমার সমস্ত তাসবীহ তাহলীলের নেকীর সমান হবে। (মুসলিম, মিশকাত ২০০, ২০১ পৃষ্ঠা)

সে চারটি কালিমা হল

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ

উচ্চারণ : সুব্হানাল্লাহি ওয়া-বি-হামদিহী আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদা নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ।

www.pathagar.com

অর্থ : আমি প্রশংসা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যানুপাতে, তাঁর নিজের সন্তুষ্টিমত, তাঁর আরশের ওজন সমপরিমাণ এবং তাঁর অফুরন্ত বাণী পরিমাণ।

সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ ও দু'আ

হাদীসের গ্রন্থ সমূহে 'সকাল সন্ধ্যায় পঠিত অনেক দু'আ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ জরুরী ও উপকারী দু'আ ও তাসবীহ সমূহ উল্লেখ করা হল–

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থ : আমার জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আমি একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা করলাম। আর তিনি সুবৃহৎ আরশের মালিক। (সূরা আত-তাওবাহ : আয়াত-১২৯)

যে ব্যক্তি প্রতি সকাল সন্ধ্যায় সাতবার আয়াতটি পড়বে ইহকাল ও পরকালের যে বিষয়ই তাকে চিন্তাগ্রস্ত করুক তা তার সম্পর্কে যথেষ্ট হবে।

(আবূ দাঊদ, যাদুল মা'আদ ২/৩৭৬ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুর্‌রু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়া লা ফিসসামায়ি ওয়াহুয়াস সামীউল আলীম।

অর্থ : ঐ আল্লাহ্‌র নামের সাহায্য কামন করছি যাঁর নামের বদৌলতে আসমান এবং যমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর একমাত্র তিনিই মহাজ্ঞানী ও অতি শ্রবণকারী। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩/১৪১)

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় উপরিউক্ত দু'আটি তিনবার পড়বে ঐ দিনে কিংবা রাতে, কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং হঠাৎ কোন বিপদ আপদে পতিত হবে না।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا -

উচ্চারণ : রাদীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাসাল্লাহু আলাহী ওয়াসাল্লাম নাবিয়্যা ওয়ারাসূলা।

অর্থ : আমি আল্লাহকে আমার রব, ইসলামকে আমার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে আমার নবীরূপে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিলাম। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি উপরিউক্ত বাক্যগুলো সকাল বিকাল তিনবার পড়বে করবে, তার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া আল্লাহর হক হয়ে যায়।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ وَلاَ
تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীস, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহু ওয়া লা তাকিলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইন।

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী। তোমার রহমতের সাহায্যে প্রার্থনা করছি, দয়া করে আমার সমস্ত কাজকে সংশোধন করে দাও। আর এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার নিজের প্রতি ছেড়ে দিওনা। (হাকীম, তারগীব হাদীস নং-৬৫৭)

এ বাক্যগুলো যে কোন দু'আর সময় বার বার পাঠ করলে দু'আ কবুল হয়।

নিম্নলিখিত দু'আটি নবী করীম ﷺ সকাল বিকাল তিনবার করে পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ، اَللّٰهُمَّ
عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ
الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাম্‌ঈ, আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাসারী, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাক্বরি ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল ক্বাব্‌র। লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদ রাখ আমার দৈহিক দিক দিয়ে এবং আমার কর্ণ ও চক্ষুর ব্যাপারেও নিরাপদ রাখ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফুরী, দারিদ্র্যতা এবং কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আবূ দাউদ হাদীস নং-৯৫৯)

www.pathagar.com

সাইয়্যিদুল ইসতেগফার

নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি কেউ উক্ত দু'আটি সন্ধ্যায় পড়ে। অতঃপর ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে তাহলে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা পড়ে ঐ দিন মৃত্যুবরণ করলে সেও জান্নাতে যাবে। (বুখারী হাদীস নং-৫৩০৬)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَاِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বাতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওআ'দিকা মাসতাত্বা 'তু,আউযুবিকা মিন্ শাররি মা সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযামবী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা, তুমি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা, আর আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার ওয়াদা প্রতিশ্রুতির ওপর ঠিক রয়েছি। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে। আর আমার প্রতি তোমার নিআমত স্বীকার করছি। আরও স্বীকার করছি আমার পাপ-পঙ্কিলতাকে। অতএব তুমি আমাকে মাফ কর। কারণ তুমি ছাড়া নেই কোন পাপ মোচনকারী।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ প্রতিদিন সকাল বিকাল এ দু'আটি পড়তেন। (আবূ দাউদ হাঃ ৩/৯৫৭)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ، وَاَهْلِىْ، وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَمِنْ خَلْفِىْ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ، وَعَنْ شِمَالِىْ، وَمِنْ فَوْقِىْ، وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ্। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনইয়াইয়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী। আল্লাহুম্মাস্ তুর আওরাতী ওয়া আমিন রাওআতী। আল্লাহুম্মাহ্ ফাযনী মিম বাইনী ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া আঁই ইয়ামীনী ওয়া আনঁ শিমালী ওয়া মিন ফাওক্বী। ওয়া আউযু বি আযমাতিকা আঁন উগতালা মিনঁ তাহ্‌তী।

অর্থ : হে আল্লাহ! ইহকাল ও পরকালে তোমার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়ার এবং পরিবার পরিজন ও সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমার যাবতীয় গোপন বিষয় ঢেকে রাখ এবং আমার অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দাও। হে আল্লাহ! আমাকে হেফাযতে রাখ অগ্র পশ্চাত এবং ডানে-বামে হতে এবং উপর দিক হতে। আর তোমার বড়ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আশ্রয় চাই আমাকে ভূমিকম্প এবং ভূমি ধ্বসের বিপদ থেকে হেফাজত কর।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও যাবতীয় প্রশংসা। আর তিনি সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বাক্যগুলোর ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি উহা সকালে ১০০ (একশত) বার পড়বে সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে এবং ঐ দিন তাঁর চেয়ে বেশী নেকী অন্য কেউ হাসিল করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি এর চেয়েও অধিকবার পড়বে। কম পক্ষে যদি দশবার পড়ে তাহলে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে এবং ঐদিন তার চেয়ে অধিক সওয়াব অন্য কেউ অর্জন করবে না। তবে যে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ পড়লে। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় ১০০ (একশত) বার পড়লে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাওয়া যাবে এবং ঐ রাত্রিতে তার চেয়ে অধিক নেকী

www.pathagar.com

অন্য কেউ অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু যে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ পড়লে। কমপক্ষে দশবার পড়লে একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাওয়া যাবে এবং ঐ রাত্রিতে তার চেয়ে অধিক নেকী অন্য কেউ অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু যে এর চেয়ে অধিকবার পড়বে। এছাড়াও তার জন্য একশত নেকী অথবা কমপক্ষে দশ নেকী লিখা হয় এবং একশত পাপ অথবা দশটি পাপ ক্ষমা করা হয় এবং দশটি মর্যাদা বাড়ানো হয়। আর এটা সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে রক্ষিত থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষিত থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। (মুসলিম হাঃ ৪/২০৭১, মিশকাত ২/২৩৯৫)

নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ (একশত) বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ। 'সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়বে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়।

(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীকুল মিশকাত ৭১১)

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় এ তাসবীহটি ১০০ (একশত) বার পড়বে শেষ বিচার দিবসে তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে অন্য কেউ আসতে পারবে না। কিন্তু যে তার মত অথবা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ পড়বে।

(ঐ ৭১১ পৃঃ)

নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে নিম্নলিখিত দু'আটি সকাল সন্ধ্যায় পড়ার জন্য শিক্ষা দিতেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, আলবানী, মিশকাত ৭৩৮ পৃঃ)

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতে সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হই। আর তোমারই করুণায় জীবিত থাকি এবং তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নিকট উত্থিত হব।

www.pathagar.com

১৩. কুরআন তিলাওয়াত

যারা তাহাজ্জুদ পড়েন তাঁরা তাহাজ্জুদের পর ফজরের পূর্বে কুরআন অধ্যয়ন করে নিবে আর যারা তখন পারবেন না, তারা ফজরের সালাতের পর কুরআন অধ্যায় করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

أُتْلُ مَا أُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ـ

আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন তিলাওয়াতের সাক্ষ্য দেয়া হবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৮)

নবী করীম ﷺ সাধারণত ফজরের সালাতে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। কোনো কোনো সময় আরও বেশী পড়তেন। আর সূরা মুলক ৩০ আয়াত বিশিষ্ট সূরা, তাহলে কমপক্ষে অনুরূপ দুটি সূরা ফজরের সালাতে তিলাওয়াত করা উচিত। সময় কমে গেলে কিংবা মুসাফির অবস্থায় ছোট ছোট সূরা দিয়েও ফজরের সালাত পড়া জায়েয আছে। যেমন সূরা ফালাক ও নাস দিয়ে নবী করীম ﷺ ফজরের সালাত পড়িয়েছেন।

(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৭৯, ৮০,৮১ পৃষ্ঠা)।

কাজেই ফজরের সালাতের সালামান্তে মাসনূন দু'আ, ও যিকিরের পরে প্রতিদিন সকালে কুরআনে কারীমের শুরু থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে তেলাওয়াত করা আবশ্যক। কুরআনের আয়াতগুলোর মর্ম বুঝে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করা কর্তব্য। তা যদি সম্ভব না হয় তবে না বুঝেই কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করবেন। এতেও ইনশাআল্লাহ্ প্রতি হরফ-অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী পাবেন।

(তিরমিযী, আলবানী-মিশকাত ১/৬৫৯ পৃষ্ঠা)

কুরআন তিলাওয়াত শেষে কুরআনে কারীমের বিশেষ ফযীলত পূর্ণ সূরা বা আয়াতগুলো মুখস্থ বা দেখে দেখে সকাল-সন্ধ্যায় পড়া অতীব সহজ।

যেমন নবী করীম ﷺ বলেছেন, সূরা যিলযাল 'ইযাযুল যিলাত' অর্ধেক কুরআন, সূরা ইখলাস 'কুলহুয়াল্লাহ আহাদ' কুরআনের তিনভাগের এক ভাগ, এবং

www.pathagar.com

সূরা-কাফিরুন– 'কুলইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' কুরআনের চার ভাগের এক ভাগ। (বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত ১/৬৬৩)

আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করছে যে, সূরা-যিলযাল দুইবার, সূরা-ইখলাস তিনবার এবং সূরা কাফিরুন ৪ বার পড়লে প্রতি সূরার বিনিময়ে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ্। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা তাকাছুর-আলহাকুমুত তাকাছুর' প্রতিদিন পড়বে সে কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠের সমান নেকী পাবে। (বাইহাকী, মিশকাত ১/৬৬৯)

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা আল-কাহাফ পড়বে তার জন্য দুই জুমুআর মধ্যবর্তি সময় নূরে আলোকিত হয়ে থাকবে।

(বায়হাক্বী, মিশকাত ১/৬৬৭ পৃষ্ঠা)

এ ছাড়া 'কুরআনের মা' ফাতিহা (আলহামদু) সূরা, কুরআনে কারীমের সর্বোত্তম আয়াত, 'আয়াতুল কুরসী', সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত, আলে ইমরানের ২৬-২৭ আয়াত ও শেষ রুকু, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করা উচিত। উপরিউক্ত সূরা এবং আয়াতসমূহের অর্থ জেনে নেয়া অপরিহার্য।

সূরা বাক্বারা, সুরা আলে ইমরান, সূরা ইয়াসীন, আর রহমান, সূরা ক্বাফ, সূরা সাজদাহ, ওয়াক্বিয়া, দোখান, 'আল হাক্বা, নূন, হাশর, ছফ, জুমুআহ, মুনাফিকুন, মুল্ক, (তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক) মুজ্জাম্মিল, মুদ্দাস্সির, ক্বিয়ামাহ, দাহ্র, মুরসালাত, নাবা, নাযিআত প্রভৃতি সূরা এবং সম্ভব হলে আম্ম-পারার সূরাগুলি মুখস্থ করে নিয়ে অধিক পরিমাণ তিলাওয়াত করবেন।

আল কুরআনের বিশেষ আয়াতসমূহের ফজিলত

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

www.pathagar.com

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রা তো নয়ই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আসন সমস্ত আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২-সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত-২৫৫)

ফজিলত

১. রাসূল ﷺ এটিকে কুরআনের সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলেছেন।
(মুসনাদে আহমদ)

২. রাসূল ﷺ এটিকে কুরআনের সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াত বলেছেন।
(মুসনাদে আহমদ)

৩. রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিতভাবে পাঠ করে তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র অন্তরায় হলো মৃত্যু। (নাসায়ী)

বি: দ্র: আয়াতুল কুরসী ১ আযাত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত মেশকাত পৃ:-১৮৫ ও নাসায়ী।

সূরা ফাতিহার ফজিলত

١. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ الْقُرْاٰنِ قَالَ بَلٰى، فَتَلَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরার সংবাদ দিব না? অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন (সূরাহ ফাতিহা)। (হাকিম)

٢. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ.

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছে: সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং বারবার পঠিত সাতটি আয়াত।

www.pathagar.com

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযিলত

١. عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِنِ الْأَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

১. আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সূরা মুলক ও (সাজদা) তানযীল আস-সাজদাহের ফজিলত

١. عَنْ كَعْبٍ (رضى) قَالَ مَنْ قَرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةَ وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُتِبَ لَهٗ سَبْعُوْنَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُوْنَ سَيِّئَةً وَرُفِعَ لَهٗ بِهَا سَبْعُوْنَ دَرَجَةً .

১. কাব (রা) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তানযীল আস-সাজদাহ্ ও সূরাহ মূলক পাঠ করে তার জন্য সত্তরটি সওয়াব লিখা হয়, সত্তরটি মন্দ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং তাঁর জন্য সত্তরটি মর্যাদা সমুন্নত করা হয়। (দারেমী)

সূরা কাহাফের ফযিলত

١. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشَرَ اٰيَاتٍ مِّنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ .

১. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদ রাখা হবে। (তিরমিজি)

٢. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهٗ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ .

২. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তাঁর ঈমানের নূর এক জুমু'আ হতে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। (বায়হাকী)

www.pathagar.com

সূরা ইয়াসিনের ফযিলত

(١) عَنْ صَفْوَانَ : كَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُوْلُوْنَ : اِذَا قُرِأَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ خَفَّفَ عَنْهُ بِهَا ـ

১. সাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত : আমাদের শায়খগণ বলতেন : মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরাহ্ ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ্ মৃত্যুর যন্ত্রণা আসান করে দেন।

(আহমাদ, দুর্বল হাদীস-১৬৯৬৯)

সূরা ইখলাসের ফযিলত

١. عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنْ رَجُلاً (رضى) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِنَّهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সূরা ইখলাসকে ভালবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন : তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌছে দেবে। (আহমাদ ও তিরমিজি)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন : জেনে রাখো, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। (বুখারী, আহমাদ ও তিরমিজি)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জান্নাত। (তিরমিজি ও নাসায়ী)

সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস এর ফযিলত

১. 'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী)

www.pathagar.com

১৪. কুরআন তিলাওয়াতের সিজদার বর্ণনা

কুরআনে কারীমে এমন কতিপয় আয়াত রয়েছে। যেগুলি তিলাওয়াত করলে বা শুনলে তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী সকলকে একটি সিজদা করতে হয়। এই সিজদাহ যেহেতু সালাত নয়। সে কারণে এর জন্য অযু কিংবা কিবলা শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুশরিক ও জ্বীনেরাও সিজদা করত। (বুখারী, মিশকাত ৯৩)

একস্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকলেও এ সিজদাহ সঙ্গে সঙ্গে না করে কিছু পরেও করা যায়। জেহরী বা সির্‌রী সালাতে তিলাওয়াত করলেও এ সিজদা দিতে হয়। একই আয়াত বারবার পড়লে তিলাওয়াত শেষে একবার করলেই যথেষ্ট হবে। যানবাহনের চলন্ত অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে ইশারায় বা নিজের হাতের উপর সিজদা করা যায়। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/ ২০৯, ১০ পৃষ্ঠা)

ফযীলত : সিজদার আয়াত শ্রবণ করে আদম সন্তান সিজদায় চলে গেলে শয়তান কাঁদতে থাকে আর বলে যে, হায়! বনী আদমকে সিজদার আদেশ দিলে সে সিজদা করল ও জান্নাতী হল। আর আমাকে সিজদার আদেশ করলে আমি অবাধ্যতা করলাম ও জাহান্নামী হলাম।

(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/ ২০৭)

সিজদার নিয়ম : সিজদাকারী তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে এবং দু'আ পাঠ করবে। অতঃপর পুনরায় তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহহুদ নেই, সালামও নেই। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২০৬)

সিজদার দু'আ : অন্যান্য সিজদার ন্যায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়া যাবে। দু'আ একবার পড়া জায়েয আছে তবে তিনবার পড়াই উত্তম। আর আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একটি বিশেষ দু'আ তিলাওয়াতের সিজদায় পড়তেন। তা হচ্ছে–

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ، وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ -

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়া শাক্বা সামআহু ওয়া বাসারাহু বি হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী, ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন।

অর্থ : আমার মুখমণ্ডল সিজদা করছে সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে এতে কর্ণ ও চক্ষু সন্নিবেশীত করেছেন। আর সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বরকতময়।

(আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসলিম, হাকীম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১০ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

কুরআনে কারীমে সিজদার আয়াত ১৫টি। নিম্নে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হল–

১. وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُوْنَ-এর পরে। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-২০৬)

২. وَظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ-এর পরে। (সূরা রা'দ : আয়াত-১৫)

৩. وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ-এর পরে। (সূরা নাহল : আয়াত-৪৯)

৪. وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا এর পরে।

(সূরা বনী-ইসরাঈল : আয়াত-১০৯)

৫. اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا-এর পরে।

(সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৮)

৬. اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ-এর পরে। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-১৮)

৭. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-এর পরে। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-৭৭)

৮. وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا-এর পরে। (সূরা ফুরক্বান : আয়াত-৬০)

৯. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-এর পরে।

(সূরা নামল : আয়াত-২৬)

১০. وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ-এর পরে।

(সূরা সিজদা : আয়াত-১৫)

১১. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ-এর পরে। (সূরা সোয়াদ : আয়াত-২৪)

১২. لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ-এর পরে।

(সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৩৭)

১৩. فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا-এর পরে। (সূরা নাজম : আয়াত-৬২)

১৪. وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ-এর পরে।

(সূরা ইনশিকাক্ব : আয়াত-২১)

১৫. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ-এর পরে। (সূরা 'আলাক : আয়াত-১৯)

নোট : ৭নং সেজদাটি ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতে

www.pathagar.com

সিজদায়ে শুকর বা শুকরিয়া সিজদা

কোন খুশীর বিষয় ঘটলে বা খুশীর সংবাদ আসলে নবী করীম ﷺ আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে থাকতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী আহমাদ, হাকীম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১১ পৃষ্ঠা)

কাজেই খুশীর সংবাদে আমাদেরকেও সিজদায়ে শুকর আদায় করা উচিত সিজদার জন্য অযু বা কিবলা শর্ত নয়, তাকবীর দেয়াও জরুরী নয়।

(ফিকহুস সুন্নাহ ১/ ২১১ পৃষ্ঠা)

ইশরাক্বের সালাত

এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য খানিকটা উপরে উঠার পর ভাল করে অযু করত দু'রাক'আত সালাত আদায় করে; তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয় কিংবা সে ঐরূপ নিষ্পাপ হয় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।

(মুসনাদে আহমাদ, দারিমী, কানযুল উম্মাল ৭ম/৫৭৬ পৃষ্টা)

ইশরাক্ব অর্থ উজ্জ্বল হওয়া, উদিত হওয়া, যেহেতু এ সালাত সূর্য একটু উজ্জ্বল হওয়ার পর পড়তে হয় এজন্য এ সালাতকে ইশরাক্বের সালাত বলে।

১৫. পানাহারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সকালের যিকর এবং ইশরাক্বের পর সাধারণত আমরা নাশতা খাই বা সকালের খাবার খাই। কাজেই আমাদেরকে খাওয়া দাওয়ার ইসলামী বিধান মেনে চলা অপরিহার্য।

এ বিষয়ে কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যে সকল বর্ণনা রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হল স্বাস্থ্য সম্মত, হালাল, পবিত্র বস্তু পানাহার করতে হবে এবং অপচয় ও অপব্যয় করা যাবে না।

কাজেই যে সমস্ত জিনিস খেলে মানুষ মৃত্যুবরণ করে সেগুলো খাওয়া হারাম। যেমন সকল ধরনের বিষ। অনুরূপভাবে কিছু জিনিস যেগুলো খেলে মানুষ হয়তো সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ না তবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে, কোন কোন সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে গালাগালি ও মাতলামী করবে। সেগুলোও হারাম। যেমন সকল ধরণের মাদক দ্রব্য, মদ ও হিরোইন ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ

www.pathagar.com

হে মু'মিনগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু খাও যেগুলো আমি তোমাদের রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্‌র, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭২)

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ .

হে নবী! বল, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলো হালাল করা হয়েছে।
(সূরা মায়েদাহ : আয়াত-৪)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ .

আর তিনি তাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং সমস্ত অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৫৭)

সামুদ্রিক প্রাণী

সমুদ্রের সকল প্রাণীই হালাল। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ .

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাবার হালাল করা হয়েছে।
(সূরা আল-মায়িদাহ ৯৬)

নবী করীম ﷺ বলেন, ইহার পানি পবিত্র এবং ইহার মৃত প্রাণী হালাল।
(নাসায়ী, তিরমিযী, আবূ দাউদ, আহমাদ)

তবে সমুদ্রের বিষাক্ত প্রাণী হালাল নয়। যেমন– সামুদ্রিক সাপ, বিষাক্ত পটকা মাছ প্রভৃতি। (ফিকহুস সুন্নাহ ২/৭ পৃ:)

সামুদ্রিক প্রাণী বলতে ঐ সকল প্রাণীকে বুঝায়, যেগুলোর জন্ম পানিতে হয় এবং সব সময় পানিতে অবস্থান করে, শুকনায় উঠলে মরে যায়।

এজন্য কচ্ছপ (কাসীম) সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। অধিকাংশের মতে কচ্ছপ উভচর প্রাণী তাই হারাম। আর কেউ কেউ পানির প্রাণী বলে হালাল ফতওয়া দিয়ে থাকেন।

এক্ষেত্রে সাবধানতা বা সতর্কতা হলো হারামের দিককে অগ্রাধিকার দেয়া
(ফিকহুস সুন্নাহ ২/৮ পৃ:)

ব্যাঙ মারা বা খাওয়া কোনটাই জায়েয নয়। (ফিকহুস সুন্নাহ ২/৮)

www.pathagar.com

স্থলচর প্রাণী

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ ـ

তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে।

(সূরা মায়েদাহ :আয়াত-১)

যেমন : উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা। অনুরূপ জঙ্গলী জন্তু যেমন হরিণ, জঙ্গলী গরু, মহিষ, ও জঙ্গলী গাঁধা হালাল। তবে গৃহপালিত গাধা ও খচ্চর হালাল নয়। হাতী খাওয়া জায়েয নয়। খরগোশ খাওয়া হালাল।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৫৯-৬০ পৃ:)

এছাড়া হিংস্র জন্তু প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন। তা হল হিংস্র জন্তুর মধ্যে যেগুলোর মার দন্ত রয়েছে যেগুলো দিয়ে ওরা চিরে ফেঁড়ে খায়। যেমন : সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। আর পাখীর মধ্যে যেগুলো চঙ্গল অর্থাৎ পা দিয়ে ধরে ছিড়ে ছিড়ে খায়, সেগুলো হারাম। যেমন : বাজ, চিল, শকুন, কাক, ফিংগা ইত্যাদি। (মুসলিম ২/১৪৭, মিশকাত ৩৫৯ পৃ:)

সকল ধরনের মৃতজন্তু ও (প্রবাহিত) রক্ত এবং শুকর খাওয়া হারাম (সূরা বাকারা ১৩৭ আয়াত) তবে দু' রকম মৃত প্রাণী এবং দু' রকম রক্ত হালাল। যেমন : মরা মাছ ও মরা টিড্ডি (পঙ্গ পাল) আর কলিজা ও প্লীহা (তিল্লী)।

(দারাকুতনী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৬১ পৃ:)

মোরগ-মুরগী এক ধরনের পাখী তাই খাওয়া হালাল।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৬০)

তবে হালাল জন্তুর মধ্যে 'জালালাহ' অর্থাৎ যেগুলোর অধিকাংশ খাদ্য পেশাব, পায়খানা, দুর্গন্ধযুক্ত নাপাক বস্তু এগুলোর গোশত খাওয়া, দুধ পান করা এবং পিঠে আরোহণ করাও হারাম। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৬১ পৃষ্ঠা)

লতা-পাতা, গাছের পাতা ও গোটা, শাক-সবজী যেগুলো খেলে কোন ধরণের সুকুর বা নিশা হয় না সেসব হালাল। তবে সুকুর-নিশা হলেই না জায়েয। যেগুলোর বেশী খেলে নিশা হয় কিন্তু কম খেলে নিশা হয় না। সেগুলোর কম খাওয়াও হারাম। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৩১৭)

www.pathagar.com

হারাম খাবারের পরিণাম

হারাম খাবারের পরিণাম ভয়াবহ। হারাম খাবার খেলে কোন নেক আমলই কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলগণকে বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খাও এবং নেক আমল কর।
(সূরা মুমিনূন : আয়াত-৫১)

এতে বুঝা গেল যে, পবিত্র জিনিস খেয়ে নেক আমল করতে হবে।

ঈমান ব্যতীত কেউ মুসলমান হতে পারে না। আর ঈমান এনে মুসলমান হলেই তার উপর সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত ফরয হয়ে যায়। কিন্তু এ সকল ইবাদত কবুল হবার জন্যও পূর্বশর্ত রয়েছে। তাহলো হালাল উপার্জন। যার উপার্জন-কামাই, রুযী হালাল নয় তার সালাত, রোযা, হজ্জ, এ সবের কিছুই কবুল হবে না। এজন্যই আল্লাহ্‌র তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এবং নবী ﷺ হাদীসের মাধ্যমে হারাম ভক্ষণ ও উপার্জন কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি হালাল রুযী অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ঈমান গ্রহণের পরে অন্যান্য ফরয আদায়ের পূর্বেই হালাল আয় বা হালাল খাবার খাওয়া, হালাল পোশাক পরিধান করা, হালাল গৃহে বসবাস করা, এক কথায় সর্বদা হালাল পরিবেশে থাকা ফরয, অপরিহার্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দশ মুদ্রায় (টাকায়) একটি কাপড় কিনেছে, যাতে একটি মুদ্রা হারাম ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাপড়টি তার পরনে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।

ইবনে ওমর (রা) এই বর্ণনার পর তার উভয় কানে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আমার কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে যদি এই বর্ণনার আমি নবী ﷺ-কে বলতে না শুনে থাকি। (আহমাদ, বায়হাকী, যাদের ইবাদত কবুল হয় না ২৯ পৃ:)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি শুধুমাত্র পবিত্রকেই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্‌ ঈমানদারদেরকে ঐ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, "হে রাসূলগণ তোমরা পাক পবিত্র হালাল খাবার খাও এবং সৎকার্য কর।" আল্লাহ্‌ আরও বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে যে হালাল রিয্‌ক দান করেছি তা থেকে খাও।"

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যে দূর দূরান্তে ভ্রমণ করেছে (ভ্রমণকারী তথা মুসাফিরের দু'আ সাধারণত: বেশী কবুল হয়) তার

www.pathagar.com

মাথার চুল এলোমেলো, দেহে ধুলা বালু। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে ইয়া রাব্বী! হে প্রভু! বলে প্রার্থনা করছে। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে উদর পুর্তি করেছে, তাহলে কিভাবে ঐ ব্যক্তির দু'আ কবুল হতে পারে?

(সহীহ মুসলিম, যাদের ইবাদত কবুল হয় না ২৯ পৃ:)

কাজেই সাধু সাবধান!! আল্লাহ আমাদের সকলকে হারাম বস্তু গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

এক সাথে খাওয়ার বরকত

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমরা সবাই এক সাথে খাও কিংবা পৃথক পৃথক হয়ে খাও। (সূরা নূর : আয়াত-৬১)

তবে এক সাথে খাওয়াতে বরকত আছে। যেমন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকলেই এক সাথে খাও এবং পৃথক পৃথক হয়ো না। কারণ, জামাআতের সাথে খাওয়াতে বরকত আছে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৭০ পৃ:)

একদা নবী করীম ﷺ এর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা খাবার খাই অথচ পরিতৃপ্ত হই না। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে খাও! তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি নবী ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা এক সাথে বসে খাও (তোমাদের জন্য) বরকত হবে।

(আবূ দাউদ (২/১৭২ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ২৪৪ পৃষ্ঠা)

এছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যে কোন খাবার পরিবারের সকলে মিলে এক সাথে খেলে খাবারের পরিমাণ যদি কমও হয় তাহলেও সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আর যদি আলাদা আলাদাভাবে খায় তাহলে অনেক সময় যে পিছনে পড়ে তার ভাগে কম পড়ে যায়। অনুরূপ যে কোন মেহমানদারীতে একসাথে খেলে যে বরকত হয় আলাদা খেলে সে বরকত হয় না।

আহারের পরিমাণ

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার ভিত্তি খাওয়া ও পান করার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মানুষের পানাহার কতটুকু হওয়া উচিত তার পরিষ্কার বিধান দিয়েছে ইসলাম।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

(হে আদম সন্তান!) তোমরা খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করনা। কেননা তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩১)

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় اِسْرَافٌ শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই।

কাজেই পানাহারে সীমালঙ্ঘন করা না জায়েয। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার ফরয। শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরয ও আবশ্যক। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি পানাহার ছেড়ে দেয়, অনশন করে মৃত্যু মুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয় তাহলে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী ও পাপী হবে। অনুরূপভাবে ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। যে কোন বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম।

খাওয়ার ব্যাপারে আটটি মাসয়ালা

মুজতাহিদীনে কেরাম উপরিউল্লিখিত আয়াত থেকে আট প্রকার মাসয়ালা বের করেছেন। যেমন–

১. যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরয।
২. শরীয়তের কোন সঠিক প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তু হালাল।
৩. আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুগুলো ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ।
৪. যে সব বস্তু আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় ও মহাপাপ।
৫. পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা অবৈধ।
৬. এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।
৭ সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়।
৮. মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া চাই এমনটিও অপব্যয় বা সীমালঙ্ঘন। (তাফসীরে মা আরিফুল কুরআন। (সংক্ষিপ্ত) ৪৩৮ পৃ:)

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ বলেন, কোন মানুষই পেটের চেয়ে জঘন্য পাত্র ভর্তি করে না। আদম সন্তানের জন্য ঐ কয়েক লোকমা খাওয়াই যথেষ্ট যা তার পিটটাকে সোজা রাখে। তবে হ্যাঁ যদি আর কিছু বেশী খাবার আবশ্যক মনে করে। তাহলে পেটের তিন ভাগের এক ভাগ হবে খাবার জন্য এবং তিন ভাগের এক ভাগ হবে তাঁর পান করার জন্য আর বাকী এক তৃতীয়াংশ হবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার জন্য।

(তিরমিযী ২/৬০, মিশকাত ৪৪২ পৃ:)

বেশী খেলেই ঢেকুর উঠবে। তাই নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, (যিনি ঢেকুর তুলছিলেন) তোমার ঢেকুরটা কম কর। কারণ, শেষ বিচার দিবসে দীর্ঘ ক্ষুধা ওয়ালা ব্যক্তি সেই হবে যে দুনিয়াতে দীর্ঘ পেট ভরা ব্যক্তি হবে।

(শারহুস সুন্নাহ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৪২ পৃ:)

কম আহারকারীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেন, কম আহারকারী কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, ধৈর্য ধারণকারী রোযাদার ব্যক্তির মত।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩৬৫)

ফলে কথা ও পানাহারে মধ্যম পন্থাই দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী।

ওমর (রা) বলেন, অধিক পরিমাণ পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার শরীরকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্থূলদেহী আলিমকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ যে অধিক পরিমাণ পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টাই স্থূলদেহী হয়) তিনি আরও বলেন, 'মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে ধর্মের ওপর প্রধান্য দেয়।

(রুহুল মাআনী, মাআরিফুল কুরআন ৪৩৮ পৃ:)

আহার করার বিভিন্ন আদব কায়দা

একই পাত্রে এক সাথে ভক্ষণ করে বয়সে যে বড় তাকে দিয়ে খাওয়া শুরু করা উচিত। খাবার পরিবেশনকারী ডান দিক থেকে খাবার পরিবেশন করবে এবং কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কোন কিছু পান করে কাউকে দিতে চাইলে পানকারীর ডান দিকের লোককে তা দিতে হবে। সে বয়সে ছোট হোক কিংবা বড়, বিশিষ্ট হোক অথবা নগণ্য। যেমন নবী করীম ﷺ-কে একবার বকরীর দুধের বড় একটি বাটি দেয়া হয়। তিনি তা পান করেন। এমতাবস্থায় তাঁর বামে আবূ বকর (রা) এবং ডানে এক গ্রাম্য ব্যক্তি ছিলেন। এ সময় ওমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ বকরকে দিন। কিন্তু তিনি তা সেই গ্রাম্যকেই দিলেন যিনি তাঁর ডানে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ডানওয়ালা তারপর ডানওয়ালা।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৭১ পৃ:)

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমাদের বড়দের সাথে বরকত আছে, অতএব যে ব্যক্তি আমাদের ছোটকে দয়া করে না এবং আমাদের বড়কে সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৫ম খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা)

এক সাথে খাবার সময় পেটুকের মত খাওয়া চলবে না। নবী করীম ﷺ কোন ব্যক্তিকে এক সাথে দুটো খেজুর মিলিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারো উঠে যাওয়া উচিত নয়। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, দস্তরখানা যখন রাখা হয় তখন কোন ব্যক্তিই যেন উঠে না যায় যতক্ষণ না দস্তর খানাটি তুলে নেয়া হয় এবং কেউ যেন তাঁর হাতটাও তুলে না নেয়, যদিও সে তৃপ্ত হয় যতক্ষণ না সকলে খাওয়া শেষ করে। এমতাবস্থায় সে যেন খাওয়ার ভান করে। কারণ, এক ব্যক্তি তার সাথীকে লজ্জিত করে, যখন সে তার হাতটাকে গুটিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় তার সাথীর হয়তো আরও খাবার প্রয়োজন থাকতে পারে। (ইবনে মাজাহ ২৪৫ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কারো কাছে তার খাবার উপস্থিত হবে। এমতাবস্থায় তার পায়ে জুতা থাকলে সে যেন তা খুলে ফেলে। কেননা এটা দুই পায়ের জন্য অধিকতর আরামদায়ক। (মিশকাত ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

এতে বুঝা গেল যে, খাওয়ার সময় বিনয়ের সাথে আরামে বসে খাওয়া উচিত। এমনভাবে বসা উচিত যাতে অহংকারী প্রকাশ না পায়।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দুই হাটু খাড়া করে বসে ঝুকে খেজুর খেতে দেখেছি। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলেন। (মুসলিম, মিশকাত ৩৬৪ পৃ:)

খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধুয়াতে খাওয়ার বরকত হয়।

আবূ জুহাইফার (রা) বর্ণনায় নবী করীম ﷺ বলেন, আমি ঠেস লাগিয়ে খাই না। (বুখারী, মিশকাত ৩৬৩ পৃ:)

ওমর ইবনে আবু সালমার বর্ণনায় নবী ﷺ বলেন, খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বল এবং ডান হাতে খাও, আর নিজের সামনে থেকে খাও। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেল সে যেন বলে।

* بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ * 'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।"

অর্থাৎ, খাবার শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৬৫ পৃ:)

খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেটে খাওয়া সুন্নাত। (মুসলিম ২/১৭৫ পৃ:)

www.pathagar.com

পাকানো খাবার বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা খাওয়া উচিত নয়। কারণ, গরম খাদ্য বরকতময় নয়। (দারেমী, তাবারানী, মিশকাত ৩৬৮ পৃ:)

নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা পাত্রের দুই ধার থেকে খাও এবং এর মাঝখান থেকে খেয়ো না। কেননা বরকত পাত্রের মাঝে নাযিল হয়।

(তিরমিযী, মিশকাত ৩৬৬ পৃ:)

নবী করীম ﷺ বলেন, খাবার সময় কোন খাদ্য পড়ে গেলে তা থেকে ময়লা দূর করে খেয়ে ফেল। শয়তানের জন্য ছেড়ে দিওনা এবং খাবার শেষে আঙ্গুল চেটে খাবে। কারণ, তোমরা জান না যে, কোন খাদ্যটিতে বরকত আছে।

(মুসলিম ২/১৭৬, মিশকাত ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন পাত্রে খায়। তারপর সে যদি ঐ পাত্রটিকে চেটে খায়, তাহলে তাঁর জন্য ঐ পাত্রটি ক্ষমা প্রার্থনা করে। অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ পাত্রটি তাঁর জন্য বলে, 'আল্লাহ্ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন যেমন তুমি আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেছ।'

(তিরমিযী' রযীন, মিশকাত ৩৬৬, ৬৮ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বাম হাতে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা শয়তান বাম হাতে পানাহার করে। (মুসলিম, মিশকাত ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সোনা কিংবা চাঁদির পাত্রে অথবা এমন পাত্রে যাতে সোনা কিংবা চাঁদির কিছু অংশ আছে পানাহার করবে। সে তাঁর পেটে জাহান্নামের আগুন গিলতে থাকবে। (মুসলিম, দারাকুতনী, মিশকত ৩৭১ পৃ:)

নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ্ সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে এক লোকমা খায় এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে আল্লাহর প্রশংসা করে অনুরূপ এক ঢোক পান করে এবং আল্লাহর প্রশংসা করে। (মুসলিম, মিশকাত ৩৬৫ পৃ:)

এক সাথে খাবার সময় এক ধরনের খাবার হলে নিজের কোল থেকে খাবে। আর নানা ধরনের খাবার থাকলে চারদিক থেকে পছন্দ মত খাবার খেতে পারবে। খাওয়া শেষে নবী করীম ﷺ নিজের হাত দুটো ধুয়ে ভিজা হাতের তালু নিজের চেহারায় এবং দুই হাতে মুছে নিতেন। (তিরমিযী, মিশকাত ৩৬৭)

নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কারো নিকট যখন তাঁর খাদেম খাবার নিয়ে আসবে তখন সে যেন তাকে সাথে নিয়ে খায়। যদি সে খেতে অস্বীকার করে তবুও তাকে খাবার থেকে যেন কিছু দেয়। (বুখারী ৩/২১৬, ইবনে মাজাহ ২৪৪)

www.pathagar.com

দাওয়াত খাওয়ার শেষে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আত্‌ব্‌'ঈম্মান 'আত্‌ব্‌'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।'

(মুসলিম-৩/১৬২৬; সহীহ আহমাদ হাদীস ২৩, ৮০৯)

আবূ উমামা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর দস্তরখান যখন তোলা হত তখন তিনি বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়্যিবাম মুবারাকানা ফীহ, গাইরা মাকফিয়ীন ওয়ালা মুআদ্দায়িন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রাব্বানা।

অর্থ : আল্লাহর জন্য পবিত্র, বরকতময় অধিক প্রশংসা। যা যথেষ্টও নয় এবং বর্জনীয়ও নয়। আর আমরা এ থেকে বেপরওয়াও নই। হে আমাদের রব।

(বুখারী, মিশকাত ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্বইমনা খাইরাম মিনহ।

দুধ পানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিন্‌হ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়েও অধিক পরিমাণ দাও। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৭১ পৃ:)

মেযবানের জন্য মেহমানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ার হামহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাদেরকে যে রিযক দিয়েছ তাতে বরকত দাও। আর তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া কর।

www.pathagar.com

কেউ কোন কিছু পান করালে অথবা পান করানোর ইচ্ছা করলে তার জন্য দু'আ–

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আত্বইম মান আত্বআমানী ওয়াসক্বী মান সাক্বানী।

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়াল বা খাওয়ানোর ইচ্ছা করল তাকে তুমি পর্যাপ্ত খাবার দিও। আর যে আমাকে পান করাল বা পান করানোর ইচ্ছা করল তাকে তুমি পান করাইও। (মুসলিম ৩/১২৬ পৃষ্ঠা)

কারো গৃহে ইফতার করলে যে দু'আ পড়তে হয়

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ـ

উচ্চচারণ : আফতারা ইনদাকুমুস সাইমূন, ওয়া আকালা ত্বাআমাকুমুল আবরার, ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালাইকাহ!

অর্থ : তোমাদের নিকট রোযাদারেরা ইফতার করুক, তোমাদের খাবার সৎ ব্যক্তিবর্গ গ্রহণ করুক এবং তোমাদের জন্য ফিরিশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করুক। (আবূ দাউদ ৩/৩৬৭)

কাঁচা-তাজা ফল দেখে দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী ছামারিনা ও বারিক লানা ফী মাদীনাত্তিনা ওয়া বারিক লানা ফী ছাইনা ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দান কর। আমাদের শহর এবং আমাদের 'সা' (মাপের কাটা বা পাত্র) ও মুদে (মাপের ছোট কাটা বা পাত্র) বরকত দান কর। (মুসলিম ২/১০০০)

পান করার বিভিন্ন নিয়ম কানূন

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ কোন কিছু পান করতে তিনবার দম নিতেন। অর্থাৎ গরুর মত একদমে পান করতেন না।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৭০ পৃ:)

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ মশকে (কলসীতে) মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এক ব্যক্তি রাতে উঠে যখন মশকে মুখ লাগায় তখন এর ভিতর থেকে সাপ বেরিয়ে লোকটির উপর পড়ে। (ইবনে মাজাহ ২৫২ পৃ:)

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন কখনই দণ্ডায়মান অবস্থায় পান না করে। তবে তিনি যমযমের পানি কিবলা– কা'বামুখী হয়ে দাঁড়িয়েই পান করেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৭০ পৃ:)

নবী করীম ﷺ পান পাত্রে নিশ্বাস ফেলতে এবং ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন–
(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৩৭১ পৃ:)

নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পান পাত্রে যদি মাছি পড়ে যায় তাহলে সে যেন এটাকে পুরাপুরি ডুবিয়ে দেয়। তাপর সে যেন এটাকে তুলে ফেলে দেয়। অতঃপর পান করে। কারণ মাছির একটি ডানায় ঔষধ থাকে এবং অন্য ডানায় রোগ থাকে। সে প্রথমে তার রোগযুক্ত ডানাটিই ডুবিয়ে দেয়।
(বুখারী, মিশকাত ৩৬০ পৃষ্ঠা)

পোশাক ও বেশ ভূষার শরয়ী বিধান

সকালে নাশতা করার পর আয় উপার্জনের খোঁজে নিজ নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য প্রায় সকলকেই বাড়ী থেকে বের হতে হয়। এ সময় মানুষ সাধারণত পোশাক পরিবর্তন করে। কাজেই পোশাকের ইসলামী বিধান জেনে নেয়া অপরিহার্য

পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ط
وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ط ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ -

অর্থ : হে আদম সন্তান! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহ ঢেকে রাখে এবং নাযিল করেছি সাজসজ্জার বস্ত্রও। আর তাকওয়ার পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আরাফ : আয়াত-২৬)

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্ তা'আলা পোশাক নাযিলের দু'টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

১. গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা,
২. শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গ সজ্জা। তবে এ বাহ্যিক পোশাকের আসল উদ্দেশ্য তাক্বওয়া অর্জন করা।

www.pathagar.com

لِبَاسُ التَّقْوٰى (তাক্বওয়ার পোশাক) শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা ও সাজসজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্বওয়া ও আল্লাহ ভীতি। এ আল্লাহ ভীতি (তাকওয়া) পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরাপুরি আবৃত হয়। পোশাক দেহে এমন আঁট সাট না হওয়া চাই যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই, বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয়ও না হওয়া চাই। নারীদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য নারীদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুকরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচায়ক। এতদসঙ্গে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ মানুষকে এ তিন ধরনের পোশাক দেওয়া আল্লাহ তা'আলার মহা শক্তির নিদর্শনগুলোর অন্যতম। যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৪৩৪ পৃ:)

এবার গুপ্তাঙ্গ বলতে শরীয়তে কি বুঝায়? আলোচনা করা প্রয়োজন।

নবী করীম ﷺ বলেন, নাভীর নীচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত অঙ্গটি পুরুষের গুপ্তাঙ্গ। (দারাকুতনী ১ম ২৩০ পৃষ্ঠা)

তবে সালাতের জন্য হাঁটু এবং কাঁধ অবশ্যই ঢাকতে হবে।

(বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৭২ পৃ:)

নারীদের গুপ্তাঙ্গ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন, নারীই গুপ্তাঙ্গ।

(তিরমিযী, মিশকাত ২৬৯ পৃ:)

অর্থাৎ যে পুরুষের সাথে কোন নারীর বিয়ে হারাম এরূপ পুরুষ ছাড়া বাকী সমস্ত পুরুষের জন্য নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ দেহটাই গুপ্তাঙ্গ।

মহিলাদের জন্য পাতলা-মিহি পোশাক পরা চলবে না। যেমন আয়েশা (রা)-এর ভাতিজী হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান একবার একটি পাতলা উড়না পরে আয়েশা (রা)-এর নিকটে এলে তিনি তা ছিড়ে দেন এবং একটি মোটা উড়না তাকে পরিয়ে দেন। (মুয়াত্তা মালিক, মিশকাত ৩৭৭)

নবী করীম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের নারীদের জন্য রেশমের পোশাক পরা হালাল। কিন্তু পুরুষের জন্য তা হারাম। (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৩৭৫)

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা সাদা কাপড় পর। কারণ এটা অধিকতর পরিষ্কার এবং অধিক মনোরম। আর তোমরা এ সাদা কাপড় দিয়েই তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে কাফন দাও। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৩৭৪ পৃ:)

নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে দু'টি গেরুয়া রং কাপড় পরতে দেখে বলেন, এটা কাফিরদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। তাই তুমি এ দুটুকে পড়না অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি এ দুটুকে পুড়িয়ে দাও। (মুসলিম, মিশকাত ৩৭৪ পৃ:)

তবে গেরুয়া রং পোশাক মহিলাদের জন্য আপত্তিকর নয়। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৭৫)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যে পুরুষ নারীর পোশাক পরে এবং যে নারী পুরুষের পোশাক পরে তাদের প্রতি নবী করীম ﷺ লা'নত দিয়েছেন।
(আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৮৩ পৃ:)

যে কোন পোশাক ডান দিক থেকে পরা সুন্নত যেমন পাঞ্জাবী, পায়জামা, মোজা, গেঞ্জী, শিরওয়ানী ইত্যাদি। পোশাক পরার সময় ডান পা এবং ডান হাত আগে ঢুকানো সুন্নাত। (তিরমিযী, মিশকাত ৩৭৪ পৃ:)

পোষাক পরিচ্ছদ পরার পূর্বে তা ঝেড়ে নেয়া উচিত। যাতে কোন কষ্টদায়ক প্রাণীর ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। (তাবারানী)

নবী করীম ﷺ বলেন, একজন ঈমানদার ব্যক্তির পরনের কাপড় তার হাঁটু ও পায়ের মাঝ বরাবর থাকবে। ঐ নলার মাঝখান থেকে পায়ের গিরা পর্যন্ত নামলে আপত্তি নেই। কিন্তু গিরা বা গিটের নীচে নামলে তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি বলেন : যে ব্যক্তি গর্ব ভরে তার পরনের পোশাক গিরার নীচে ঝুলিয়ে দেয়, মহান আল্লাহ্ শেষ বিচার দিবসে তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৭৪ পৃ:)

কাজেই পুরুষের জন্য কোন ভাবেই পরণের কাপড় গিরার নীচে ঝুলিয়ে পরা বৈধ নয়। ঝুলন্ত কাপড় নিয়ে অযু করে সালাত পড়লে, অযুও হবে না এবং সালাতও হবে না– (আবূ দাউদ)। অহংকার নিয়ে বা মনে মনে গর্ববোধ করে পোশাক গিরার নীচে ঝুলিয়ে পরলে সে জাহান্নামে যাবে। আর যদি অহংকার ছাড়া এমনিতেই ভাল দেখানোর জন্য ঝুলিয়ে পরে তাহলেও তার উভয় পায়ের গিরার নীচটুকু জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। (ফাতাওয়া মুহাম্মাদ আসসালিহ্ আল উছাইমীন– সঊদী মুফতী তাঃ ২৯/৬/১৩৯৯ হিঃ, মাজমুআহ রাসায়িল ৪১ পৃ:)

তবে হ্যাঁ। কাপড় ঝুলানের এ বিধান কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নয়। নারীরা তাদের পরণের কাপড় পায়ের গিরার নীচে এক বিগত ঝুলিয়ে রাখবে। তাদের এ ঝুলন্ত পোশাক এক স্থানে নোংড়া নাপাক ময়লা লাগলে অন্য জায়গায় পাক মাটির ঘর্ষণে পাক হয়ে যাবে। (আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত ৫৩)

www.pathagar.com

শারহে মুন্তাহায় আছে পুরুষদের জন্য সুন্নাত হচ্ছে নাভীর ওপরে কাপড় পরা এবং নাভীর উপরেই পায়জামার দড়িটি বাঁধা। (আল আসয়িলাহ, আল আজ ভিয়াহ ১/৯৯ পৃ:)

পোশাক পরিধানের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلاَ قُوَّةَ۔

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হা-যা ওয়া রাযাকা নীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াহ।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্য যিনি শক্তি সামর্থ্য ছাড়াই আমাকে এটা পরিধান করিয়েছেন এবং এটা দান করেছেন। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৭৫)

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি পোশাক পরে উপরিউক্ত দু'আটি পড়বে। তার আগে ও পরের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।

নতুন পোশাক পরার সময় বিশেষ দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَاصُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهٗ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আঁনতা কাছওতানীহি, আস্আলুকা মিন খাইরিহি ওয়া খাইরি মা সুনি আলাহু ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনিআ লাহ্।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তুমিই আমাকে ইহা পরিয়েছ। কাজেই আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল এবং যে জন্য এটা তৈরী করা হয়েছে তার মঙ্গল কামনা করছি। আর আমি তোমার নিকট ইহার অমঙ্গল এবং এটা যে জন্য তৈরী করা হয়েছে তার অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
(তিরমিযী, আবূ দাউদ, আলবানী– মিশকাত, হিসনুল মুসলিম ২/১২৪৫ পৃ:)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন নতুন কাপড় পরতেন তখন ঐ কাপড়ের নাম উল্লেখ করতেন। যেমন পাগড়ী, কোর্তা, কিংবা চাদর অতঃপর উপরিউক্ত দু'আটি পড়তেন।

চুল-দাড়ির বর্ণনা

নবী করীম ﷺ বলেন, ফিতরত পাঁচটি, অর্থাৎ পাঁচটি জিনিস সমস্ত নবীদের সুন্নাত। ১. খৎনা করা, ২. নাভীর নীচের গুপ্তাঙ্গের চুল কামানো, ৩. গোঁফ (মুচ) খাট করা, ৪. হাত-পায়ের নখ কাটা ৫. বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৮০ পৃ:)

www.pathagar.com

এছাড়া তিনি আরোও বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর দাঁড়ি ছেড়ে দাও এবং গোঁফ খাঁট কর।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, গোঁফ খাট করার, নখ কাটার, বগলের নীচের পশম উঠানোর এবং নাভীর নীচের পশম কামানোর জন্য আমাদের দিন তারিখ নির্ধারিত ছিল এবং চল্লিশ দিনের বেশী কখনও অতিক্রম করতে দিতাম না।
(মুসলিম, মিশকাত ঐ)

চুল ও দাঁড়িতে কাল রং ব্যতীত যে কোন রঙের খেযাব লাগানো সুন্নাত। জাবির (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফা [আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পিতা] সাদা ধবধবে চুল ও দাঁড়ি নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর সামনে আসলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, এগুলোকে কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর। তবে কাল রং থেকে মুক্ত থাক। (মুসলিম, মিশকাত ঐ)

নবী করীম ﷺ-এর চুল বাবরী কাটা ছিল। ফকীরদের মত ঘাড় পর্যন্ত ছিল না। কখনও ঘাড় পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেলে কানের লতি সমান করে কেঁটে ফেলতেন
(তিরমিযী, মিশকাত ৩৮২ পৃ:)

রাসূল ﷺ অধিক পরিমাণ তৈল মাখতেন এবং মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁতি করে চুলকে পরিপাটি করে রাখতেন। তিনি উত্তম সুগন্ধিও ব্যবহার করতেন। তিনি উসকো খুশকো চুল ও দাঁড়িকে চিরুনী করে পরিপাটি করে রাখতে বলতেন। তবে প্রতিদিন নয়; বরং একদিন পর একদিন চিরুনী করতে বলতেন। যাতে কেউ মাথার চুলের সৌষ্ঠবে ব্যস্ত না থাকে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৮২ পৃ:)

নবী করীম ﷺ পুরুষের মাথার চুল কিছু অংশ খাট করে আর কিছু অংশ লম্বা করে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলতেন, হয় সব চুল মুড়িয়ে দাও না হয় সবটাই ছেড়ে দাও। (মুসলিম, মিশকাত ৩৮০ পৃষ্ঠা)

যে সব পুরুষেরা মহিলার আকৃতি ধারণ করে এবং যেসব মহিলারা পুরুষের বেশ ধরে তাদেরকে নবী ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ওদেরকে তোমরা তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। (বুখারী, মিশকাত ৩৮০ পৃ:)

তিনি বলেছেন, তোমরা পাকা চুল উঠিয়ে ফেলোনা। কেননা এটা মুসলমানের জ্যোতি-আলো। যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বুড়ো হয় তাঁর জন্য এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা নেকী লিখে দেন এবং তাঁর পাপরাশি ক্ষমা করে দেন এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেন। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৮২ পৃ:)

www.pathagar.com

আয়না দেখার দু'আ

মাথার চুল ও দাঁড়ি আঁচড়াতে এবং মুখ দেখার জন্য আয়নার দরকার হয়। তাই আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন আয়নাতে তাকাতেন তখন নিম্নলিখিত দু'আটি পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাস্সানতা খালক্বী ফা আহসিন খুলুক্বী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃজন-আকৃতিকে সুন্দর করেছ। কাজেই আমার চরিত্রকে সুন্দর করে দাও। (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত ৪৩২ পৃ:)

জুতা পায়ে দেয়ার শরয়ী বিধান

জুতা পরা সুন্নাত। নবী করীম ﷺ কোন এক যুদ্ধে বলেন, তোমরা অধিক পরিমাণ জুতা পর। কারণ, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ জুতা পরে থাকে ততক্ষণ সে যেন আরোহী থাকে। (মুসলিম) জুতা ও মুজা পরার সময় ডান পায়েরটি প্রথমে পরবে আর খোলার সময় বাম পায়েরটি প্রথমে খুলবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৭৯-৮০ পৃ:)

নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে এক পায়ে জুতা বা মুজা পরে হাটতেও নিষেধ করেছেন– (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)। সুন্নাত হচ্ছে, যখন কোন লোক বসবে তখন সে তার জুতা খুলে পাশে রেখে দিবে। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৮০ পৃ:)

জানাযার সালাতের সময় জুতা খুলে প্রত্যেক মুসল্লী নিজ নিজ দুই পায়ের মধ্যে রেখে দিবে। কারণ, পাশে রাখলে পায়ে-পায়ে মিলাতে অসুবিধা হবে। আর সামনে রাখলে দৃষ্টি কটু হবে।

নবী করীম ﷺ পাক পবিত্র জুতা নিয়ে কখনও কখনও সালাত আদায় করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদীদের বিপরীত করার জন্য জুতা পরে সালাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৫০)

আংটি ও অন্যান্য অলংকারাদি প্রসঙ্গে শরয়ী হুকুম

বর্তমানে বেশ কিছু সৌখিন পুরুষ এমন আছে যাদের নিকট স্বর্ণের আংটি ও স্বর্ণের চেইন পরা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ পুরুষের জন্য সকল ধরনের অলংকার পরা যে হারাম এদিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই।

উকবা ইবনে আমির থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ পুরুষের জন্য অলংকার এবং রেশম পরতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, তোমরা যদি জান্নাতের অলংকার এবং রেশম পরতে পছন্দ কর তাহলে এগুলো দুনিয়ায় কখনও পরিধান করিও না। (নাসায়ী, মিশকাত ৩৭৯ পৃ:)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ জনৈক সাহাবীর হাতে স্বর্ণের আংটি দেখে সেটাকে খুলে ফেলে দেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি জাহান্নামের অঙ্গার চায়, তাহলে সে এটা তার হাতে রেখে দিক। অতঃপর নবী করীম ﷺ চলে গেলে সাহাবীকে বলা হল আংটিটা তুলে নাও এবং এর দ্বারা অন্যভাবে উপকারিতা অর্জন কর। তিনি বললেন, না। আল্লাহর কসম! আমি তা কখনই তুলে নেব না যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেলে দিয়েছেন। (মুসলিম, মিশকাত ৩৭৮ পৃ:)

বুরাইদা (রা)-এর বর্ণনায়, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন, যার হাতে পিতলের বা বুরুঞ্জের আংটি ছিল তার কি হল যে, আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি। সুতরাং লোকটি আংটি ফেলে দিল। তারপর সে একটি লোহার আংটি পরে আবার এল। এবার নবী করীম ﷺ বললেন, আমার কি হল যে, তোমার উপর জাহান্নামীদের গহনা দেখছি। সুতরাং লোকটি এটাও ফেলে দিল এবং সে বলল, তাহলে আমি কোন জিনিস দিয়ে আংটি বানাবো। রাসূল ﷺ বললেন, চাঁদি দিয়ে, আর তাও যেন এক মিসকাল (সিকি তোলা) পুরা না হয়।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৭৮ পৃ:)

অতএব স্বর্ণ, পিতল, বুরুঞ্জ ও লোহার আংটি পরা হারাম। বাকী থাকল চাঁদির (রৌপ্যের) আংটি তাও না পরাই ভাল। তবে কেউ তা পরলে পরতে পারে কিন্তু তা যেন খুব ভারী ওজনদার না হয়। বরং তা যেন সিকি তোলার কম ওজনের হয়। আলী (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, মিশকাত ৩৭৮ পৃ:)

নবী করীম ﷺ বাম হাতের অনামিকা আঙ্গুলে আংটি পরতেন। (মুসলিম)

কখনো তিনি ডান হাতে চাঁদির আংটি পরেছেন। তাঁর আংটির মাথাটা হাতের তালুর ভিতর দিকে থাকত। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম ﷺ-এর আংটি পরা ফ্যাশনের জন্য ছিল না; বরং তা সীল মোহর হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাতে লেখা ছিল, আরবি ভাষায় নীচে উপরে তিনটি লাইনে (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তার নমুনা নীচ থেকে পড়তে হত।

(বুখারী, মিশকাত ৩৭৮ পৃ:)

আক্বীক পাথরের মাহাত্ম্য বিষয়ক সব হাদীসই জাল। অতএব আক্বীক পাথর দিয়ে তৈরি আংটি পরা ঈমানে নড়বড়ে ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই পাথরের তৈরি আংটি পরা একত্ববাদের পরিপন্থী হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সব ক্ষমতা আল্লাহর, পাথরের ভাল-মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। এ কারণে, ওমর (রা) যখন কা'বা ঘরের কাল পাথরে চুমু খেতেন তখন বলতেন!

www.pathagar.com

হে পাথর! আমি জানি তুমি একটি পাথর ছাড়া অন্য কিছু নও। তুমি আমার উপকার, অপকার কিছুই করতে পারবে না। তবে আমার রাসূল ﷺ তোমাকে চুম্বন করেছেন বিধায় আমিও তোমাকে চুম্বন করছি। তাঁকে চুম্বন করতে না দেখলে আদৌ আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। (ফিক্হুস সুন্নাহ ১/৬২৫/২৬ পৃ:)

বাড়ী থেকে বের হবার দু'আ

পোশাক পরিচ্ছদ পরার পর মানুষ বাড়ী থেকে বের হয়। নবী করীম ﷺ যখন বাড়ী থেকে বের হতেন তখন নিম্নলিখিত দু'আটি পড়তেন।

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ -

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা-হাওলা ওয়া লাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। কোন শক্তি সামর্থ্যই নেই কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। (অসৎ কাজ থেকে বাঁচার এবং সৎ কাজ করার)

মুসলমানদের জন্য সালামের গুরুত্ব

সালামের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যখন তোমাদেরকে সম্মানার্থে কেউ সালাম করে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম বাক্যে জওয়াব দাও অথবা সে যা বলেছে তা-ই ফিরিয়ে বল।" (সূরা নিসা : আয়াত-৮৬)

জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন না কোন বাক্য আদান প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না; বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয় যে, আল্লাহ আপনাকে যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এ দু'আটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দু'আ নয়; বরং পবিত্র জীবনের দু'আ, সর্ববিধ বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা পরস্পরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ইবাদত এবং মুসলমান ভাইকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে এবং এতে আপোষে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তা আল্লাহর রাসূল ﷺ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন :

www.pathagar.com

"তোমরা মুমিন না হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না এবং পরস্পরে ভালবাসা সম্প্রীতি স্থাপন না করতে পারলে মুমিনও হতে পারবে না। আর আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলে দিব না যা করলে, তোমাদের পরস্পরে ভালবাসার সৃষ্টি হবে। তা হচ্ছে তোমরা আপোষে অধিক পরিমাণ সালাম বিনিময় কর। তিনি ﷺ আরও বলেন যে, ইসলামে উত্তম নেকী হচ্ছে, তুমি (অপরকে) খাদ্য খাওয়াবে এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- আলবানী ৩/১৩১৫/১৬)

কারো সাথে সাক্ষাতের আদব, সালাম ও মুসাফাহা করার-বিধান

বাড়ী থেকে বের হলেই কারো না কারো সাথে সাক্ষাৎ হবেই। ঐ সাক্ষাতের সময় একজন মুসলমানের করণীয় কি? নবী করীম ﷺ বলেন, প্রত্যেক ভাল কাজই সাদাকা। (যা দানের নেকী পাবার যোগ্য) আর ভাল কাজের মধ্যে একটি কাজ তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা।

(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত ১৬৮ পৃ:)

কাজেই কারো সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত হওয়া উচিত। সাক্ষাতের সময় আলাপ আলোচনা বা কুশল বিনিময়ের পূর্বেই সালাম বিনিময় আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হল কে পূর্বে সালাম দিবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ নিয়ম বলে দিয়েছেন। যেমন, ছোট-বড়কে সালাম দিবে, আগন্তুক- বসে থাকা ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক- বেশী সংখ্যককে, আরোহী- পদাতিক ব্যক্তিকে। (বুখারী, মুসলিম-মিশকাত ৩৯৭)

তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা শুধু জায়েযই নয়; বরং অধিক নেকীর কাজ। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান, মিশকাত ৪০০ পৃ:)

অন্য বর্ণনায় তিনি ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়। (আহমাদ তিরমিযী, আবূ দাউদ মিশকাত ৩৯৮ পৃ:)

সালাম যেভাবে দিবে

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে নবী করীম ﷺ-কে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে বসে পড়ল। নবী করীম ﷺ তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সে দশ নেকী পেল। তারপর অন্য একজন এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' রাসূল ﷺ তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সে বিশ নেকী পেল। অতঃপর অন্য আর একজন এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' এবার তিনি তার সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, সে ত্রিশ নেকী পেল।

www.pathagar.com

মু'আয ইবনে আনাস (রা)-এর বর্ণনায় এতটা অতিরিক্ত আছে যে, আর একজন এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহ।' এবার তিনি বললেন, চল্লিশ নেকী হল। আরও বললেন যে, এরূপেই ফযীলত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৩৯৮)

সালামের জবাবে সালাম প্রদানকারী যতটুকু বলেছে তার চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশী বলা উত্তম। তবে কমপক্ষে যতটুকু বলেছে ততটুকু অবশ্যই বলতে হবে এর চেয়ে কম বলা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমাদেরকে কেউ যদি দু'আ করে (সালাম দেয়) তাহলে তোমরাও তার জন্য তার চেয়ে উত্তম দু'আ কর অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। (সূরা নিসা : আয়াত-৮৬)

কেউ যদি অন্য কার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছায় তাহলে তার জবাবে বলতে হবে। 'عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম।' অর্থাৎ আপনার এবং তাঁর ওপর সব রকম শান্তি বর্ষিত হোক।

(আবূ দাউদ, মিশকাত ৪০১ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিধর্মীদের প্রথমে সালাম দিওনা– (মুসলিম)। তবে তারা যদি তোমাদেরকে সালাম দেয় তাহলে তোমরা বল, 'ওয়া আলাইকুম অর্থাৎ 'তোমাদের ওপরেও'।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৮ পৃ:)

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এমন এক মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে মুসলমান, প্রতিমাপূজারী মুশরিক এবং ইয়াহুদী সকলেই মিলিতভাবে ছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে সালাম করলেন।

(বুখারী, মুসলিম, আলবানী-মিশকাত ৩/১৩১৭)

এ হাদীস প্রমাণ করেছে যে, মুসলিম, অমুসলিম মিলিতভাবে থাকলে সালাম দেয়া যাবে। তবে ইমাম নবী বলেন, সালাম প্রদানকারী শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে সালাম দেয়ার নিয়ত করবে। আর যদি কোন বিধর্মীর প্রতি চিঠি-পত্র লিখার দরকার হয় তাহলে নবী করীম ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র লিখতে যা লিখেছিলেন তা-ই লিখতে হবে। তা হচ্ছে اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى। আসসালাম আলা মানিত্তাবা আলহুদা' অর্থাৎ, যে হেদায়াতের (ইসলামের) অনুসারী তার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। (হাশিয়া-মিশকাত-৩৯৮ পৃ:)

হাতের ইঙ্গিতে কিংবা মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম দেয়া যাবে না। কেবল মুখে বলতে হবে, আস্সালামু আলাইকুম .....।

www.pathagar.com

তবে একটু দূরের লোক কিংবা বধির যে কানে শুনে না, এমন লোককে মুখে সালাম দিয়ে হাতে ইঙ্গিত করা যাবে। কিন্তু মুখে সালাম না দিয়ে কেবল হাতের কিংবা মাথার ইশারায় সালাম দেয়া ইসলাম বিরোধী সালাম যা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা দিয়ে থাকে– (তিরমিযী, মিশকাত ৩৯৯ পৃ: তিরমিযী ২/৯৪ পৃ:)

নবী করীম ﷺ ছোট শিশুদেরকে এবং নারীদেরকেও সালাম দিতেন।

(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত-আলবানী ৩/১৩১৬/১৮ পৃষ্ঠা)

মুসাফাহার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, যে দু'জন মুসলমান আপোষে সাক্ষাৎ করে অতঃপর তারা দু'জন পরস্পর মুসাফাহা (করমর্দন) করে তাদের দু'জনের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয় তারা দু'জন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই।

(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, ৪০১ পৃ:)

সাহাবায়ে কেরাম (রা) যখন আপোষে সাক্ষাৎ করতেন তখন তারা পরস্পরে মুসাফাহা করতেন এবং যখন তাঁরা সফর থেকে ফিরতেন তখন তাঁরা আপোষে আলিঙ্গন-কুলাকুলি করতেন। (ঐ,পৃ: ঐ)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সাধারণভাবে সাক্ষাতের সময় সালাম এবং মুসাফাহা করাই যথেষ্ট আর যদি অনেক দিন পর কিংবা দূরবর্তী সফরের পর সাক্ষাৎ হয় তাহলে মু'আনাকা- আলিঙ্গন (কোলাকুলি) করা উচিত।

মুসাফাহার দু'আ–

نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ ـ

উচ্চারণ : "নাহমাদুল্লাহা ওয়া নাসতাগ্ ফিরুহু"।

অর্থ : আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(আবূ দাউদ, মিশকাত ৪০১ পৃষ্ঠা)

মুসাফাহার সময় উভয় ব্যক্তি এ দু'আ পড়লে তাদের দুজনকেই আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন। (ঐ পৃষ্ঠা ঐ)

মুসাফাহা ডান হাতে না উভয় হাতে?

মুসাফাহা শব্দটি আরবি সুফহাতুন থেকে বাবে মুফাআলার মাসদার। অর্থ হাতের তালুর সাথে তালু মিলিত হওয়া। (আরবি শব্দ কোষ-কামূস ১ম ২৩৪ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

এরই ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাজ্জুল উরুছে উল্লিখিত হয়েছে যে–

وَالرَّجُلُ يُصَافِحُ الرَّجُلُ إِذَا وَضَعَ صَفْحَ كَفِّهِ فِىْ صَفْحِ كَفِّهِ وَصَفْحًا كَفَّيْهِمَا وَجْهًا هُمَا وَهِىَ مُفَا عَلَةٌ مِنَ الصَّفْحِ وَهُوَ الصَّاقُ صَفْحِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ وَاقْبَالُ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ ـ

যখন মানুষ নিজের হাতের তালু অপর মানুষের হাতের তালুতে স্থাপন করে এবং উভয়ের হাতের তালু মিলিত হয় এবং উভয়ে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে পড়ে সেই অবস্থাকেই বলা হয়, এক মানুষ অপর মানুষের সাথে সুসাফাহা করছে। এটা 'ছাফহ' শব্দের 'মুফাআলা' ওজন বুৎপত্তি সিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এক হাতের তালুর সাথে অপর হাতের তালুকে আঁকড়িয়ে ধরা এবং পরস্পরে মুখোমুখী হওয়া।

গ্রন্থকার এ অর্থের জন্য আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম শব্দকোষ "লিসানুল আরব" জমখশরীর আছাছ ও তাহযীবের বরাত প্রদান করেছেন।

(আব্দুল্লাহ আল কাফী (র)-এর মুসাফাহা পৃষ্ঠা ৩)

মোটকথা, আভিধানিকভাবে মুসাফাহার তাৎপর্য হচ্ছে এক হাতের তালু দিয়ে আর এক হাতের তালু আঁকড়িয়ে ধরা। উভয়ের উভয় হাত একে অপরের সাথে মিলিত করার কার্যকে মুসাফাহা বলা যেতে পারে না। আরবি ভাষার যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তাঁর পক্ষে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আরবি ভাষার কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুসাফাহা বলে নামকরণ করা হয় নাই। কেননা এক ব্যক্তির উভয় হাত অপর ব্যক্তির উভয় হাতের সাথে মিলিত করলে এক হাতের পিঠ অপর হাতের তালুর সাথে মিলিত হবে এবং এরূপ ভংগীর হাত মিলানোকে আরবি ভাষায় মুসাফাহা বলা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাক, নবী করীম ﷺ-এর সময়ে এবং সাহাবাগণের যুগে মুসাফাহার কিরূপ আকৃতি ও ভঙ্গ প্রচলিত ছিল।

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত,

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার ভাই কিংবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে কি তার সামনে মাথা ঝুকাবে। তিনি বললেন, না। তখন লোকটি বললো তবে কি সে তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং চুম্বন দিবে। রাসূল ﷺ বললেন, না। এবার লোকটি বলল, তাহলে সে কি তাঁর একটি হাত দ্বারা ধরবে এবং তার সাথে মুসাফাহা করবে। এবার তিনি বললেন, হ্যাঁ। (তিরমিযী, মিশকাত ৪০১ পৃ:)

www.pathagar.com

ইমাম হাকিম কিতাবুল কুনা গ্রন্থে আবূ উমামার (রা) বাচনিক রেওয়ায়েত করেছেন যে–

تَمَامُ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ وَالْمُصَافَحَةُ بِالْيُمْنٰى .

"সালামের পূর্ণতা হল হস্ত ধারণ করা আর মুসাফাহা ডান হাতেই করতে হয়।" (কানযুল উম্মাল ৫/৩১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, ডান হাতে অর্থাৎ সাক্ষাৎকারী উভয়ের ডান হাতের তালুর সঙ্গে তালু মিলিয়ে মুসাফাহা করার পক্ষে প্রামাণ্য আরও অগণিত হাদীস রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শীর (রাহিমাহুল্লাহ) 'মুসাফাহা' নামক গ্রন্থটি পড়ার জন্য অনুরোধ থাকল।

কুশল বিনিময়ের নিয়ম

কারো সাথে সাক্ষাতের সময় প্রথমেই সালাম ও মুসাফাহা করা ইসলামী বিধান। তারপর কুশল বিনিময় করতে একজন অন্য জনকে বলেন, কেমন আছেন? তখন জবাবদাতা সাধারণত বলেন, ভাল কিংবা ভাল নয় ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমানের জন্য এরূপ বলা উচিত নয়; বরং প্রথমে বলবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه 'আলহামদুলিল্লাহ' আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, অথবা مَا شَاءَ اللّٰهُ মাশাআল্লাহ ভাল আছি। এরপর শরীর, মন খারাপ থাকলে তা বলে, দু'আ চাওয়া উচিত। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেন সে রোগের সময় আলী (রা) তাঁর নিকট থেকে বের হলেন। লোকেরা বললো হে হাসানের পিতা! নবী করীম ﷺ কিভাবে সকাল করলেন : তিনি বললেন, 'বিহামদিল্লাহ' তিনি সুস্থভাবে সকাল করেছেন। (বুখারী, মিশকাত ১৩৭ পৃ:)

প্রণিধানযোগ্য যে, নবী করীম ﷺ হয়তো পূর্বের চেয়ে একটু ভাল ছিলেন কিন্তু পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। তথাপি আলী (রা) লোকদের জিজ্ঞাসার জবাবে 'বিহামদিল্লাহ' আল্লাহর প্রশংসার সাথে বলছেন' রাসূল ﷺ সুস্থভাবে সকাল করেছেন, বললেন। তিনি তো আমাদের মত বললেন না যে, 'ভালভাবে বা সুস্থভাবে সকাল করেছেন (আল্লাহর প্রশংসা বাদ দিয়ে)।

সাদ্দাদ ইবনে আউছ এবং সুনাবিহী (রা) একদা এক রোগাক্রান্ত সাহাবীকে দেখতে গেলেন। তাঁরা রোগাক্রান্ত সাহাবীকে বললেন, আপনি কিভাবে সকাল করেছেন? তিনি বললেন, (আল্লাহর) অনুগ্রহের সাথে সকাল করেছি। তখন শাদ্দাদ (রা) বললেন, তাঁকে তাঁর অপরাধসমূহের কাফফারা এবং পাপরাশি মিটিয়ে দেয়ার সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে

www.pathagar.com

শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন, আমি যখন আমার কোন মুমিন বান্দাকে (আপদ-বিপদ কিংবা অসুখ-বিসুখের দ্বারা) পরীক্ষা করি। অতঃপর আমি তাকে যে বিষয়ে পরীক্ষা করছি এর উপরেও সে আমার প্রশংসা করে। তাহলে সে তার ঐ বিছানা থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে উঠবে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে বন্দী করেছি এবং পরীক্ষা করছি। কাজেই তোমরা (তার আমলনামায়) তাঁর জন্য ঐ পরিমাণ নেকী লিখে দাও যে পরিমাণ তাঁর সুস্থ অবস্থায় লিখে রাখতে। (আহমাদ, মিশকাত ১৩৮)

অনেকে কেমন আছেন? এর জবাবে বলে থাকেন ইনশাল্লাহ ভাই আছি। এটা ব্যাকরণের দৃষ্টি কোন থেকে ভুল বরং হবে আলহামদুল্লাহ্ ভাল আছি।

রিক্সা, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আরোহণের দু'আ

মানুষ হাটে-বাজারে, নগরে-বন্দরে, অফিস আদালতে যেতে অনেক সময় কোন না কোন যানবাহনে আরোহণ করে। এ সময় নানা রকমের বিপদ-আপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নিম্নলিখিত দু'আসমূহ পড়া আবশ্যক।

আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর অনুকরণে যখন তার পা-সওয়ারীতে রাখতেন তখন তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলতেন। অতঃপর তিনি যখন সওয়ারির পিঠে সোজা হয়ে বসতেন, তখন বলতেন, 'আলহামদুল্লিাহ' তারপর তিনি বলতেন–

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ . وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরি নীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা মুনক্বালিবুন।

অর্থ : সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি উহাকে আমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন অথচ আমরা এটাকে আয়ত্বকারী ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-১৩)

অতঃপর তিনি তিনবার বলতেন 'আলহামদু লিল্লাহ' এরপর তিনবার বলতেন, 'আল্লাহু আকবার'। তারপর বলতেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ .

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা।

www.pathagar.com

অর্থ : তোমার সত্তা পুত-পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি নিজের উপরে জুলুম-অত্যাচার করেছি। তাই আমাকে মাফ কর। কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

এ দু'আ শেষে আলী (রা) হেসে ফেললেন। তখন উপস্থিত লোকজন বললেন, 'আমিরুল মু'মিনীন' কি কারণে আপনি হাসলেন? তিনি বললেন, আমি যা করেছি নবী করিম ﷺ কেও তা করতে দেখেছি। অতঃপর রাসূল ﷺ হাসলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে আপনি হাসলেন? তিনি ﷺ বললেন, বান্দা যখন 'রাব্বিগ ফিরলি যুনূবী .... বলে তখন আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমার বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া আর কেউ পাপরাশি ক্ষমা করতে পারে না।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ২১৪ পৃ:)

নৌ যানে আরোহণের দু'আ

নবী করীম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের জন্য পানিতে ডোবা থেকে বেঁচে থাকার উপায়, যখন তারা নৌকা-স্টীমার চড়বে তখন তারা বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজরেহা ও মুরসাহা ইন্না রাব্বী লা গাফূরুর রাহীম।

অর্থ: আল্লাহর নামে (আরোহণ করলাম) এর গতি ও স্থিতি (তাঁরই যিম্মায়)। নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা হুদ : আয়াত-৪১)

কেউ কেউ ইজতিহাদ করে উড়োজাহাজে চড়ার সময় এ দু'আ পড়ার কথা বলেছেন। কিন্তু এটা নিছক ইজতিহাদ। যেহেতু লম্বা সফরে উড়োজাহাজে চড়ার দরকার হয়।

হাট-বাজারে প্রবেশের দু'আ

সাধারণত মানুষ হাট-বাজারে গমন করলেই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। মিথ্যা বলা থেকে নিয়ে নানা অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। কাজেই মহানবী ﷺ তাঁর উম্মতদেরকে বাজারে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ার কথা বললেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর জন্যই সমস্ত রাজত্ব এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। তিনিই

www.pathagar.com

জীবন ও মৃত্যুদান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মরবেন না তার হাতেই আছে সমস্ত কল্যাণ। আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান-কর্তৃত্বশীল।

নবী করীম ﷺ বলেন, বাজারে প্রবেশের সময় উপরোক্ত দু'আটি যে ব্যক্তি পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য দশ লক্ষ (অসংখ্য) নেকী লিখে দিবেন, দশ লক্ষ পাপ মিটিয়ে দিবেন এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। আর তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর (বালাখানা) তৈরি করে দিবেন।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২১৪, আলবানী মিশকাত-২য় খণ্ড ৭৫১ পৃষ্ঠা)

সালাতুয্ যুহা বা চাশতের সালাত ও তাঁর মাহাত্ম্য

নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলা থেকে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাক'আত সালাত পড় তাহলে দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, আহমাদ, দারিমী, মিশকাত ১১৬ পৃষ্ঠা)

এ সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আট রাক'আত পড়েছিলেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৬ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, মানব দেহে ৩৬০টি জোড়া আছে। প্রত্যেক জোড়ার বিনিময়ে একটি করে সাদকা করা উচিত।

সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, তা-কি কার পক্ষে সম্ভব? হে আল্লাহর নবী! তিনি ﷺ বললেন, মসজিদের কফ-কাঁশ মুছে দেওয়া, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোই যথেষ্ট। আর এসব যদি না পার তবে দু'রাক'আত চাশতের সালাতই এর জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসলিম ১/৩২৫ আবূ দাউদ, মিশকাত ১১৬ পৃ:)

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ সালাত বার রাক'আত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের বালাখানা নির্মাণ করে দিবেন।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১১৬ পৃ:)

উপরিউল্লিখিত হাদীসসমূহের দ্বারা বুঝা গেল যে, চাশতের সালাত ২, ৪, ৮ কিংবা ১২ রাক'আত। কাজেই যিনি যতটা সময় পাবেন সে অনুসারে দুই থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত পড়ার চেষ্টা করবেন। এ সালাত হালকাভাবে ছোট ছোট সূরা দিয়ে পড়া যায়। তবে রুকু, সাজদা ঠিকমত ধীর-স্থিরভাবে করতে হবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৬ পৃ:)

বি: দ্র: আরবিতে এ সালাতকে সালাতুয্ দুহা বলে। দুহা শব্দের অর্থ সূর্যের উজ্জ্বল্য। যা সূর্য স্পষ্ট প্রকাশ হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। আনুমানিক সকাল ৯টা। এই সময় থেকে অর্থাৎ দিনের প্রথম প্রহর থেকে শুরু হয়ে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এ সালাত আদায় করা যায়। ফারসী ভাষায় দুহাকে চাশত বলে, কাজেই এ সালাত আমাদের দেশের সাধারণ মুসল্লীদের নিকট চাশতের সালাত নামেই পরিচিত।

www.pathagar.com

১৬. অর্থনৈতিক বিষয়াবলি

মানব জীবনে অর্থ বা সম্পদ এমন এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যা ছাড়া জীবন এক প্রকার অচল। অর্থের সম্পর্ক দেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায়। তাই ইসলামে এমন মূল্যবান বিষয়টিকে ছোট করে দেখা হয়নি; বরং অর্থ উপার্জনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

সালাত শেষ হওয়ার পর তোমরা জমীনে (আপন কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-জীবিকা অন্বেষণ করো। (সূরা জুমা : আয়াত-১০)

অর্থ উপার্জনের গুরুত্ব

ইসলামে অর্থ উপার্জনের গুরুত্ব কতটুকু তা রাসূল ﷺ-এর এ হাদীছ থেকেই বুঝা যায়। তিনি বলেছেন–

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ـ

ফরয ইবাদতসমূহের পরে হালাল রুজি উপার্জন করাও ফরয।

(বাইহাক্বী ফী শুবিল ঈমান)

তিনি আরো বলেছেন–

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ ـ

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই। (বুখারী) বস্তুত এ উপার্জন শুধু নিজের জন্যে নয়; বরং যারা উত্তরাধিকারী থাকবে তাদের জন্যেও উপার্জন করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ـ

তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদেরকে স্বচ্ছল ও সম্পদশালী করে রেখে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অনেক ভালো। (বুখারী)

www.pathagar.com

অর্থোপার্জনে হালাল ও হারাম পন্থাসমূহ

ইসলামের অর্থোপার্জনে যেভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সেভাবে মুসলমানদেরকে যে কোন উপায়ে এবং যে কোন পথ ও পন্থায় ইচ্ছামাফিক অর্থ উপার্জন করতে অবাধ সুযোগ দেয়া হয়নি; বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে হালাল ও হারাম পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি হচ্ছে এই যে, অর্থ উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই হারাম বা অবৈধ। অপর দিকে যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বন করলে অর্থ উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সংগত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই হালাল বা বৈধ। মুসলমানদেরকে হালাল উপার্জনই করতে হবে। যেহেতু অর্থ হলো বাঁচার তাগিদে, আর বাঁচতে হবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্যে। কেননা, 'আল্লাহ, তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবদাতের জন্যই।' সুতরাং হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থে গড়া শরীরে আল্লাহর ইবাদত করা হলে সেই ইবাদত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীছে কুদসীতে বলেছেন : لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না। (বুখারী)

ব্যবসা-বাণিজ্যে অবৈধ পন্থাসমূহ

মানুষের জীবনে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথ ও পন্থার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য একটি সর্বজন স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এ পেশায় নতুন নতুন কতো পথ ও পন্থা আবিষ্কার হয় তার কোন শেষ নেই। এসব পথ ও পন্থায় নীতিগতভাবে পরস্পরের জন্যে যা অকল্যাণকর এবং মানব জীবনের জন্যে যা ক্ষতিকর ইসলামে ঐসব পথ ও পন্থাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ঐসব অবৈধ পথ ও পন্থাসমূহ হলো।

১. অন্যায় ও অসুদুপায়ে উপার্জন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ـ

হে মুসলমানগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অসদুপায়ে একে অপরের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করো না। তোমাদের পারস্পরিক স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমেই অর্থের আদান-প্রদান করো। (সূরা নিসা : আয়াত-২৯)

www.pathagar.com

২. সুদভিত্তিক উপার্জন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَـاَيُّـهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَنُـوا اتَّـقُـوا اللّٰـهَ وَذَرُوْا مَـابَـقِـىَ مِـنَ الـرِّبٰـوا اِنْ كُـنْـتُـمْ مُّـؤْمِـنِـيْـنَ ـ فَـاِنْ لَّـمْ تَـفْـعَـلُـوْا فَـاْذَنُـوْا بِـحَـرْبٍ مِّـنَ اللّٰـهِ وَرَسُـوْلِـهٖ وَاِنْ تُـبْـتُـمْ فَـلَـكُـمْ رُءُوْسُ اَمْـوَالِـكُـمْ لَاتَـظْـلِـمُـوْنَ وَلَا تُـظْـلَـمُـوْنَ ـ

হে মুসলমানরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর তোমাদের যে সুদের অর্থ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও; যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। আর যদি তোমরা এরূপ না কারো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো। এখনো যদি তওবা করো (এবং সুদ পরিত্যাগ করো) তাহলে তোমরা (তোমাদের লগ্নির) মুলধন ফিরে পাওয়ার অধিকারী হবে। না তোমরা জুলুম করবে, আর না তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৮-৭৯)

সুদের পরিচয়

১. সাধারণত যে ঋণ বা কর্জ মুনাফার ভিত্তিতে আদান-প্রদান করা হয় এবং সেখান থেকে যে মুনাফা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সুদ।

২. কাউকে শুধু এই শর্তের উপর টাকা দেয়া যে, মূল টাকার উপর নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দেয়া হবে। সুতরাং এই লাভই হলো সুদ।

৩. কোন ব্যবসায় কিংবা কোন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে অথবা কোন হাউজিং ফার্মে বা কোন ক্ষেত খামারে এই শর্তে টাকা বিনিয়োগ করা বা জায়গা-জমি কিংবা অফিস-ঘর-বাড়ি প্রদান করা যে, মাসিক কিংবা বার্ষিক নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদানের কথা অগ্রিম বলা হয়। এ বিনিয়োগ হবে সম্পূর্ণ সুদভিত্তিক।

৪. একই পণ্যের বিনিময়ে বেশ-কম করে একই পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করাও সুদ। যেমন– এক কেজি চিকন চালের বিনিময়ে দেড় কেজি মোটা চাল ক্রয় বা বিক্রয় করা।

পক্ষান্তরে সুদমুক্ত আদান-প্রদান ও বিনিয়োগ হলো তাই, যার লাভ অগ্রিম নির্ধারিত হবে না। বরং নির্ধারিত সময়ে হিসাবান্তে বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসান তারতম্যের ভিত্তিতে লভ্যাংশ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

৩. সুদ আদান-প্রদানের পরিণাম : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو ط فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

যারা সুদ খায় (সুদ আদান-প্রদান করে) তাদের অবস্থা হয় সে ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল ও জ্ঞান শূন্য করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে : ব্যবসাও তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার প্রভুর তরফ হতে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে এ সুদ আদান প্রদান হতে বিরত থাকবে, সে পূর্বে এ ব্যাপারে যা কিছু করেছে সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ উপরই সোপর্দ থাকবে। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে। আর সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৫)

সুদ আদান-প্রদানকারীর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, এর হিসাব লেখক ও তার সাক্ষীদ্বয়কে এবং তিনি বলেছেন এরা সবাই সমান অপরাধী।

(মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন–

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ ـ

সুদ এমন একটি বিরাট গুনাহ যাকে সত্তরটি ভাগে বিভক্ত করলে তার সবচেয়ে হালকাটি হলো নিজের মায়ের সাথে জ্বেনা করার সমান গুনাহ।

(ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বী)

www.pathagar.com

৪. মদ, জুয়া ও লটারীর মাধ্যমে উপার্জন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও পাশা খেলা এসব অপবিত্র ও শয়তানী কাজ। এগুলো পরিহার করো, যেন তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারো। শয়তান তো শুধু চায় যে, মদ ও জুয়ায় তোমাদেরকে মগ্ন ও নিমজ্জিত করে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে দেবে এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। সুতরাং তোমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে কি? (সূরা আল মায়েদা : আয়াত-৯০-৯১)

অনরূপভাবে লটারীও এক প্রকার জুয়া। তাকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মানবীয় স্বার্থের নামে তাকে জায়েয মনে করা কোনক্রমেই সঠিক কাজ হতে পারে না। যারা এ ধরণের কাজের জন্যে লটারীকে জায়েয মনে করেন তারা হারাম নৃত্য ও হারাম শিল্প ইত্যাদির দ্বারা এসব উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করতেও পিছপা হয় না। কিন্তু তা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং এ লটারীর ব্যবসা যেমন হারাম, তেমনি দশ বা বিশ টাকায় লটারীর টিকেট কিনে এক সাথে বেশি উপার্জন কিংবা বড় লোক হওয়ার যে স্বপ্ন তাও হারাম। অপর দিকে দশ বা বিশ টাকা যে জনকল্যাণমূলক কাজে দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হয় তাতেও কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। যেহেতু এ টাকা শুধু জনকল্যাণমুলক কাজেই দেয়া হয়নি; বরং বড় কিছু পাওয়ার নিয়্যতেই দেয়া হয়েছে। উপরন্তু এ কাজে মানবতার কল্যাণের নামে কোন সওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা বরং শরী'য়ত গর্হিত কাজে সহযোগিতার কারণে বড় গুনাহ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

আর তোমরা গুনাহ ও সীমা লংঘণের কাজে এক বিন্দু সাহায্য-সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যেহেতু আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

(সূরা আল মায়েদা : আয়াত-২)

www.pathagar.com

৫. যে কোন হারাম জিনিস বিক্রয় করাও হারাম : নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা এবং তা থেকে উপকার গ্রহণও হারাম ও গুনাহের কাজ। এ কারণে তা ক্রয় বা বিক্রয় করা কিংবা তার ব্যবসা করাও হারাম। যেমন– মদ, হারাম খাদ্য বা পানীয়, শূকর, মূর্তি, প্রতিকৃতি প্রভৃতি। এ সম্পর্কে তাকীদ দিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ .

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন মদ, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তি। (বুখারী)

অপর হাদীছে বলা হয়েছে : إِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ আল্লাহ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন। (মূসনাদে আহমদ)

আর মাদক অর্থাৎ যা নেশাগ্রস্ত করে তার পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, তা উভয় অবস্থায় হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ যে জিনিস অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার কিঞ্চিত পরিমাণও হারাম। (আবু দাউদ)

৬. ঘুষের মাধ্যমে উপার্জন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদ পরস্পরে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, না প্রশাসকদের সামনে এ উদ্দেশ্যে পেশ কর যে, জেনেশুনে লোকদের অর্থ–সম্পদের একাংশ তোমরা নিজেরাই ভক্ষণ করবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৮)

অসুদপায়ে বা হারাম পন্থায় লোকদের সম্পদ আহরণ করার আরো একটি পন্থা হচ্ছে 'ঘুষ'। অর্থাৎ প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা বা সরকারী দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে। এটাই হল ঘুষ। এ ঘুষ দেয়া ও নেয়া উভয়ই হারাম।

www.pathagar.com

ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে –

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ وَالرَّائِشَ.

ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং এদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী– এ সকলের উপরই রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন। (আহমদ, হাকেম)

৭. ধোঁকাবাজি করা ও ভেজাল দেয়া : যে কোন পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের কোন দোষ থাকলে তা ক্রেতা না জানার ব্যবস্থা করা কিংবা কোন স্বাস্থ্যকর খাবারে সাথে অস্বাস্থ্যকর খাবার মিশ্রিত করা অথবা ১ নং কোন জিনিসের সাথে ২ নং জিনিসকে ১ নং জিনিস বলে বিক্রি করা ইত্যাদি ব্যবসা-বাণিজ্য অবৈধ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন : "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তিনি স্তুরের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেল। তিনি বললেন : হে স্তুপের মালিক! এ কি ব্যাপার? লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সেগুলো তুমি স্তুপের উপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। জেনে রাখো : مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (মুসলিম)

৮. বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা শপথ করা : আবু জর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু জর (রা) তখন বলে উঠলেন, তাহলে তো তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ! এসব লোক কারা? তিনি বললেন–

اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

যে লোক পায়ের গোছার নিচে কাপড় করে, আর যে লোক কোন কিছু দান করে খোটা দেয় এবং যে মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন–

اَلْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

কিরা-কসম করে পণ্য বিক্রি করা গেলেও বরকত পাওয়া যায় না। (বুখারী)

www.pathagar.com

৯. নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য গুদামজাত করা : খাদ্যপণ্য ও জনগণের সাধারণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবসময় যাতে স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যে থাকে এ ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত কঠোর। তাই নবী ﷺ খাদ্যপণ্য মজুদকরণের ব্যাপারে নানাভাবে কঠোর ও কঠিন ভাষায় নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন–

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ.

যে লোক চল্লিশ রাত্রিকাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে লাখল, সে আল্লাহ্ থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল এবং আল্লাহও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন তার থেকে।

তিনি আরোও বলেছেন : مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ যে ব্যক্তি গুদামজাত করে সে পাপী। (মুসলিম)

১০. কোন পণ্য পুরোপুরি হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَيَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْئٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

কোন ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করল তা পুরোপুরি হস্তগত হওয়ার পূর্বে যেন বিক্রয় না করে। বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি প্রত্যেক পণ্যই খাদ্যশস্যের এই নির্দেশের পর্যায়ভুক্ত। (মুসলিম)

অনুরূপভাবে ডিও (চাহিদাপত্র) ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসাও বৈধ নয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বেই ডিও বা চাহিদাপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয়। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, "তিনি মারওয়ানকে বললেন, আপনি কি সুদের কারবার হালাল করে দিয়েছেন? মারওয়ান বললেন কেন? আমি তো তা করিনি। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আপনি তো ডিও-র ব্যবসা হালাল করে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য-দ্রব্যের উপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মারওয়ান লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং তাদেরকে এই ধরণের লেনদেন করতে নিষেধ করে দিলেন। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বলেন, অতঃপর আমি দেখলাম, ব্যবসায়ীরা লোকদের হাত থেকে ডিওর কাগজগুলো কেড়ে নিচ্ছে।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

১১. শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রয়-বিক্রয় করা : কোন কোম্পানির শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রয় ও বিক্রয় করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে না জায়েয নয়। তবে যেসব কোম্পানির শিল্প-কারখানা সুদভিত্তিক বিনিয়োগ গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেসব কোম্পানির শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কারণ এসব কোম্পানির শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রয়-বিক্রয়ও সুদি লেনেদেনের সমপর্যায়ের।

১২. বিভিন্ন মেয়াদী বন্ড ক্রয় করা : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন মেয়াদে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদানের অগ্রিম ঘোষণার মাধ্যমে যে বন্ড বিক্রয় করে থাকে তা ক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ কোন মূলধনের উপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদানের অগ্রিম ঘোষণাই হলো সুদ। তবে কোন মেয়াদী বন্ডের ওপর সম্ভাব্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ঘোষণা করে বন্ডে মেয়াদ শেষে তার ওপর লভ্যাংশ বেশ-কম হওয়ার সুযোগ রাখা হলে ঐ বন্ডের ওপর লভ্যাংশ সুদ হবে না। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণ এ পদ্ধতির উপর বিভিন্ন মেয়াদী বন্ড বিক্রয় করে বলেই ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন মেয়াদী বন্ড ক্রয় করা জায়েয।

১৩. কোন ফল পুষ্ট না হতে বিক্রয় করা : আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ تُزْهِىْ حَتّٰى تَحْمَارَّ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ফল রঙিন (পুষ্ট) না হওয়ার পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

১৪. মাপে বা ওজনে কম দেয়া : কোন পণ্য বিক্রয়ে পাত্র দ্বারা মাপের ক্ষেত্রে বা পাল্লা দ্বারা কিংবা ডিজিটাল মাপে ওজন করার সময় কম দেয়াও এক প্রকারের চুরি। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারটির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

আর তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণভাবে মাপবে। আর ওজন করবে সুদৃঢ় সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা। এ নীতি কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই উত্তম। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৫)

www.pathagar.com

তিনি আরোও বলেছেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ . اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَاِذَا كَالُوْا هُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ .اَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ . لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ. يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

মাপে বা ওজনে যারা কম দেয় তাদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয় তখন পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন অপরকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে, তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আল-ামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবে। (সূরা মুত্বাফ্ফিফীন : আয়াত-১-৬)

১৫. চোরা মাল ক্রয়-বিক্রয় করা : সলম কোন প্রকার অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় না। আর মুসলমান কোন অপরাধীকে সহযোগিতা করতে পারে না। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা কোন মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে-শুনে ক্রয় করা; তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হোক কিংবা ভোগের উদ্দেশ্যে হোক কোন মুসলমানের জন্যে তা জায়েয নয়। কেননা, তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। তাই চোরা মার্কেট থেকে কোন কিছু ক্রয় করা জায়েজ নেই।

নবী ﷺ বলেছেন–

مَنِ اشْتَرٰى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهَا سِرْقَةٌ فَقَدْ اِشْتَرَكَ فِىْ اِثْمِهَا وَعَارِهَا.

যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল। (বায়হাক্বী) **(আরবী সমস্যা আছে ???????)**

উল্লেখ্য, চুরি করা মাল যদি দীর্ঘদিনও অতিবাহিত হয়, তাহলেও তার গুনাহ রহিত হয় না। কেননা, ইসলামে সময়ের দীর্ঘতা হারামকে হালাল করে দেয় না।

১৬. কারো দামের উপর চড়া দাম দিয়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করা এবং অযথা দরদাম করে মূল্য বৃদ্ধি করা : আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ –

তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দামের উপর চড়া দাম দিয়ে কোন জিনিস খরিদ না করে। (বুখারী)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে অপর বর্ণিত, তিনি বলেছেন–

نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ.

নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন : (খরিদ করার উদ্দেশ্যে ব্যতীত) অযথা জিনিসের দরদাম করে মূল্য বৃদ্ধি করতে। (বুখারী)

১৭. নিষিদ্ধ ঘোষিত বিক্রয় ও বিনিময় : ইসলামে যেসব জিনিস বিক্রি করা ও যেসব কাজের বিনিময় গ্রহণ করে উপার্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো–

১. রক্ত বিক্রয় করা, ২. কুকুর বিক্রির মূল্য, ৩. গণকের পারিশ্রমিক,

৪. বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন,

৫. পশুকে সংকরায়নের বিনিময় ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি। (সূত্র : বুখারী)

এছাড়া বাকিতে বিক্রিত কোন পণ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হলে ঐ পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে গ্রহণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। জাবের (রা) এর বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন–

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

নবী করীম ﷺ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট পণ্যের মুল্য (বাকিতে বিক্রেতাকে) বাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : "যদি তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে বাকিতে ফল বিক্রয় কর আর তা যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার নিকট থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্যে হালাল হবে না। বস্তুত তুমি কেন অন্যায়ভাবে তোমার ভাইয়ের সম্পদ নিতে যাবে।" (সূত্র : মুসলিম)

১৮. নগদ টাকায় জমি লাগানো : জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে (নগদ টাকায় লাগাতে নিষেধ করেছেন।) (মুসলিম)

অনুরূপভাবে ক্ষেত্রের উৎপন্ন নির্দিষ্ট কোন অংশের বিনিময়েও জমি লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে। রাফে' খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমার চাচারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় লোকেরা নালার পাশে উৎপন্ন ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি লাগাতো যা জমির মালিক নিজের জন্যে নির্দিষ্ট নিতো। (যেমন ক্ষেত্রের কোন বিশেষ অংশ

www.pathagar.com

সে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট নিতো কিংবা উৎপাদিত ফসলের একটা বিশেষ অংশ সে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিতো কিংবা উৎপাদিত ফসলের একটা বিশেষ অংশ সে পাবে– এ শর্তে জমি লাগাতো।)

কিন্তু নবী করীম ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (হাদীসের অধঃস্তন বর্ণনাকারী বলেন) আমি রাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, 'দীনার' কিংবা 'দেরহামের' জমি কেরায়া দেয়াটা কেমন? রাফে' বলেন তাতে কোন দোষ নেই। অথচ লাইছ (রা) বলেন, যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে– হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করলে তিনিও তা জায়েয মনে করবেন না। কেননা, তাতে চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।" (বুখারী)

উল্লেখ্য, জমি লাগানোর শরয়ী পন্থা হলো– উৎপন্ন ফসল ভাগের শর্তে। এতে চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে না।

১৯. কুরআন খতম পড়ে বিনিময় গ্রহণ করা : ইমরান ইবনে হুছাইন (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জনৈক কুরআন তেলাওয়াতকারী পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন কুরআন পড়ে পড়ে (মানুষের নিকট) কিছু অর্থ চাচ্ছিলেন। বর্ণনাকরী "ইন্নালিল্লাহি" পড়ে বললেন।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি–

مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْاَلِ اللّٰهَ بِهٖ فَاِنَّهٗ سَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْاَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ.

যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে যেন এর দ্বারা কেবল আল্লাহর কাছেই চায় (অর্থাৎ কুরআন পড়ে তার বিনিময় শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে।) কেননা অচিরেই এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করে মানুষের কাছে তার বিনিময় চাইবে। (তিরমিজী, আহমদ)

বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ يَتَاَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

যে ব্যক্তি খাওয়ার বিনিময়ে মানুষের নিকট কুরআন পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার মুখমণ্ডলে হাঁড় থাকবে, তার উপর গোশত থাকবে না। (অর্থাৎ সে অভিশপ্ত অবস্থায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।) (বায়হাকী)

www.pathagar.com

আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ وَلَاتَاْكُلُوْابِهٖ . তোমরা কুরআন পাঠ করো; কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু খাবে না। অর্থাৎ গ্রহণ করবে না। (মুসনাদে আহমদ)

কুরআন খতমের ন্যায় অন্য যে কোন দৈহিক ইবাদত যেমন– খতমে বুখারী, খতমে সূরা আন'আম, খতমে ইউনুস, খতমে জালালী, খতমে গাউছিয়া, খতমে তাহলীল ইত্যাদি পড়ে তার বিনিময়ে টাকা-পয়সা নেওয়া নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَرَدٌّ – যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা করার জন্য আমাদের কোন হুকুম নেই, তা গ্রহণযোগ্য নয়। (মুসলিম)

সুতরাং যারা এসব খতম পড়ে তারা মানুষকে প্রতারিত করেই তার বিনিময় গ্রহণ করে। কেননা, এসব খতমের কোন শর'য়ী ভিত্তি নেই। এর ভিত্তি হলো একমাত্র অর্থলোভ।

বাকি লেনদেনে করণীয়

ঋণ গ্রহণ না করে কিংবা বাকিতে লেনদেন না করতে পারাটাই উত্তম। তবে নিতান্ত ও কঠিন ধরণের ঠেকায় পড়লে ভিন্ন কথা। অবশ্য এ অবস্থায় তা করতে হলেও সবসময় তা পরিশোধ করার মনোভাব প্রবলভাবে রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ.

যে লোক অন্য লোকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করল এবং তা আদায় করে দেয়ার মনোভাব রাখল, তার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করে দেবেন। আর যে লোক ঋণ গ্রহণ করে তা না দেয়ার মনোভাব নিয়ে (যা পরিশোধের কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না) আল্লাহও তাঁকে বিনষ্ট করে দেবেন। (তার ঋণ শোধে আল্লাহও কোন ব্যবস্থা করবেন না)। (বুখারী)

বস্তুত ঋণ গ্রহণ কিংবা বাকিতে লেনদেন স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের বেলায় লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় ঋণী হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।

www.pathagar.com

এর জন্যে তিনি এভাবে দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা বৃদ্ধি ও পাওনা মানুষের রুদ্র রোষ থেকে। (আবু দাউদ)

তিনি সালাতে শেষ তাশাহহুদের পর "জাহান্নামের আজাব, কবরের আজাব, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয়ের অপকারিতা"।

এ চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়ার সাথে তিনি আরো বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ্ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই।

আয়েশা (রা) বলেন : এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে এত আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "কেউ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে কথা বললে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।" (বুখারী, মুসলিম)

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তির সব গুনাহ মাফ করে দিলেও কারো ঋণ ক্ষমা করবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ .

শহীদের সব গুনাহই ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু ঋণ ক্ষমা করা হবে না। (মুসলিম)

বাকীতে লেনদেন করলে লিখিত করা

বাকীতে কোন লেনদেন করা হলে তা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

হে মুমিনগণ! যদি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তোমরা পরস্পর ঋণে তথা বাকিতে লেনদেন করো তাহলে তা লিখিতভাবে করো। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৮২)

www.pathagar.com

লেনদেনে পাওনাদারের অধিকার ও দেনাদারের কর্তব্য

লেনদেনে পাওনাদার তার পাওয়ানার জন্য দেনাদারকে তাগাদা দিতে পারবে, কড়া ভাষায় কথা বলতে পারবে। এ জেন্য তাকে দোষারোপ করা যাবে না।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট তার পাওনার জন্যে তাগাদা দিতে এসে কড়া ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে তাঁর উপস্থিত ছাহাবাগণ (ক্ষুব্ধ হয়ে) লোকটিকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : دَعْـهُ فَـاِنَّ لِصَاحِبِ الْـحَقِّ مَقَالاً “তাকে বলতে দাও। কেননা, পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার আছে। (বুখারী)

আর দেনাদারের কর্তব্য হলো সামর্থ থাকলে দেনা পরিশোধ করতে বিলম্ব না করা-গাড়িমসি না করা।

আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعُ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِّىْ فَلْيَتْبَعْ.

সামর্থবানের পক্ষে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ও গড়িমসি করাও একটি জুলুম বা অবিচার বিশেষ। যখণ তোমাদের কাউকে (তার জন্যে) কোন সামর্থবানের উপর হাওয়াল করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়। (বুখারী)

ঋণ পরিশোধে অপরাগ ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়া

মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

তোমাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি ছদকা করে দাও তাহলে তা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে, যদি তা বুঝাতে পারো।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৮০)

আবু কাতাদা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি–

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعُ عَنْهُ.

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন বিপদ থেকে নাজাত দিক, সে যেন নিঃসম্বল ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে সময় দেয় অথবা তা ছেড়ে দেয়। (মুসলিম)

দুনিয়ার দেনা পরিশোধ করা না হলে আখিরাতে দেউলিয়া হওয়া

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰي اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদের নিজ নিজ পাওনাদারের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিং বিহীন ছাগলের প্রাপ্য প্রতিশোধ শিং বিশিষ্ট ছাগল হতে নেয়া হবে। (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : **তোমরা কি জানো দেউলিয়া ও কাঙাল কে? লোকেরা বললেন, আমাদের মধ্যে তো কাঙাল বা দেউলিয়া ঐ ব্যক্তি যার না আছে কোন টাকা পয়সা আর না আছে** কোন আসবাবপত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে তারাই কাঙাল ও দেউলিয়া যারা কিয়ামতের দিন সালাত, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে এবং তার সাথে সাথে দুনিয়ার কাউকে গালি দিয়ে থাকলে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করে থাকলে, কাউকে অন্যায়ভাবে বিনা বিচারে হত্যা করা হলে অথবা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরে থাকলে এসব লোকদের মধ্যে তার নেক কাজগুলো বন্টন করে দেয়া হবে। এতে যদি সব ছওয়াব শেষও হয়ে যায় এবং ঐ সব লোকদের পাওনা তখনো বাকি থাকে তাহলে ওদের পাপ তার ভাগে ঢেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

আমানত সংরক্ষণ করা

মানব জীবনে আর্থিক লেনদেন ক্ষেত্রে আমানতদারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমানতের খেয়ানত করাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ মুনাফিকের তিনটি আলামতের একটি বলেছেন। তিনি বলেছেন–

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ.

মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং ৩. তার নিকট কোন আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে। (বুখারী)

www.pathagar.com

সুতরাং লেনদেনের ক্ষেত্রে আমানতদারী রক্ষা করা ঈমান রক্ষা করারই শামিল। আমানতের অর্থ-সম্পদ বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে, বিভিন্ন আমানত ও বিভিন্ন যামানত, নগদ জমা ইত্যাদি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যথোপযোক্ত প্রাপকের নিকট যথাসময়ে সমন্বয় কিংবা পরিশোধ করতে কোনো প্রকার গড়িমসি করা সম্পূর্ণ নাজায়েয বা হারাম।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا.

(মুসলমানগণ!) আল্লাহ তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত তার প্রাপক উপযোগী লোকদের নিকট প্রদান করো। (সূরা নিসা : আয়াত-৫৮)

মুমিনের ঈমানের সফলতার জন্যে যে সব আমলের কথা কুরআনে মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে আমানতের সংরক্ষণও একটি।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ.

যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা সংরক্ষণ করে ....।

(সূরা মু'মিনুন : আয়াত-৮)

শরীকদারী ব্যবসানীতি

ব্যক্তিগতভাবে নিজের মূলধন নিজের ইচ্ছামত কোন জায়েয কাজে বিনিয়োগ করা এবং তা থেকে মুনাফা অর্জন করা, উপরন্তু কোন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অংশীদারিত্বের বিধান অনুযায়ী কারবার করার জন্যে দেয়া যেমন জায়েয, অনুরূপভাবে মূলধন বিনিয়োগকারী লোকেরা একত্র এ পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়ে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ফার্ম বা সংস্থা পড়ে তোলা অথবা অন্য কোন কারবার পারস্পরিক শরীকদারীর ভিত্তিতে তাও সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, অনেক ধরনের কারবার এমন হয়ে থাকে, যার জন্য বহু সংখ্যক বুদ্ধিমানের ও বিরাট পরিমাণ মূলধণের একত্র সমাবেশ একান্তই অপরিহার্য। তা পাস্পরিক সহযোগিতা ও শরীকদারীর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল, তা অবশ্যই শরীকদারদের ভাল নিয়্যত ও পবিত্র মন-মানসিকতা সহকারে হতে হবে। পারস্পরিক শরীকদারী ব্যবসাকে ইসলাম শুধু জায়েয ও সঙ্গত ঘোষণাই করেনি; বরং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য পাওয়ারও ওয়াদা রয়েছে। অবশ্য তা জায়েয সীমার মধ্যে থেকে-সুদ, ধোঁকা-প্রতারণা, জুলুম, লোভ-লালসা ও খেয়ানত থেকে সযত্নে দূর থেকে এ শরীকদারীর কারবার করতে হবে।

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ এরূপ শরীক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বলেছেন–

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ . فَاِذَا خَانَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ رَفَعَهَا عَنْهُمَا .

শরীকদারের উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে যতক্ষণ না তাকে একজন অপর জনের সাথে অবিশ্বাসের কাজ করবে। যদি একজন অপর জনের সাথে খেয়ানত করে তাহলে আল্লাহ সে সাহায্য তুলে নেন। (দারাকুতুনী)

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত

নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম দেয়া এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার বিনিময়ে পণ্য গ্রহণকে ইসলামী পরিভাষায় 'বাঈ সালাম' বলা হয়। এ ক্রয় বিক্রয় জায়েয। তবে এক্ষেত্রে ওজন কিংবা পরিমাণ ও সময় নির্দিষ্ট থাকতে হবে। অন্যথায় তা জায়েয হবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন–

مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْءٍ فَفِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

যে ব্যক্তি অগ্রিম মূল্য দিয়ে কোন কিছু ক্রয় করার সাব্যস্ত করবে, সে যেন তার ওজন, পরিমাণ ও সময় সব কিছুই নির্দিষ্ট করে নেয়। (বুখারী)

ব্যাংকিং লেনদেন শর'য়ী নীতি

বর্তমান যুগে সুসভ্য মানব সমাজের জন্য ব্যাংক যে একটি অত্যাবশ্যকীয় লেনদেনের ব্যবস্থা তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। চলমান আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন অনেক কাজই রয়েছে যা একমাত্র ব্যাংকের সাহায্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব। আর অনেক বিষয় এমনও আছে যা ব্যাংক ব্যতীত সম্ভবই নয়। সুতরাং সবধরনের ব্যাংকিং লেনেদেন সাধাণভাবে অবৈধ নয়। অবৈধ হল ব্যাংকে অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে মুনাফা লাভের নীতি ও ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি যদি সুদের ভিত্তির উপর হয় তখনই।

এক্ষেত্রে কোন ব্যাংক যদি আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৫)

www.pathagar.com

এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল লেনদেন ও বিনিয়োগ যদি ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত হয়, তাহলে এই ধরনের ইসলামী ব্যাংকে যে কোন আর্থিক লেনদেন শুধুমাত্র বৈধ নয়; বরং ইসলামী অর্থনীতি চালু ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংকের মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকে লেনদেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতাও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى.

তোমরা পুণ্যময় ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো।

(সূরা মায়েদা : আয়াত-২)

বীমাকরণে বৈধ পদ্ধতি

বর্তমান আর্থিক সঞ্চয় ও ব্যবসায় ঝুঁকি থেকে রক্ষার বিভিন্ন নামে ব্যবসায়ের এক অতি আধুনিক রূপ হচ্ছে বীমা কোম্পানিসমূহ। এ বীমা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। জীবন-বীমা, দূর্ঘটনা বীমা, অগ্রিম বীমা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কোন বীমা কোম্পানি যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী না চলে তার অর্থ এই নয় যে, মূল বীমা ব্যাপারটাই বুঝি ইসলামের পরিপন্থী। আসলে তা নয়। তার প্রচলিত নীতিগুলোই শুধু ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এ হচ্ছে আসল কথা। আর তা যদি ইসলামী ব্যাংকের মত ইসলামী শরীআহ মোতাবেক পরিচালিত হয়, তাহলে বীমার কোন পলিসি গ্রহণ করা অবৈধ নয়। তবে যে বীমা সুদী কারবারের সাথে সম্পৃক্ত তার কার্যক্রম অবৈধ।

অর্থের ব্যয়নীতি

ইসলামী অর্থ-সম্পদ ন্যায় ও সংগত পন্থায় উপার্জনের সাথে সাথে তার বণ্টন এবং ব্যয়ের উপরও বেশ জোর দেয়া হয়েছে। কারণ, অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা না হলে তার এক বিন্দু মূল্যও নেই। ধন-সম্পদ স্বভাবতই এমন একটি জিনিস, যা ব্যয় করা, ব্যবহার করা ও অপরের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া তা হতে কোন প্রকার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কৃপণতা পরিহার করতে বলেছেন।

তিনি বলেছেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যে সব ধন -সম্পদ দান করেছেন, তা যারা কৃপণতা করে সঞ্চয় করে রাখে তারা যেন এ কাজকে নিজেদের জন্যে কল্যাণকর

www.pathagar.com

বলে মনে না করে। বরং এটা দুনিয়ায় তাদের জন্যে খুবই অনিষ্টকর হবে। শুধু তাই নয়, কিয়ামতের দিন এই সঞ্চিত ধন-সম্পদকেই তাদের গলার বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮০)

পক্ষান্তরে অপচয় এবং বেহুদা খরচও যেন করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

খাও, পান করো, কিন্তু বেহুদা খরচ করো না। কারণ বেহুদা খরচকারীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। (সূরা আরাফ : আয়াত-৩১)

তিনি আরো বলেছেন–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ط اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ .

ধন-সম্পদের অপচয় করো না; যারা অবাধ ধন-সম্পদের অপচয় করে, তারা শয়তানের ভাই। (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-২৬-২৭)

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়

ইসলামে ধন-সম্পদ ব্যয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ব্যক্তির উপর, ব্যক্তির নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূর্ণ করার কাজে। অতঃপর নিজের পরিবারবর্গ স্ত্রী-পুত্র, কন্যা ও ব্যক্তির সাথে একত্রে বসবাসকারী লোকদের জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। নবী ﷺ বলেছেন–

وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

ধন-সম্পদ তোমার নিজের জন্যে ব্যয় করার পর তোমার পরিবারবর্গের যেসব লোক তোমার উপর নির্ভরশীল তাদের জন্য ব্যয় করবে। (মুসলিম)

নিকটাত্মীয়দের জন্য অর্থ ব্যয়

প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার ও প্রয়োজন পূর্ণ করার পর তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয়দের অধিকার পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হয়েছে ইসলামে। ইসলামের পরিভাষায় একে বলা হয় "ছেলায়ে রেহম"।

তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

قُلْ مَّا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

www.pathagar.com

হে নবী! জানিয়ে দাও, মুসলমনাগণ যেন তাদের পিতামাতা, নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্যে অর্থ ব্যয় করে। এছাড়া মানুষের উপকারার্থে আরো যত কাজ করবে আল্লাহ (তা কবুল করবেন, তিনি) সে সম্পর্কে অবহিত। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৫)

সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়

উল্লেখিতভাবে এক স্তরের পর এক স্তরে ব্যক্তির ধন-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্র সমাজ পর্যন্ত তা অধিকতর বিশাল ও বিস্তীর্ণ। বস্তুত এটা ব্যক্তির উপর সমাজের অধিকার। এই অধিকার পূর্ণ করা ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করার জন্য ব্যক্তির উপর 'যাকাত' ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ – সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৩৪)

এ যাকাত আদায় করা ছাড়াও সমাজ ও জাতির জন্য আরো অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

আর তাদের (ধনীদের) অর্থ-সম্পদে প্রয়োজনশীল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা জারিয়াত : আয়াত-১৯)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

তোমরা আল্লাহর পথে দান স্বরূপ যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা তোমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় ফিরিয়ে দেবেন। এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। (সূরা আনফাল : আয়াত-৬০)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় বলতে সাধারণভাবে দান করার সাথে সাথে বিশেষভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্যে যা খরচ করতে হয় এবং দ্বীন কায়েম হলে তা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তার জন্যে খরচ করাকে বুঝানো হয় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়। এ ব্যাপারে কুরআনের বহু জায়গায় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

১৭. যাকাত

যাকাত পরিচিতি ও আল কুরআনে যাকাতের ৮২ আয়াত

زَكٰوةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلنَّمَاءُ – বৃদ্ধি; ক্রমবৃদ্ধি, প্রাচুর্য এর আর একটি অর্থ اَلطَّهَارَةُ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি। ফিকহ'র পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। পরিভাষায় নিজের ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে যাকাত বলা হয়। সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনা শরীফে যাকাত ফরয হয়। রোযার ন্যায় যাকাত সকল মুসলমানের ওপর ফরয নয়। যাকাত ধনীদের জন্যে ফরয করা হয়েছে। যাদের কাছে বাৎসরিক যাবতীয় খরচের পর ৭.৫০ (সাড়ে সাত) তোলা পরিমাণ স্বর্ণের সমূল্যের সম্পদ কিংবা ৫২.৫০ তোলা পরিমাণ রৌপ্য বা রৌপ্যের সমূল্যের সম্পদ গচ্ছিত থাকে, তাদের ওপরই যাকাত ফরয। গচ্ছিত সম্পদের ২.৫ শতাংশ যাকাত দিতে হয়। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা গরিব তাদের যাকাত প্রদান করা উত্তম।

মোটকথা দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির অনন্য রক্ষা কবচ।

সালাতের ন্যায় যাকাতও ফরয। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ

অর্থ : আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো আর যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে আমার আনুগত্য স্বীকার করো।

[সূরা–বাক্বারা : আয়াত-৪৩]

যাকাত দেয়া যেমন ফরয তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃক যাকাত আদায় করাও ফরয। যেমন রাসূল ﷺ-এর শাসনামলে যারা যাকাত দিয়েছিল তাদের কতক রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর (রা)-এর আমলে যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে। তাই আবু বকর (রা) ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

আল কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাশি আয়াতে যাকাতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাকাত (اَلزَّكٰوةُ) – শব্দ দ্বারা ৩০ বার এছাড়া (اَلْاِنْفَاقُ) – শব্দ দ্বারা ৪৩ বার এবং (اَلصَّدَقَةُ) – শব্দ দ্বারা ০৯ বার। মোট ৩০ + ৪৩ + ০৯ = ৮২ বার।

১. اَلزَّكٰوةُ (যাকাত) শব্দ দ্বারা ৩০ আয়াত

১. [সূরা ২–বাক্বারা : আয়াত-৪৩]
২. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-৮৩]
৩. [সূরা ২–বাক্বারা : আয়াত-১১০]
৪. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-১৭৭]
৫. [সূরা ২–বাক্বারা : আয়াত-২৭৭]
৬. [সূরা ৪–আন্ নিসা : আয়াত-৭৭]
৭. [সূরা ৪–আন্ নিসা : আয়াত-১৬২]
৮. [সূরা ৫–আল মায়িদা : আয়াত-১২]
৯. [সূরা ৫–আল মায়িদা : আয়াত-৫৫]
১০. [সূরা ৭–আল আ'রাফ : আয়াত-১৫৬]
১১. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-৫]
১২. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-১১]
১৩. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-১৮]
১৪. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-৭১]
১৫. [সূরা ১৯–মারইয়াম : আয়াত-৩১]
১৬. [সূরা ১৯–মারইয়াম : আয়াত-৫৫]
১৭. [সূরা ২১–আল আম্বিয়া : আয়াত-৭৩]
১৮. [সূরা ২২–আল হাজ্ব : আয়াত-৪১]
১৯. [সূরা ২২–আল হাজ্ব : আয়াত-৭৮]
২০. [সূরা ২৩–আল মু'মিনূন : আয়াত-১-৪]
২১. [সূরা ২৪–আন্ নূর : আয়াত-৩৭]
২২. [সূরা ২৪–আন্ নূর : আয়াত-৫৬]
২৩. [সূরা ২৭–আন্ নামাল : আয়াত-৩]
২৪. [সূরা ৩০–আর্ রূম : আয়াত-৩৯]
২৫. [সূরা ৩১- লুক্বমান : আয়াত-৪]
২৬. [সূরা ৩৩–আল আহযাব : আয়াত-৩৩]
২৭. [সূরা ৪১–হা-মীম আস্ সাজদা : আয়াত-৭]
২৮. [সূরা ৫৮–আল মুজাদালাহ : আয়াত-১৩]
২৯. [সূরা ৭৩–আল মুয্যাম্মিল : আয়াত-২০]
৩০. [সূরা ৯৮–আল বাইয়্যিনাহ : আয়াত-৫]

২. যাকাত অর্থে اَلْاِنْفَاقُ শব্দ দ্বারা তেতাল্লিশ (৪৩) আয়াত

১. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-৩]
২. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-১৯৫]
৩. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২১৫]
৪. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২১৯]
৫. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৫৪]
৬. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৬১]
৭. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৬২]
৮. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৬৪]
৯. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৬৫]
১০. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৬৭]
১১. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৭০]
১২. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৭২]
১৩. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৭৩]
১৪. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৭৪]
১৫. [সূরা ৩–আলে 'ইমরান : আয়াত-৯২]
১৬. [সূরা ৩–আলে ইমরান : আয়াত-১১৭]
১৭. [সূরা ৩–আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪]
১৮. [সূরা ৪–আন নিসা : আয়াত-৩৮]
১৯. [সূরা ৪–আন নিসা : আয়াত-৩৯]
২০. [সূরা ৮–আল আনফাল : আয়াত-৩]
২১. [সূরা ৮–আল আনফাল : আয়াত-৩৬]
২২. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-৩৪]
২৩. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-৫৩]
২৪. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-৫৪]
২৫. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-৯৮]
২৬. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-৯৯]
২৭. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-১২১]
২৮. [সূরা ১৩–আর রা'দ : আয়াত-২২]

www.pathagar.com

২৯. [সূরা ১৪–ইবরাহীম : আয়াত-৩১]
৩০. [সূরা ১৬–আন নাহল : আয়াত-৭৫]
৩১. [সূরা ১৮–আল কাহাফ : আয়াত-৪২]
৩২. [সূরা ২২–আল হাজ্জ : আয়াত-৩৫]
৩৩. [সূরা ২৮–আল কাসাস : আয়াত-৫৪]
৩৪. [সূরা ৩২–আস সাজদা : আয়াত-১৬]
৩৫. [সূরা ৩৪–সাবা : আয়াত-৩৯]
৩৬. [সূরা ৩৫–ফাতির : আয়াত-২৯]
৩৭. [সূরা ৩৬–ইয়াসীন : আয়াত-৪৭]
৩৮. [সূরা ৪২–আশ শুরা : আয়াত-৩৮]
৩৯. [সূরা ৪৭–মুহাম্মাদ : আয়াত-৩৮]
৪০. [সূরা ৫৭–আল হাদীদ : আয়াত-৭]
৪১. [সূরা ৫৭–আল হাদীদ : আয়াত-১০]
৪২. [সূরা ৬৪–আত তাগাবুন : আয়াত-১৬]
৪৩. [সূরা ৬৫–আত তালাক : আয়াত-৭]

৩. যাকাত অর্থে (اَلصَّدَقَةُ) সদকা শব্দ দ্বারা নয় (৯) আয়াত

১. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৭১]
২. [সূরা ২–আল বাক্বারা : আয়াত-২৭৬]
৩. [সূরা ৪–নিসা : আয়াত-১১৪]
৪. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-৫৮]
৫. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-৬০]
৬. [সূরা ৯–আত তাওবা : আয়াত-৭৫]
৭. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-৭৯]
৮. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-১০৩]
৯. [সূরা ৯–আত্ তাওবা : আয়াত-১০৪]

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি

১. মুসলিম হওয়া,
২. স্বাধীন হওয়া,
৩. বালিগ হওয়া,
৪. আকিল বা জ্ঞানবান হওয়া,
৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা,
৬. পূর্ণাঙ্গ মালিক হওয়া,
৭. পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা।

যাকাতযোগ্য মালের শর্তাবলি

১. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া,
২. আবর্তনশীল হওয়া,
৩. নিসাব পরিমাণ হওয়া,
৪. প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া,
৫. ঋণমুক্ত হওয়া,
৬. এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

যেসব মালের যাকাত দিতে হবে

১. নগদ অর্থ,
২. পশু সম্পদ,
৩. সোনা-রূপা,
৪. ব্যবসায় পণ্য,
৫. ফল ফসল,
৬. খনিজ সম্পদ,
৭. মধু,
৮. গুপ্তধন।

www.pathagar.com

নোট : আমাদের সমাজে অনেক মহিলার স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি বা রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি থাকা সত্ত্বেও যাকাত ফরজ হয়েছে মনে করে না। তাই তারা যাকাত দেয় না। সাবধান এ স্বর্ণ-গহনার যাকাত দেয়া ফরজ।

যেসব সম্পদে বছরপূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই

১. ফল ফসল।
২. খনিজ সম্পদ (সোনা রূপা ছাড়া)।
৩. গুপ্তধন।
৪. বাণিজ্যিক খামারের মাছ।
৫. মধু।

যেসব সম্পদে যাকাত নেই

১. নিসাবের কম মালের মালিক হওয়া।
২. শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা, দোকান ঘর ইত্যাদি স্থিতিশীল সামগ্রী।
৩. বসবাসের ঘর।
৪. গৃহস্থালীর ব্যবহার্য আসবাবপত্র।
৫. ব্যবহারের যানবাহন।
৬. ব্যবহারের ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হাতী।
৭. ব্যবহারের পোষাক পরিচ্ছদ।
৮. ডিম উৎপাদনের হাঁস মুরগি।
৯. বাণিজ্যিক দুধ উৎপাদন, কৃষি ও সেচ কাজ এবং বোঝা বহনের গরু মহিষ।
১০. ব্যবহারের শিক্ষা উপকরণ।

যাকাত পাবে যারা

১. ফকীর।
২. মিসকীন।
৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারি।
৪. মুআল্লিফাহ আল কুলুব (যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন)।
৫. দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য।
৬. ঋণ মুক্তির জন্য।
৭. আল্লাহর পথে জিহাদ।
৮. মুসাফিরদের জন্য।

যাকাত পাবে না যারা

১. নিসাবের অধিকারী।
২. স্বামী,
৩. স্ত্রী,
৪. উপার্জনক্ষম,
৫. পিতা, মাতা এবং উর্ধ্বগামী,
৬. সন্তান এবং নিম্নগামী,
৭. বনী হাশিম,
৮. অমুসলিম,
৯. যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আছে।

www.pathagar.com

একজন পেশাদার ব্যক্তির দায়-জমার হিসাব ও যাকাতের নমুনা

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রয়োজন পূরণের পর বছরান্তে

জমা	
হাতে নগদ–	১,৫০,০০০/-
ব্যাংকে জমা–	২,৫০,০০০/-
বন্ড ক্রয় বাবদ আছে–	১,০০০০০/-
স্বর্ণ আছে (স্ত্রীর ব্যবহার ব্যতীত মূল্য)–	১,০০০০০/-
পুকুরে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মাছ ছাড়া হয়েছে– (যা প্রাপ্তি নিশ্চিত)	৫০,০০০/-
ধার তথা ঋণ প্রদান বাবদ (নিশ্চিত) পাওনা আছে–	৫০,০০০/-
অফিস ঘর বাবদ সিকিউরিটি জমা আছে–	৫০,০০০/-
লাভজনক সমিতিতে মাসিক কিস্তি জমা–	৩০,০০০/-
সর্বমোট =	৭,৮০,০০০/-

দেনা	
মুদি দোকানে বাকি–	৫,০০০/-
ঔষুধের দোকানে বাকি–	১,৯০০/-
কোন প্রতিষ্ঠানে দান করার প্রতিশ্রুতি–	২০,০০০/-
গৃহশিক্ষকের বেতন বাকি–	৬,০০০/-
ঋণ পরিশোধযোগ্য টাকা বাকি–	৫০,০০০/-
ছেলেমেয়েদের মাদরাসা বা স্কুলের বেতন বাকি–	৬,০০০/-
কারো আমানত জমা আছে–	৫০,০০০/-
বাসা ভাড়া বাকি–	৯,০০০/-
ইলেকট্রিক বিল বাকি–	১,২০০/-
টেলিফোন বিল বাকি–	৯০০/-
গ্যাস বিল বাকি–	৯০০/-
ওয়াসা বিল বাকি–	৪০০/-
স্ত্রীর কাবিন মোহরানার কিস্তি পরিশোধ বাকি–	৫০,০০০/-
সর্বমোট =	২,০১,৩০০/-

মোট জমা = ৭,৮০,০০০/- আর দেনা ২,০১,৩০০/- অবশিষ্ট থাকে ৫,৭৮,৭০০/- এর শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের এক ভাগ বা মোট টাকার ২.৫% এ যাকাত আসে ১৪৪৬৭.৫ টাকা। যা যাকাত হিসেবে আদায় করা ফরয।

www.pathagar.com

১৮. মুসাফিরের সালাত

সফর অবস্থায় পঠিত সালাতকে 'কসর' বলে।

১. কসর (قَصْرٌ) শব্দের অর্থ হ্রাস বা কমানো। সফরের সময় ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট ফরজ সালাত কমিয়ে দু'রাকায়াত পড়ার বিধান রয়েছে। এ কারণেই এ ধরনের সালাতকে কসর সালাত বলা হয়।

২. **সফরের দূরত্ব :** ব্যবসা-বাণিজ্য, চিত্ত বিনোদন, দেশ ভ্রমণ, সরকারি বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্বীয় আবাসস্থল থেকে মধ্যম গতিতে ৩ দিনের পায়ে হাঁটার দূরত্বে যাওয়া। প্রচলিত পরিমাণ হলো ৪৮ মাইল বা ৭৭.৩২২ কিলোমিটার দূরত্ব। সফরের দূরত্ব সম্পর্কে রাসূল বা সাহাবীগণ কর্তৃক কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কতটুকু দূরে গেলে সালাত কসর করা বৈধ দু'সালাত একত্রে পড়া, রোযা স্থগিত রাখা যায় এর পরিমাণ তাঁরা নির্ধারণ করেননি। তাঁরা সকলেই কেবলমাত্র সফর শব্দ ব্যবহার করেছেন। সামান্য কিছু দূরে কোনো উদ্দেশ্যে গেলে তাকে সফর না বলা তো বলাই বাহুল্য। তাই ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মুসলিম মিল্লাতের জনগণের স্পষ্টভাবে বুঝার জন্যে ৪৮ মাইল নির্ধারণ করেছেন যা ইজমারূপে পরিগণিত।

৩. **সফরের সময়সীমা :** ১৫ দিন বা তার চেয়ে কম সময় এমনকি কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে।

৪. **মুসাফির বা ভ্রমণকারী :** যে সফর বা ভ্রমণ করে সেই মুসাফির বা ভ্রমণকারী। তবে শরীয়তের পরিভাষায় ৪৮ মাইল বা ততোধিক দূরত্বের কোনো স্থানে যে কোনো উদ্দেশ্যে ১৫ দিন বা তার চেয়ে কম সময় অবস্থান করার নিয়ত করত: আবাসস্থল থেকে বের হয়ে পড়লে সে মুসাফির বা ভ্রমণকারীরূপে গণ্য হবে।

কাজেই কেউ ৪৮ মাইলের দূরত্বে না গেলে কিংবা ১৫ দিনের অধিক ভ্রমণ করার ইচ্ছা করলে সে আর মুসাফির হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং তার জন্যে সালাত কসর করা জায়েয হবে না।

৫. **কসর সালাত পড়ার শরয়ি হুকুম :** ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট ফরজ সালাত অর্থাৎ যোহর, আসর, ঈশার ফরজ সালাত ৪ রাকায়াতের স্থলে ২ রাকায়াত পড়া এবং এ অবস্থায় সুন্নাত সালাত না পড়ার শরয়ি আইন প্রবর্তিত হয় হিজরী চতুর্থ সালে। সফর একটি কষ্টদায়ক ব্যাপার। এ সময় সালাতের সংখ্যা কম করে দেয়া আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। সহীহ মুসলিমে আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : সালাত কসর করা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সদকা ও অনুগ্রহ। আল্লাহর এ অনুদান তোমরা গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

অর্থ : আর তোমরা যখন দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বের হও, তখন সালাত কসর (সংক্ষেপ) করলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। (বিশেষত) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরের দল তোমাদের কষ্ট দিবে। কাফেররা তোমাদের চরম শত্রু। (সূরা নিসা ; আয়াত-১০১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর করেছেন হিজরতের জন্যে, হজ্বেও ওমরার জন্য। তবে আল্লাহর বাণী প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থান ও দেশ বিদেশের সীমান্তে অধিক সফর করেছেন। এসব সফরের সময় তিনি সালাত কসর করেছেন। তার সালাত কসর করার অনেক হাদীস আছে। হাদীসগুলো বর্ণিত আছে সহীহ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে। হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আছেন উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, ইমরান ইবনে হুসাইন, ওরওয়া ইবনে খুযাইর প্রমুখ (রা)। আয়েশা (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে যারা সফরে রাসূলের ৪ রাকায়াত সালাত আদায়ের কথা বলেন, তাদের এ উদ্ধৃতি মনগড়া। একথা ইবনে তাইমিয়া (র) সহ আরো অনেক হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন।

একবার উমাইয়া ইবনে খালিদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে বললেন, কুরআনে তো আমরা কেবল মুকীম ও ভয়কালীন সালাতের কথা দেখতে পাই। সফরের সময়ের সালাতের কথা তো নেই। তখন তিনি বললেন : হে আমার ভাই! আমরা তো কিছুই জানতাম না। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের জন্যে নবী বানিয়ে পাঠালেন। অতএব আমরা তাই করি যা তিনি করেছেন।

৬. সফরে সুন্নাত সালাত আদায়ের বিধান : নবী করীম ﷺ সফর অবস্থায় বিতর এবং ফজরের সুন্নাত ছাড়া ফরয সালাতের আগে পরে আর কোনো সুন্নাত সালাত পড়ছেন বলে প্রমাণ নেই। বিতর এবং ফজরের সুন্নাত তিনি সফরে ও মুকীম সব অবস্থায় পড়তেন। তবে রাতের বেলায় তাঁর নফল সালাত পড়ার প্রমাণ আছে। বস্তুত: এ নফল ছিল তাঁর নিত্য রাতের নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত যে সালাত আদায় করতে তার পা ফুলে যেতো এবং যা ছিল তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার উপাদান।

www.pathagar.com

৭. সফরের সময় দুওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়া : নবী করীম ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি যদি সূর্য হেলার আগে সফরে বেরুতেন তাহলে যোহর সালাতকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অত:পর আসরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়তেন। আর সূর্য হেলার পর সফরে রওয়ানা হলে তিনি যোহরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়ার পর রওয়ানা হতেন। মাগরিবের সময় তাড়াতাড়ি করে রওয়ানা হলে তিনি মাগরিরের সালাত দেরী করে ইশার সময় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।

সফরের সময় এভাবে দু ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়ার সমর্থন ও প্রমাণ রয়েছে রাসূলের তাবুক সফর সম্পর্কীয় হাদীসে।

বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে হাদীসটি সহীহ (বিশুদ্ধ) কারো মতে হাসান (উত্তম), কারো মতে হাদীসটি ক্রটিপূর্ণ।

সঠিক বিবেচনায় উপরিউক্ত বক্তব্য বিষয়ক হাদীসটিতে কোনো ক্রটি নেই। যেমন একই বক্তব্য বিষয়ক যে হাদীস ইমাম হাকিম তাঁর রচিত মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এটির সনদ সহীহ হওয়ার সকল শর্ত বর্তমান রয়েছে।

ইমাম হাকীম বলেছেন, আমার কাছে আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে আহমদ বালুবিয়া বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন মূসা ইবনে হারুন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন কুতাইবা ইবনে সায়ীদ, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন লাইস ইবনে সাআদ। তিনি শুনেছেন ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব থেকে, তিনি শুনেছেন আবু তোফাইল থেকে, তিনি মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে। মু'আয (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন : তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই (কোন মনযিল থেকে) সূর্য হেলার পূর্বে রওয়ানা করতেন তখন যোহর সালাতকে আসর পর্যন্ত বিলম্ব করে আসরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়তেন।

যদি সূর্য হেলার পর রওয়ানা হতেন তাহলে যোহরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়ে নিতেন। আর সূর্যাস্তের আগে রওয়ানা করলে মাগরিব বিলম্বিত করে এশার সময় মাগরিব ও এশা ইকত্রে পড়তেন। সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হলে এশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সময় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ার পর রওয়ানা হতেন। হাকীম বলেছেন, এ হাদীসটি একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ইমাম বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিতে ক্রটি বা দুর্বলতা নেই।

(হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে)

www.pathagar.com

৮. সফরে একত্রে সালাত আদায়ের পদ্ধতি

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলন্ত অবস্থায় থাকলে যোহর ও আসরকে জমা তথা একত্রে আদায় করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশার নামাজও একত্রে আদায় করতেন।" (বুখারী হাদীস নং ১১০৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলার পূর্বে সফর করলে যোহরকে আসরের সময় পর্যন্ত দেরী করতেন। অত:পর অবতরণ করে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। আর সফরের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর আদায় করে নিয়ে বাহনে আরোহন করতেন।

(বুখারী হাদীস নং ১১১২, মুসলিম হাদীস নং ৭০৪)

হজ্ব অবস্থায় আরাফায় যোহর ও আসরকে যোহরের সময় একত্রে কসর করে আদায় করা সুন্নাত। অনুরূপ মুযদালিফায় কসর করে মাগরিবকে দেরী করে এশার সময় একত্রে আদায় করাও সুন্নাত। যেমনটি মহানবী ﷺ করেছিলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম মালিক (র) প্রমুখ বলেছেন, দুওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়ার বিষয়টি সাধারণভাবে সফরের সাথে সম্পর্কিত। কোনো বিশেষ ধরনের সফরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে দু'সালাত একত্রে পড়া শুধুমাত্র আরাফাতের জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু সলফে সালেহীনদের প্রায় সকলেই সব ধরনের ছোট বড়, আরাম ও কষ্ট-দায়ক সফরে দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়েছেন।

৯. কসর আদায়ের সূচনা : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অন্তত ৪৮ মাইল বা ততোধিক দূরত্বের কোনো স্থানে ১৫ দিন বা তার চেয়ে কম সময় ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে নিজ আবাসস্থল থেকে রওয়ানা হলে মুসাফির বা ভ্রমণকারী হবে।

www.pathagar.com

ভ্রমণকারী হিসেবে সালাত কসর করা, দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়া কিংবা রোযা স্থগিত হওয়ার বিধান শুরু হবে স্বীয় আবাসিক এলাকা অর্থাৎ গ্রাম বা মহল্লার সীমানা অতিক্রম করা এবং শহরের বাসা বাড়ি ছেড়ে অতিক্রম করার পর। শহরতলী মূল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শহরতলী থেকে আরম্ভ হবে। এমনিভাবে সফর থেকে ফিরার সময় গ্রামের সীমানায় এবং শহরের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত কসর পড়ার সুযোগ থাকে।

১০. কসর আদায়ের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় : কেউ তার কর্মস্থল থেকে ৪৮ মাইল বা ততোধিক দূরত্বের জন্মস্থান বাড়িতে গেলে কিংবা বাড়ি থেকে কর্মস্থলে আসলে সে মুসাফিররূপে গণ্য হবে না। কিন্তু পথিমধ্যে মুসাফির হিসেবে সে সালাত কসর করবে।

ক. বাড়ি থেকে ১৫ দিনের কম সময়ের নিয়ত করে সফরের দূরত্ব অতিক্রম করলে সালাত কসর করতে হবে। ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত না করে মাসের পর মাস অবস্থান করলেও সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে।

খ. মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পেছনে সালাত পড়লে সে পূর্ণ ৪ রাকায়াত সালাত পড়বে।

গ. ইমাম মুসাফির হলে ২ রাকায়াত পড়ে সে সালাম ফিরাবে। মুকীম মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে বাকি সালাত যথানিয়মে পূর্ণ করবে।

ঘ. মুসাফির ইমাম হলে সালাত শুরু করার আগেই তার মুসাফির তথা সালাত কসর আদায়ের কথা বলে দেয়া উচিত। আগে না বলা হলে সালাম ফিরায়ে মুকীম মুক্তাদীগণকে সালাত পূর্ণ করার কথা বলে দিতে হবে।

ঙ. বৈবাহিক কারণে স্ত্রী শ্বশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি পিত্রালয়ে ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য যায় এবং পিত্রালয়ের দূরত্ব যদি ৪৮ মাইল বা ততোধিক হয় তাহলে স্ত্রীলোকটি স্বীয় পিত্রালয়ে মুসাফিররূপে গণ্য হবে এবং সালাত কসর পড়বে।

চ. মুসাফির ভুলক্রমে ৪ রাকায়াত ফরজ আদায় করলে তাতে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে সাহু সিজদা দিতে হবে।

১১. যানবাহনে আরোহী অবস্থায় সালাত : বাস, মটর, গাড়ি, রেল গাড়ি, প্রাইভেট কার, নৌকা, বিমান, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাকার যে ধরণেরই যানবাহন

www.pathagar.com

হোক না কেন সেগুলোকে থামিয়ে বাহন থেকে নেমে মসজিদে কিংবা মাঠে সালাত আদায় করে নেয়া উত্তম। এসব যানবাহন থামানো সম্ভব না হলে যানবাহনে বসেই কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, বিমান, রেলগাড়িতে দাঁড়ানো সম্ভব হলে দাঁড়াতে হবে। স্টীমার লঞ্চ ও নৌকায় জামায়াত করা সম্ভব হলে জামায়াতে সালাত আদায় করা উত্তম হবে। লঞ্চ, স্টীমার ও নৌকা, রেলগাড়ি বা অন্য যে কোনো বাহন মোড় ঘুড়ানো অত্যাসন্ন হলে মোড় ঘুরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর সালাতরত অবস্থায় বাহন ঘুরলে কিবলা ঠিক রাখার জন্যে ঘুরা সম্ভব হলে সালাতী ব্যক্তির জন্যও ঘুরা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় যেদিকে বাহন মোড় নেয় সেদিক হয়েই সালাত শেষ করতে হবে।

হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সোয়ারী বা যানবাহনে ভ্রমণরত থাকতেন বাহনের উপরই নফল সালাত পড়তেন। বাহন যেদিকেই চলতো ঘুরতো, স্বাভাবিকভাবে তিনি সেদিক ফিরেই সালাত আদায় করতেন। এ সময় তিনি ইশারায় মাথা নুইয়ে রুকু সিজদাহ করতেন। তবে রুকুর চেয়ে সিজদায় বেশি নোয়াতেন।

আমের ইবনে রবীয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, য়াবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) প্রমুখ বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী ﷺ বাহনে সালাত পড়েছেন এবং বাহন যে মুখী হতো তিনি সে মুখী হয়েই সালাত পড়েছেন।

আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমার সময় বাহনকে কিবলামুখী করে নিতেন। অত:পর বাহন যেদিকে ঘুরতো সেদিক হয়েই তিনি সালাত শেষ করতেন। (এ হাদীসটি অধিকতর শুদ্ধ হয়।)

বৃষ্টির সময় এবং স্থান কাদামাটির হলে তিনি সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে ফরজ সালাত যানবাহনে পড়েছেন।

দীর্ঘ সফরের জন্য দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায়ের যে প্রমাণ ভিত্তিক বিধান রয়েছে তা বাস্তবায়ন করলে সফরে সালাত কাযা কিংবা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

সফর তথা ভ্রমণ হলো নিজ বসাবাসের স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমন করা।

www.pathagar.com

◆ মুকিম অবস্থায় বাড়িতে একত্রে সালাত আদায়ের বিধান

বাড়িতে থাকা অবস্থায় যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশার নামাজ এমন রোগী যার যথা সময়ে পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্য একত্রে আদায় করা জায়েয। অনুরূপ বৃষ্টিময় রাত্রিতে অথবা ঠাণ্ডা রাত্রিতে কিংবা কাদামাটি হলে বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইলে। ঐরূপ মুস্তাহাযা (প্রদর রোগিণী) মহিলা ও বহুমূত্র রোগী এবং যার নিজের বা পরিবার কিংবা সম্পদ ইত্যাদির উপর ভয় হয় তার জন্যেও জায়েয।

ভয়-ভীতি বা যুদ্ধের সময় সালাত

যুদ্ধের সময় শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার সময় এক রাক'আত সালাত পড়াও জায়েয আছে। (মুসলিম, মিশকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, নাসায়ী,মিশকাত ১২৫ পৃষ্ঠা)

দুশমনের সাথে মুকাবিলা করার সময় নবী করীম ﷺ বিভিন্ন ধরণের সালাত পড়িয়েছেন। এর মধ্যে যে কোন পদ্ধতিতে আদায় করলেই হবে। যদি যুদ্ধের মধ্যে ভয়ানক আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং অধিক পরিমাণে জখম হতে থাকে তাহলে পদাতিক অবস্থায় হোক কিংবা আরোহী অবস্থায়ই হোক যেভাবেই হোক সালাত আদায় করে নিবে। যদি কেবলার দিকে মুখ করা সম্ভব না হয় তাহলে যে দিকে মুখ করে সালাত পড়া সম্ভব সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করে নিবে। এমনকি যদি শুধু ইঙ্গিতে সালাত পড়তে হয় তবুও সালাত পড়বে, কোন অবস্থাতেই ক্বাযা করবে না। (বুখারী, মিশকাত ১২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় মুসাল্লী ভাই ও বোনেরা! মনে রাখবেন, শুধুমাত্র সালাতের কথা ভুলে গেলে কিংবা ঘুমের মধ্যে সালাতের ওয়াক্ত চলে গেলেই সালাত ক্বাযা করা যায়। এছাড়া আর কোন অজুহাতে সালাত ক্বাযা করা যায় না। অথচ আমরা সালাতের বিষয়ে কতই না উদাসীন।

বস্তুত: ঘুমের কারণে সালাত ক্বাযা হলে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই সে সালাত পড়ে নিবেন। অনুরূপভাবে সালাতের কথা ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই পড়ে নিতে হবে। তাতে ইনশাআল্লাহ সালাতের পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে।

(বুখারী,মুসলিম, মিশকাত ৬১ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

১৯. মৃত্যু ও তার বিধান

মানুষের অবস্থাসমূহ : মানুষ একটি স্তরের পর অন্য স্তরে আরোহণ করে এবং একটি অবস্থার পর অপর অবস্থায় পরিবর্তন হয়। এটি সময়ে হোক বা স্থানে কিংবা শরীরে কিংবা অন্তরে।

১. মানুষের জীবনে অবস্থার পরিবর্তন যেমন : নিরাপত্তা থেকে ভয়ভীতিতে, সুস্থ থেকে অসুস্থতে, শান্তি হতে যুদ্ধে, উর্বরতা থেকে দুর্ভিক্ষে, আনন্দ থেকে দুচিন্তা ইত্যাদি আবর্তন-পরিবর্ত হতেই থাকে।

২. স্থানের পরিবর্তন যেমন : মানুষ প্রতিদিন এক মঞ্জিল থেকে অপর মঞ্জিলে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরের ময়দানে। এভাবে শেষ পাড়ি হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে।

৩. শরীরের অবস্থার পরিবর্তন যেমন : এক স্তর থেকে অপর স্তরে আরোহণ করে। বীর্য থেকে রক্তের টুকরা এবং তা হতে আবার মাংসের টুকরা। এরপর শিশু হতে যুবক ও বৃদ্ধ অত:পর মৃত্যু।

৪. অন্তরের অবস্থা বড়ই আশ্চর্যজনক। একবার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আবার দুনিয়ার সাথে। একবার ধন-সম্পদের সাথে, একবার নারীর সাথে, একবার অট্টালিকা ইত্যাদির সাথে ঝুলন্ত। আর অন্তরের সবচেয়ে মহান সম্পর্ক হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। দুনিয়াকে আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে। এ চারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। তাই মানুষের করণীয় হলো : সে যেন তার অন্তরের খবরা-খবর রাখে যাতে করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। আর অন্তরকে পবিত্র করে ও সবর্দা আল্লাহর জিকির, ইবাদত ও আনুগত্যে ব্যস্ত রাখে।

◆ মৃত্যুর সময়-সীমা

মৃত্যু হলো : শরীর থেকে আত্মার বিয়োগের দ্বারা দুনিয়া ত্যাগ করা। চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ। তিনি প্রতিটি মাখলুকের জন্য মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। মানুষের বয়স যতই লম্বা হোক না কেন একদিন তাকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আমলের জিন্দেগী হতে প্রতিদানের জগতে পাড়ি দিতেই হবে। আর কবর হলো আখেরাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অধিকার হচ্ছে : সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা করা। আর মারা গেলে তার জানাযায় শরিক হওয়া।

www.pathagar.com

১. আল্লাহর বাণী–

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

বলুন! নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যু থেকে পলায়ন কর কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেই। অত:পর তোমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হবে। এরপর তিনি তোমাদের কৃত আমলের খবর দিবেন। [সূরা জুমু'আ : আয়াত-৮]

২. আল্লাহর আরো বাণী–

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ـ

তোমরা যেখানেই যাও না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই-যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। [সূরা নিসা : আয়াত-৭৮]

◆ **রোগীর প্রতি যা ওয়াজিব**

রোগীর প্রতি ওয়াজিব হলো সে আল্লাহর ফয়সালার উপর ঈমান আনবে এবং তার তাকদীরের প্রতি ধৈর্যধারণ করবে। আর তার প্রতিপালকের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবে এবং ভয় ও আশা নিয়ে থাকবে। কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহর হকসমূহ আদায় করবে। মানুষের হকগুলো আদায় করবে। তার অসিয়তনামা লিখবে। তার যে সকল আত্মীয়-স্বজন মিরাছ পাবে না তাদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবে। তবে এর চেয়ে কম হওয়াটাই উত্তম। বৈধ পন্থায় চিকিৎসা করবে। আর সুন্নাত হলো, তাঁর সমস্যার কথা তার প্রতিপালকের নিকট জানাবে এবং তাঁর নিকট আরোগ্য কামনা করবে।

◆ **যে জীবনের আশা হারিয়ে ফেলবে সে যা বলবে**

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ اِلٰى صَدْرِهَا، وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বে তার বুকে টেক লাগা অবস্থায় কান পেতে বলতে শুনেছেন : "আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াআলহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।"

www.pathagar.com

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার প্রতি রহম করুন এবং আমাকে আমার মহান বন্ধুর নিকট মিলিত করুন। (বুখারী-৪৪৪০ ও মুসলিম-২৪৪৪)

◆ মৃত্যু কামনা করার বিধান

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "কারো মুসিবতের কারণে মৃত্যু যেন কামনা না করে। যদি মৃত্যুকে কামনা করতেই হয় তবে বলবে : [আল্লাহুম্মা আহ্য়িনী মা কানাতিল হায়াতু খইরান লী ওয়া তাওয়াফফানী ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খইরান লী] হে আল্লাহ! যদি বেঁচে থাকা আমার জন্যে মঙ্গল হয় তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণময় হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান কর।"

(বুখারী হাদীস নং ৬৩৫১ মুসলিম হাদীস নং ২৬৮০)

◆ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির নিয়ম

মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে : পাপ থেকে তওবা করা, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া, সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখা, আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং সকল হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা।

রোগী দর্শন করতে যাওয়া, তাকে তওবা ও অসিয়তের কথা স্মরণ করানো সুন্নাত। আর তার চিকিৎসা কোন মুসলিম ডাক্তারের নিকটে করানো কাফেরের নিকট নয়। কিন্তু যদি কাফের ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তার প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে তবে জায়েয।

◆ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে তালকীনের বিধান

যে রোগীর মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত হবে তার জন্য সুন্নাত হলো, তাকে শাহাদাত তথা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যের তালকীন দেয়া। রোগীকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়া। তার জন্য দোয়া করা এবং তার উপস্থিতিতে ভালো ছাড়া কোন মন্দ কথা না বলা। কোন কাফের ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলিম ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া বৈধ; যাতে করে তার প্রতি ইসলাম পেশ করতে পারে। তাকে বলবে : "বল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

◆ শুভ মৃত্যুর কিছু আলামত বা লক্ষণ

১. মাইয়্যেতের মৃত্যুর সময় কালেমা তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" পড়ে মৃত্যুবরণ করা।
২. মুমিনের কপালে ঘাম অবস্থায় মৃত্যু হওয়া।
৩. শহীদ হওয়া তথা আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া।

www.pathagar.com

৪. আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়া অবস্থায় মারা যাওয়া।

৫. নিজের জীবন বা সম্পদ কিংবা পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাওয়া।

৬. জুমার রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা; এর দ্বারা সে কবরের ফেৎনা হতে নিরাপদে থাকবে।

৭. বক্ষ্যগ্রহ (Pleurisy) ও যক্ষা রাগে মারা যাওয়া।

৮. মহামারী-প্লেগ অথবা পেটের পীড়ায় কিংবা ডুবে বা পুড়ে অথবা চাপা পড়ে মারা যাওয়া।

৯. মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যাওয়া।

◆ **মৃত্যুর সূক্ষ্ম বুঝ**

প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা। আর এ কথা না ভাবা যে, মৃত্যু মানে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; কারণ এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছোট দৃষ্টিভঙ্গীর বহি:প্রকাশ। বরং মৃত্যুকে স্মরণ করা আমল ও আখেরাতের পুঁজি ও প্রস্তুতি। এ দ্বারা বান্দা তার আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি ও আমল বৃদ্ধি করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়। আর প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী তার আফসোস ও লজ্জাকেই বাড়াবে। আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে বিশেষ কোন জমিনে কজ করতে চান, তখন সেখানে তার প্রয়োজন করে দেন আর সে সেখানে গিয়েই মারা যায়।

মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখা; কারণ নবী করীম ﷺ-এর বাণী–

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যেন আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রেখেই মারা যায়।" (মুসলিম হাদীস নং ২৮৭৭)

◆ **মৃত্যুর আলামত**

মানুষের মৃত্যু জানার কিছু নিদর্শন যেমন : চোয়াল বসে পড়া, নাক ঢলে যাওয়া, হাতের পাঞ্জাদ্বয় ঢিল হয়ে যাওয়া, পাদ্বয় শিথিল হয়ে পড়া, চোখ অপলক দৃষ্টিতে দেখে থাকা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

◆ **কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার সাথে যা করণীয়**

১. যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে তখন তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেয়া সুন্নাত। আর চক্ষু বন্ধ করার সময় এ বলে দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

"আল্লাহুম্মাগফির লি-----(এখানে তার নাম উল্লেখ করবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী কবরিহ্, ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্, ওয়াখলুফহু ফী 'আকিবিহি ফিলগ-বিরীন, ওয়াগফির লানা ওয়ালাহু ইয়া রব্বাল 'আলামীন।" (মুসলিম হাদীস নং ৯২০)

এরপর পুরুষ হলে তার দাঁড়িগুলো একটি কাপড় দ্বারা বেঁধে দিবে এবং কোমলভাবে তার শরীরের জোড়াগুলো নরম করে দিবে। জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে। তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিবে এবং সমস্ত শরীয় ঢাকে এমন একটি বড় চাদর দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে দিবে। অত:পর গোসল দিবে।

২. একজন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তাকে কেন্দ্রিক চারটি কাজ করতে হবে। যথা– ক. দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা, খ. ঋণ পরিশোধ করা, গ. ওসিয়্যাত পূরণ করা, ঘ. উত্তরাধিকারের মাঝে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে বণ্টন করে দেয়া। আর যে শহরে মারা গেছে সেখানেই সমাধি করা। উপস্থিত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের জন্য মাইয়্যেতের মুখমণ্ডল খোলা এবং চুমা দেয়া ও শব্দ ছাড়া কাঁদা জায়েয।

মৃতের উপর আল্লাহর যে সকল হক তা আদায় করা ওয়াজিব। যেমন যাকাত, নজর-মান্নত, কাফফারা, ফরজ হজ্ব। এগুলোকে ওয়ারিসদের ও ঋণের হকের পূর্বে অগ্রাধিকার দিতে হবে; কারণ আল্লাহর হক পূর্ণ করা বেশি প্রয়োজ্য। আর মুমিনের আত্মা তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকা থাকে।

নারীর জন্য তার সন্তান অথবা অন্যদের উপর তিন দিন শোক পালন করা জায়েয। আর স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। নারী রোজ কিয়ামতে তার শেষ

স্বামীর জন্য হবে। মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি তার জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হারাম। এটি অশ্রুঝরার উপর অতিরিক্ত জিনিস। মৃতকে তার জন্য বিলাপ করে রোদনের ফলে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আর মুসিবতের সময় গালে চড় মারা, কাপড় ছিঁড়া, মাথার চুল মুণ্ডানো ও ছড়িয়ে রাখা হারাম জাহেলিয়াতের কাজ।

◆ মৃত্যুর সংবাদ মানুষকে জানানো

মৃতের মারা যাওয়ার খবর প্রচার করা জায়েয; যাতে করে মানুষ তার সালাতে জানাযায় উপস্থিত হয় এবং জানাজা আদায় করতে পারে। আর মৃত্যুর খবর দাতার জন্য মুস্তাহাব হলো : খবর দেয়ার সময় মানুষকে মাইয়েতের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে বলা। গৌরব ও অহঙ্কার করে মাইকিং ইত্যাদি করে মৃত্যুর খবর প্রচার করা জায়েয নেই।

◆ মুসিবতের সময় মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি যা বলবে ও করবে

মাইয়েতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি ওয়াজিব হলো : যখন মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারবে তখন ধৈর্যধারণ করা। আর তাদের জন্য সুন্নাত হলো ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা ও সওয়াবের আশা করা এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন" পড়া।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ـ

১. নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "যে কোন বান্দা তার মুসিবতের সময় বলবে : 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসিবাতী, ওয়াআখলিফ লী খইরান মিনহা' আল্লাহ তার মুসিবতে সওয়াব দান করবেন এবং তার পরিবর্তে তার চেয়েও অতি উত্তম দিবেন।" (মুসলিম হাদীস নং ৯১৮)

www.pathagar.com

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ -

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে আল্লাহ তাকে তাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী হাদীস নং ১২৪৮)

ধৈর্যধারণ হচ্ছে নিজেকে অস্থিরতা, জবানকে অভিযোগ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হারাম যেমন : গালে চাপড়ানো ও কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়া থেকে বিরত রাখার নাম।

◆ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ইত্যাদির জন্য (Post mortem) মৃত্যুর পর শবদেহ পরীক্ষা বিধান

মৃত মুসলিম ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য অথবা কোন মহামারী-প্লেগ রোগের তদন্তের উদ্দেশ্যে অংগব্যবচ্ছেদ করা জায়েয; কারণ এর দ্বারা নিরাপত্তা ও ইনসাফের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং জাতিকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচানো হয়। আর যদি অংগব্যবচ্ছেদ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য হয় তবে মুসলিমের সম্মান জীবিত ও মৃত্যু সর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। এ ব্যাপারে অমুসলিমদের মৃতদেহ অংগব্যবচ্ছেদ করাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত মোতাবেক জায়েয হতে পারে।

www.pathagar.com

২০. মাইয়েতের গোসল

◆ **মাইয়েতকে যে গোসল দেবে**

১. যে ব্যক্তি গোসলের সুন্নাত সম্পর্কে বেশি অবগত সেই গোসল দিবে। তাতে তার জন্য সওয়াব রয়েছে যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করে এবং মৃতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে ও যা কিছু খারাপ দেখবে তা মানুষের নিকট না বলে।

২. বিবাদের সময় পুরুষ মানুষের গোসলের হকদার মৃতের অসিয়তকৃত ব্যক্তিই। এরপর যথাক্রমে তার বাবা, দাদা ও রক্তসম্পর্কিত 'আসাবা' (নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে) তাদের নিকট তারতীবে যে আগে। এরপর মায়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজন।

আর মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার অসিয়তকৃত নারী। এরপর মা, দাদী ও নিকট তারতীবে যে আগে। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে গোসল দেয়া জায়েয। আর মৃতকে চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা যথেষ্ট।

মৃতকে গোসলের সময় গোসলদাতা ও যারা তাকে সাহায্য করবে তারা উপস্থিত হবে এবং অন্যান্যদের হাজির হওয়া মাকরুহ।

◆ **মাইয়েতের সুন্নতী পন্থায় গোসলের পদ্ধতি**

যখন কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে চাইবে তখন তাকে গোসলের খাটে রাখবে। এরপর তার আওরতকে ঢেকে দিয়ে তার শরীরের কাপড় খুলে নিবে। অত:পর প্রায় বসার মতো করে তার মাথাকে উঁচু করবে। এরপর নরম করে তার পেটকে চাপবে ও বেশি করে পানি ঢেলে ময়লা বের করে নিবে। এরপর গোসলদাতার হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে বা হাত মোজা পরিধান করবে। অত:পর গোসলের নিয়ত করে প্রথমে সালাতের ওযুর মতো ওযু করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। বরং ভিজা আঙ্গুলদ্বয় নাকে ও মুখে প্রবেশ করাবে।

অত:পর কুল পাতা বা সাবান মিশ্রিত পানি দ্বারা প্রথমে মাইয়েতের মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে। এরপর ঘাড় হতে পা পর্যন্ত প্রথমে ডান পার্শ্ব ধৌত করবে। এরপর বাম পার্শ্বের উপর রেখে ডান দিকের পিঠ ধৌত করবে। অত:পর অনুরূপভাবে

www.pathagar.com

বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার প্রথম বারের মতো ধৌত করবে। যদি পরিষ্কার না হয় তবে বেজোড় করে পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবে। আর গোসলের শেষ বারে পানির সঙ্গে কাফূর বা আতর-সেন্ট মিশিয়ে ধৌত করবে। আর যদি মৃতের মোচ বা নখ বেশি লম্বা হয় তবে কেটে ফেলতে হবে। এরপর একটি কাপড় দ্বারা মুছে নিতে হবে। মহিলার চুলকে তিনটি বেণী করে পিছনের দিকে রাখতে হবে। আর যদি গোসলের পর মৃতের দেহ থেকে নোংড়া কিছু বের হয় তবে বের হওয়ার স্থান ধৌত করে তুলা দ্বারা বন্ধ করে আবার ওযু করাতে হবে।

◆ আগুনে পুড়ে মারা গেলে তার গোসলের বিধান

১. যদি মুসলিম ও কাফের একত্রে পুড়ে ইত্যাদিভাবে মারা যায় এবং পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা মুসলিম তাদের উদ্দেশ্যে সকলকে গোসল, কাফন ও জানাযা করে দাফন করবে।

২. আগুনে পুড়ে মরা বা শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে ইত্যাদি ব্যক্তির গোসল দেয়া যদি সম্ভব না হয় কিংবা পানি না থাকে, তাহলে গোসল, ওযু ও তায়াম্মুম ছাড়াই কাফন পরিয়ে তার জানাযা পড়তে হবে। শরীরের কিছু অংশ যেমন হাত-পা ইত্যাদির উপর জানাযা পড়া জায়েয যদি বাকি অংশ পাওয়া অসম্ভব হয়।

সাত বছর বয়সের ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে নারী বা পুরুষ গোসল দিতে পারবে। যদি কোন পুরুষ অপরিচিত নারীদের মাঝে বা কোন নারী অপরিচিত পুরুষদের মাঝে মারা যায় অথবা গোসল দেয়া সমস্যা হয় তবে গোসল ছাড়াই জানাযা পড়ে দাফন করতে হবে।

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ময়দানে মৃত শহীদকে গোসল দেয়া চলবে না। এ ছাড়া আর যত শহীদ আছে তাদেরকে গোসল দিতে হবে।

◆ কাফেরকে গোসল দেয়ার বিধান

কোন মুসলিমের জন্য কোন কাফেরকে গোসল দেয়া বা কাফন পরানো কিংবা তার উপর জানাযা পড়া বা তার মৃতদেহকে বিদায় জানানো কিংবা দাফন করা হারাম। বরং যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের কেউ না থাকে তবে মাটি দ্বারা তাকে ঢেকে দিবে। আর মুশরিক ব্যক্তির মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের জন্য তার (মুশরিক) মৃতদেহকে দাফনের জন্য সাথে যাওয়া বৈধ নয়।

www.pathagar.com

২১. মাইয়েতের দাফন-সমাধি

মাইয়েতের সম্পদ দ্বারাই তাকে কাফন পরানো ওয়াজিব। যদি তার মাল না থাকে তবে মূল (যেমন : বাবা, দাদা--) ও শাখার (ছেলে, নাতী---) যাদের প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাদের উপর কাফনের খরচ করা জরুরি।

◆ মাইয়েতকে কাফন পরানোর পদ্ধতি

পুরুষ মাইয়েতকে নতুন তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো ও তিনবার চন্দন কাঠের ধোঁয়ার সুগন্ধি দেয়া সুন্নাত। একটার পর একটা কাপড় বিছিয়ে কাপড়ের মাঝে খোশবু লাগাবে। এরপর মাইয়েতকে তার উপর চিত করে শায়িত করাবে। এরপর খোশবু লাগানো একটি তুলা দুই নিতম্বের মাঝে রেখে দিবে যা তার সমস্ত শরীরের জন্য সুগন্ধি ছড়াবে। আর একটি নেকড়া দ্বারা ছোট পায়জামার মতো করে তার আওরতের উপর বেঁধে দিবে।

এরপর উপরের কাপড়টি বাম পার্শ্বের দিক হতে ডান পার্শ্বের উপর রাখবে। অত:পর ডান দিক হতে কাপড়টি নিয়ে বাম পার্শ্বের উপর রাখবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়টি অনুরূপভাবে করবে। আর মাথার ও পায়ের দিকের অতিরিক্ত কাপড়ে বেঁধে দিবে এবং কোমরের উপর একটি বেল্টের মতো করে বেঁধে দিবে যাতে করে ছড়িয়ে না পড়ে এবং কবরে শায়িত করার পর খুলে দিবে।

মহিলারা পুরুষের মতোই। আর বাচ্চাদের জন্য একটি কাপড়ই যথেষ্ট, তাকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইয়েমেনের সাহূলী শহরের তিনটি সাদা সুতি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল, মাইয়েতের দাফন এর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না। (বুখারী হাদীস-১২৬৪, মুসলিম হাদীস-৯৪১)

মাইয়েতের সমস্ত শরীর ঢাকে এমন একটি বড় কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া জায়েয।

◆ শহীদকে কাফনের পদ্ধতি

যুদ্ধের ময়দানে শহীদ ব্যক্তিকে তার কাপড় দ্বারাই কাফন দিতে হবে। গোসল দেয়া লাগবে না। আর তার কাপড়ের উপরে আরো একটি বা একাধিক কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

◆ **মুহরিম ব্যক্তির কাফনের পদ্ধতি**

হজ্ব বা উমরার ইহরাম পরা অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি বা সাবান দ্বারা গোসল দিতে হবে। আর কোন প্রকার খোশবু লাগানো ও সেলাইকৃত কাপড় পরানো এবং মাথা-মুখমণ্ডল ঢাকা চলবে না যদি পুরুষ হয়; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে পুনরুত্থিত হবে। আর তার হজ্বের বাকি কার্যাদি কাজা করারও প্রয়োজন নেই এবং যে কাপড়দ্বয়ে মারা গেছে সেই কাপড়েই কাফন দিতে হবে।

গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তান যদি মারা যায়, যার বয়স চার মাস তবে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা করতে হবে।

যদি গোসলের পর মাইয়েতের শরীর থেকে কোন না-পাক বস্তু বের হয় তবে নতুন করে গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই; কারণ এতে কষ্ট ও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

২২. জানাযা নামায আদায়ের পদ্ধতি

জানাযার জ্ঞান : জানাযার সালাতে হাজির হওয়া ও কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়াতে অনেক উপকার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম : মাইয়েতের উপর জানাযা পড়ে তার হক আদায় করা এবং তাতে সুপারিশ ও দোয়া করা। মৃতের পরিবারের হক আদায় করা। মুসিবতের সময় তাদের ভাঙ্গা অন্তরে প্রশান্তি দান করা। মৃতকে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়াতে বড় সওয়াব অর্জন করা। আর জানাযা ও কবর দর্শনে ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ ছাড়াও অনেক ফায়েদা রয়েছে।

◆ **জানাযা সালাতের বিধান**

জানাযার সালাত ফরজে কেফায়া। এটি মুসল্লীদের সওয়াবে বর্ধন এবং মৃতদের জন্য সুপারিশকারী। জানাযায় লোক সংখ্যা বেশি হওয়া মুস্তাহাব এবং যত মুসল্লী সংখ্যা বাড়বে ততই উত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "যে মুসলিম মাইয়েতের জানাযার সালাত আল্লাহর

www.pathagar.com

সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করে নি এমন ৪০ জন আদায় করবে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।" (মুসলিম হাদীস-৯৪৮)

◆ **মাইয়েতের প্রতি জানাযা পড়ার পদ্ধতি**

১. যে ব্যক্তি মৃতের উপর সালাতে জানাযা আদায় করতে চায় সে ওযু করে কিবলামুখী হয়ে মাইয়েতকে কিবলা ও তার মাঝে রাখবে।

২. মাইয়্যেত **পুরুষ** হলে **সুন্নত** হলো ইমাম সাহেব তার মাথার পার্শ্বে আর মহিলা হলে তার মধ্যখানে দাঁড়াবেন। চার বা পাঁচ কিংবা ছয় অথবা সাত বা নয় তাকবীর দ্বারা জানাযা পড়বেন। বিশেষ করে জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ, নেক ও তাকওয়া সম্পূর্ণ ও ইসলামের ব্যাপারে যাদের উল্লেখযোগ্য খেদমত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জানাজায় তাকবীর বাড়াবেন। তাকবীরের সংখ্যা একেক সময় একেকটা করবে; কারণ এর দ্বারা সুন্নাত জিন্দা হবে।

৩. কাঁধ বা কানের লতি বরাবর দু'হাত উত্তোলন করত : "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম তাকবীর দিবেন। অনুরূপভাবে বাকি তাকবীরও করবেন। ডান হাত বাম হাতের উপর করে বুকের উপর রাখবেন। দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা না পড়ে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা নিরবে পড়বেন। মাঝে মধ্যে ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়বেন।

(বুখারী হাদীস নং ৩৩৭০, মুসলিম হাদীস নং ৪০৬)

৪. এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরুদ শরীফ বলবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" (মানুষকে শিখানোর উদ্দেশ্যে স্বশব্দে পড়াও জায়েয আছে।)

৫. এরপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে ইখলাসের সাথে হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ হতে দোয়া পড়বে যেমন–

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ـ

ক. "আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়াগ-য়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহি 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহ্রিমনা আজরাহ্, ওয়া লা তুদিল্লানা বা'দাহ্।"

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস-৩২০১ , ইবনে মাজাহ হাদীস-১৪৯৮)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ

খ. "আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ওয়া'অফিহি ওয়া'ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুজুলাহু, ওয়া ওয়াসসি' মুদখালাহু, ওয়াগ্সিলহু বিলমায়ি ওয়াছছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্কিহি মিনালখাত্বা-ইয়া কামা নাক্কাইতা ছাওবাল আবইয়াদা মিনাদদানাস, ওয়া আব্দিলহু দারান খইরান মিন দারিহি, ওয়া আহ্লান খইরান মিন আহ্লিহি, ওয়া জাওজান খইরান মিন জাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া 'আ'ইযহু মিন 'আযাবিল ক্ববরি (আও) মিন 'আযাবিন্নার।" (মুসলিম হাদীস নং ৯৬৩)

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلَ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

www.pathagar.com

গ. "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনি ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়ারিক, মিন ফিতনাতিল ক্বব্‌র, ওয়া 'আযাবিন্নার, ওয়া আন্তা আহলুল ওয়াফায়ি ওয়ালহাকক্বি, ফাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।" (হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৩২০২, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪৯৯)

মাইয়েত যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে এ শব্দগুলো মিলাবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرَطًا وَاَجْرًا وَذُخْرًا .

আল্লাহুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বা, ওয়া আজরাওঁ ওয়া যুখরা।" (হাদীসটি হাসান, বাইহাকী হাদীস নং ৬৭৯৪ আলবানী (রহঃ)-এর আহকামুল জানায়িজ পৃঃ ১৬১ দ্রঃ)

৬. এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে দোয়া করত: একটু অপেক্ষা করে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরাবে। আর যদি মাঝে মধ্যে বাম দিকেও দ্বিতীয় সালাম ফিরায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যদি কারো কিছু তাকবীর ছুটে যায় তবে তার পদ্ধতি মোতাবেক কাজা করে নিবে। আর যদি কাজা না করে ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে দেয় তবে তার জানাজার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

◆ একাধিক লাশ হলে ইমামের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হবে

সুন্নাত হলো মাইয়েতের উপর জামায়াত সহকারে জানাজা পড়া এবং তিন সারির কম না হওয়া। যদি এক সাথে অনেকগুলো মাইয়েত একত্রিত হয় তবে সুন্নাত হলো ইমাম সাহেব পুরুষদের পার্শ্বে দাঁড়াবেন এবং বাচ্চাদেরকে কিবলার দিকে পুরুষদের সামনে ও মহিলাদেরকে বাচ্চাদের সামনে রাখবে। এ অবস্থায় সবার জন্য একবার জানাজা পড়লেই যথেষ্ট হবে। আর যদি সবার জন্য আলাদা করে পড়ে তবে জায়েয।

◆ জানাজার সালাতে দোয়ার পদ্ধতি

মাইয়েতের শ্রেণী হিসেবে জানাজার দোয়া হবে। যদি পুরুষ হয় তবে যেমন : পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর যদি নারী হয় তবে সর্বনামগুলো স্ত্রী লিঙ্গ করতে হবে। মাইয়েত একাধিক হলে লিঙ্গ হিসেবে নারী-পুরুষ ভেদে বহুবচন করতে হবে। যেমন : নারীরা হলে বলা : আল্লাহুম্মাগফির লাহুন্না---। আর যদি মাইয়েত নারী না পুরুষ জানা না যায় তবে মাইয়্যেতকে (মাইয়েত শব্দটি নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়) লক্ষ্য করে "আল্লাহুম্মাগফির লাহু--- অথবা জিনাজাহ (জিনাজাহ অর্থ শবদেহ যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) লক্ষ্য করে "আল্লাহুম্মাগফির লাহা--- বলা জায়েয।

www.pathagar.com

◆ শহীদের জানাজা পড়ার বিধান

আল্লাহর রাস্তায় শহীদের জানাজার ব্যাপারে ইমাম ইচ্ছা করলে জানাজা পড়বে আর না হয় না পড়বে। তবে জানাজা পড়াই উত্তম। তাদেরকে তাদের শহীদাস্থ স্থানেই সমাধি করতে হবে। এ ছাড়া যারা শহীদের মৃত্যুবরণ করে যেমন : ডুবে বা পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মরা। তারা আখেরাতের শহীদের সওয়াব পাবে। তাদেরকে গোসল দিতে এবং কাফন পরিয়ে অন্যান্যদের মতো তাদের উপর জানাজার সালাত পড়তে হবে।

◆ যার প্রতি জানাজার সালাত পড়া যাবে

১. মুসলিম মাইয়াত চাই নেককার হোক বা পাপিষ্ঠ হোক তার উপর জানাজা পড়া সুন্নাত। কিন্তু সালাত ত্যাগকারীর উপর জানাজা পড়া চলবে না।
২. আত্মহত্যাকারী ও গণিমতের মালে খিয়ানতকারীর উপর বাদশাহ ও তার প্রতিনিধি জানাজা পড়বে না; এটি তাদের জন্য শাস্তি ও ধমকি স্বরূপ। সাধারণ মুসলমানরা জানাজার সালাত পড়বে।
৩. যে মুসলিমের প্রতি রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা) বা কেসাস (হত্যার পরীবর্তে হত্যা)-এর শাস্তি প্রয়োগ করে হত্যাকৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন ও জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে।

◆ জানাজা পড়া ও দাফন করা পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবরস্থানে যাওয়ার ফযীলত : সুন্নাত হলো ঈমান সহকারে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে মাইয়েতের সাথে জানাজা পড়া ও সমাধি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। মাইয়েতের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য বৈধ নয়। লাশের সাথে কোন বাজনা বা আগুন কিংবা কুরআন তেলাওয়াত অথবা জিকির-দোয়া পাঠ করা চলবে না; কারণ এ সব বিদ'আত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মৃত মুসলিমের জানাজায় ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় শরিক হয় এবং জানাজা ও সমাধি করা পর্যন্ত থাকে সে দুই কীরাত নেকি নিয়ে ফিরে আসে।

www.pathagar.com

প্রতি কীরাত উহুদ পাহাড় বরাবর। আর যে জানাজা পড়ে দাফনের পূর্বে ফিরে যাবে সে এক কীরাত নেকি নিয়ে ফিরবে। (বুখারী হাদীস-৪৭, মুসলিম হাদীস-৯৪৫)

◆ মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ার স্থান

জানাজা পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জানাজা আদায় করাই সুন্নাত ও উত্তম। আর মাঝে মধ্যে মসজিদে জানাজা পড়া জায়েয আছে। যার উপর কোন স্থানেই জানাজা হয়নি তার উপর দাফনের পরে জানাজা পড়া উত্তম। আর যার উপর জানাজা পড়া হয়নি তার কবরের পার্শ্বে জানাজা আদায় করতে হবে।

যদি কেউ মারা যায় এবং আপনি সালাত আদায়কারীর উপযুক্ত ও তার প্রতি জানাজা পড়তে আদিষ্ট কিন্তু পড়েননি তাহলে তার কবরের পার্শ্বে জানাজা পড়ে নিবেন।

◆ মাইয়্যেতের ওপর গায়েবানা জানাজার নামায পড়া নাজায়েজ

মাইয়্যেতের উপর গায়েবানা জানাজা নামাজ পড়া নাজায়েজ। বর্তমানে যে সমস্ত ব্যক্তিদের ওপর গায়েবানা জানাজার নামায পড়া হয় তা মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কেবল।

তবে বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ـ

উক্ত হাদীসটি কেবল ঐসময়ের জন্য একমাত্র নাজ্জাশীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাত্র নাজ্জশীর সম্মানার্থে তার গায়েবানা জানাজার নামায পড়েছিলেন। তিনি জিবিত থাকাস্থায় অন্য কারো ক্ষেত্রে গায়েবানা নামায পড়েননি। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন-তাবেয়ীনদের মধ্যে কেউ মধ্যে কেউ গায়েবানা জানাজার নামায পড়েননি, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গায়েবানা জানাজার নামায নাজায়েজ।

◆ তাড়াতাড়ি জানাজা পড়ার বিধান

সুন্নাত হলো মৃতদেহকে দ্রুত প্রস্তুত করা ও জানাজা পড়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَاِنْ يَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ـ

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : "তোমরা মাইয়েতের জানাজা তাড়াতাড়ি কর; কারণ যদি সে সৎ হয় তবে তাকে তার সত্যের দিকে পৌঁছে দেয়ায় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে অনিষ্টকে তোমাদের ঘাড় থেকে দূর করাই উত্তম। (বুখারী হাদীস নং ১৩১৫, মুসলিম হাদীস নং ৯৪৪)

মহিলারা পুরুষদের মতোই। যদি কোন জানাজা মুসাল্লায় বা মসজিদে হাজির হয় তাহলে নারীরা মুসলমানদের সাথে জানাজা পড়বে। মহিলারা জানাজার সওয়াবে ও শোক প্রকাশে পুরুষদের মতোই।

◆ মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের দিকে নেয়া হয় তখন সে যা বলে

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (রা) বলেছেন : "যখন মৃত ব্যক্তিকে পুরুষরা তাদের কাঁধে করে নিয়ে যায় তখন যদি সে নেককার হয়, তাহলে বলে : আমাকে পৌঁছে দাও। আর যদি বদকার হয় তাহলে বলে : হায় আফসোস! একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা। মানুষ ব্যতীত সকলে তার আর্তনাদ শুনতে পাবে। আর মানুষ যদি শুনত তাহলে বেহুঁশ হয়ে পড়ত। (বুখারী হাদীস-১৩১৪)

২৩. মাইয়েতকে বহন ও দাফন করা

মাইয়েতকে বহন করার পদ্ধতি : সুন্নাত হলো মাইয়্যেতকে চারজনে বহন করা এবং পদাতিকরা তার আগে পিছে ও আরোহীরা পিছনে চলা। যদি কবরস্থান দূরে হয় অথবা বহনে কষ্ট হয় তবে কোন বাহনে করে নিয়ে গেলে অসুবিধা নেই।

মুসলমানদের দাফনের স্থান : নারী হোক পুরুষ হোক কিংবা ছোট বা বড় হোক মুসলমানদের কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর কোন মসজিদ বা অমুসলিমদের কবরস্থান ইত্যাদি স্থানে কবর দেয়া জায়েয নেই।

◆ মাইয়েতকে দাফনের পদ্ধতি

কবরকে গভীর ও প্রশস্ত এবং সুন্দর করা ওয়াজিব। যখন কবর খননের শেষ প্রান্তে পৌঁছবে তখন কিবলার দিকের পার্শ্বে মাইয়েতকে রাখার মতো জায়গা গর্ত করবে-যাকে লাহাদ (বগলী) কবর বলা হয়। আর লাহাদ করা শাক্ক তথা সোজা কবরের চাইতে উত্তম। মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ : وَ فِىْ لَفْظٍ : وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

“বিসমিল্লাহি ওয়া ‘আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি।” অন্য বর্ণনায় আছে “ওয়া ‘আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।” (হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ-৩২১৩, তিরমিযী-১০৪৬)

কিবলার দিকে মুখ করে ঐ গর্তে মাইয়েতের পূর্ণ ডান পার্শ্বের উপর শায়িত করাবে। চিত করে রেখে শুধুমাত্র কেবলামুখী করা ঠিক নয়। এরপর তার উপর বাঁশ বা স্লাব বিছিয়ে দিয়ে মাঝের ফাঁকগুলো কাদা দ্বারা বন্ধ করে দিবে। এরপর তার উপর মাটি দিবে এবং উটের পিঠের মতো করে জমিন থেকে মাত্র অর্ধেক হাত উঁচু করবে। অর্থাৎ দুই দিক ঢালু করে মাঝখান উঁচু করবে।

◆ কবরের উপর ঘর বানানোর বিধান

কবরের উপর ঘর-বাড়ি বানানো, কবর পাকা করা, তার উপর চলা, কবরের নিকটে সালাত আদায় করা, কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়া, তার উপর আগর বাতি-মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো, কবরের উপর ফুলের মালা বা তোড়া দেয়া, কবরে তাওয়াফ করা, তার উপর কিছু লেখা এবং সেখানে ঔরস বা মেলা করা এ সকল কাজ শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম।

◆ কবরের উপর মসজিদ বানানোর বিধান

কোন কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম এবং মসজিদে কোন মাইয়েত্যকে দাফন করাও হারাম। যদি মসজিদ কবর বানানোর পূর্বে হয় তবে কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দিতে হবে। আর যদি কবর নতুন হয় তবে কবর খনন করে লাশকে

www.pathagar.com

কবরস্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে। আর যদি কবরের উপর মসজিদ বানানো হয় তবে হয় মসজিদকে দূর করে দিতে হবে নতুবা কবরকে দূর করতে হবে। সুতরাং, কবরের উপর যত মসজিদ বানানো হয়েছে সেখানে না ফরজ সালাত আদায় করা যাবে আর না নফল সালাত; কারণ করলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

সুন্নাত হলো কবরকে গভীর করে খনন করা; যাতে করে দুর্গন্ধ বের না হয় এবং কোন জীবজন্তু খুঁড়তে না পারে। আর নিচে লাহাদ তথা বগলী করাই উত্তম যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অথবা কবরের নিচে মাঝখানে গর্ত করবে এবং সেখানে শায়িত করে স্লাব বা বাঁশ দ্বারা ঢেকে দিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিবে। এরপর মাটি ঢেলে দাফন করে দিবে। সুন্নাত হলো মাইয়েতকে দিনের বেলা দাফন করা তবে রাত্রিতে দাফন করাও জায়েয।

◆ একাধিক লাশ দাফনের পদ্ধতি

একটি কবরে প্রয়োজন ছাড়া একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েয নেই। যেমন : নিহতদের সংখ্যা বেশি এবং দাফনকারীদের সংখ্যা কম। এমন সময় তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে কিবলার দিকে প্রথমে কবরে রাখতে হবে। কোন মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই নিজের কবর খনন করে রাখা জায়েয নেই।

◆ কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করার বিধান

প্রয়োজনে কবরস্থ ব্যক্তিকে তার কবর হতে স্থানান্তরিত করা জায়েয। যেমন : পানি তার কবরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে বা কাফেরদের কবরস্থানে সমাধি করা হয়েছে ইত্যাদি কারণে। কবর হচ্ছে মৃতদের ঘর-বাড়ি এবং তাদের জিয়ারতের স্থান। সেখান হতে তাদেরকে প্রয়োজন ছাড়া কবর খনন করে স্থানান্তরিত করা যাবে না।

◆ কবরে লাশ নামাবে যারা

মাইয়েতকে কবরে নামাবে পুরুষরা নারীরা নয়। আর মাইয়্যেতের অভিভাবকরাই তাকে কবরে নামানোর বেশি হকদার। সুন্নাত হলো মাইয়্যেতকে তার পায়ের দিক থেকে কবরে নামানো। দক্ষিণ দিক থেকে মাথা ধরে টেনে উত্তর দিকে কবরে নামাবে। তবে কবরের যে কোন দিক থেকে কবরে নামানো জায়েয আছে। আর মাইয়্যেতের হাড় ভাংচুর করা হারাম।

◆ লাশের সঙ্গে নারীদের যাওয়ার বিধান

মৃতদেহের পিছনে পিছনে অনুসরণ করা মহিলাদের জন্য হারাম; কারণ তারা দুর্বল, দিল নরম, ধৈর্যহারা এবং মুসিবতকে সহ্য করতে অপারগ। যার ফলে তাদের থেকে এমন হারাম কাজ ও কথা প্রকাশ হতে পারে যা আবশ্যকীয় ধৈর্যের বিপরীত।

www.pathagar.com

◆ কবরকে চিহ্নিত করে রাখার বিধান

মাইয়্যেতের অভিভাকের জন্য সুন্নাত হলো কবরকে পাথর ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা; যাতে করে পরবর্তীতে তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পার্শ্বে দাফন করতে পারে এবং তার দ্বারা তার মাইয়েতের কবরকে চিনতে পারে।

যে ব্যক্তি সাগর বা পানি ইত্যাদিতে ডুবে মারা গেছে এবং লাশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়ে পানিতে ভাসিয়ে দিবে।

মুসলিম ব্যক্তির প্রয়োজনে জানাজা না দেয়া : কোন অংশ কর্তন করা হলে তা পুড়ানো জায়েয নেই এবং তা গোসল দেয়া লাগবে না ও তার উপর জানাজা পড়া মাইয়্যেতকে বহন করা দাফন করা ও জানাজা পড়তে হবে না; বরং একটি নেকড়ায় পেঁচিয়ে কবরস্থানে দাফন করে দিতে হবে।

লাশকে সম্মান দেখানো : যখন কোন লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তখন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হলো তার জন্য দাঁড়ানো। আর যে ব্যক্তি বসে থাকবে তার কোন অসুবিধা নেই।

◆ কবরের নিকট ওয়াজ করার বিধান

সুন্নাত হলো যখন লাশের খাট মাটিতে রেখে দেয়া হয় ও দাফন করা তখন বসে যাওয়া। আর মাঝে মধ্যে উপস্থিত জনতাকে মৃত্যু ও তার পরে কি ঘটবে স্মরণ করানো।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার বাকী'উল গারকাদ কবরস্থানে একটি জানাজার পাশে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। এসে তিনি বসে পড়লেন আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসলাম তখন তাঁর সাথে একটি লাঠি ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা নিচু করে তাঁর লাঠি দ্বারা জমিনের উপর দাগ কাটতে লাগলেন। এরপর রাসূল ﷺ বলেন : "তোমাদের প্রত্যেকের জান্নাত ও জাহান্নামের স্থান এবং কে ভাগ্যবান আর কে দুর্ভাগা লেখা রয়েছে। এ সময় একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা লেখার উপর ভরসা করব এবং ইবাদত করা ছেড়ে দেব; কারণ যে ভাগ্যবান সে ভালো আমলের দিকে ধাবিত হবে আর যে দুর্ভাগা সে খারাপ আমলের দিকে ধাবিত হবে।

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ বললেন :"যারা ভাগ্যবান তাদের জন্যে ভালো কাজ সহজ করে দেয়া হবে আর যারা দুর্ভাগা তাদের জন্যে খারাপ কাজ সহজ করা দেওয়া হবে। এরপর রাসূল ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন : "অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।" [সূরা লাইল : ৫-১০] (বুখারী হা : নং ১৩৬২ মুসলিম হা : নং ২৬৪৭)

◆ লাশ দাফনের পর মুসলিম ব্যক্তি যা করবে

যে কবরের পার্শ্বে হাজির হয়েছে তার জন্য সুন্নাত হলো দাফনের পর মাইয়্যেতের দৃঢ়তার জন্য একাকী দোয়া করা এবং তাঁর জন্য ক্ষমা চাওয়া। আর উপস্থিত যারা আছে তাদেরকে ক্ষমার জন্য নির্দেশ করা। তবে মাইয়েতকে তালকীন দিবে না; কারণ তালকীন মৃত্যুর সময় পরে নয়।

◆ যেসব সময়ে লাশ দাফন ও জানাজা পড়া নিষেধ

উকবা ইবনে 'আমের জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মাইয়্যেতকে কবর দিতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময় যতক্ষণ উঁচু না হয়, দ্বিপ্রহরের সময় যতক্ষণ না ঢলে যায় এবং সূর্য ডুবার সময় যতক্ষণ না ডুবে যায়।

(মুসলিম হাদীস নং ৮৩১)

◆ কোন মুসলিম কাফেরের দেশে মারা গেলে যা করতে হবে

যে কাফেরের দেশে মারা যাবে তাকে গোসল দিয়ে, জানাজা পড়ে সেখানকার মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। আর যদি সেখানে মুসলমানদের কবরস্থান না পাওয়া যায়, তাহলে সম্ভব হলে মুসলিম দেশে লাশ নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যদি নিয়ে আসা সম্ভবপর না হয় তাহলে নির্জন প্রান্তরে সমাধি করে কবরকে গোপন করে ফেলবে; যাতে করে কাফেররা তার প্রতি কোন প্রকার সমস্যা না করতে পারে। আর সুন্নাত হলো যে যেখানে মারা যাবে সেখানেই তাকে দাফন করা। তবে মৃতের কোন অসম্মান ও পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকলে তার দেশে বা স্থানে নিয়ে আসা জায়েয।

www.pathagar.com

২৪. শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দান

শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের সময় : মৃতের শোকার্ত পরিবারকে দাফনের আগে ও পরে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত। মুসলিম মাইয়েতের পরিবারের শোকাতুরকে বলবে–

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

"ইন্না লিল্লাহি মা আখায, ওয়া লাহু মা আ'ত্বা, ওয়া কুল্লু শাইয়িন 'ইন্দাহু বিআজালিন মুসাম্মা, ফাল্‌তাসবির ওয়ালতাহ্‌তাসিব।"

(বুখারী হাদীস নং ৭৩৭৭, মুসলিম হাদীস নং ৯২৩)

◆ শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান

মাইয়েতের শোকাতুর পরিবারকে যে কোন সময় শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যার দ্বারা তারা সান্ত্বনা লাভ করে এমন কথা-বার্তা দ্বারা শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দিবে। তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করবে এবং শরিয়ত সম্মত ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্টি থাকার জন্য বলবে। আর মাইয়েত ও শোকার্তদের জন্য দোয়া করবে।

শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের স্থান : যে কোন স্থানে শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দান করা জায়েয। কবরস্থানে, বাজারে, মুসল্লায়, মসজিদে, বাড়িতে, অফিসে ও রাস্তায়।

মাইয়েতের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোশাক যেমন : কালো কাপড় ইত্যাদি পরা জায়েয নেই; কারণ এতে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্টির বহি:প্রকাশ।

◆ কাফেরদের জন্য শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান

যে সকল কাফের মুসলিম ও ইসলামের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে না তাদেরকে তাদের মাইয়েতের জন্য দোয়া ছাড়াই সান্ত্বনা দেওয়া জায়েয।

সুন্নত হলো মাইয়েতের পরিবারের জন্য খানা পাকানো এবং তাদের জন্য প্রেরণ করা। আর মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য খানা পাকানো ও তাদের খানা খাওয়া বিদ'আত।

◆ মাইয়েতের জন্য বিলাপ করে কান্না করার বিধান

বিলাপ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে ক্রন্দন করা জায়েয। কাপড় ফাটানো বা চিরানো ও গাল চাপড়ানো এবং শব্দ উঁচু ইত্যাদি করা হারাম। আর এর দ্বারা মাইয়েতের

www.pathagar.com

কবরে আজাব হবে যদি সে বিলাপ করে কাঁদার জন্য অসিয়ত করে যায় বা নিষেধ না করে যায়।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ জা'ফার (রা)-এর পরিবারকে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করার জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন। এরপর রাসূল ﷺ তাদের কাছে এসে বললেন : "আজকের দিনের পর আর আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদবে না"। অতঃপর বলেন : "আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে উপস্থিত কর।" এরপর আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো যেন আমারা পাখির বাচ্চার মতো। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : "নাপিতকে ডাক।" এরপর নাপিতকে নির্দেশ করলে সে আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দেয়।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৪১৯২ নাসাঈ হাদীস নং ৫২২৭)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ .

২. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (রা) বলেছেন– মৃত ব্যক্তির কবরে আজাব হয় তার উপর বিলাপ করে কাঁদার জন্য। **(বুখারী হাদীস নং ১২৯২, মুসলিম হাদীস নং ৯২৭)**

২৫. কবর জিয়ারত

কবর জিয়ারতের হেকমত : কবর জিয়ারতের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে–

প্রথম : আখেরাতের স্মরণ, উপদেশ গ্রহণ ও মৃতদের দ্বারা নসিহত নেয়া।

দ্বিতীয় : মৃতদের প্রতি ইহসান করা যেমন : তাদের জন্যে ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষার দোয়া করা; কারণ জীবতরা যেমন তাদের সাক্ষাৎ করলে ও হাদিয়া দিলে খুশি হয় এর দ্বারা তেমনি মৃতরাও খুশি হয়।

তৃতীয় : জিয়ারতকারী তার নিজের প্রতি ইহসান করে; কারণ এর দ্বারা সে কবর জিয়ারতে শরয়িতের সুন্নাত অনুসরণ করে এবং সওয়াব অর্জন করে।

◆ **কবর জিয়ারতের বিধান**

পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নাত; কারণ এর দ্বারা আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। জিয়ারত শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ এবং মৃতদের প্রতি সালাম দেয়া ও তাদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে। মৃতদেরকে ডাকা বা তাদের বা কবরের মাটি দ্বারা বরকত হাসিল ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নয়; কারণ এসব কার্যাদি নাজায়েয।

www.pathagar.com

◆ মহিলাদের কবর জিয়ারতের বিধান

মহিলাদের কবর জিয়ারত করা কবিরা গুনাহ। অতএব, নারীদের জন্য কবর জিয়ারত করা নাজায়েয। কিন্তু যদি কোন মহিলা জিয়ারতের উদ্দেশ্য ছাড়া কবরস্থানে পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সুন্নাত হলো সে কবরবাসীকে সালাম দিবে এবং কবরস্থানে প্রবেশ না করে তাদের জন্য যে সকল দোয়া উল্লেখ হয়েছে তা দ্বারা দোয়া করবে।

◆ মৃতদের জন্যে দেয়া করার বিধান

সকল জীবত মানুষের জন্য মৃতদেরকে আহ্বান করা, বিপদ মুক্তির জন্য ডাকা, হাজাত পূরণ ও বালা-মুসিবত দূরের জন্য চাওয়া, নবী-রাসূল ও সৎলোকদের কবরের তাওয়াফ ইত্যাদি করা, কবরের নিকট জবাই করা এবং কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ হারাম ও বড় শিরক, যার কর্তাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذٰلِكَ اَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِىَ اَوْ خُشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তিমকালে বলেন : "ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, যারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" তিনি (আয়েশা) বলেন : যদি মসজিদ বানিয়ে নেয়ার ভয় না থাকত তবে তাঁর (রাসূল ﷺ)-এর কবর বাইরে প্রকাশ্য স্থানে করা হতো। (বুখারী হাদীস নং ১৩৩, মুসলিম হাদীস নং ২৫৯)

◆ কবরস্থানে প্রবেশের সময় ও জিয়ারতের জন্য যা বলবে

২. বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ .

আসসালামু 'আলাইকুম দারা কাওমিন মু'মিনীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকূন। (মুসলিম হাদীস নং ২৪৯)

www.pathagar.com

শাব্দিক অর্থ : اَلسَّلاَمُ – শান্তি বর্ষিত হোক, عَلَيْكُمْ – আপনাদের উপরে, دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ – আপনারা যারা মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَحِقُوْنَ – আর নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো যদি আল্লাহ্ চান।

৩. অথবা বলবে–

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

"আসসালামু 'আলাইকুম আহ্লাদ দিইয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লালাহিকূন, আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল 'আফিয়াহ্।" (মুসলিম হাদীস নং ৯৭৫)

◆ **কবর জিয়ারতকারীদের প্রকার**

১. যারা মৃতদের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে। আর তাদের অবস্থা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে ও আখেরাতকে স্মরণ করে। এটি শরিয়ত সম্মত জিয়ারত।

২. যারা কবর জিয়ারতের সময় নিজের ও অন্যান্যদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করে। এ নিয়তে যে কবরের পার্শ্বে দোয়া করা মসজিদের চেয়েও উত্তম। এটি জঘন্য বিদ'আত।

৩. যারা কবর জিয়ারতের সময় বিভিন্ন নবী-রসূল বা অলি-পীরের মর্যাদা বা হক দ্বারা আল্লাহ্র কাছে অসিলা করে। যেমন বলে : হে আমার প্রতিপালক! অমুকের মর্যাদার মাধ্যমে তোমার নিকট চাচ্ছি। এটি বিদ'আত; কারণ শিরক পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য এটি এক বড় মাধ্যম।

৪. যারা আল্লাহ্কে আহ্বান করে না; বরং কবরবাসীদেরকে ডাকে। যেমন বলে: হে আল্লাহ্র নবী অথবা হে আল্লাহ্র অলি! কিংবা হে অমুক আমাকে এমনটা দান করুন বা আমাকে রোগ মুক্তি দাও ইত্যাদি। এটি বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

◆ **মুশরিকদের কবর জিয়ারতের বিধান**

অমুসলিমের কবর উপদেশ গ্রহণের জন্য জিয়ারত করা জায়েয। তবে তাঁর জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া যাবে না বরং তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ জানাবে।

কবরস্থান ওয়াজ ও উপদেশ গ্রহণের স্থান। সুতরাং সেখানে কোন প্রকার গাছ লাগানো, টাইলস দ্বারা রাস্তা বানানো ও লাইট জ্বালিয়ে আলোকিত করা এবং যে কোন সৌন্দর্যকরণ জায়েয নয়।

www.pathagar.com

◆ **মৃত্যুর পরে মাইয়েতের সঙ্গে যা যায়**

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মাইয়েতের সঙ্গে তিনটি জিনিস যায়। তার মধ্যে দু'টি ফিরে আসে আর একটি তার সঙ্গে বাকি থাকে। পরিবার, সম্পদ ও আমল তার সাথে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল সঙ্গে বাকি থেকে যায়।

[বুখারী হাদীস নং-৬৫১৪; মুসলিম হাদীস নং-২৯৬]

◆ **মৃতের জন্যে সৎকর্ম করা**

একজন মুসলিম অপর জীবিত বা মৃত মুসলিমের জন্য ততটুকু করতে পারবে যতটুকু শরিয়তে অনুমতি আছে। যেমন : দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, তার পক্ষ থেকে হজ্ব-উমরা ও দান খয়রাত করা, মৃতের প্রতি বাকি থেকে যাওয়া ওয়াজিব রোজা কাজা করে দেয়া। যেমন : নজরের রোজা। আর কুরআন পড়ার জন্য মোল্লা-মুনশি বা হাফেজ ভাড়া করে কুরআন খতম দিয়ে তার নেকি মাইয়েতের নামে বখশিয়ে দেয়া বিদ'আত।

২৬. রোযা

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সাওম বা রোযা। আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সূরা বাক্বারার ১৮৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান ফরয করে দেয়া হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

www.pathagar.com

রোযার পরিচয়

রোযা ফার্সি শব্দ এর আরবি হলো সাওম এবং সিয়াম, এর আভিধানিক অর্থ হলো– বিরত থাকা, কঠোর সাধনা করা, অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো, আত্মসংযম। এর পারিভাষিক পরিচয় হলো সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে রোযার নিয়তে বিরত থাকা।

সাওমের প্রকারভেদ : সাওম বা রোযা ৬ প্রকার–

১. ফরয রোযা; যেমন– রমযান মাসের রোযা।

২. ওয়াজিব রোযা; যেমন মান্নতের রোযা।

৩. সুন্নত রোযা; যেমন জুমআর ও আশুরার দিনের রোযা।

৪. নফল রোযা; যেমন– বছরের নিষিদ্ধ পাঁচ দিন ব্যতিত যে কোন দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রোযা।

৫. মাকরূহ রোযা; যেমন– অনবরত রোযা ও সন্দেহের দিনে রোযা রাখা।

৬. হারাম রোযা; যেমন– বছরে ৫ দিন রোযা রাখা।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. ইচ্ছাপূর্বক এমন জিনিস পানাহার করা যা খাদ্য বা ওষুধরূপে ব্যবহার হয়।

২. পাথর, লোহার টুকরা বা ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেলা।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে গুহ্যদ্বার বা যৌনপথ দিয়ে যৌন সম্ভোগ করা।

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পানাহার করা।

৫. কান বা নাকের ভেতর ঔষুধ দেয়া।

৬. স্ত্রী চুম্বন দ্বারা বীর্যপাত হওয়া। ৭. ইচ্ছা করে মুখভর্তি বমি করা।

৮. স্ত্রী সহবাস করা। ৯. ঢুস নেয়া।

যেসব রোযার জন্য নিয়ত করা ওয়াজিব : নিম্নোক্ত প্রকারের রোযার নিয়ত রাতে করা ওয়াজিব–

১. রমযানের কাযা রোযা। ২. সাধারণ মানতের রোযা।

৩. যে কোন কাফফারার রোযা। ৪. যেহারের কাফফারার রোযা।

৫. মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তি যদি রোযা রাখে তার জন্য রোযার নিয়ত করা ওয়াজিব।

যেসব রোযার নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব নয়

১. মুকীমের জন্য রমযানের রোযার নিয়ত করা ওয়াজিব নয়। কেননা, সে রমযান মাসে অন্য কোন রোযার নিয়ত করলেও তা রমযানের রোযা হিসেবেই গণ্য হবে।

২. নির্দিষ্ট মানতের রোযা ও নফল রোযার নিয়তও রাতে করা ওয়াজিব নয়।

www.pathagar.com

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা (قَضَاء) ওয়াজিব হয় : একজন রোযাদারের যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে তার ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে তা হচ্ছে–

১. ইচ্ছাপূর্বক মুখ ভরে বমি করলে।
২. কোন অখাদ্য বস্তু খেয়ে ফেললে। যেমন কাফুর, লোহার টুকরা বা ফলের দানা ইত্যাদি।
৩. স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করায় বীর্যপাত হলে।
৪. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে চলে গেলে।
৫. সন্ধ্যা বিবেচনায় সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।
৬. ঢুস নিলে।
৭. বলপূর্বক রোযাদারকে কেউ পানাহার করালে।
৮. কেউ যৌনাঙ্গ ব্যতিরেকে সঙ্গম করায় তাতে বীর্যপাত হলে।
৯. তরল ঔষুধ লাগানোর কারণে তা পেটে বা মস্তিস্কে পৌছে গেলে।
১০. রাত্রি বিবেচনায় ভোরে পানাহার করলে।
১১. ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেললে।
১২. দাঁত থেকে ছোলা পরিমাণ কোন কিছু বের করে গিলে ফেললে।
১৩. ভুলবশত কিছু খেয়ে রোযা ভঙ্গ হয়েছে ধারণা করে ইচ্ছাপূর্বক আবার খেলে।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে قَضَاء ও كَفَّارَة উভয়ই ওয়াজিব হয় :

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হলে قَضَاء ও كَفَّارَة উভয়ই ওয়াজিব হবে। যেমন–

১. রোযা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রী সহবাস করলে।
২. ইচ্ছাপূর্বক পুং-মৈথুন বা লাওয়াতাত করা।
৩. ইচ্ছাপূর্বক কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে।
৪. পিচকারি বা শিঙ্গা নিয়ে এই ধারণায় ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করলে যে, এখন তো রোযা নষ্ট হয়ে গেছে।

রোজার কাফফারা : রোযা থাকা অবস্থায় বিধি লঙ্ঘনের কারণে রোযাদারের ওপর অতিরিক্ত জরিমানা স্বরূপ যে কার্য সম্পাদন করতে হয়, তাকে রোযার কাফফারা বলে। রোযার কাফফারা হচ্ছে–

১. একাধারে দুমাস রোযা রাখতে হবে।
২. এতে সক্ষম না হলে ৬০ জন মিসকিনকে পূর্ণ তৃপ্তির সাথে দু'বেলা মধ্যম মানের খানা খাওয়াতে হবে।

www.pathagar.com

৩. এতেও সক্ষম না হলে একজন গোলাম আযাদ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۔

যেসব অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়েয : দুটি পর্যায়ে কোন ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করতে পারে। যথা– ক. স্থায়ীভাবে, খ. সাময়িকভাবে। যেমন–

ক. **স্থায়ীভাবে :** কোন ব্যক্তি যদি চির উন্মাদ বা পাগল হয়ে যায় তবে সে সর্বদা রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। তার ওপর কোন ফিদিয়া বা অন্যকিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ তখন সে শরীয়তের বিধানভুক্ত থাকে না।

খ. **সাময়িকভাবে :** নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সাময়িকভাবে রোযা ভঙ্গ করতে পারে। যেমন–

১. এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে।
২. গর্ভবতী নারী; যে রোযা রাখলে সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।
৩. স্ত্রীলোকের হায়েয নিফাসের সময়।
৪. এমন বৃদ্ধ যে রোযা রাখলে মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।
৫. মুসাফির ব্যক্তি সফরের সময়।

রোযাদারের জন্য বৈধ কাজসমূহ : একজন রোযাদারের জন্য রোযা অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ তা নিম্নরূপ–

১. গোঁফে তেল ব্যবহার করা।
২. চোখে সুরমা লাগানো।
৩. মিসওয়াক করা।
৪. গোসল করা।
৫. শরীরে ঢুস ব্যবহার করা।
৬. অনিচ্ছাকৃত বমি করা।
৭. এমনভাবে কুলি করা, যাতে পেটে পানি প্রবেশের আশঙ্কা না থাকে।
৮. সাবধানতায় নাকে পানি দেয়া, যাতে ভেতরে পানি চলে না যায়।
৯. স্ত্রীকে চুমো দেয়া, যদি বীর্যপাতের আশঙ্কা না থাকে।
১০. স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা করা, যদি বীর্যপাত ঘটার আশঙ্কা না থাকে।
১১. শিঙ্গা লাগানো, যদি এর দ্বারা রোযাদার দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকে।
১২. স্বামীর বকুনি খাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করা।
১৩. মুসাফির অবস্থায় অসহ্য কষ্ট হলে রোযা ছেড়ে দেয়া।

www.pathagar.com

১৪. সন্তানকে দুধ পান না করালে যদি সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে রোযা ছেড়ে দেয়া বৈধ, কিন্তু পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে।

১৫. প্রয়োজন মনে করলে সন্তানের মুখে খাবার চিবিয়ে দেয়া।

রোযাদারের জন্য অবৈধ কাজসমূহ : রোযাদারের জন্য রোযাবস্থায় অবৈধ কাজসমূহ নিম্নরূপ–

১. ইচ্ছাকৃত যৌন-সম্ভোগ করা।

২. ইচ্ছাকৃত পানাহার করা।

৩. হস্তমৈথুনের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত ঘটানো।

৪. ইচ্ছাকৃত লাওয়াতাত বা বলৎকার করা।

৫. গড়গড়া করে কুলি করা।

৬. অযথা খাদ্য মুখে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করা।

৭. গীবত বা পরনিন্দা করা।

৮. বিনা প্রয়োজনে মিসওয়াক করা।

৯. প্রয়োজন ছাড়া সন্তানের মুখে খাবার চিবিয়ে দেয়া।

১০. মিথ্যা বলা, অশ্লীল কথা বা গালিগালাজ করা।

১১. ভুলক্রমে কিছু পানাহার শুরু করে রোযা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পেট পুরে পানাহার করা।

১২. সারাদিন রোযা শেষে ইফতারের সময় ইফতার না করা।

১৩. শিঙ্গা লাগিয়ে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পানাহার করা।

১৪. দাঁত থেকে কোন খাদ্যকণা বের করে গিলে ফেলা।

রোযা মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ : নিম্নোক্ত কারণে রোযা মাকরূহ হয়–

১. শিঙ্গা লাগানো।

২. চোখে সুরমা লাগানো।

৩. অশ্লীল কথাবার্তা বলা।

৪. কাউকে গালি দেয়া।

৫. অন্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা।

৬. মুখ দিয়ে কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা।

৭. গরমরোধে বার বার কুলি করা।

৮. দাঁত হতে বের করে কোন কিছু চিবিয়ে খাওয়া।

৯. অধিক উষ্ণতার কারণে গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা।

www.pathagar.com

১০. মিথ্যা কথা বলা। কেননা, হাদীসে এসেছে– মিথ্যা সকল পাপের মূল।

১১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা। কেননা, এতে পেটে পানি প্রবেশের আশঙ্কা থাকে।

১২. শরীরে তেল ব্যবহার করা। কেননা, এতে পশমের গোড়া দিয়ে তেল শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকে যেতে পারে।

১৩. স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া। কেননা, অনেক সময় এটা রোযাদারকে সঙ্গমের প্রতি ধাবিত করে।

রুগ্ন ব্যক্তির রোযার হুকুম : রোগীর পক্ষে রোযা রাখা অসম্ভব হলে বিধান হচ্ছে– সে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে এবং পরে সুস্থ হলে কাযা করবে। কিন্তু রোগী মারা গেলে ওয়ারিশগণ তার কাফফারা আদায় করবে।

দলীল : আল কুরআনের বাণী–

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

গর্ভবতী মহিলার রোযার হুকুম : গর্ভবতী মহিলা যদি গর্ভস্থ সন্তান অথবা নিজের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা করে, তবে সে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে এবং গর্ভমুক্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উক্ত রোযা কাযা করবে।

সফরকারীর রোযার হুকুম : মুসাফির সফর অবস্থায় সম্ভব হলে রোযা রাখবে, অন্যথায় মুকীম হওয়ার পর তা কাযা করবে। তবে সফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম।

বয়োঃবৃদ্ধের রোযার হুকুম : অতিশয় বৃদ্ধ, যে রোযা রাখতে অক্ষম সে রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেবে।

দলীল : যেমন আল্লাহর বাণী–

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

স্তন্যদায়িনী মহিলার রোযার হুকুম : স্তন্যদানকারী মা যদি নিজের সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে তবে রোযা রাখবে না। পরে শুধু কাযা করবে। তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে, কাযা ও ফিদিয়া উভয়ই আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

২৭. তারাবীর সালাত

'তারাবীহ' (تَرَاوِيْح) আরবী শব্দ। একটি বহুবচন। এর একবচন 'তারবীহাতুন' (تَرْوِيْحَةٌ) এর আভিধানিক অর্থ বসা, বিশ্রাম করা, আরাম করা।

শব্দটির অর্থ ক্ষণিকের জন্যে বিশ্রাম নেয়া। হাদীসে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

হাদীসে এ সালাতকে 'কিয়াম ফি রমাযান' রমযান মাসের রজনীতে দাঁড়ানো নামে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের নবী করীম ﷺ রমযানের রাতে প্রতি ৪ রাকায়াত সালাতের পর ক্ষণিক বিশ্রাম নিতেন বিধায় পরবর্তী সময়ের ফকীহগণ এ সালাতের নামকরণ করেন তারাবীহ্ সালাত।

২. তারাবীহ্ সালাত আদায়ের সময় : তারাবীহ্ সালাত শুধুমাত্র রমযান মাসে পড়তে হয়। ইশার সালাতের পর থেকে ফজর সালাতের পূর্ব পর্যন্ত এ সালাত পড়া যায়। ইশার সালাতের পর বিতরের আগে পড়া উত্তম।

৩. তারাবীহ্ সালাত আদায়ের শরয়ী বিধান : রমযান মাসের রাতে তারাবীহ্ সালাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ একথা বলেছেন ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ। তাঁরা ওমর (রা) জামায়াতসহ তারাবীহ আদায়ের স্বীকৃতি দলিলরূপে উপস্থাপন করে থাকেন।

ইমাম মালিক (র) ও অন্যান্য ইমামগণ তারাবীহ্ সালাতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলতে নারাজ। কেননা আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজ্জার বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের ৭ দিন অবশিষ্ট থাকতে এ সালাত পড়িয়েছেন। তাও ৪ দিন পড়িয়ে তিনি আর এ সালাত পড়াননি। বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে এ কথারও বর্ণনা আছে যে, সাহাবাগণ তাঁর সাথে এ সালাত আদায় করতে আসলে তিনি বললেন : এ সালাত সম্পর্কে আমি তোমাদের তৎপরতা লক্ষ্য করছি। আমার আশংকা হয়, এ সালাত তোমাদের ওপর ফরজ না হয়। যদি ফরজ হয় তা হলে তোমরা পালন করতে পারবে না। তোমরা ঘরে চলে যাও। "ঘরে সুন্নাত পড়া উত্তম।" তিনি এ সালাতের জন্যে উৎসাহিত করতেন কিন্তু তাগিদ দিতেন না। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

www.pathagar.com

৪. তারাবীহ সালাতের রাকায়াত সংখ্যা ও জামায়াতসহ আদায় করা : এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝার জন্যে তারাবীহ সালাতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা দরকার। এ সালাতের ইতিহাস ৪টি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন–

১. নবী আলাইহিস সালামের স্তর,

২. ওমর (রা)-এর স্তর,

৩. সাহাবা ও তাবেঈদের যুগ এবং

৪. চার ইমামের স্তর।

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের তারাবীহ : নবী করীম ﷺ তারাবীহ সালাত আদায়ের জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থাৎ : মহান আল্লাহ রমযান মাসে তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করেছেন, আর আমি রাতের দাঁড়ানোকে (তারাবীহ) তোমাদের জন্য সুন্নাত করে দিয়েছি। যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবসহ (আত্মসমালোচনা) রোযা রাখবে, সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে সদ্যজাত শিশুর মতো পবিত্র করে দিবেন। (নাসায়ী)

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুয়াত্তায় আছে, রাসূলের সালাত আদায়ের ধারা তাঁর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা) এমনকি ওমর এর (রা) শাসনামলের ১ম দিক পর্যন্ত চলতে থাকে। আয়েশা (রা) থেকে রাসূলের ৩ রাত তারাবীহ জামায়াতসহ আদায়ের কথা বর্ণিত আছে। ১ম রাতে রাতের এক-তৃতীয়াংশে, ২য় রাতে অর্ধেক এবং ৩য় রাতে সাহরী পর্যন্ত। (বুখারী ১ম খণ্ড পৃ: ২৬৯)। আবু যর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, রমযানের ২৩তম রাতে ১/৩, ২৫তম রাতে ১/২ এবং ২৭তম রাতে সাহরী পর্যন্ত জামায়াতে তারাবীহ আদায় করেছেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

মুয়াত্তায়ে মালিকে সায়িব ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : খলীফা ওমর (রা) উবাই ইবনে কাব এবং তামীমে দারীকে রমযান মাসে লোকদেরকে (বিতরসহ) ১১ রাকায়াত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন। অতএব, তিনি শত আয়াতের কিরাত দিয়ে আমাদেরকে সালাত পড়াতেন। এতো লম্বা কিয়ামের কারণে আমরা শেষ পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হই। ফজরের কাছাকাছি সময়ে এ সালাত শেষ হতো।

এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ রাকায়াত তারাবীহ সালাত পড়া সহীহ।

www.pathagar.com

২. ওমর (রা)-এর সময়ের তারাবীহ্ : ওমর (রা) তাঁর খেলাফতের ২য় বছর অর্থাৎ ১৪ হিজরী সনে ২/৪ জনের পৃথক পৃথক জামায়াতকে একত্রে এক ইমামের ইকতিদায় আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড পৃ: ২৬৯, তারিখে ইবনে সাদীর খ: ১ পৃ. ১৮৯)

এ সময়ে তারাবীহ সালাতের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়–

১. ইবনে আবদুল বার বলেন, ওমর (রা)-এর সময় তারাবীহ্ ২৩ রাকায়াত পড়া হতো। ২০ রাকয়াত তারাবীহ্ এবং ৩ রাকায়াত বিতর।
২. সায়িব (রা)-এর শিষ্যগণ তারাবীহ্ সালাত ২০ রাকায়াত হওয়ার মতো ব্যক্ত করেছেন। (আসরারুস সুনান, তোহফাতুল আহওয়ায, নাসবুর রাইয়াহ)
   ইবনে হাজর আসকালানী ফাতহুল বারীতে এবং আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতারে ২০ রাকায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগের তারাবীহ্ : ২য় খলিফা ওমর (রা)-এর যুগে তারাবীহ্ সালাত ২০ রাকায়াত আদায়ের যে প্রচলন আরম্ভ হয়, পরবর্তী সময়ে সাহাবী ও তাবেঈগণ তা বলবৎ রাখেন। অনেক সাহাবা এবং তাবেঈন ২০ রাকায়াতের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা ৮ রাকায়াতের বর্ণনা করেননি।

ইবনে মাসউদ (রা) ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করেছেন। ইবনে তাইমিয়াও ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ সালাত হওয়ার কথা প্রমাণ করেছেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ খ. ৪ পৃ. ২২৪) ইমাম যাহাবী ও ইবনে তাইমিয়ার মত সমর্থন করেছেন।

৪. চার ইমামের মতামত

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র) প্রমুখদের মতে তারাবীহ্ সালাতের রাকায়াত সংখ্যা ২০।
২. ইমাম মালিকের (রা) এক বর্ণনায় ২০ রাকায়াত এবং অপর বর্ণনায় তিনি ৩৬ রাকায়াতের কথা বলেছেন। ২০ রাকায়াত অপেক্ষা ৮ রাকায়াতের দলিলগুলো অধিক বিশুদ্ধ এবং মজবুত।

৫. তারাবীহ্ সালাতের বিরতি, পঠিত দো'আ ও মুনাজাত প্রসংগ : দু'রাকআয়াত করে মোট ১০ সালামে তারাবীহ্ সালাত আদায় করা এবং ৪ রাকায়াত আদায়ের পর ক্ষণিকের জন্যে বিরতি দিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল ও সাহাবাগণের যুগে তারাবীহ্ সালাতের প্রতি রাকায়াত হতো শত আয়াতের। তদুপরি অনুষ্ঠিত হতো রাতের শেষভাগে। কাজেই বিরতি দিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া ছিল সংগত।

বিরতির সময় আমাদের দেশে যে দোয়াটি পড়া হয় তার কোন হাদীস ভিত্তিক দলিল নেই। ৪ ইমামের কোন ইমামই এ দোয়া পাঠ করার জন্য বলেননি।

www.pathagar.com

এমনিভাবে সালাত শেষে যে মুনাজাত পড়া হয়, তারও কোনো দলীল নেই। এ দোয়া ও মুনাজাত কেমন করে তারাবীহ্ নামাযে প্রবেশ করে তার ইতিবৃত্তি আজও অজানা।

কথিত দোয়াটি হলো–

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ـ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَايَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

আর পঠিতব্য মুনাজাতের বাক্যগুলো হলো।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَاخٰلِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ ـ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ ـ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

দোয়ার বাক্যগুলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও তাঁর গুণগানে পরিপূর্ণ। মুনাজাতের বাক্যগুলোতে আছে মুনাজাতকারীর আকুতি মিনতি। তথা জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার বিনয় অনুরোধ এবং সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, ক্ষমাকারী মহা প্রভু, দয়াবান আল্লাহর নিকট জান্নাত পাওয়ার আকুল আবেদন। বাক্যগুলোতে নেই কোনো ধরনের শির্ক-বিদায়াতের ছোঁয়াচে কিংবা সূক্ষ্ম কুটিলতা ও কৃত্রিমতা। এ কারণে দোয়া ও মুনাজাত করাকে কেউ উত্তম বৈ খারাপ মনে করে না।

আমাদের দৃষ্টিতে দোয়া মুনাজাত যতো ভালো ও কল্যাণকরই হোক না কেন, হাদীস-আসার তথা সলফে সালেহীনদের স্বীকৃতি না থাকায় তা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, সাধারণ মুসল্লীগণ এ দোয়া ও কথিত মুনাজাতের ব্যাপক প্রচলনের কারণে এ কাজকে তারাবীহ্ সালাতের অংগ মনে করে থাকে এবং সমস্বরে পড়ে। অতএব, ইমাম ও ইসলামী গবেষকগণ এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত এগুলোর গুরুত্বহীনতার কথা মুসল্লীগণকে বুঝায়ে হাদীসভিত্তিক নয় এমন কাজের অপনোদনে আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া উচিত।

৬. তারাবীহ্ সালাতের বিবিধ মাসায়েল

ক. যে সন্ধ্যায় রমযান মাসের চাঁদ দেখা যাবে তারাবীহ সালাত সে রাত থেকে শুরু হয়ে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা যাওয়ার আগের রাত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

খ. তারাবীহ্ সালাত অন্যান্য সালাতের ন্যায়ই আদায় করতে হয়। ওয়াজিব ধরণের আহকামে ভুল হলে অন্যান্য সালাতের ন্যায় সাহু সিজদা করে সংশোধন করতে হয়।

গ. কিরাত লম্বা হওয়ার কারণে কেউ বসে অপেক্ষা করত ইমামের রুকুতে যাওয়া পূর্বক্ষণে জামায়াতে শামিল হওয়ার প্রবণতা ঠিক নয়।

ঘ. ওযর ছাড়া বসে আদায় করা ঠিক নয়।

ঙ. তারাবীহের জামায়াত দাঁড়িয়ে গেলে আগে ঈশার ফরজ ও সুন্নাত আদায় করতে হবে। তারপর জামায়াতে শামিল হয়ে বিতরের পর ছুটে যাওয়া তরাবীহ্ পড়বে, তবে না পড়লেও ক্ষতি নেই।

চ. তারাবীহ্ সালাত কোনো কারণে পড়তে না পারলে তজ্জন্য কাযা পড়তে হবে না। কেবলমাত্র ফরজ নামাযই কাজা পড়তে হয়।

ছ. শুধুমাত্র রমযান মাসেই বিতর জামায়াতসহ পড়া বিধেয়।

জ. খতমে কুরআনের তারাবীহতে মুসল্লীগণের উপস্থিতি আশংকা হারে হ্রাস পেলে কিংবা জামায়াতে আদৌ উপস্থিত না হওয়ার আশংকা থাকলে সূরা তারাবীহ্ পড়া উত্তম।

ঝ. তারাবীহের পর বিতর পড়তে হয়। কেউ তারাবীহের আগে বিতর পড়লে সহীহ্ হবে।

ঞ. পর্দা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে নারীগণ তারাবীহের জামায়াতে শামিল হতে পারে।

৭. তারাবীহ্ সালাতে কুরআন খতম করা, হাফিজদের হাদীয়া গ্রহণ, দ্রুত কুরআন পাঠ

রোযা ও তারাবীহের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কিংবা অঙ্গাঅঙ্গী নয়। অর্থাৎ সম্পর্কটি এমন নয় যে, তরাবীহ আদায় না করলে রোযা হবে না কিংবা রোযা না রাখলে তারাবীহ্ পড়া যাবে না। আল্লাহ্ রমযান মাসের দিনের বেলায় রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে এ মাসে দিনের বেলায় রোযা রাখা ফরজ। রোযার মাসটি নেকী অর্জনের মৌসুম বিধায় রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে অবচেতনায় সময় নষ্ট না করে ইবাদাতে সময় অতিবাহিত করার অভিপ্রায়ে তারাবীহ্ সালাত অতিরিক্ত (সুন্নাত বা নাফল) করা হয়েছে।

মূলত: রাতের এ ইবাদাতকে (তারাবীহ্) আরো ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে তারাবীহ্ সালাতের মাধ্যমে কুরআন পড়া কিংবা শুনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই

www.pathagar.com

তরাবীহের সালাতে কুরআন পড়া বা শুনার মাধ্যমে খতম করা কেউ সুন্নাত, কেউ বা সুন্নাতে কিফায়াহ বললেও তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুসল্লীগণ যাতে শুনার মাধ্যমে ফযীলতের মাসে অন্তত ১ বার কুরআন খতম করার সুযোগ পায়, এ লক্ষ্যেই সলফে সালেহীনগণ এ ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেছেন।

খতমে তারাবীহ্ সালাত কিছুটা দ্রুত পড়তে হয়। কিন্তু এতো দ্রুত পড়া জায়েয নেই যাতে মুসল্লীগণের বুঝতে অসুবিধা হয়। এরূপ দ্রুত পড়া পরিহার করা উচিত। অন্যথায় সূরা তারাবীহ্ উত্তম।

◆ **তারাবির সালাতের ইমামতি যে করবে**

সবচেয়ে যার সুন্দর ও তাজবীদ সহকারে কুরআন মুখস্থ্ আছে সেই ইমামতি করবেন। যদি মুখস্থ্ সম্ভব না হয় তাহ্লে কুরআন দেখে পড়বেন। আর রমজানে মুসল্লিগণের সাথে সমস্ত কুরআন খতম করা উত্তম। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়বেন।

২৮. ইতিকাফের বিধান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছেলাম যে, 'তোমার আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর"। (সূরা বাকারা : আয়াত-১২৫)

অনাত্র বলেন :

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ لا فِي الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

"আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না"। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওরম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন"। (বুখারি: (১৯২১), মুসলিম: (১১৭১)

www.pathagar.com

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন, অতৎপর তার স্ত্রীগণ তার পরবর্তীতে ইতিকাফ করেছেন"।

(বুখারি : ১৯২২, মুসলিম : ১১৭২)

শিক্ষা ও মাসায়েল :

১. ইতিকাফ পূর্বের উম্মতে বিদ্যমান ছিল।

২. ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। ইতিকাফ মহান ইবাদত, বান্দা এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। নবী ﷺ সর্বদা ইতিকাফ করেছেন"।

ইমাম যুহরি (রহ) বলেছেন: মুসলিমদের দেখে আশ্চর্য লাগে, তারা ইতিকাফ ত্যাগ করেছে, অথচ নবী ﷺ মদিনাতে আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ইতিকাফ ত্যাগ করেন নি"। (শারহুল ইবন বাত্তাল আলাল বুখারি: (৪/১৮১)

আতা আল-খুরাসানি (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আগে বলা হত: ইতিকাফকারীর উদাহরণ সে বান্দার মত, যে নিজেকে আল্লাহর সামনে পেশ করে বলছে: হে আল্লাহ যতক্ষণ না তুমি ক্ষমা কর, আমি তোমার দরবার ত্যাগ করব না, হে আমার রব, যতক্ষণ না তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দরবার ত্যাগ করব না"। (শারহুল ইবন বাত্তাল আলাল বুখারি : (৪/১৮২)

৩. মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়, পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতিকাফ শুদ্ধ। জুমার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভাঙ্গবে না, যদিও জুমআর সালাতে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হোক না কেন।

৪. যার ওপর জামাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়, সে এমন মসজিদে ইতিকাফ করতে পারবে, যেখানে জামাত হয় না, যেমন পরিত্যক্ত মসজিদ, বাজারের মসজিদ ও কৃষি জমির মসজিদ ইদ্যাদি। (শারহুল মুমতি : ৬/৫০৯)

৫. নবী ﷺ রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন, অনুরূপ তার স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর তালাশ করা।

৬. ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমন বৈধ নয়, ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমনের ফলে ইতিকাফ নষ্ট হবে, তবে তার ওপর কাফফারা বা কাযা ওয়াজিব হবে না। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "ইতিকাফকারী সহবাস করলে তার ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে, পুনরায় সে ইতিকাফ আরম্ভ করবে"। (ইবন আবি শায়বাহ: (২/৩৩৮), আলবানি ঃ ইরওয়াউলি গালিলে হাদিসটি সহিহ বলেছেন, তিনি বলেছেন: হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। ইরওয়াউল গালিল: (৩/১৪৮)

৭ ইতিকাফকারী ভুলক্রমে সহবাস করলে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না, যেমন ভঙ্গ হবে না তার সিয়াম।

www.pathagar.com

২৯. ঈদ-উৎসব

ঈদ (عِيْدٌ) শব্দটি 'আওদ' (عَوْدٌ) থেকে উদ্ভূত। ঈদ-এর অর্থ আনন্দ, খুশি, আমোদ, আহ্লাদ, উৎসব ইত্যাদি। (عَوْدٌ) অর্থ ফিরে আসা, পুনঃ পুনঃ আসা। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ঈদ বারবার আসে। ঈদের দিন অত্যন্ত পূণ্যময়, এদিন ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই বিশেষ দিন মুসলমানদের জীবনে বছরে দু'বার ফিরে আসে, তাই শব্দটি (عَوْدٌ) হতে উদ্ভূত। বছরের এই দু'টি বিশেষ উৎসবকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বলা হয় 'ঈদ। এর একটি 'ঈদুল ফিত্‌র', অন্যটি 'ঈদুল আযহা'।

ঈদের দিন বিশ্ব-মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকীর একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ ইবাদত করে থাকে। উম্মাতে মুহাম্মদী ﷺ-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কিছু বরকতময় অুনষ্ঠান প্রদান করেছেন, যা অন্য কোন নবী-রাসূলের সম্প্রদায় লাভ করেনি। তন্মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অনুষ্ঠান ঈদ।

ঈদের সালাতের ফযীলত

ঈদ বিশ্ব-মুসলিম এর একটি বার্ষিক সম্মেলন ও উৎসবের দিন। ঈদের দিন সালাত আদায়ের লক্ষ্যে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে সকল ভেদাভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সম্মিলিতভাবে ঈদের সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। ঈদের পরশে ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-ভালবাসার স্বর্গীয় বন্ধনে পরস্পরকে বেঁধে নেয়া উচিত। ঈদের দিন মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক পরম আনন্দ ও উৎসবের দিন। পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনা আর কঠোর সংযম ও কৃচ্ছতা সাধন শেষে রোযাদারদের অবস্থা উদ্ভাসিত হয় নিম্নের হাদীসে-

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ -

রোযাদারদের জন্য দু'টি আনন্দ, ১. রোযা ভঙ্গের সময়, অর্থাৎ ইফতারের সময় এবং ২. তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী)

পূর্ণ একমাস আল্লাহর হুকুমে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা রাখার পর ঈদের সালাত পড়ার উদ্দেশ্যে মাঠে গেলে একে অপরের হাতে হাত, বুকে বুক রাখলে মুসলমান ভুলে যায় সারা মাসের উপবাসের কষ্ট। ঈদের সালাত হলো সামাজিক সালাত। বছরান্তে দু'দিন সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা ঈদের জামা'আতে

www.pathagar.com

সানন্দে উপস্থিত হয়। একে অন্যের সাথে সাক্ষাত ও কুশল বিনিময়ের একটা অপূর্ব সুযোগ। তখন ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকীর, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের কোন ভেদাভেদ থাকে না। মহান আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের পর একে অন্যের সাথে বুক মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের যে অনন্য সুযোগ লাভ করা যায়, তার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ঈদের সালাত। ঈদুল ফিতরের সময় সমাজের গরীব-দুঃখীকে সাদাকা-ফিতর এবং কুরবাণীর মাধ্যমে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তা-ই দুনিয়াকে বেহেশতের বাগানে পরিণত করে।

পবিত্র ঈদের দিনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যারা দুই ঈদের সালাত যথারীতি আদায় করে তাদের দু'আ কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রদানে ধন্য করেন। হাদীস শরীফে যে ক'টি রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে দু'আ কবুল হবার কতা বলা হয়েছে, তার মধ্যে দুই ঈদের রাত অন্যতম।

ঈদের সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈদ আসে বিশ্ব-মুসলিমদের দ্বারপ্রান্তে বাৎসরিক আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে, সেই ঈদকে যথার্থ মর্যাদা উদযাপন করা এবং ঈদের সালাত যথাযথভাবে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। বছরে দু'দিন যে সম্মিলনের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করে দিয়েছেন, এর মাধ্যমেই মানুষ পারে কুরআন নির্দেশিত সমাজ নির্মাণ করতে, পারে কুরআনী শাসন কায়েমের পদক্ষেপ নিতে, সমাজের কলূষতা বিদূরিত করতে। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পরস্পর প্রীতির ডোরে আবদ্ধ হয়ে ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা উম্মাতে মুহাম্মদী ﷺ-এর অবশ্য কর্তব্য।

ঈদুল ফিতরের সুন্নাত কাজসমূহ : ঈদুল ফিতরের দিনে ১৫টি কাজ করা সুন্নাত। কাজগুলো নিম্নরূপ–

১. প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা।
২. মিস্ওয়াক করা।
৩. সালাতের পূর্বে গোসল করা।
৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৫. চোখে সুরমা লাগানো।
৬. পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা।
৭. ফজর সালাতের পর যথাশীঘ্র ঈদগাহে গমন করা।
৮. সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম খাবারের বন্দোবস্ত করা ও প্রতিবেশী ইয়াতীম-মিসকীন, গরীব-দুঃখীকে পানাহার করানো।
৯. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

১০. ঈদের মাঠে যাবার পূর্বে সদকায়ে ফিত্‌রা আদায় করা।

১১. ঈদগাহে যে পথে যাবে, সালাত শেষে অন্য পথে আসা।

১২. যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।

১৩. ঈদের সালাত মসজিদে আদায় না করে ঈদগাহে বা মাঠে আদায় করা।

১৪. ইদগাহে যাবার পথে নিম্নের তাকবীরে তাশরীকটি নিম্নস্বরে পড়তে পড়তে যাওয়া–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

মহান আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্‌রই জন্য সকল প্রশংসা।

ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের বিবরণ

এই সালাত আদায়ের সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত। কেউ বিশেষ কোন কারণে এ সালাত আদায় করতে না পারলে এর কোন কাযা করতে হয় না। কারণ, ঈদের সালাতের কোন কাযা নেই।

পবিত্র রমযানের দীর্ঘ একমাস সিয়াম-সাধনর পর শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে ইদুল ফিতরের দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতে হয়। এ দিন জামা'আতের সাথে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করা ওয়াজিব। ঈদগাহে, নির্দিষ্ট মাঠে, কিংবা ওযরবশত মসজিদে মুসলমানদের সমবেতভাবে এ সালাত পড়তে হয়। এ সালাতের জন্য আযান ও ইকামতের কোন বিধান নেই। মাঠে যিক্‌র-আয্‌কার, তাক্‌বীর, দরূদ শরীফ পড়ার পর নির্ধারিত সময়ে সবাইকে কাতারবদ্ধ করিয়ে ইমাম দাঁড়িয়ে

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে কারণে, এবং মুক্তাদীগণ এই নিয়ত কারবে যে, আমি এই ইমামের পিছনে ইকতিদা করে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ঈদুল ফিতরের দু'রাকা'আত ওয়াজিব সালাত ছয় তাক্‌বীরের সাথে আদায় করার নিয়্যত করছি, আল্লাহু আকবার।

এরপর তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত বেঁধে সানা অর্থাৎ নিম্নের দু'আ পড়তে হবে–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبٰرَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَاِلٰهَ غَيْرُكَ -

উচ্চস্বরে পরপর ইমাম তিনবার তাক্‌বীর বলবেন, প্রত্যেকবার অঙ্গুলি কর্ণমূল পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দিবেন। মুক্তাগীগণও ইমামের অনুসরণ করবেন। প্রথম দুই তাকবীরে হাত ছেড়ে দেবেন, কিন্তু তৃতীয় তাকবীরের পর হাত নাভীর নিচে বাঁধবেন। এরপর উচ্চস্বরে ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য একটি সূরা বা

www.pathagar.com

সূলার অংশ তিলাওয়াত করবেন। তারপর অন্যান্য সালাতের ন্যায় রুকু 'সিজদা সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াবেন। দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং কিবা'আত মিলানোর পর রুকু'তে যাওয়ার পুর্বে অতিরিক্ত তিন তাক্বীর আগের রাকা'আতের মতই আদায় করে রুকু'-সিকদা করার পর অন্যান্য সালাতের মতই সালাত সমাপন করবেন। মুক্তাদীগণ কিরা'আত না পড়ে শ্রবণ করবেন এবং অন্যান্য কাজেও ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করবেন।

নোট : তাকবীরে তাহরীমার পর নাভীর উপর হাত না বেঁধে বুকের উপরও বাঁধা যায়। তাকবীর মোট ৬টির পরিবর্তে ১২টিও দেয়া যায়।

সালাত হতে সালাম ফিরিয়ে ইমাম সাহেব পরপর দু'টি খুতবা প্রদান করবেন। মুক্তাদীগণ মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবেন। এরপর অন্যান্য সালাত সমাপনান্তে যেভাবে মুনাজাত করা হয়, দু'আ-দরূদ পড়া হয় তদ্রূপ বিশ্বের মুসলমানদের পাপরাশি মার্জনা এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য বিশেষ মুনাজাত করবেন। এরপর পরস্পর থেকে বিদায় নিয়ে তাকবীর ও দু'আ-দরূদ পড়তে পড়তে ফিরবেন।

৩০. ঋণ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে হলে প্রয়োজনে কখনো ঋণ নিতে হয় আবার ঋণ দিতে হয়।

ঋণ : আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় কাউকে কিছু সম্পদ দেওয়া চাই উপকৃত হয়ে ঋণগ্রহিতা তার প্রদান করুক অথবা না করুক।

চুক্তির প্রকারভেদ : লেনদেনের চুক্তি তিন প্রকার :

প্রথম : বিনিময়ের দ্বারা চুক্তি। যেমন : ব্যবসায় ও ভাড়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় : দানের চুক্তি। যেমন : হেবা, অসিয়ত, ওয়াক্ফ, ঋণ, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব এহসান ও দানের চুক্তি।

তৃতীয় : সত্যায়নের চুক্তি। যেমন : বন্ধক, জামানত, দায়িত্ব, সাক্ষী ইত্যাদি। এসব সাব্যস্ত ও সত্যায়ন করার চুক্তি।

ঋণ প্রবর্তনের তাৎপর্য : ঋণ হচ্ছে একটি উৎসাহযুক্ত এবাদত যেহেতু এতে মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ রয়েছে। আরো রয়েছে তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা। আবার প্রয়োজন যত বেশি হবে এবং পাশাপাশি আমল বেশি একনিষ্ঠ হবে তাতে সওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। বস্তুত: কাউকে ঋণ দান সালফে সালেহীনদের নিকট সাদকার অর্ধেক বিবেচিত হত।

www.pathagar.com

ঋণের ফজিলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً. وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

কে আছে এমন যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে করযে হাসানা দিবে। ফলে তিনি তাকে বহুগুণে তা বাড়িয়ে দিবেন। আর আল্লাহই সংকট ও সচ্ছলতা সৃষ্টিকারী এবং তাঁর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [বাকারা : আয়াত-২৪৫]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ–

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়া বিষয়ক কোন সমস্যা দূর করবে আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামতের সমস্যা দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে সহজতা প্রদর্শন করল আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সাথে সহজ আচরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ্ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। (মুসলিম হাদীস নং ২৬৯৯)

ঋণের হুকুম

১. ঋণ দেয়া মুস্তাহাব ও তা গ্রহণ করা জায়েয। আর যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয তার ঋণও জায়েয যদি তা জানা-শুনা হয়। ঋণ দাতার পক্ষ থেকে কোন দান করা জায়েয। আর ঋণ গ্রহীতার ওপর ঋণের বিনিময় ফেরত দেয়া উচিত সমমানের বস্তুতে সমমানের জিনিস দ্বারা। আর এ ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে মূল্য দ্বারা।

www.pathagar.com

২. যে ঋণই লাভ বয়ে নিয়ে আসে তা হারাম ও সুদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : কাউকে কিছু ঋণ দিয়ে এ শর্তারোপ করা যে, তার ঘরে বাসবাস করবে। অথবা লাভের ওপর কাউকে অর্থ দেয়া যেমন : এক বছর পরে এক হাজার দুই শত টাকার বিনিময়ে বর্তমানে তাকে এক হাজার ঋণ দেয়া।

ঋণে এহসান করার হুকুম : ঋণে শর্ত ছাড়া এহসান দেখানো মুস্তাহাব। যেমন : কাউকে ছোট উট ঋণ দেয়ার বিনিময়ে সে বড় উট ফেরত দিল। কেননা এটি হচ্ছে উত্তম পরিশোধ ও উত্তম চরিত্র। যে ব্যক্তি কোন মুলসমানকে দু' বার ঋণ দেবে সে যেন তাকে একবার দান-খয়রাত করল।

আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ছোট উট ধার নেন। অত:পর তাঁর নিকট সাদকার উট আসলে তিনি আবু রাফে'কে উক্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের আদেশ করেন। আবু রাফে' ফিরে এসে বললেন, আমি উট পালে উত্তম-বড় উট ছাড়া অন্য কিছু দেখছিনা। তিনি বললেন : এটিই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে পরিশোধে সর্বাপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম হাদীস নং ১৬০০)

উপস্থিত ঋণ পরিশোধে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার হুকুম : সময় সাপেক্ষ ঋণে তাৎক্ষণিক পরিশোধের ভিত্তিতে কম করা জায়েয। চাই তা ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে হোক বা ঋণদাতার পক্ষ থেকে হোক। আর যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে ঋণ বা খোরাকি পরিশোধ করবে সে ইচ্ছা করলে তা ফেরত নিতে পারবে।

অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া ও ক্ষমা করার ফজিলত : অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া উত্তম চরিত্রের পরিচয়। এর চেয়ে ভাল কাজ হচ্ছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

আর যদি সংকটাপন্ন হয় তবে সাবলম্বিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর যদি তোমরা দান কর তবে তা হবে তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা তা জানতে। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৮০]

www.pathagar.com

عَنْ اَبِى الْيَسَرِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ : مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ.

২. আবূল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্নকে সময় দেবে কিংবা ক্ষমা করে দেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন) আপন ছায়াতে আশ্রয় দিবেন। (মুসলিম হাদীস নং ৩০০৬)

ঋণগ্রহীতার চার অবস্থা

১. যার নিকট কিছুই নেই। তাকে সময় দেয়া ও তার পেছনে না লেগে থাকা উচিত।
২. যার ঋণ অপেক্ষা সম্পদ অধিক। তার নিকট দাবী করা যাবে এবং পরিশোধে বাধ্য করা উচিত হবে।
৩. যার নিকট ঋণের পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। একেও পরিশোধে বাধ্য করা যাবে।
৪. তার নিকট ঋণ অপেক্ষা সম্পদ কম থাকবে এ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। ঋণ দাতাদের সবার কিংবা কিছু সংখ্যকের দাবী অনুযায়ী তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকলের ঋণের পরিমাণ হিসেবে তাদের মধ্যে তা ভাগ করা হবে।

ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকলে তার শাস্তি : ঋণগ্রহিতার প্রতি ওয়াজিব হলো : ঋণ পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকা। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দেন। রাসূলে করীম ﷺ বলেন–

مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ.

যে ব্যক্তি পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মানুষের সম্পদ ঋণ নেয় আল্লাহ্ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে তা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। (বুখারী, হাদীস নং ২৩৮৭)

www.pathagar.com

৩১. বন্ধক

প্রয়োজনে মানব জীবনে চলার পথে পণ্য-সামগ্রী বন্ধক রাখতে হয়।

চুক্তির প্রকারভেদ : চুক্তি মোট তিন প্রকার

১. উভয় পক্ষের মধ্যকার অবধারিত চুক্তি। যেমন : ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া ইত্যাদি।

২. উভয় পক্ষের মধ্যকার জায়েয চুক্তি। ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে। যেমন : দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদির চুক্তি।

৩. এক পক্ষের ওপর জায়েয ও অপর পক্ষের ওপর অবধারিত চুক্তি। যেমন : বন্ধক যা গ্রহীতার পক্ষে জায়েয ও দাতার পক্ষে অবধারিত। এ ছাড়া এমন সব বিষয় যেগুলোতে একজনের ওপর আরেক জনের অধিকার বর্তায়।

বন্ধক : এমন কোন বস্তুর বিনিময়ে ঋণের চুক্তি করা যা দ্বারা কিংবা তার মূল্য দ্বারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়।

বন্ধক প্রবর্তনের তাৎপর্য : বন্ধক মূলত: সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে যেন ঋণ দাতার অধিকার বিনষ্ট না হয়। মেয়াদপূর্ণ হলে বন্ধক দাতার পক্ষে (ঋণ) পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে; কিন্তু যদি সে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অনুমতিক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধককৃত জিনিস বিক্রয় করে ঋণ আদায় করবে। আর এমন না হলে বিচারপতি তা পরিশোধ কিংবা বন্ধককৃত জিনিস বিক্রয় করতে তাকে বাধ্য করবে। যদি তাতে সে সম্মত না হয়, তবে বিচারপতি নিজে তা বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ.

আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হাতে বুঝে পাওয়া বন্ধক গ্রহণ করবে। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৩]

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

www.pathagar.com

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ নির্দিষ্ট মেয়াদে এক ইহুদির নিকট থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তিনি তার নিকট এক লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। (বুখারী, হাদীস নং ২০৬৮ মুসলিম হাদীস নং ১৬০৩)

বন্ধক হচ্ছে তার গ্রহীতার নিকট অথবা আমানত হিসেবে অন্য কারো নিকট রাখা আমানত, সে অবহেলা কিংবা অপব্যবহার দ্বারা নষ্ট না করে থাকলে তার জামিনদার হবে না।

বন্ধক সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তসমূহ : বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো : বন্ধকদাতার কর্তৃত্ব করার বৈধতা থাকা, দু' পক্ষের মাঝে ইজাব ও কবুল হওয়া, বন্ধক ও তার প্রকার জানা, বন্ধককৃত বস্তুর উপস্থিতি থাকা যদিও এজমালি জিনিস হউক না কেন, বন্ধককৃত বস্তুর মালিক হওয়া, বন্ধক হিসেবে রক্ষিত জিনিস ঋণগ্রহীতাকে কব্জা করা। এসব শর্তাবলি যখন পূরণ হবে তখন বন্ধক সঠিক ও জরুরি হবে।

বন্ধকের ওপর খরচ করবে যে : বন্ধককৃত বস্তুর ব্যয়ভার বন্ধকদাতার ওপর বর্তাবে আর যা খরচের দরকার তা সে করবে। বন্ধক যদি কোন আরোহী হয় তাহলে বন্ধক গ্রহীতা তার উপর আরোহণ করবে এবং দুধ দোহনের পশু হলে দুধ দোহন করবে। আর যে পরিমাণ লাভ ভোগ করবে সে পরিমাণ খরচ সে বহন করবে।

বন্ধক বিক্রি করার হুকুম : বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকৃত জিনিস বিক্রয় করতে পারবে না। তবে যদি বিক্রি করে ফেলে আর বন্ধক গ্রহীতা তাকে সমর্থন করে তবে বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে। এ ছাড়া তা অশুদ্ধ চুক্তিতে পরিণত হবে।

বন্ধকের চুক্তি শেষ হওয়া : বন্ধকের চুক্তি শেষ হবে ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে, বন্ধক হিসেবে রাখা জিনিস তার মালিকের নিকট সোপর্দ করলে, বিচারকের নির্দেশক্রমে ঋণদাতার পক্ষ থেকে বিক্রয়ের জন্য বাধ্য করলে, ঋণদাতার পক্ষ থেকে বন্ধক বাতিল করলে, যে কোনভাবে ঋণ থেকে মুক্ত হলে, বন্ধক হিসেবে রাখা জিনিস ধ্বংস হলে, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তুতে বিক্রয় বা হেবার মাধ্যমে হেরফের করলে। অতএব, যখন এসবের কোন একটি সংঘটিত হবে তখন বন্ধক শিথিল হয়ে পড়বে এবং শেষ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

৩২. মীমাংসা বা সন্ধি

মানুষ চলতে গেলে অনেক সময় পরিবার ও সমাজ সদস্যদের সাথে বিবাদ বা ঝগড়া গেলে যায়। মুমিনে কাজ হল তা তাৎক্ষণিক মীমাংসা করে নেয়া।

মীমাংসা : এমন চুক্তির নাম যার মাধ্যমে উভয় বিবাদকারীর ঝগড়া মিটে যায়।

মীমাংসা-সন্ধি প্রবর্তনের তাৎপর্য : আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় সন্ধিকে এ জন্যে প্রবর্তন করেছেন যে, উভয় বিবাদকারীর মধ্যে মীমাংসা সৃষ্টি হয়, দ্বন্দ্ব দূর হয়, এর মাধ্যমে আত্মা পরিষ্কার হয় ও বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে সন্ধি সর্বোচ্চ আনুগত্য ও নৈকট্যের স্থান অধিকার করে।

মানুষের মাঝে মীমাংসা করার ফজিলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

তাদের বেশির ভাগ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি দান, সৎকাজ কিংবা লোকজনের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয়। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে এ কাজ করে আমি তাকে মহা বিনিময় দান করবো। [সূরা নিসা : আয়াত-১১৪]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষের প্রতিটি জোড়ের ওপর সাদকা আবশ্যক প্রত্যেক সেই দিনে যাতে সূর্য উদিত হয়। (তবে) মানুষের মাঝে মীমাংসা করা একটি সদকা।

(বুখারী, হাদীস নং ২৭০৭ মুসলিম, হাদীস নং ১০০৯)

মীমাংসার হুকুম : মীমাংসা মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে হতে পারে। ঠিক ইনসাফকারী ও জালিমদের মাঝে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ হলে,

www.pathagar.com

প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু- বান্ধবের সাথে সম্পদে বা অন্যন্যা জিনিসে বিবাদকারী উভয় ব্যক্তির মাঝে তা হতে পারে।

মীমাংসার প্রকারভেদ

মীমাংসা দুই প্রকার : সম্পদে মীমাংসা ও সম্পদ ব্যতীত অন্যন্য জিনিসে মীমাংসা।

সম্পদে মীমাংসা দুই প্রকার

১. **স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মীমাংসা :** যেমন একজনের ওপর অন্য জনের কিছু জিনিস বা ঋণের বিষয়ে উভয়ে কেউ তার পরিমাণ জানে না কিন্তু স্বীকার করেছে। এ অবস্থায় কোন জিনিসের ওপর মীমাংসা করলে তা বিশুদ্ধ হবে। আর যদি তার ওপর হাল নাগাদ পরিশোধযোগ্য ঋণ থাকে এবং সে স্বীকার করে তবে তার কিছু অংশ ক্ষমা আর অবশিষ্ট অংশ পরে পরিশোধের মীমাংসা করলে, ক্ষমা করা ও পরে পরিশোধ করা বিশুদ্ধ হবে। আর যদি পরে পরিশোধযোগ্য ঋণের কিছু অংশ এখনই পরিশোধের ওপর মীমাংসা করে তবুও বিশুদ্ধ হবে। আর শুধুমাত্র এ মীমাংসা তখনই বিশুদ্ধ হবে যখন স্বীকারোক্তিতে কোন ধরনের শর্ত থাকবে না। যেমন : আমি স্বীকার করছি এ শর্তে যে তুমি আমাকে অমুকটা দিবে। শর্তকৃত জিনিস না হলেও তার মূল হক থেকে বঞ্চিত হবে না।

২. **অস্বীকারের ওপর মীমাংসা :** যেমন বিবাদির ওপর বাদির এমন হক রয়েছে যা বিবাদি জানে না এবং সে অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় কোন জিনিসের ওপর দু'জনে মীমাংসা করলে বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি দু' জনের একজন মিথ্যা বলে তাহলে মূলত তার হকে মীমাংসা হবে না এবং যা সে গ্রহণ করবে তা হারাম হবে।

জায়েয মীমাংসা : মুসলমানগণ তাদের শর্ত পালন করতে বাধ্য। আর মুসলমানদের মাঝে সকল ধরনের সন্ধি করা জায়েয। কিন্তু যে সন্ধি-মীমাংসাতে হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম রয়েছে তা নাজায়েয। জায়েয সন্ধি হলো যার মধ্যে ইনসাফ রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ নির্দেশ করেছেন। আর তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে। এরপর দুই পক্ষের সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা এর প্রশংসা করেছেন তাঁর ভাষায়–

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

আর সন্ধি-মীমাংসা করাই সর্বোত্তম। [সূরা নিসা : আয়াত-১২৮]

www.pathagar.com

মীমাংসার শর্তাবলি : ন্যায়-ইনসাফ মীমাংসার কিছু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : সন্ধিকারী দুই জনের শরিয়তের কার্যাদি সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকা। সন্ধি যেন কোন হালালকে হারাম বা কোন হারামকে হালাল করা না হয়। কোন একজন তার দাবিতে যেন মিথ্যা দাবি না করে। সন্ধিকারী যেন মুত্তাকী। বাস্তবতা প্রসঙ্গে জ্ঞাত, ওয়াজিব বিষয়ে ওয়াকেফহাল এবং ন্যায়-ইনসাফের সৎ ইচ্ছুক হন।

বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের মীমাংসার হুকুম : যদি কোন মানুষ তার বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের কিছু অংশ বর্তমানে পরিশোধের জন্য মীমাংসা করে তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে।

কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আবু হায়দার থেকে মসজিদে নিজের ঋণ গ্রহণের সময় দু'জনের গলার আওয়াজ হয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ (রা) তাঁর ঘর থেকে শুনতে পান। রাসূল ﷺ তাঁর হুজরার পর্দা খুলে তাদের নিকট বের হয়ে এসে আহ্বান করেন : হে কা'ব! কা'ব (রা) বলেন, হাজির হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বলেন : তুমি তোমার ঋণের অর্ধেক গ্রহণ কর। তিন (কা'ব) বলেন, তাই করলাম হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ তাকে (ইবনে আবু হায়দারকে) বললেন : যাও তাই পরিশোধ কর। (বুখারী হাদীস নং ৪৫৭, মুসলিম হাদীস নং ১৫৫৮)

প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ : বাড়ির মালিকের জন্য তার মালিকানাধীনে এমন কাজ করা হারাম যাতে পড়শীর ক্ষতি হয়। যেমন শক্তিশালী মেশিন বা চুলা ইত্যাদির ব্যবহার। কিন্তু যদি কোন ক্ষতি না হয় তবে জায়েয। একজন প্রতিবেশীর ওপর অপর প্রতিবেশীর অনেক হক রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুতপূর্ণ হলো : আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা, এহসান ও সদ্ব্যবহার করা, কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বিরত থাকা, কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি যা একজন মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জিবরাইল (আ) আমাকে সর্বদা প্রতিবেশী প্রসঙ্গে অসিয়ত করেন। এমনকি আমি ধারণা করছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬০১৫ মুসলিম হাদীস নং ২৬২৫)

www.pathagar.com

৩৩. শস্যক্ষেতে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষাবাদ

ক্ষেতে সেচ দেওয়া : যে গাছের ফল হয় যেমন : খেজুর ও আঙ্গুর গাছ কাউকে এ শর্তে দেওয়া যে, এর ফল পাকা পর্যন্ত সেচ দিবে এবং যা কিছু দরকার তা করবে। এর পরিবর্তে তাকে প্রচলিত নিয়মে ফলের কিছু নির্দিষ্ট অংশ দিবে যেমন : অর্ধেক বা চার ভাগের এক ভাগ অথবা অন্য কোন পরিমাণ। আর অবশিষ্টাংশ মালিকের থাকবে।

বর্গায় জমি চাষ : প্রচলিত নিয়মে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের পরিবর্তে আবাদ করার জন্য ভূমি দেওয়া। যেমন : অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি আর অবশিষ্টাংশ জমির মালিকের।

জমিতে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদের ফজিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করবে বা কোন শস্যক্ষেত চাষাবাদ করবে। আর তা থেকে পাখি বা মানুষ কিংবা জীবজন্তু খাবে ইহা সে ব্যক্তির জন্য সদকায় পরিণত হবে। (বুখারী, হাদীস-২৩২০ মুসলিম হাদীস-১৫৫৩)

বদলার বিনিময়ে গাছে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বিধিবিধান করার রহস্য : কিছু সংখ্যক মানুষ এমন আছে যে জমিন ও গাছের মালিক অথবা জমিন ও বীজের মালিক। কিন্তু সে নিজে সেচ দেওয়া ও পরিচর্যা করতে অক্ষম। তা না জানার কারণে বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে করতে পারে না। অন্য দিকে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে সে কাজ করতে সক্ষম কিন্তু তার মালিকানাভুক্ত কোন গাছ বা জমি নেই। তাই উভয় পক্ষের উপকারার্থে ইসলাম বদলে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ জায়েয করেছে। আর এর ফলে জমিনের চাষাবাদ, সম্পদের বৃদ্ধি ও খেটে খাওয়া মানুষ তথা যারা কাজ করতে সক্ষম কিন্তু সম্পদ ও গাছের মালিক না তাদের হাতকে কাজে লাগানো হয়।

একত্রে বিনিময়ে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষের হুকুম : বিনিময়ে সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষের চুক্তি একটি আবশ্যকীয় চুক্তি। ইহা অন্য পক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতীত রহিত বা সম্পাদন করা জায়েয নেই। এর জন্য শর্ত হলো সময় নির্দিষ্টকরণ

www.pathagar.com

যদিও তা দীর্ঘ হয় না কেন। আর দু'পক্ষের সন্তুষ্টিচিত্তে হতে হবে। একই বাগানে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষের সমন্বয় ঘটানো জায়েজ আছে। যেমন প্রচলিত নিয়মের নির্দিষ্ট ফলের এক অংশ দ্বারা পানি সেচ দেবে আর শস্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের বিনিময়ে জমিন চাষ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ খয়বারের জমিন চাষাবাদ করার জন্য অর্ধেক অংশের বিনিময়ে কৃষক নিয়োগ দেন। সে জমিন থেকে যে ফল বা শস্য উৎপাদন হবে তার অর্ধেক তারা পাবে।

(বুখারী, হাদীস নং ২৩২৮, মুসলিম হাদীস নং ১৫৫১)

মুখাবারা : ভূমির মালিক এ শর্তে চাষাবাদ করতে দেওয়া যে, যে অংশ পানির ড্রেন ও সেচের পার্শ্বের সে অংশ তার। অথবা ক্ষেতের কোন নির্দিষ্ট অংশ কৃষকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া। ইহা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে রয়েছে ধোঁকাবাজি ও অজ্ঞতা এবং বিপদ। দেখা যাবে যে, কখনো এ অংশ ভাল হবে ও অন্য অংশ নষ্ট হয়ে যাবে; যার ফলে দু' জনের মাঝে ঝগড়া বাধবে।

জমি ভাড়া দেওয়ার হুকুম : টাকার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ প্রচলিত নিয়মে শস্যের কিছু নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে যেমন : অর্ধেক বা এক তৃতীয় অংশ ইত্যাদিও জায়েয।

ভূমি চাষে, শিল্পে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও ঘর বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি কাজে বিধর্মীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন করা জায়েয। তবে শরিয়তের সাথে কোন ধরনের দ্বন্দ্ব যেন না হয়।

কুকুর পোষার হুকুম : কোন প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পোষা মুসলিম ব্যক্তির জন্য হারাম। প্রয়োজন যেমন : শিকারী কুকুর, পশু চরানোর জন্য কিংবা ক্ষেত পাহারা ও দেখা শুনার জন্য। কারণ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَّلَا مَاشِيَةٍ وَلَا مَاشِيَةٍ اَرْضٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ.

যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর বা শিকার করার জন্য বা পশু চরানো কিংবা ক্ষেত পাহারার জন্য না এমন কুকুর রাখে তার প্রতি দিন দু' কিরাত সওয়াব কমে যায়।

(বুখারী, হাদীস নং ২৩২২ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭৫)

www.pathagar.com

অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো সম্পদ জ্বালানোর হুকুম : যদি কোন ব্যক্তি তার নিজ মালিকানাভুক্ত স্থানে সঠিক কোন উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানোর পর বাতাসে তা উড়িয়ে নিয়ে অন্যের সম্পদ জ্বালিয়ে দেয় এবং বাঁধা দেওয়ার কোন পন্থা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার জিম্মাদার হবে না।

৩৪. ভাড়া

ভাড়া : উপকারি কোন বৈধ বস্তুতে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নির্দিষ্ট বদলার বিনিময়ের চুক্তিকে ভাড়া বলে।

ভাড়ার হুকুম : ভাড়া দুই পক্ষের মধ্যের একটি আবশ্যকীয় চুক্তি। যে সকল শব্দ ভাড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে তা দ্বারা ভাড়া সংঘটিত হয়। যেমন : তোমাকে ভাড়া দিলাম বা যে সকল প্রচলিত শব্দ দ্বারা সমাজে ভাড়া নির্দিষ্ট হয়।

ভাড়ার হুকুম শরিয়ত সম্মত করার রহস্য : ভাড়ার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের মাঝে উপকারী জিনিসের বিনিময় করতে পারে। কাজের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবির বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ির দরকার মনে করে। আর জীবজন্তু গাড়ি ও মেশিনারী ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন হয় বহন ও যাত্রা এবং উপকারের জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা ভাড়া পদ্ধতিকে মানুষের প্রতি সহজ করার জন্য জায়েয করেছেন। আর অল্প মালের বিনিময়ে মানুষের দুই পক্ষের প্রয়োজন পূরণ ও উপকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কাজেই সকল প্রসংশা ও এহসান এক মাত্র আল্লাহরই।

ভাড়ার প্রকারভেদ : ভাড়া দেওয়া দুই প্রকার–

১. জানা-শুনা জিনিসের ভাড়া দেওয়া। যেমন : তোমাকে এ বাড়িটি বা গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দিলাম।
২. নির্দিষ্ট কাজের উপর ভাড়া নেওয়া যেমন : কোন মানুষকে প্রাচীর নির্মাণ বা জমি চাষ ইত্যাদির জন্য ভাড়া নেওয়া।

ভাড়া দেওয়ার শর্তসমূহ : ভাড়া বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১. এমন ব্যক্তির দ্বারা হওয়া যার কর্তৃত্ব জায়েয।
২. উপকার কি তা জানা-শুনা হওয়া। যেমন : বসবাসের বাড়ি বা মানুষের খিদমত ইত্যাদি।
৩. ভাড়ার পরিমাণ জানা-শুনা হওয়া।
৪. উপকারী বৈধ জিনিসের জন্য ভাড়া দেওয়া। যেমন : বাড়ি ভাড়া বসবাসের জন্য। তাই কোন হারাম জিনিসের উপকারিতার জন্য ভাড়া দেওয়া চলবে না। যেমন : কোন বাড়ি বা দোকান মদ বিক্রয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া। অথবা পতিতালয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া। অনুরূপ কোন বাড়িকে মন্দির বা গির্জা বানানো কিংবা হারাম জিনিস বিক্রয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া।

www.pathagar.com

৫. দেখে বা বর্ণনা শুনে নির্দিষ্ট ভাড়ার জিনিসকে জানা শর্ত। আর চুক্তি উপকারের সমষ্টির উপর হবে তার কোন অংশের প্রতি না। ভাড়ার জিনিস হস্তান্তর যোগ্য ও বৈধ উপকারী জিনিস হতে হবে। আর ভাড়ার জিনিস ভাড়াদাতার মালিকানাভুক্ত অথবা সে ভাড়া দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

ভাড়াটিয়া জিনিস অন্যের নিকট ভাড়া দেওয়ার হুকুম : ভাড়াটিয়া নিজে নির্দিষ্ট উপকারিতা গ্রহণ করতে পারবে। ভাড়াটিয়ার জন্য তার অনুরূপ বা তার চেয়ে কম উপকার অর্জনকারীকে ভাড়াকৃত জিনিস ভাড়া দেওয়া জায়েয। তবে তার চেয়ে বেশি উপকার অর্জনকারীকে ভাড়া দেওয়া জায়েয নেই; কারণ এতে মূল মালিকের ক্ষতি রয়েছে।

প্রচলিত জিনিসের ভাড়া পরিশোধের অবস্থাসমূহ : যদি কেউ কোন চুক্তি ছাড়াই বিমানে বা গাড়িতে কিংবা পানি জাহাজে আরোহণ করে অথবা সেলাই করার জন্য দর্জিকে কাপড় দেয় কিংবা কুলি ভাড়া নেয় তবে এগুলো প্রচলিত ভাড়ার নিয়মে বিশুদ্ধ হবে।

ওয়াকফকৃত বস্তুর ভাড়া দেওয়ার হুকুম : ওয়াকফকৃত জিনিস ভাড়া দেওয়া বৈধ, ভাড়াদাতা মৃত্যুবরণ করলে ও তার প্রতিনিধির নিকট তা হস্তান্তর হলে তাতে ভাড়ার চুক্তি ভঙ্গ হবেনা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদানে অংশ পাবে।

যে জিনিস বিক্রয় করা হারাম তা ভাড়া দেয়াও হারাম। কিন্তু ওয়াকফকৃত বস্তু স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস পুত্রের মা ব্যতীত হতে হবে।

ভাড়া যখন ওয়াজিব হবে : চুক্তির সাথে সাথেই ভাড়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে তা বুঝিয়ে দেয়া ফরজ হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু উভয় পক্ষ যদি তা পেছানো অথবা আগানো কিংবা কিস্তিতে পরিশোধের ওপর একমত হয়, তবে তা জায়েয। শ্রমিক তার কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করার পর প্রতিদানের অধিকারী হয়। তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ করা উচিত হয়ে পড়ে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ اَجْرَهُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি শেষ বিচারের দিবসে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদি হব : ঐ

www.pathagar.com

ব্যক্তি যে আমার নামে হলফ করে প্রতিশ্রুতি দিল। অতঃপর সে তা ভঙ্গ করল। এমন ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর ঐ ব্যক্তি যে কাউকে ভাড়া করে কাজ আদায় করে নিল অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না। (বুখারী, হাদীস নং ২২৭০)

ভাড়া দেওয়া জিনিস বিক্রয় করার হুকুম : ভাড়ায় আছে এমন জিনিস বিক্রয় করা বৈধ যেমন ঘর, গাড়ী ইত্যাদি।

তবে শর্ত হলো ভাড়াটিয়া তার মেয়াদ শেষ করার পর ক্রেতা তা বুঝে নিবে।

ভাড়াটিয়া বস্তুর জামানতদারীর হুকুম : ভাড়াকৃত ব্যক্তির অবহেলা কিংবা অপব্যবহার ব্যতীত কোন জিনিস বিনষ্ট হলে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কোন নারীর পক্ষে স্বীয় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে কোন কাজ কিংবা দুধ পান করানোর কাজে নিজেকে ভাড়ায় নিয়োজিত করা নাজায়েয।

শিক্ষা দানে ও মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদিতে বদলা গ্রহণ জায়েয।

এবাদতের কাজ করে ভাতা গ্রহণ করার হুকুম : ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কুরআনের শিক্ষকের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে ভাতা গ্রহণ জায়েয। তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা করবে তার জন্য তাতে সওয়াব নিহিত রয়েছে। আর যারা রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করবে তা সওয়াবের কাজে সহযোগিতা হিসেবে নিবে প্রতিদান বা বদলা হিসেবে নয়।

মুসলিমের জন্য কোন কাফেরের নিকট কাজ করার হুকুম : কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে কাফিরের কাজ করা তিনটি শর্তে জায়েয–

১. এমন কাজ হওয়া যা মুসলিমের জন্য করা জায়েয।

২. এমন কাজে সহযোগিতা করবে না যার ক্ষতি মুসলমানদের প্রতি বর্তাবে।

৩. এমন কাজ করবে না যাতে মুসলিমের জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে।

বিশেষ প্রয়োজনে কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরকে ভাড়া করে নিতে পারে যেমন : মুসলমান না পাওয়া অবস্থায়।

হারাম কাজে ব্যবহারকারীদের নিকট কিছু ভাড়া দেয়ার হুকুম : যারা হারাম কাজে ব্যবহার করে তাদের নিকট ঘর-বাড়ি, দোকানপাট ভাড়া দেয়া নাজায়েয। যেমন : গান-বাদ্যের হারাম যন্ত্রপাতি, উলঙ্গ ফিল্ম, মনভুলনো ছবি। এমনিভাবে যারা হারাম লেনদেন করে যেমন : সুদী ব্যাংক। এ ছাড়া যে ব্যক্তি দোকানকে

www.pathagar.com

মদ তৈরীর ক্ষেত্রে পরিণত করবে অথবা গায়ক ও ব্যভিচারীদের থাকার স্থান নির্মাণ করবে কিংবা বিড়ি-সিগারেট বিক্রয়, দাঁড়ি মুণ্ডানোর সেলুন, গান ও সিনেমার অডিও, ভিডিও, সিডির আড্ডাখানা বানানোর কাজে সহযোগিতা করা হয় যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

তোমরা সওয়াব ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা মায়েদা : আয়াত-২]

ভাড়ার স্থান খালি করার বিনিময়ে কিছু দেওয়ার হুকুম : কোন বাসা বা দোকান এর চাহিদা বেশি দেখা দেয় ফলে এমতাবস্থায় ভাড়ার মেয়াদের ভেতর ভাড়াটিয়াকে ভাড়ার মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশি দিয়ে হলেও তা দেয়া যাবে তবে মেয়াদ পার হয়ে গেলে তা করা চলবেনা।

খেসারত বহনমূলক শর্তের হুকুম : খেসারত বহনমূলক শর্ত যা সচরাচর মানুষের মধ্যে চলে বান্দাদের অধিকারে তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তা মেনে নেয়া আবশ্যক। তা চুক্তি সম্পন্ন করার নিমিত্তে তাৎক্ষণিক জায়েয। এতে অরাজকতা ও খেলতামাশার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। শরয়ী ওজর না থাকা পর্যন্ত তার অপরিহার্যতা বলবত থাকবে, তবে তা পাওয়া গেলে অপরিহার্যতা বাদ পড়ে যাবে। শর্ত যদি সচরাচর প্রচলিত নিয়মের আলোকে বেশি বিবেচিত হয় তবে বিচারপতির কথা অনুযায়ী ক্ষতি ও লাভ বিলুপ্তির হারে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি ফিরে যেতে হবে। উদাহরণ– যেমন : এক ব্যক্তি অপরজনের সাথে এক লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এক বৎসরে কোন দালান নির্মাণ করে দেয়ার চুক্তি করল এবং সাথে এও বলে রাখল যে, যদি এক বৎসর থেকে মেয়াদ দীর্ঘ হয় তবে প্রত্যেক মাসে এক হাজার (ফেরত) দিতে হবে, ফলে দেখা গেল যে, চার মাস বিলম্ব হল তাহলে ঘরের মালিককে চার হাজার টাকাই দিতে হবে।

www.pathagar.com

৩৫. প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কৃতকরণ

প্রতিযোগিতা : অন্যের আগে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার নাম প্রতিযোগিতা। এ ধরনের প্রতিযোগিতা জায়েয। আবার কখনো নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুস্তাহাবও বটে। বিজয়ীর পরিশ্রমের বিনিময় দেওয়াকে সাবাক বলে।

প্রতিযোগিতা বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য : প্রতিযোগিতা ও কুস্তিগিরী হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্য থেকে দুটি জায়েয কাজ। এতে রয়েছে সামরিক কলাকৌশলের ওপর কর্মলতা ও প্রশিক্ষণ, আক্রমণ ও পলায়ন, শরীরচর্চা, ধৈর্য ও সাহসিকতা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহকে প্রস্তুত করার এক সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ : প্রতিযোগিতা দৌড়ের মাধ্যমে হতে পারে, তীর কিংবা অস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে হতে পারে এবং ঘোড়া ও উটের মাধ্যমেও তা হতে পারে।

প্রতিযোগিতা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

১. বাহন অথবা অস্ত্র একই প্রকৃতির হওয়া। ২. দূরত্ব ও ছুড়ে মারার স্থান নির্ধারণ।
৩. পুরস্কার বৈধ ও পরিচিত হওয়া। ৪. বাহন কিংবা নিক্ষেপকারীদের নির্দিষ্টকরণ।

কুস্তিগিরী ও মুষ্টিযুদ্ধের হুকুম

১. কুস্তিগিরী ও সাতার কাটাসহ দেহকে শক্তিশালী করে এবং ধৈর্য ও সাহসিকতার সহায়ক হয় এমন যে কোন কাজ জায়েয। এর জন্য শর্ত হচ্ছে কোন আবশ্যকীয় কিংবা উক্ত কাজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে যেন বিরত না রাখে অথবা সে কাজে কোন নিষেধ না থাকে।
২. বর্তমানে লাগামহীন ব্যয়ামগারগুলোতে যেসব মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির চরিতার্থ করা হয় তা হারাম; কারণ এতে আশঙ্কা, ক্ষতি ও বিশেষ অঙ্গের প্রকাশ পেয়ে থাকে যা শরিয়তে হারাম।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ও লেলিয়ে দিয়ে লড়াই করানো হারাম। যেমন : মোরগ ও ষাঁড় ইত্যাদির লড়াই। অনুরূপ কোন পশুকে তীর ছুড়ে মারার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাও হারাম।

প্রতিযোগিতায় বদলা নেওয়ার হুকুম : বদলা নিয়ে প্রতিযোগিতা উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছুতে নাজায়েয; কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন–

لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ.

www.pathagar.com

তীর, ঘোড়া ও উট ছাড়া অন্য কিছুতে প্রতিদানমূলক প্রতিযোগিতা শরিয়ত অনুযায়ী নয়। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা নং ২৫৭৪, তিরমিজী হাঃ নং ১৭০০)

প্রতিযোগিতায় বিনিময় গ্রহণে তিনটি অবস্থা

১. বিনিময় সহকারে যা জায়েয। ইহা হচ্ছে উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা।

২. বিনিময় কিংবা বিনিময় ছাড়া কোন ভাবেই জায়েয নয় যেমন : পাশা খেলা, দাবা খেলা কিংবা জুয়া খেলা ইত্যাদি।

৩. বিনিময় ছাড়া জায়েয কিন্তু বিনিময়সহ নাজায়েয। আর ইহাই হলো আসল ও অধিকাংশ প্রতিযোগিতা। যেমন : দৌড় প্রতিযোগিতা, নৌকা বাইচ কিংবা কুস্তিগিরী। এ সবে অনির্দিষ্ট ও নাম ঘোষণা ছাড়া পুরস্কার বা বদলা দেওয়া জায়েয।

জুয়া : এমন প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেন যা বিনাকষ্টে অর্জন বা লোকসান অর্জন হয়।

জুয়া ও বাজি খেলার হুকুম : জুয়া, বাজি ও পাশা খেলা হারাম।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ.

অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর অপবিত্র যা শয়তানের কাজ।
[সূরা মায়েদা : ৯০]

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ .

২. বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে যেন তার হাতকে শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।
(মুসলিম হাঃ নং ২২৬০)

ফুটবল খেলার হুকুম : বর্তমানে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা জায়েয বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। তবে ক্রিকেট ফুটবল খেলা যদি পেশা হিসেবে হয় তাহলে না জায়েজ যদি ফুটবল খেলা কোন ফরজ ত্যাগ অথবা ফরজ আদায় করতে বিলম্ব কিংবা কোন পাপে পতিত হওয়া বা কোন ক্ষতি বয়ে আনে কিংবা কল্যাণে বাধা হয়,

www.pathagar.com

তাহলে ইহা সেই বাতিল খেলার শামিল হবে যা আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখে। তখন এ খেলা হারাম হবে; কারণ শরিয়তে ক্ষতিকর জিনিসকে দূরীকরণ কল্যাণ বয়ে আনে এমন জিনিসের পূর্বে করা একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই যা হারাম পর্যন্ত পৌঁছায় তা হারাম। আর মুসলিমের জন্য উত্তম হলো সে যেন তার সময়ের সংরক্ষণ করে। তাই সে নিজের, আল্লাহর সৃষ্টির, তাদেরকে দাওয়াতে, শরিয়ত শিক্ষায়, জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি দুনিয়া ও দ্বীনের উপকারী কাজে সময় ব্যয় করবে। এ ছাড়া তার কিছু সময় মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দের জন্য নিযুক্ত করবে।

১. আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আপনি বলুন : আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে। [সূরা আন'আম : আয়াত-১৬২]

২. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কোন কথা বল না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৩৬]

বাণিজ্যিক বাজার থেকে উপহার গ্রহণ করার হুকুম : বাজারে যেসব উপহার ও পুরস্কার দেয়া হয় বড় অংকের পণ্যের উপর কিংবা শৈল্পিক, বাণিজ্যিক ও শরীরচর্চার মেলার প্রতিযোগিতায় অথবা প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ও ছবি গ্রহণ, ফ্যাশন ও বিশ্ব সুন্দরী ইত্যাদি। প্রতিযোগিতায় এমন সব পুরস্কার দেয়া হয় যা আল্লাহ কর্তৃক হারাম কাজে পতিত করে। এসব জাতির বিবেককে নিয়ে তামাশা করার নামান্তর এবং তার সম্পদ বাতিল পন্থায় খাওয়া, সময় নষ্ট করা, দ্বীন ও চরিত্র ধবংস করা। আর সর্বোপরি তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বিরত রাখা হয়। তাই মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এসব কাজ থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

৩৬. আমানত

আমানত : কোন ধরণের বিনিময় ছাড়া কারো নিকট কোন মাল সংরক্ষণের জন্য গচ্ছিত রাখা।

এটি বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য : কখনো মানুষ এমন পরিস্থিতির শিকার হয়, যে ক্ষেত্রে সে স্বীয় সম্পদ সংরক্ষণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর তা হয়ে থাকে স্থান না পাওয়া কিংবা সামর্থ না থাকার কারণে। পক্ষান্তরে অন্য ভাইয়ের নিকট উক্ত সম্পদ সংরক্ষণের সামর্থ্য থাকে। তাই ইসলাম একদিক থেকে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও অপর দিকে যার নিকট তা রাখা হবে তার প্রতিদানের সুযোগ হিসেবে আমানতের বিধান প্রবর্তন করেছে। আমানত সংরক্ষণে অনেক বড় প্রতিদান রয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে নিজ ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।"

আমানত রাখার হুকুম : আমানত একটি বৈধ চুক্তি। মালিক চাওয়া মাত্র তাকে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক। ঠিক তা গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি তা ফেরত দিয়ে দেয় তবে মালিককে তা গ্রহণ করাও কর্তব্য।

আমানত কবুল করার হুকুম : ঐ ব্যক্তির ওপর আমানত গ্রহণ করা মুস্তাহাব যে জানবে যে, সে তা সংরক্ষণ করতে সক্ষম; কেননা এতে পূর্ণ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা হয়। এতে আরো রয়েছে মহাপ্রতিদান তবে তা এমন ব্যক্তির কাজ হবে যার পক্ষে এ জাতীয় বিষয়ে জড়ানো জায়েয।

আমানতের জামানত

১. কোনরূপ সীমালঙ্ঘন কিংবা অবহেলা ছাড়াই আমানত বিনষ্ট হলে তা গ্রহণকারী দায়গ্রস্ত হবে না। তবে একে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সংরক্ষণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

২. আমানত গ্রহণকারী সফরকালে কোন ধরণের ভয় করলে মালিক কিংবা তার প্রতিনিধির নিকট তা ফেরত দিবে। আর যদি তা অসম্ভব হয়, তবে মালিকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।

৩. কারো নিকট কোন চতুষ্পদ জন্তু আমানত রাখা থাকলে সে যদি ঐ জন্তুর সুবিধা ছাড়া অন্য কোন কারণে তাকে আরোহণ বানিয়ে ফেলে, অথবা গচ্ছিত টাকা-পয়সা অজান্তে অন্য টাকার সাথে মিশিয়ে ফেলার পর তার সব টাকা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানত গ্রহণকারী ক্ষতিপূরণ দিবে।

www.pathagar.com

৪. আমানত গ্রহণকারী আমানতদার, তাই সে জামিনদার হবে না। কিন্তু যদি সে কোন ধরণের সীমালঙ্ঘন করে বা অবহেলা দেখায় তাহলে জামানত দিতে হবে। আমানত ফেরত ও বিনষ্ট এবং সে কোন প্রকার অবহেলা করেনি এসব বিষয়ে যদি সাক্ষী না থাকে তাহলে আমানত গ্রহণকারীর কথা শপথ সহকারে কবুল করা হবে।

আমানত ফেরত দেওয়ার হুকুম

১. আমানতকৃত জিনিস মাল হোক বা অন্য কিছু তা আমানত গ্রহণকারীর নিকট আমানত। তার মালিক ইচ্ছা করলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। যদি মালিক চাওয়ার পরেও তা ফেরত না দেয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে জামানত দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا .

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন আমানত তার অধিকারীকে বুঝিয়ে দাও। [সূরা নিসা : আয়াত-৫৮]

২. যদি একাধিক আমানতদাতাদের কোন একজন তার অংশ চায় যা ওজন কিংবা সংখ্যা বিশিষ্ট জিনিস বণ্টন করা যায়, তাহলে তার অংশ তাকে দিতে হবে।

ব্যাংকে অর্থ আমানত রাখার হুকুম : ব্যাংকে রাখা অর্থ ঋণ আমানত নয়; কারণ ব্যাংক এতে ব্যবসা দ্বারা হেরফের করে। আর আমানত সংরক্ষণ করার জিনিস হেরফের করার জিনিস নয়। তাই কোন সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা ছাড়া ব্যাংক পুড়ে গেলে ব্যাংককে ঋণের জামানত দিতে হবে। কিন্তু আমানতের জামানত নেই; কারণ আমানত রক্ষাকারী আমানতদার সে সম্পদ কব্জা করছে মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তার মালিকের উপকারার্থে। তাই সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ব্যতীত তাকে জামানত দিতে হবে না। আর ঋণগ্রহীতা সম্পদের মালিকের অনুমতিক্রমে তার উপকারিতার জন্য ঋণগ্রহণ করেছে। তাই সম্পদের মালিককে ঋণের জামানত দিতে হবে।

www.pathagar.com

৩৭. ওয়াক্‌ফ

ওয়াকফ : মূল জিনিস ধরে রেখে নেকীর উদ্দেশ্যে তার উপকার ফী সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করাকে ওয়াকফ করা বলে।

ওয়াকফ বিধিবিধান করার রহস্য : ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ অঢেল সম্পদ দিয়েছেন তারা চাই যে বিভিন্ন রকমের ইবাদতের দ্বারা পাথেয় অর্জন করে। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। তাই তাদের সম্পদের কিছু স্থাবর জিনিসের আসলটা অবশিষ্ট রেখে তার উপকার প্রবাহমান চলতে থাকার জন্য ওয়াকফ করে। যাতে করে তার মৃত্যুর পরে হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না এমন ব্যক্তির নিকটে তার হস্তান্তর না হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা ওয়াকফের বিধিবিধান করেছেন।

ওয়াকফের হুকুম : ওয়াকফ করা মুস্তাহাব। ইহা উত্তম দানের একটি যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা উৎসাহিত করেছেন। নৈকট্য লাভ ও সৎ এবং এহসানের এক গুরুত্বপূর্ণ আমল। আর এর উপকারিতা অধিক ও বিস্তৃত। ইহা এমন একটি আমল যা মৃত্যুর পরেও এর নেকী বন্ধ হয় না বরং চালু থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহমান দান, উপকারী জ্ঞান ও সৎসন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে। (মুসলিম হাদীস-১৬৩১)

ওয়াকফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তাবলী

১. নির্দিষ্ট স্থাবর জিনিসে ওয়াকফ হতে হবে, যার আসল অবশিষ্ট থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে।

২. সওয়াবের কাজে হতে হবে যেমন : মসজিদ ও সেতু নির্মাণ এবং আত্মীয়-স্বজন ও ফকির-মিসকিনদের জন্য।

৩. নির্দিষ্ট জিনিসের দিক উল্লেখ হতে হবে যেমন : এমন মসজিদ বা অমুক ব্যক্তি তথা যায়েদ অথবা অমুক ধরণের ফকির-মিসকিনরা।

www.pathagar.com

৪. স্থায়ী হতে হবে কোন সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ও ঝুলন্ত হবে না। কিন্তু যদি ওয়াকফ দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তবে চলবে।

৫. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়াকফ হওয়া যার কর্তৃত্ব ও হস্তান্তর গ্রহণযোগ্য।

যা দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হয় : কথা দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন বলবে : ওয়াকফ করলাম, আটক করে দিলাম, ফী সাবিলিল্লাহ করে দিলাম ইত্যাদি। আবার কাজ দ্বারাও হতে পারে যেমন : কোন ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে মানুষদেরকে সালাত আদায়ের অনুমতি দান। অথবা কবরস্থান বানিয়ে সেখানে মানুষকে কবরস্থ করার অনুমতি দেওয়া।

ওয়াকফকৃত বস্তুর পরিচালনার পদ্ধতি : ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী জমা করা, আগে করা, তরতীব ইত্যাদি করা ওয়াজিব যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। যদি সাধারণভাবে কোন শর্ত ছাড়াই ওয়াকফ করে তবে অভ্যাস ও প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী করতে হবে যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। আর না হয় তারা হকদারের দিক থেকে সকলেই সমান।

ওয়াকফকৃত বস্তুতে যা শর্ত : ওয়াকফকৃত বস্তুর উপকারিতার বিষয়ে স্থায়ী উপকার হওয়াটা শর্ত। যেমন : ঘর-বাড়ি, জীবজন্তু, বাগান, অস্ত্র, বাড়ির আসবাবপত্র ইত্যাদি। আর মুস্তাহাব হলো ওয়াকফ সর্বোত্তম ও সুন্দর সম্পদ দ্বারা হওয়া।

ওয়াকফনামা লিখার পদ্ধতি

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রা) খায়বারের কিছু জমি পান। এরপর তিনি নবী করীম ﷺ বলেন, আমি এমন জমিন পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আর আমি কখনো পায়নি। তাই আপনি সে বিষয়ে আমাকে কি নির্দেশ করেন? নবী করীম ﷺ বললেন : "যদি চাও তবে তার আসল ধরে রেখে তার উপকারটা ওয়াকফ করতে পার। এরপর ওমর (রা) তা এ ভাবে দান করেন যে, তার মূল বাকি থাকবে বেচা চলবে না। হেবা ও উত্তরাধিকার হবে না। ইহা ফকির, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আজাদ, আল্লাহর রাস্তায়, মেহমানদারী ও মুসাফিরদের জন্য। যে এর অভিভাবক হবে সে সৎভাবে তা থেকে কিছু খেলে অথবা কোন বন্ধুকে সম্পদশালী বানানো ছাড়া খাওয়ালে পাপী হবে না। (বুখারী, হাদীস নং ২৭৭২, মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩২)

www.pathagar.com

ওয়াকফের বিধি-বিধান

১. যদি কোন দলের প্রতি ওয়াকফ করে আর তাদের গণনা করা সম্ভবপর হয় তবে তাদের সকলকে দেওয়া ও সমান করা ওয়াজিব। আর যদি সম্ভব না হয় তবে কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও কতিপয়ের ওপর দেওয়া জায়েয।

২. যদি নিজ সন্তানদের প্রতি ওয়াকফ করে অতঃপর মিসকিনদের প্রতি তাহলে ইহা তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য হবে যদিও নিচের হোক না কেন। ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। যদি সন্তানদের কারো বড় পরিবার থাকে বা অভাব কিংবা উপার্জনে অক্ষম কিংবা দ্বীনদার ও সৎ হয় তাহলে ওয়াক্ফ দ্বারা খাস করলে কোন অসুবিধা নেই।

৩. যদি বলে, এ ওয়াকফটি আমার ছেলেদের জন্য বা অমুক ব্যক্তির ছেলেদের জন্য তবে কেবল ছেলেরাই পাবে মেয়েরা পাবে না। কিন্তু যদি যাদের প্রতি ওয়াকফ গোত্র হয় যেমন : বনি হাশেম ইত্যাদি তাহলে পুরুষদের সাথে নারীরাও মিলিত হবে।

ওয়াকফের উপকারীতা যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তার হুকুম : ওয়াকফ একটি জরুরি আকদ তথা চুক্তি যা রহিত হয় না, বিক্রয় করা যায় না, দান করা ও উত্তরাধিকার হওয়া যায় না এবং বন্ধক রাখাও চলে না। খারাপ হয়ে গেলে বা অন্য কারণে এর উপকার বিনষ্ট হলে অথবা বিশেষ কোন দরকার হলে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে। আর তার বিক্রয় মূল্য অনুরূপ কাজে লাগাতে হবে। যেমন মসজিদ যদি তার উপকারিতা বিকল হয়ে পড়ে তবে তা বিক্রয় করে অন্য কোন মসজিদের জন্য খরচ করতে হবে। আর এর দ্বারা ওয়াকফের উপকারিতা সংরক্ষণ হবে। তবে এতে যেন কোন ধরণের বিপর্যয় ও কারো কোন ক্ষতি সাধন না হয়।

ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তের হুকুম : প্রয়োজনে ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তন করা জায়েয। যেমন : ঘরকে দোকানে রূপান্তরিত করা বাগানকে ঘর করা। আর ওয়াকফের ব্যয়ভার তার উপার্জিত থেকেই যদি অন্য কিছু থেকে শর্ত না করে থাকে।

ওয়াকফের পরিচালক : ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ দেখা-শুনার জন্য কাউকে নির্দিষ্ট না করে তবে যার প্রতি ওয়াকফ করেছে সেই করবে যদি নির্দিষ্টভাবে করা হয়। আর যদি কোন বিভাগের জন্য করা হয় যেমন : মসজিদের জন্য বা এমন ব্যক্তিদের জন্য যা গণনা করা অসম্ভব যেমন মিসকিন তবে দেখা-শুনার দায়িত্ব সরকার বাহাদুরের ওপর বর্তাবে।

www.pathagar.com

ওয়াকফের সর্বোত্তম রাস্তা : যে ওয়াকফ দ্বারা মুসলমানদের উপকার সকল সময়েও স্থানে ব্যাপকতা লাভ করবে তাই সর্বোত্তম ওয়াকফ। যেমন : মসজিদের জন্য ওয়াকফ, দ্বীনি শিক্ষার ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের জন্য ওয়াকফ। অনুরূপ আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের ফকির-মিসকিন ও দুর্বল ইত্যাদির জন্য ওয়াকফ।

ওয়াকফ একটি স্থায়ী মূল জিনিস যা অন্যের নিকট দেওয়া জায়েয। সে তার নির্দিষ্ট লভ্যাংশ দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচর্চা করবে।

ওয়াকফের যাকাতের হুকুম : ওয়াকফের দু'টি অবস্থা

প্রথম অবস্থা : ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিদের জন্য হয় যারা যাকাতের হকদার যেমন : ফকির ও মিসকিন, তাহলে এর কোন যাকাত বের করা লাগবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা : ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিদের জন্য হয় যারা যাকাতের হকদান নয়, তাহলে ওয়াকফ থেকে প্রত্যেক গ্রহণকারী তার অধিকার গ্রহণ করার পরে নেসাব পরিমাণ মাল হলে ও এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত দেবে।

কাফেরের ওয়াকফের হুকুম : ওয়াকফ একটি নৈকট্য হাসিলের কাজ যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে। আর কোন কাফেরের পক্ষ থেকে ওয়াকফ প্রকল্প করা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু সে তার দান-খয়রাতের জন্য দুনিয়াতে প্রতিদান পাবে পরকালে তার কোন সওয়াব পাবে না; কারণ কাফেরের কোন আমল কবুল হয় না।

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا اللّٰهَ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا اَفْضٰى اِلَى الْاٰخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَةٌ يُجْزٰى بِهَا.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুমিনকে তার নেকির কাজে জুলুম করেন না। তাকে তার বদলা দুনিয়াতে দেওয়া হবে এবং আখেরাতও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর কাফের যে কাজ আল্লাহর জন্য করে দুনিয়াতে সে তার ফল ভক্ষণ করবে। আর যখন সে আখেরাতে পৌছবে তখন তার ভাল কাজের কোন প্রতিদান পাবে না।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৮০৮)

www.pathagar.com

৩৮. হেবা ও দান-খয়রাত

হেবা : নিজের জীবদ্দশায় কোন বদলা ছাড়াই অন্যকে সম্পদের মালিক বানানো। এ অর্থে তাকে হাদিয়া ও 'আতিয়্যা (দান) বলে।

দান-খয়রাত : আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ফকির ও মিসকিনদেরকে সম্পদ দান করাকে সদকা তথা দান-খয়রাত বলে।

সম্পদ দ্বারা অন্যকে সহযোগিতা করার তিনটি স্তর

১. অভাবী ব্যক্তিকে দাসের স্থানে মনে করে এমন কিছু দেওয়া যাতে করে তাকে মানুষের নিকট চাইতে না হয়। ইহা হচ্ছে সবচেয়ে নিচের।

২. অভাবীকে নিজের স্তরের মনে করা এবং সে তোমার সম্পদে শরিক ও এতে তুমি সন্তুষ্ট। ইহা হলো মধ্যম স্তর।

৩. অভাবগ্রস্থকে নিজের উপরে প্রাধান্য দেওয়া। ইহা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সিদ্দিকীন তথা সত্যবাদীদের স্তর।

হেবা ও দান-খয়রাতের বিধান : হেবা ও দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব কাজ। ইসলাম হেবা, দান- খয়রাত, হাদিয়া ও 'আতিয়্যা করার প্রতি উৎসাহিত করেছে; কারণ এর দ্বারা অন্তরের ভালোবাসা এবং মানুষের মাঝের ভালবাসার সেতু বন্ধন শক্ত হয়। আর আত্মাকে কৃপণতা ও লোভ লালসার খারাপি থেকে পবিত্র করে। এ ছাড়া যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে তার জন্য অসংখ্য নেকী ও প্রতিদান রয়েছে।

ব্যয় প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর দিক নির্দেশনা : আল্লাহ্ তা'আলা দানশীল ও মহৎ। তিনি দানশীলতা ও মহানুভবতাকে ভালোবাসেন। আর নবী করীম ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। তিনি রমজান মাসে অধিক দানশীল হতেন। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদান দিতেন ও তা গ্রহণ করার জন্য বলতেন। তিনি এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি যা কিছুর মালিক হতেন তা সকলের চেয়ে বেশি দান করতেন। তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে কম হোক বা বেশি হোক তা দিতেন কখনো না বলতেন না। তিনি এমনভাবে দান করতেন যে ফকির হওয়ার ভয় করতেন না। আর দান-খয়রাত ছিল তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় জিনিস।

তাঁর নিকট থেকে দান গ্রহিতার আনন্দের চেয়ে দান করে তিনি অধিক আনন্দ ও খুশি হতেন। কোন অভাবী তার প্রয়োজন পেশ করলে তিনি তা নিজের প্রয়োজনের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। আর রাসূল ﷺ-এর দান-খয়রাত ছিল বিভিন্ন ধরনের। কখনো হেবা কখনো দান-খয়রাত আর কখনো হাদিয়া। আর কখনো তিনি কোন জিনিস ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের চেয়েও অধিক দিতেন। আবার কার নিকট থেকে ঋণ নিলে পরিশোধের সময় তার চেয়েও উত্তম ও বেশি দিতেন। আবার কখনো কারো নিকট থেকে কিছু ক্রয় করে তার মূল্য ও সামগ্রী

www.pathagar.com

উভয়টা ফেরত দিতেন। তাই তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে উদার প্রাণের মানুষ। তাঁর অন্তর ছিল সকলের চেয়ে পবিত্র ও দানশীল। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

বদান্যতা ও এহসানের ফজিলত

১. আল্লাহ্ ঘোষণা করেন–

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ.

আর যা তোমরা ভাল কিছু ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় কর। ভাল যা কিছু তোমরা ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পূরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৭২]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَّلَا يَقْبَلُ الطَّيِّبَ وَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهٖ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি একটি খেজুর পরিমাণ পবিত্র উপার্জন থেকে দান করবে আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। অতঃপর তা তার মালিকের জন্য লালন-পালন করেন যেমনটি তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে থাকে। এমনকি তা একদিন পাহাড়ের মত হয়ে যাবে। (বুখারী, হাদীস নং ১৪১০, মুসলিম, হাদীস নং ১০১৪)

দান গ্রহণের হুকুম : যার নিকট তার চাওয়া ও অপেক্ষা ব্যতীতই কোন সম্পদ আসে সে যেন তা গ্রহণ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান না করে; কারণ ইহা রিযিক যা আল্লাহ তার জন্য প্রেরণ করেছেন। যদি চায় তা দ্বারা সম্পদশালী হবে অথবা ইচ্ছা করলে দান করে দেবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে দান করলে ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন : হে

আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়ে অভাবী ব্যক্তিকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরকে বলেন : "গ্রহণ কর এবং তা দ্বারা মালদার হও অথবা অন্যকে দান করে দাও। এ জাতীয় যে সম্পদ তোমার নিকট আসে যার তুমি প্রতিক্ষা বা আশা করনি কিংবা চাওনি তা গ্রহণ কর। এ ছাড়া অন্য কিছুর পেছনে তোমার প্রবৃত্তিকে পিছু করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭১৬৪ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪৫)

মুসলিম ও অন্য ধর্মালম্বীর ওপর দান-খয়রাত করা জায়েয।

যা দ্বারা হেবা সম্পাদন হয় : অন্যকে কোন বিনিময় ব্যতীত সম্পদের মালিক বানানোর যে কোন শব্দ দ্বারা হেবা অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন : তোমাকে হেবা করলাম অথবা তোমাকে হাদিয়া দিলাম কিংবা তোমাকে দান করলাম। আর প্রতিটি দানকৃত জিনিস যা হেবার প্রতি ইঙ্গিত করে তার দ্বারা। যে সকল জিনিস বিক্রয় করা সঠিক তা হেবা করাও জায়েয'।

মানুষ তার সন্তানদেরকে যেভাবে দেবে

১. মানুষের জীবদ্দশায় তার সন্তানদেরকে দান করতে পারে তবে শর্ত হলো তাদের উত্তরাধিকারের হিসেবে সকলকে সমপরিমাণে দিতে হবে। যদি কাউকে কারো উপরে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে বেশিটা নিয়ে ও কমটা বেশি করে সমান করে দিবে।

২. যদি কোন ব্যক্তি তার কোন সন্তানকে কোন কারণবশত : যেমন : অভাব বা বয়স বেশি কিংবা সন্তান বেশি অথবা রোগাক্রান্ত বা জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত ইত্যাদি, তাহলে এর জন্য তাকে বিশেষভাবে দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু অগ্রাধিকার দিয়ে কাউকে অধিক দেওয়া হারাম।

নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তার বাবা তাকে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে গমন করে বললেন আমি আমার ছেলেটিকে আমার একটি দাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার প্রতিটি সন্তানকে এরূপ দান করেছ? বাবা বললেন, না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যা দান করেছ তা ফেরত নেও। (বুখারী, হাদীস নং ২৫৮৬ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৩০)

হেবা ফেরত নেয়ার হুকুম : পিতা ব্যতীত অন্য কারো জন্য হাতে কব্জাকৃত হেবায় প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। ছেলের যে সম্পদ প্রয়োজন নেই এবং তা নেওয়াতে তার কোন ধরণের ক্ষতিও নেই সে মাল বাবার জন্য ফেরত নেওয়া জায়েয আছে। সন্তানের জন্য বাবার নেওয়া ঋণ ইত্যাদি চাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু বাবার প্রতি সন্তানের জন্য যতটুকু খরচ করা ওয়াজিব তা চাইতে পারে।

হাদিয়াদাতা ও হাদিয়াগ্রহণকারীর জন্য সুন্নত : হাদিয়া গ্রহণ করা মুস্তাহাব এবং তার বিনিময়ে তার মত বা তার চেয়ে উত্তম দেওয়া সুন্দর কাজ। যদি

www.pathagar.com

দেওয়ার মত কিছু না পায় তবে তার জন্য দোয়া করবে। মুশরিকের চিত্তাকর্ষণ ও ইসলাম গ্রহণের আশায় তাকে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে নেওয়া জায়েয আছে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهٖ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ.

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কারো প্রতি কেউ কোন অনুগ্রহ করলে যদি সে কর্তার জন্য বলে : [জাজাকাল্লাহু খাইরা] অর্থ : আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাহলে সে ভূয়সী প্রশংসা করল। (হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস-২০৩৫ সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ-১৬৫৭)

সর্বোত্তম দান-খয়রাত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ؟ فَقَالَ : اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى،وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمُ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا اَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মানুষ নবী করীম ﷺ এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দানের প্রতিদান অধিক? রাসূল ﷺ বললেন : তোমার সুস্থ ও কৃপণ অবস্থার দান, যখন তুমি অভাব অনাটনের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার চেষ্টা কর। আর দানের বিষয়টি কণ্ঠনালীতে মৃত্যু আসা পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। এ সময় বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত এবং অমুকের প্রতি আমার এত ঋণ আছ।

(বুখারী হাদীস নং ১৪১৯ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩২)

মৃত্যুর সময় দানের হুকুম : যার মৃত্যু ভয়ঙ্কর যেমন : মহামারী-প্লেগ ইত্যাদি তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু দান করা আবশ্যক নয় এবং করলে সঠিক হবে না। তবে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যারা উত্তরাধিকারী না তাদের জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক দান করা আবশ্যক নয় এবং করলে বিশুদ্ধ হবে না। তবে মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে জায়েয।

যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে এরপর সে জন্য তাকে হাদিয়া দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের এক বিরাট অধ্যায় রচনা করল।

www.pathagar.com

হাদিয়া ফেরত দেওয়ার হুকুম : কারণবশত: হাদিয়া ফেরত দেওয়া জায়েয আছে। যেমন : জানা গেল যে হাদিয়াদাতা এহসানের জন্য খোঁটা দেয়। অথবা এ দ্বারা সে তিরস্কার করে কিংবা মানুষের নিকট বলে বেড়ায় ইত্যাদি। আর যদি হাদিয়া চুরি করা বা লুণ্ঠন করা হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব।

মুশরিককে হাদিয়া ও তার থেকে গ্রহণ করার হুকুম : মনরঞ্জন ও ইসলাম কবুলের আশায় কোন মুশরিককে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে গ্রহণ করা জায়েয।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

ধর্মের বিষয়ে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।

[সূরা–৬০ মুমতাহিনা : আয়াত–৮]

২. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমার মুশরেকা মা আমার নিকট আসেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার নিকট আগমন করেছেন কিছু পাওয়ার আশায়, আমি কি তার সাথে সম্পর্ক রাখব? রাসূল ﷺ বলেন : হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সম্পর্ক রাখ।

(বুখারী হাদীস নং ২৬২০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১০০৩)

কোন উপকারের জন্য হাদিয়া দেওয়ার হুকুম : যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বশীলকে কোন নাজায়েয কাজ করার জন্য হাদিয়া দেয় তা হাদিয়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম। ইহা এমন ঘুষ যা দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা উভয় অভিশপ্ত হয়। আর যদি হাদিয়া দায়িত্বশীলের জুলুম থেকে রক্ষার জন্য অথবা তার ওয়াজিব অধিকার নেওয়ার জন্য হয়, তাহলে এ হাদিয়া গ্রহীতার জন্য হারাম আর দাতার জন্য জায়েয; কারণ এর দ্বারা সে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে ও নিজের হক সংরক্ষণ করতে পারবে।

উত্তম দান-খয়রাত : সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট দান হচ্ছে যা অভাবমুক্ত অবস্থায় করা হয়। যাদের প্রতি ব্যয় করা ওয়াজিব তাদের দিয়েই আরম্ভ করতে হবে।

www.pathagar.com

কারণ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করে বলেছেন–

اِبْدَاْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلِاَهْلِكَ، فَاِنْ فَضَلَ عَنْ اَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِىْ قَرَابَتِكَ، فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِىْ قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا. يَقُوْلُ : فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ شِمَالِكَ .

তোমার নিজের দ্বারা শুরু কর তার ওপর দান কর। এরপর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা তোমার পরিবারের জন্য। অতঃপর তোমার পরিবারকে দেওয়ার পর কিছু বাকী থাকলে তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য। যদি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়ার পর কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা এরূপ ও এরূপ। তিনি বলেন : তোমার সামনের, ডানের ও বামের লোকদের জন্য।

(মুসলিম হাদীস নং ৯৯৭)

উত্তম কার্যাদিতে ব্যয় করার ফজিলত : আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসলমানদের উপকারী খাতে খরচ করা এক বিরাট নৈকট্য লাভের কাজ। এর নেকী দশগুণ থেকে সাতশত ও বহুগুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। আর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়ে। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বাড়িয়ে দিবেন। আর ইহা ব্যয়কারীর অবস্থা, নিয়ত, ঈমান, এখলাস, এহসান, দিলের উদারতা ও এ দ্বারা তার আনন্দের ওপর বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। ইহার খরচের পরিমাণ, উপকার ও তার যথাস্থানে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে। অনুরূপ যা ব্যয় করা হচ্ছে তার পবিত্রতা ও ব্যয়ের পদ্ধতির উপরেও নির্ভর করবে।

১. আল্লাহ ঘোষণা করেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দানার ন্যায়। যা থেকে সাতটি শীষ হয়। আর প্রতিটি শীষে একশত দানা হয়। আল্লাহ যার জন্য চান তার অধিক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও জ্ঞানী।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৬১]

www.pathagar.com

২. আল্লাহর আরো ঘোষণা করেন–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা তাদের সম্পদ রাতে দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান। আর তাদের নেই কোন ধরনের ভয়। আর না তারা কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা করবে। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৪]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهٗ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةٍ.

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ইসলামকে সুন্দর করে তখন তার কৃত প্রত্যেকটি উত্তম কাজের বিনিময়ে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। (বুখারী, হাদীস নং ৪২ মুসরিম, হাদীস নং ১২৯)

৩৯. অসিয়ত

অসিয়ত : মৃত্যুর পর কোন লেনদেন কিংবা সম্পদের দান প্রসঙ্গে কৃত বিশেষ উপদেশ।

অসিয়ত বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূলের জবান দ্বারা এ জাতীয় অসিয়ত প্রবর্তন করে স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া দেখিয়েছেন। একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পূর্বে তার সম্পদের কিছু অংশ কল্যাণের কাজে বরাদ্ধ করে যেতে পারে, যা দ্বারা ফকির ও মুখাপেক্ষীরা উপকৃত হয় এবং অসিয়তকারী ব্যক্তিও নিজ আমল থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর এর সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের সুযোগ পায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর অবধারিত করেছেন যে, তোমাদের কারো মৃত্যু যখন হাজির হয় তখন বাবা-মা ও স্বজনের উদ্দেশ্য সদভাবে অসিয়ত করে যায়। ধর্মভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৮০]

অসিয়তের হুকুম

১. অসিয়ত মুস্তাহাব সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার অঢেল ধন–সম্পদ রয়েছে এবং তার সন্তান–সন্ততি অমুখাপেক্ষী। সে তার সম্পদের ঊর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যাবে, যা কল্যাণ ও কল্যাণের কাজে ব্যয় হবে, যেন সে মৃত্যুর পর এর নেকী হাসিলে ধন্য হতে পারে।

২. ঐ ব্যক্তির ওপর অসিয়ত ফরজ যার জিম্মায় আল্লাহ্র পাওনা কিংবা কোন মানুষের পাওনা রয়েছে অথবা তার নিকট অন্যের আমানত জমা আছে। এরূপ অবস্থায় সে লিখবে ও প্রকাশ করে যাবে যাতে করে কারো অধিকার নষ্ট না হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির অঢেল সম্পদ আছে তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের জন্যে ঊর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা উচিত।

৩. হারাম অসিয়ত : উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে শুধু একজনকে যেমন : স্ত্রী কিংবা নির্দিষ্ট কোন ছেলে-মেয়ের জন্য সম্পদের অসিয়ত করা।

অসিয়তকৃত সম্পদের পরিমাণ : যারা উত্তরাধিকারী রয়েছে তাদের জন্য অধিক সম্পদ রেখে যাওয়া অবস্থায় এক পঞ্চমাংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ অন্যের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা সুন্নত। কিন্তু এক পঞ্চমাংশের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা উত্তম। অনুত্তরাধিকারীর জন্য এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা জায়েয। যে অভাবী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা মুখাপেক্ষী তার জন্য অসিয়ত করা মাকরূহ। যার উত্তরাধিকারী নেই তার পক্ষে সমস্ত সম্পদের অসিয়ত জায়েয। যার উত্তরাধিকারী আছে তার পক্ষে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত নাজায়েয। উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে অসিয়ত নাজায়েয। যদি তার মাতা, পিতা, ভাই ইত্যাদির কারো জন্য হজ্ব কিংবা কুরবানির অসিয়ত করে তবে তারা জীবিত থাকলে তা জায়েয; কেননা তা হচ্ছে নেকী দ্বারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নামান্তর। এটি সেই অসিয়ত নয় যা দ্বারা মালিক বানানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কর্তৃত্বের বিষয়ে উইলকারীর প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য শর্ত : যার উদ্দেশ্যে অসিয়ত করা হবে তার জন্য শর্ত হল মুসলিম, বিবেকবান, বিবেচনা ও অসিয়তকৃত বিষয়ে সুন্দর পরিচালনার সামর্থ্যবান হওয়া। অসিয়তকৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা নারী।

www.pathagar.com

যার অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে : অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, সাবালকের পক্ষ থেকে এবং বিবেকবান বাচ্চা ও সম্পদ প্রসঙ্গে নির্বোধ ইত্যাদি নারী-পুরুষের পক্ষ থেকে।

অসিয়ত ও হেবার মধ্যে পার্থক্য : অসিয়ত হলো : মৃত্যুর পরে দানের দ্বারা কাউকে মালিক বানানো। আর হেবা হলো : বর্তমানে অন্য কাউকে সম্পদের মালিক বানানো। উভয়টি মুসলিম ও কাফেরের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। আর উত্তম হলো জীবদ্দশায় উত্তম কাজের জন্য অসিয়ত করা; কারণ দান ও হেবা জীবিত থাকা অবস্থায় করা মৃত্যুর পরের চেয়ে উত্তম।

অসিয়তের নিয়ম : অসিয়তকারীর মৌখিক উক্তি কিংবা লিখিত বক্তব্যের দ্বারা অসিয়ত সহীহ হবে। এ জাতীয় অসিয়ত লিখা ও তার ওপর সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব যার দ্বারা বিবাদের পথ তাতে বন্ধ হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهٗ شَىْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهٗ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهٗ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এ অধিকার নেই যে, তার অসিয়ত করার কোন জিনিস থাকা সত্ত্বেও অসিয়ত না লিখা ছাড়াই দুই রাত অতিবাহিত করে।
(বুখারী হাদীস নং ২৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৭)

অসিয়ত ফেরত নেয়া ও কম বেশি করা জায়েয আছে তবে মৃত্যুবরণ করার পরে তা স্থির হয়ে যায়।

যার জন্য অসিয়ত জায়েয : প্রতিটি মুসলিম ও কাফের ব্যক্তির জন্য অসিয়ত এমন বস্তুর ক্ষেত্রে সহীহ হবে যাতে বৈধ পন্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে তা মসজিদ, সেতু ও মাদরাসার জন্য সহীহ।

অসিয়তের ক্ষেত্রসমূহ

১. অসিয়ত মারা যাওয়ার পরে নির্দিষ্ট কিছু কাজের লেনদেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে যেমন : তার কন্যাদেরকে বিবাহ দেয়ার অসিয়ত ও ছোটদের দেখা শুনা করা অথবা তার তৃতীয়াংশকে ভাগ করা। ইহা মুস্তাহাব কাজ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য এমন নৈকট্যপূর্ণ কাজ যার ওপর সে পুরস্কৃত হবে।

২. অসিয়ত সম্পদ দান করা দ্বারা হতে পারে যেমন : তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশে অসিয়ত করল ফকিরদের উদ্দেশ্যে কিংবা আলেম, দ্বীনের মুজাহিদ, মসজিদ নির্মাণ অথবা পানি পান করার কূপ খনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

অসিয়ত মুস্তাহাব সেই মাতা–পিতার (যেমন কাফের) ক্ষেত্রে যারা উত্তরাধিকার পাবেন না। অনুরূপভাবে সেসব নিকটাত্মীয় ফকিরদের ক্ষেত্রে যারা উত্তরাধিকার পাবে না; কেননা এটি এক দিকে সদকা ও অন্য দিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার কাজ।

অসিয়ত পরিবর্তন করার হুকুম : অসিয়ত উত্তমরূপে হওয়া আবশ্যক যদি অসিয়তকারী উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন তবে তা হারাম হবে এবং সে এর জন্য পাপী হবে। পক্ষান্তরে অসিয়ত ইনসাফ ভিত্তিক হলে অসিয়তকৃতদের পক্ষে তা পরিবর্তন করা হারাম। যে ব্যক্তি জানবে যে, অসিয়তে জুলুম কিংবা পাপ রয়েছে তার পক্ষে অসিয়তকারীকে উত্তম ও ইনসাফের জন্য উপদেশ দেয়া সুন্নত এবং তাকে জুলুম থেকে নিষেধ করবে। কিন্তু সে যদি তা গ্রহণ না করে তবে অসিয়তকৃতদের মাঝে মীমাংসা করবে যাতে ইনসাফ, সন্তুষ্টি ও মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব মুক্তি লাভ হয়।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ـ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অতঃপর যে ব্যক্তি শুনার পর তা পরিবর্তন করে তবে এর পাপ তাদেরই হবে যারা এর পরিবর্তন করবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। আর যে অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে জুলুম কিংবা পাপের সম্ভাবনার ফলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে তবে তার ওপর কোন পাপ নেই। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল। [সুরা বাকারা : আয়াত-১৮১–১৮২]

পাপের কাজে অসিয়ত করার হুকুম : পাপের কাজে অসিয়ত করা হারাম। যেমন : গীর্জা ও মাজার নির্মাণ বিষয়ে অসিয়ত করা। চাই অসিয়তকারী মুসলিম হোক কিংবা কাফির হোক।

অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময় : অসিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া না হওয়া মৃত্যুর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। যেমন : কোন উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল কিন্তু সে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় অনুত্তরাধিকারী হয়ে পড়ল। যেমন : কেউ আপন ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুর পর তার একজন ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হল। এর দ্বারা ভাই মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার অসিয়ত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি অনুত্তরাধিকারীর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে অসিয়ত করে কিন্তু মৃত্যুর সময় সে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যেমন : ছেলে থাকা অবস্থায় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল। অতঃপর তার ছেলে মৃত্যুবরণ করল তখন অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে যদি উত্তরধিকারীরা তা সমর্থন না করে।

কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে প্রথমত দাফন কাফনের পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর অসিয়তকৃত বস্তু এবং পরিশেষে উত্তরাধিকার বণ্টন করবে।

অসিয়তকৃত ব্যক্তিদের দায়িত্বের হুকুম : অসিয়তকৃত ব্যক্তি এক কিংবা একাধিক হতে পারে তবে যদি তারা একাধিক হয় এবং প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অসিয়ত নির্দিষ্ট থাকে তবে যার যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা সহীহ হবে। কিন্তু যদি একাধিক অসিয়তকৃতকে এক বিষয়ে অসিয়ত করে থাকে। যেমন : তার সন্তান কিংবা সম্পদের দেখা-শুনার বিষয়ে অসিয়ত এমতাবস্থায় কোন একজনের পক্ষে একা কিছু হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

অসিয়ত কবুল করার সময় : অসিয়তকৃত ব্যক্তির পক্ষে অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে অসিয়ত গ্রহণ করা যায়। আর যদি সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে কিংবা পরে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার অধিকার শেষ হয়ে যাবে; কারণ সে তা গ্রহণ করেনি।

যখন অসিয়তকারী এ বলে অসিয়ত করবে যে, আমি অমুকের উদ্দেশ্যে আমার ছেলের উত্তরাধিকার পরিমাণ অথবা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারীর সমান অসিয়ত করলাম, তখন তার জন্য মূল সম্পত্তির সাথে সে পরিমাণ অংশ পাওনা বলে বিবেচিত হবে। যদি একাংশ কিংবা কিছু পরিমাণের ক্ষেত্রে অসিয়ত করে, তবে উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছানুযায়ী তাকে কিছু দিয়ে দিবে।

যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে যেখানে কোন বিচারক কিংবা অসিয়তকৃত ব্যক্তি নেই। যেমন মরুভূমি ও শূন্য প্রান্তর তবে তার পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের জন্য জায়েয যে, তারা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আয়ত্ব করে সুবিধামত কাজে লাগাবে।

অসিয়তের ভাষা : অসিয়ত নামার শুরুতে তাই লিখা মুস্তাহাব যা আনাস (রা) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانُوْا يَكْتُبُوْنَ فِىْ صُدُوْرِ وَصَايَاهُمْ هٰذَا مَا اَوْصٰى بِهٖ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ اَوْصٰى اَنَّهُ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

www.pathagar.com

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا، وَاللّٰهُ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ، وَاَوْصٰى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهٗ مِنْ اَهْلِهٖ اَنْ يَتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ، وَاَنْ يُصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ، وَاَوْصَاهُمْ بِمَا اَوْصٰى بِهٖ اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : সাহাবাগণ অসিয়ত নামার প্রারম্ভে লিখতেন : এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের অসিয়ত। সে অসিয়ত করছে যে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নিঃসন্দেহে কিয়ামত সমাগত, আল্লাহ কবর বাসীদেরকে অবশ্যই উঠাবেন। সে অসিয়ত করছে তার পরবর্তী পরিবারবর্গকে, তারা যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে। নিজেরা পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর রাখে এবং মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে। সে তাদেরকে ঐ অসিয়ত করছে যা ইবরাহীম (আ) ও ইয়াকূব (আ) তাঁদের স্বীয় সন্তানদেরকে করেছিলেন এ বলে—

يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন নির্বাচন করেছেন। অতএব, তোমরা মুসলমান না হয়ে মরবে না। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৩২]

অতঃপর সে যা অসিয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে। (হাদীসটি সহীহ, বাইহাকী হাঃ নং ১২৪৬৩ দারাকুতনীঃ ৪/১৪৫ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং ১৬৪৭)

নিম্নোক্ত বিষয়াদির ফলে অসিয়ত বাতিল হয়

১. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন পাগল হয়ে যাবে।
২. অসিয়তের জিনিস যখন বিনষ্ট হয়ে যাবে।
৩. অসিয়তকারী যখন অসিয়ত থেকে ফিরে আসবে।
৪. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন তা ফেরত দিবে।
৫. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে।
৬. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীকে হত্যা করবে।
৭. যখন অসিয়তের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাবে। অথবা যে ব্যাপারে অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার সময় শেষ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

৪০. বিবাহ সংক্রান্ত বিধি-বিধান

বিবাহের হিকমত : প্রতিটি সৃষ্টিকুলে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর একটি নিদর্শন। এটি জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মাঝে সাধারণভাবে উন্মুক্ত। আর মানুষের প্রসঙ্গটি মহান আল্লাহ্ তার অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় যৌনচর্চা করার পথ খোলা রাখেননি। বরং তার উপযুক্ত সম্মানজনক বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মানব জাতির মর্যাদার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্মান হেফাযত হয়। আর তা হলো শরিয়ত সম্মত বিবাহ্। এর দ্বারা একজন পুরুষের অপর মহিলার সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন হয়। এটি উভয়ের সন্তুষ্টি ও ইজাব-কবুল এবং ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতীক। এর দ্বারা সঠিক পদ্ধতিতে যৌন চাহিদা মেটানো হয়। আর বংশানুক্রম বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং মহিলারা হেফাজতে থাকে প্রত্যেক ক্ষতিকারীর ক্ষতি থেকে।

বিবাহর ফযীলত : বিবাহ হলো সকল নবী-রাসূলের সবচেয়ে গুরুত্ব একটি সুন্নাত। যে সুন্নাত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী করীম ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"আর এক নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে।" [সূরা রূম : আয়াত-২১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً .

"আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।" [সূরা রা'দ : আয়াত-৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

www.pathagar.com

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে এমন সব যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জন্য বললেন : "হে যুবকের দল! তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি 'বা'আত' তথা দৈহিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ্ করে; কারণ এটি চক্ষুকে নিচু রাখে এবং যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে। আর যে সক্ষম হবে না তার প্রতি রোযা; কারণ রোযা হল তার যৌন ক্ষমতার জন্য দমনকারী।"

(বুখারী : হাদীস নং ৫০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ১৪০০)

বিবাহ্ কি? : বিবাহ্ হচ্ছে শরিয়তের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আপোষে একে অপরকে সম্ভোগ করা বৈধ হয়ে যায়।

বিবাহের হুকুম

১. যার যৌন ক্ষুধা রয়েছে এবং যেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় নেই তার জন্য বিবাহ করা সুন্নত; কারণ এর মাঝে রয়েছে নর-নারী ও উম্মতের অনেক উপকার।

২. যে ব্যক্তি বিবাহ্ না করলে যেনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার প্রতি বিবাহ্ করা ওয়াজিব। নবদম্পতি তাদের বিবাহ্ দ্বারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহর হারামকৃত যেনায় লিপ্ত হওয়া থেকে সংরক্ষণের নিয়ত করবে। এর ফলে তাদের মধুর মিলন সদকায় পরিণত হবে।

বিবাহ্ জায়েয হওয়ার রহস্য

১. বিবাহ্ এমন একটি কাজ যা দ্বারা সৎ পরিবেশ ও সুন্দর সমাজ গঠন এবং পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে সাহায্য করে। আর জীবনকে পূত-পবিত্র রাখে ও হারামে পতিত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করে। এটি এক বাসস্থান ও প্রশান্তি। এর দ্বারা সৃষ্টি হয় ভালোবাসা, প্রণয়, মিল-মহব্বত ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রসারিত হয় প্রফুল্লতা।

২. বিবাহ্ হচ্ছে : সন্তান জন্মের সর্বোত্তম পন্থা এবং বংশকুল সংরক্ষণের পাশাপাশি বংশ বিস্তার করার জায়েয পদ্ধতি। এর দ্বারা জন্ম নেয় আপোষের মাঝে পরিচিতি, সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব।

৩. বিবাহ্ হচ্ছে– যৌন চাহিদা মেটানোর এক উত্তমপন্থা এবং হরেক রকমের রোগ-বালা থেকে নিরাপদে থেকে যৌন চাহিদা পূরণ করার একমাত্র হালাল পন্থা।

৪. বিবাহের দ্বারা সৎ পরিবার গঠন হয়, যা সুন্দর সমাজের জন্য একটি ভাল বীজ স্বরূপ। স্বামী কষ্ট করে আয় উপার্জন করে, খরচ ও ভরণ পোষণ করে

www.pathagar.com

আর স্ত্রী সন্তানদের লালন-পালন করে এবং সংসার পরিচালনা ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্বারা সুসংগঠিত হয় সমাজের অবস্থা।

৫. বিবাহ দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বভাব পরিতৃপ্তি হয় যা সন্তানদের উপস্থিতিতে বেড়ে যায়।

একাধিক বিবাহ জায়েয হওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা একজন পুরুষের জন্যে সর্বোচ্চ চারজন মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয করেছেন এর অতিরিক্ত চলবে না। কিন্তু শর্ত হলো তার দৈহিক, অর্থনৈতিক ও তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একাধিক বিবাহের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উপকার। যেমন : লজ্জাস্থানের হেফাজত, যাদের বিবাহ করবে তাদেরকে পূত-পবিত্র রাখা এবং তাদের প্রতি ইহসান করা। এ ছাড়া বংশের বিস্তার লাভ, যার দ্বারা উম্মতের সংখ্যা এবং আল্লাহর ইবাদতকারীদের সংখ্যা বাড়ে। অতএব, যদি ভয় করে যে, তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীকে বিবাহ করবে অথবা দাসী গ্রহণ করবে। আর দাসীর জন্য পৃথক কোন দিন ভাগ করা ওয়াজিব নয়।

১. **আল্লাহ তা'আলার বাণী** : "আর যদি ইয়াতিম মেয়েদের ব্যাপারে যথাযথভাবে তাদের অধিকার পূরণ করতে পারবে না এ ভয় কর, তবে সেসব নারীদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে।" [সূরা নিসা : ৩]

২. প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ একাধিক বিবাহকে যখন হালাল করেছেন তখন অন্য দিকে এটি নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হারাম করে দিয়েছেন। যেমন : দু' বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ ফুফু ও ভাতিজীকে এবং খালা ও ভাগিনীকে; কারণ এর ফলে সৃষ্টি হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও জন্ম নিবে নানা রকমের আপোষে দুশমনি। নিশ্চয় সতীনদের মাঝে ঈর্ষা বড় কঠিন।

বিবাহের শর্তসমূহ : বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো :

* বর-কনের নির্দিষ্টকরণ।
* বর-কনের উভয়ের সন্তুষ্টি।
* অলি ব্যতীত কোন নারীর বিবাহ বৈধ নয়।
* মোহরানা দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হওয়া।

www.pathagar.com

* বর-কনেকে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হওয়া যেমন : দু'জনের বা কোন একজনের মাঝে এমন কিছু পাওয়া, যা বিবাহকে বাধা দেয়। চাই তা বংশের জন্য হোক বা অন্য কোন কারণের জন্য হোক যেমন : দুধ পান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইত্যাদি।

অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত : অভিভাবককে পুরুষ, স্বাধীন, সাবালক (প্রাপ্তবয়স্ক), বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। বর-কনের দ্বীন একই হওয়া শর্ত। নও মুসলিমা নারী যার কোন অভিভাবক নেই তার অভিভাবক দেশের বাদশাহ্ নিজেই বা তাঁর প্রতিনিধি। অভিভাবক মেয়ের বাবা, তিনিই তার বিয়ে দেয়ার সর্বাধিক হকদার। অতঃপর বাবা যার অসিয়ত করবেন। এরপর দাদা। এরপর ছেলে অতঃপর ভাইয়ের পর চাচা। অতঃপর বংশের সবচেয়ে নিকটের আসাবা (আসাবা বলা হয় : নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে।) এরপর দেশের বাদশাহ্।

বিবাহের আক্বদের সময় সাক্ষী রাখার হুকুম : বিয়ের আক্বদের জন্য দু'জন বিবেকবান ও সাবালক এবং ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকা ওয়াজিব। যদি বিবাহের প্রচার হয় এবং তার ওপর দু'জন সাক্ষী রাখা হয় তবে উত্তম। আর যদি দু'জন সাক্ষী ব্যতীতই প্রচার হয় অথবা সাক্ষী রাখা হয় প্রচার ছাড়া তবুও বিবাহ বিশুদ্ধ হবে।

* যখন নিকটের অভিভাবক বাধা দিবে অথবা অভিভাবক যোগ্য না কিংবা অনুপস্থিত থাকবে যার সাক্ষাৎ কষ্ট ব্যতীত অসম্ভব, এমন অবস্থায় তার পরের স্তরের অভিভাবক বিবাহ দিবেন।

* **অভিভাবক ব্যতীত বিবাহের হুকুম :** অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ্ বাতিল। বিচারকের নিকট তার বিয়ে বিচ্ছেদ অথবা স্বামী থেকে তালাক করানো ওয়াজিব। আর যদি বাতিল বিয়ের দ্বারা সহবাস হয় তবে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বৈধ করার জন্য মহরে মেছাল দিতে হবে।

বিবাহতে কুফু তথা উপযুক্ততা : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপযুক্ত হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত হলো : দ্বীন ও স্বাধীনতা। অতএব, অভিভাবক যদি সতী-সাধ্বী মেয়ের কোন ফাজের তথা পাপিষ্ঠ-লম্পটের সাথে কিংবা স্বাধীন মহিলাকে কোন দাসের সাথে বিবাহ দেয়, তবে বিয়ে বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু মহিলার জন্য অধিকার রয়েছে বিবাহ বন্ধনে অটুট থাকা অথবা বিয়ে বিচ্ছেদ করা।

বিবাহের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যা করণীয় : যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য মুস্তাহাব হলো: একাকী নির্জনতা ছাড়াই মেয়ের এমন কিছু অংশ দেখা যা তাকে বিবাহের জন্য আকৃষ্ট করে। তার সঙ্গে মুসাফাহ্ করবে না এবং দেহের কোন অংশ স্পর্শ করবে না ও তার যা দেখবে তা কোথাও প্রকাশও করবে না। নারীও তার প্রস্তাবদাতাকে দেখবে। আর যদি নিজে দেখা অসম্ভব হয় তবে বিশ্বস্ত কোন নারীকে দেখার জন্য প্রেরণ করবে, সে দেখে এসে তার বিবরণ দিবে।

www.pathagar.com

* কোন নারী স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করলে সর্বশেষ স্বামীই শেষ বিচার দিবসে স্বামী হিসেবে পাবে।

অন্য ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয়ার বিধান : প্রস্তাব বা অন্য কোন বিষয়ে ছবি দেয়া-নেয়া হারাম। আর পুরুষের প্রতি হারাম হলো অন্য ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয়া। তবে যদি প্রথমজন ছেড়ে দেয় বা তাকে অনুমতি দেয় কিংবা মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম ব্যক্তিকে না করে দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদি প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয় আর বিবাহ হয়ে যায়, তবে আক্বদ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু সে পাপী হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমান বলে বিবেচিত হবে।

কন্যার অভিভাবকের প্রতি ওয়াজিব হলো : একজন সৎ ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে চেষ্টা-তদবির করা। মেয়ের বা বোনের কোন ভাল ও সৎ ছেলের কাছে বিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করায় কোন অসুবিধা বা দোষের কথা নয়।

ইদ্দত পালনকারিণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার হুকুম : মৃত স্বামী বা তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারী নারীকে সুস্পষ্টভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হারাম। তবে অস্পষ্টভাবে প্রস্তাব দেয়া বৈধ। যেমন: পুরুষ বলবে : আমি তোমার মতোকে চাই। জবাবে মহিলা বলবে : তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না ইত্যাদি।

* তিন তালাকের কম তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দু'ভাবেই প্রস্তাব দেয়া জায়েয। কিন্তু রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারিণীকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যে কোন ভাবেই প্রস্তাব দেয়া হারাম।

মহিলার আক্বদের সময় : পবিত্র ও মাসিক অবস্থায় মহিলার বিবাহের আক্বদ করা বৈধ। কিন্তু মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। আর পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া বৈধ। এর হুকুম পরে আসবে (ইনশাআল্লাহ)।

বিবাহের আক্বদ বিশুদ্ধ হওয়ার রোকন

১. বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার কোন বাধা ছাড়াই (যেমন : দুধ পান ও ভিন্ন দ্বীন ইত্যাদি) বর-কনের অস্তিত্ব থাকা।

২. **ইজাব পাওয়া :** মেয়ের অভিভাবক কিংবা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে এ বলা যে, আমি তোমার সাথে অমুক কন্যার বিবাহ দিলাম কিংবা তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম ইত্যাদি শব্দ বলা।

৩. **কবুল পাওয়া :** স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে বলা : আমি এ বিবাহ কবুল করলাম... ইত্যাদি শব্দ বলা। কাজেই, যখন ইজাব ও কবুল পাওয়া যাবে, তখন বিবাহের আক্বদ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

বিবাহ দেয়ার জন্য মহিলাদের অনুমতি নেয়ার হুকুম : মেয়ে কুমারী হোক বা বিবাহিতা হোক তার অভিভাবকের প্রতি ওয়াজিব হলো : বিবাহ দেয়ার আগে তার অনুমতি গ্রহণ করা। মেয়ে যাকে ঘৃণা করে তার সঙ্গে বিয়ের জন্য তাকে বাধ্য করা বৈধ নয়। যদি তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত তার বিবাহ দেয় তবে তার বিয়ের আকদ বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করে : "বিবাহিতা মহিলার নির্দেশ তলব ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া চলবে না এবং কুমারী মহিলার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না।" তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন : কুমারীর অনুমতি আবার কীভাবে? তিনি (রা) বললেন: "তার চুপ থাকাই অনুমতি।" (বুখারী : হাদীস নং ৫১৩৬, মুসলিম : হাদীস নং ১৪১৯)

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ (رضـ) : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

২. খানসা বিনতে খেযাম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একজন বিবাহিতা মহিলা ছিলেন। তার বাবা তার অনুমতি ব্যতীতই বিবাহ দেন। আর তিনি এ বিবাহকে অপছন্দ করেন। ফলে নবী করীম ﷺ-এর নিকটে আগমন করলে তিনি ﷺ তার বিবাহকে বাতিল করে দেন।" (বুখারী : হাদীস নং ৫১৩৮)

* নয় বছরের কম বয়সের মেয়ের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীতই তার জন্য উপযুক্ত ছেলের সাথে বিবাহ দেয়া বাবার জন্য বৈধ।

* বিবাহের প্রস্তাবের আংটির নামে পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা চলবে না; কারণ এটি শরিয়তে হারাম ও কাফেরদের সাথে সদৃশ।

বিবাহের খুৎবা পাঠ করার হুকুম : আক্বদকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো : আক্বদের পূর্বে খুৎবায়ে হাজাত পাঠ করা। যেমন :খুৎবাতুল জুমু'আয় উল্লেখ হয়েছে। এটি বিবাহ ও অন্যান্য খুৎবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা হলো "ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতাঈনুহূ --------।" অতঃপর খুৎবায় উল্লেখিত আয়াতগুলো পাঠ করবেন। এরপর তাদের মাঝে আক্বদ তথা বন্ধন করে দিবেন এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী রাখবেন।

www.pathagar.com

ফাতিমা (রা)-এর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুৎবা

ফাতিমা (রা)-এর বিয়ের খুতবা : ফাতিমা ও আলী (রা)-এর বিয়েতে প্রদত্ত নবী করীম ﷺ-এর খুতবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهِ، اَلْمَعْبُوْدُ بِقُدْرَتِهِ، اَلْمَرْهُوْبُ مِنْ عَذَابِهِ، اَلْمَرْغُوْبُ فِيْمَا عِنْدَهُ، اَلنَّافِذُ اَمْرُهُ فِىْ سَمَائِهِ وَاَرْضِهِ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، وَمَيَّزَهُمْ بِاَحْكَامِهِ، وَاَعَزَّهُمْ بِدِيْنِهِ، وَاَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ الْمُصَاهِرَةَ لاَحِقًا، وَاَمْرًا مُفْتَرِضًا، وَوَشَّجَ بِهِ الْاَرْحَامَ، وَاَلْزَمَهُ الْاَنَامَ، قَالَ تَبَارَكَ اِسْمُهُ، وَتَعَالٰى ذِكْرُهُ : وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا فَاَمْرُ اللّٰهِ يَجْرِىْ اِلٰى قَضَائِهِ وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدْرٌ، وَلِكُلِّ قَدْرٍ اَجَلٌ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ - ثُمَّ اِنَّ رَبِّىْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا اِيَّاهُ عَلٰى اَرْبَعِمَائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ، اِنْ رَضِىَ بِذٰلِكَ عَلِىٌّ -

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহের কারণে প্রশংসিত, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে উপাস্য, শাস্তির কারণে ভীতিপ্রদ এবং তাঁর নিকট যা কিছু রয়েছে তার জন্য প্রত্যাশিত। আসমান ও যমীনে তিনি স্বীয় বিধান বাস্তবায়নকারী। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা এ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, তারপর বিধি নিষেধ দ্বারা তাদেরকে পার্থক্য করেছেন, দ্বীনের মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিবাহ ব্যবস্থাকে পরবর্তী বংশ রক্ষার পন্থা এবং একটি অবশ্যকরণীয় কাজ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা রক্ত সম্পর্ককে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা সৃষ্টি জগতের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন।

(জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-৩/৩৪৪)

www.pathagar.com

যাঁর নাম অতি বরকতময় এবং যাঁর স্মরণ সুমহান, তিনি বলেছেন : তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার প্রতিপালক সবকিছু করতে সক্ষম। অতএব আল্লাহর নির্দেশ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেকটি চূড়ান্ত পরিণতির একটি নির্ধারিত সময় আছে। আর প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময়ের একটি শেষ আছে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বিলীন করেন এবং স্থির রাখেন। আর মূল গ্রন্থ তাঁর নিকটই রয়েছে।'

অতঃপর, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আলীর সাথে ফাতিমার বিয়ে দিই। আর আমি তাঁকে চার শত মিছকাল' রূপার বিনিময়ে তার সাথে বিয়ে দিয়েছি- যদি এতে আলী সন্তুষ্ট থাকে।'

নবী করীম ﷺ-এর খুতবার পর তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী বর আলী (রা) ছোট্ট একটি খুতবা দেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং রাসূলের প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন–

"আমাদের এ মজলিশ, আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর বিয়ে হলো, আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন এবং যে বিষয়ে অনুমতি দান করেছেন। এ যে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমার সাথে আমাকে চার শত আশি দিরহাম মোহরের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব আপনারা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

(প্রাগুক্ত-৩/৩৪৫)

এভাবে অতি সাধারণ ও সাধারণভাবে আলীর সাথে রাসূলের কন্যা ফাতিমাতুয যোহরার বিয়ে সম্পন্ন হয়। অন্য কথায় ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ও গৌরবময় বৈবাহিক সম্পর্কটি স্থাপিত হয়।

স্ত্রী নির্বাচন : যে ব্যক্তি বিবাহ করতে ইচ্ছুক তার জন্য স্নেহময়ী, ঘন ঘন সন্তান দেয় এমন, কুমারী, দ্বীনদার ও সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "মহিলাদেরকে চারটি জিনিসের জন্য বিবাহ করা হয়। (এক) সম্পদের জন্য। (দুই) বংশ-বুনিয়াদের জন্য। (তিন) সৌন্দর্যের জন্য। (চার)

www.pathagar.com

দ্বীনের জন্য। অতএব, দ্বীনদারকেই প্রধান্য দাও। তোমার হাত ধূসরিত (কল্যাণজনক) হোক।" (বুখারী : হাদীস নং ৫০৯০ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ১৪৬৬)

বিবাহের শুভেচ্ছা বিনিময়ের হুকুম : বিবাহের শুভেচ্ছা জানানো মুস্তাহাব।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ قَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ নবদম্পতিকে দু'আ করার সময় বলতেন : "বারাকাল্লাহু লাকুম, ওয়া বারাকা 'আলাইকুম, ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর।" আল্লাহ তোমাদের জন্য ও তোমাদের প্রতি বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের মাঝে কল্যাণময় সুসম্পর্ক করে দিন।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ : হাদীস নং ২১৩০, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ১৯০৫)

* আক্বদের পরে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে এবং নির্জনে হওয়া ও উপভোগ করা জায়েয; কারণ সে এখন তার স্ত্রী। কিন্তু এ সবই প্রস্তাবের পরে ও আক্বদের আগে হারাম।

সর্বোত্তম মহিলা : সর্বোত্তম নারী হলো সেই সতী সাধবী নারী যার প্রতি তার স্বামী তাকালে মনে আনন্দ পায়, আদেশ করলে তার আনুগত্য লাভ করে। আর স্বামীর বিপরীত চলে না এবং তার নিজের ও সম্পদের বিষয়ে স্বামী ও তাঁর রাসূল যা ঘৃণা করে তা করে না। তার প্রতি আল্লাহর যা আদেশ তা পালন করে এবং যা নিষেধ তা থেকে বিরত থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :"সমস্ত পৃথিবীর পুরোটাই উপকারী বস্তু আর দুনিয়ার সর্বোত্তম উপকারী বস্তু হচ্ছে সৎ স্ত্রী।" (মুসলিম : হাদীস নং ১৪৬৭)

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের উদ্দেশ্য : সহবাসের উদ্দেশ্য তিনটি–

১. বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা হেফাযত করুন।

২. যে পানি আটকিয়ে রাখলে ক্ষতিসাধান হয় তা বেরকরণ।

৩. এ ছাড়া যৌন ক্ষুধা পূরণ এবং আল্লাহর দেয়া নেআমত দ্বারা স্বাধ ও তৃপ্তি লাভকরণ। আর শেষেরটি শুধুমাত্র জান্নাতে হবে এবং পূর্ণতার চরম শিখরে পৌছবে।

www.pathagar.com

৪১. স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত হুকুম আহকাম ও বাসর ঘরে স্ত্রীর করণীয় ও বর্জনীয়

১. স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট বাসর ঘরে প্রবেশ করবে তখন স্ত্রীর প্রতি সদয়, সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করবে। তার মাথায় হাত রেখে বিসমিল্লাহ বলবে ও বরকতের জন্য দোয়া করবে। অত:পর বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া মিন শাররি মা জাবালতাহা আলাইহ্।"

(হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৬০; ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২২৫২)

২. স্বামী-স্ত্রী উভয় একসাথে সালাত আদায় করা : আর মুস্তাহাব কাজ হলো যে, তারা উভয়ে এক সাথে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে। কেননা এটা সালাফ থেকে বর্ণিত আছে। আর এ বিষয়ে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে।

৩. সহবাসের সময় পঠিত দোয়া : স্বামী-স্ত্রী যখন সহবাস করবে তখন তার জন্য এ দোয়া বলা আবশ্যক।

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَاِنْ قَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا؛ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدًا.

মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করুন এবং আমাদেরকে যা দান করবেন শয়তান থেকে তা হেফাজত করুন।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মাঝে সন্তান সৃষ্টি করার ফয়সালা করেন, তাহলে শয়তান তাকে কখনো কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী, ৯/১৮৭)

www.pathagar.com

৪. সহবাস করার পদ্ধতি : স্বামীর জন্য জায়েয হলো, সে তার স্ত্রীর সম্মুখভাগে যে দিক দিয়ে চায় সামনের দিক দিয়ে সহবাস করবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর আলোকে–

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো।" (সূরা আল-বাকারাহ্ : ২২৩)

আর এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। নিম্নে দু'টি উপস্থাপন করা হলো–

৫. স্ত্রীলোকের পেছন দিক দিয়ে সহবাস করা হারাম : এ হাদীসগুলো আর পূর্ব আয়াতের অর্থানুযায়ী স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করা হারাম।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো"। আর এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

৬. দুই সহবাসের মাঝে অযু করা : যদি স্বামী-স্ত্রীর সাথে জায়েযকৃত স্থানে সহবাস করে এবং দ্বিতীয়বার সহবাস করার ইচ্ছা করে, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর বাণীর আলোকে সে অযু করবে।

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ. فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءً وَفِي رِوَايَةٍ : وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ ـ

তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পুনরায় তার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সে উভয় সহবাসের মাঝে যেন অযু করে নেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সালাতের অযুর ন্যায় অযু করবে। কেননা তা দ্বিতীয়বারের জন্য অধিক আনন্দদানকারী। (মুসলিম, ১/১৭১; ইবনু আবি শায়বাহ, ১/৫১/২)

৭ দু'সহবাসের মাঝে গোসল অতি উত্তম : রাফের হাদীসের আলোকে অযু থেকে গোসল করা উত্তম।

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهِ وَعِنْدَ هٰذِهِ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ : هٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ـ

www.pathagar.com

নিশ্চয় একদা নবী করীম ﷺ তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন। তিনি এর নিকট গোসল করলেন এবং ওর নিকট গোসল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে একটি গোসলে পরিণত করতে পারলেন না। তিনি বললেন, এটা অধিকতর পরিচ্ছন্ন, অতি উত্তম ও সর্বাধিক পবিত্রতা অর্জনকারী। (আবু দাউদ ও নাসাঈ ইশরাতুন নিসা, ৭৯,১)

৮. একই সাথে স্বামী-স্ত্রীর গোসল : স্বামী-স্ত্রীর জন্য একস্থানে একত্রে গোসল করা জায়েয। যদিও পরস্পরকে দেখে নেয়। আর এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ-

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ অপবিত্র অবস্থায় যদি কিছু খাওয়ার বা ঘুমানের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তাহলো লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং সালাতের অযুর মতো অযু করে নিতেন।

(বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ, ২১৮)

৯. সহবাসের অযুর বিধান : এটা ওয়াজিব নয়; বরং তা ওমর (রা)-এর হাদীসের আলোকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأَ اِنْ شَاءَ.

ওমর (রা) রাসূলে করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যেতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে যদি সে চায় অযু করে নিবে। (ইবনু খুযাইমা, ২৩২)

১০. অযুর পরিবর্তে অপবিত্র ব্যক্তির তায়াম্মুম করা : আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হাদীসের আলোকে তাদের উভয়ের জন্য কখনো অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম জায়েয রয়েছে। তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَجْنَبَ فَاَرَادَ اَنْ يَّنَامَ تَوَضَّأَ، اَوْ تَيَمَّمَ.

রাসূলে করীম ﷺ যখন অপবিত্র হতেন এবং নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন অযু আদায় করে নিতেন বা তায়াম্মুম করতেন। (বায়হাকী ১/২০০)

www.pathagar.com

১১. নিদ্রা যাওয়ার আগে গোসল করা অতি উত্তম : আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস-এর হাদীসের আলোকে নিদ্রা যাওয়ার আগে উভয়ের গোসল করা অতি উত্তম কাজ।

আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, নবী করীম ﷺ অপবিত্র অবস্থায় কিরূপ করতেন? তিনি কি নিদ্রা যাওয়ার আগে গোসল করতেন, না গোসলের আগে নিদ্রা যেতেন? আশেয়া (রা) জবাবে বললেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনো গোসল করতেন তারপর নিদ্রা যেতেন, আবার কখনো অযূ করতেন তারপর নিদ্রা যেতেন। আমি বললাম, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি কর্মে প্রশস্ততা দান করেছেন।

(মুসলিম, ১/১৭১)

১২. হায়েযার সাথে সহবাস করা হারাম : স্ত্রীর হায়েয চলাকালীন তার সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য হারাম। (ফতহুল কাদীর, ১/২০০)

আল্লাহ তা'আলার বাণীর আলোকে–

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আর তারা তোমার নিকট হায়েয বা ঋতু প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে। তাহলে বলে দাও এটা অশুচি বা কষ্ট। কাজেই তোমরা হায়েয চলাকালীন সময় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন তারা ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের নিকট যাও যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে তাদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা-আল-বাকারাহ ২২২)

১৩. হায়েয চলাকালীন সহবাস করলে তার কাফফারা : যার মনে চাহিদা অগ্রাধিকার পাবে অতঃপর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার আগেই ঋতুবর্তীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় তবে তার ওপর ওয়াজিব যে, সে ইংরেজি প্রায় অর্ধ পাউন্ড অথবা এক-চতুর্থাংশ পাউন্ড স্বর্ণ সদকা করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الَّذِىْ يَأْتِىْ امْرَأَتَهْ وَهِىَ حَائِضٌ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ.

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে রাসূলে করীম ﷺ ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, সে এক দীনার স্বর্ণ মুদ্রা বা অর্ধ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা সাদকা আদায় করবে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

১৪. স্বামীর জন্য হায়েযার সাথে যে সব কাজ জায়েয : স্বামীর জন্য ঋতুবর্তীর গুপ্তাঙ্গ ছাড়া সব কিছুর সাথে আনন্দ উপভোগ করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে অনেক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

১৫. যখন স্ত্রী পবিত্র হবে তখন তার সাথে সহবাস করা জায়েয : স্ত্রী যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে এবং রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে তখন কেবল রক্তের স্থানকে ধৌত করার পর অথবা অযু করার পর অথবা গোসল করার পর তার সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য জায়েয। অর্থাৎ কোন একটি করলেই তার সাথে সহবাস করা জায়েয। (ইবনে হাযম, ১০/৮১)

পূর্বে বর্ণিত আল্লাহর বাণীর আলোকে–

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

তারা যখন পবিত্রতা হাসিল করবে তখন তোমরা তাদের নিকট যাও যেভাবে তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীদেরকে ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আল-বাকারাহ : ২২২)

১৬. আযলের বৈধতা : স্বামীর জন্য জায়েয হলো, সে তার বীর্যকে তার স্ত্রী থেকে দূরে ফেলবে অর্থাৎ আযল করবে। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস রয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ، وَفِىْ رِوَايَةٍ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কুরআন নাযিল অবস্থায় আমরা আযল করতাম) অর্থাৎ, সহবাসের সময় আমাদের বীর্যকে স্ত্রীদের থেকে দূরে ফেলতাম।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় আযল করতাম, অতঃপর এই সংবাদটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছল, তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি।

(বুখারী, ৯/২৫০; মুসলিম, ৪/১৬০)

www.pathagar.com

১৭. আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম কাজ : কিছু কিছু কারণে আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম। প্রথমত, স্ত্রী আনন্দে ঘাটতি আসে, প্রকারান্তে নারীকে কষ্ট দেয়া হয়। আর সে যদি তার উপর মতপোষণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী কারণটি দ্রষ্টব্য। আর তা হলো, দ্বিতীয়ত, নিশ্চয় আযল করলে বিবাহের কতিপয় উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। আর তা হলো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের বংশধর বৃদ্ধি বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে রাসূলে করীম ﷺ-এর বাণী–

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ–

তোমরা স্নেহপরায়ণা ও অধিক সন্তান দানকারী নারীকে বিবাহ কর। কেননা আমি তোমাদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে গর্ববোধ করব। (আবূ দাউদ, ১/৩২০; নাসাঈ, ২/৭১)

এ কারণে রাসূলে করীম ﷺ তাকে গোপন হত্যার সাথে গুণ বর্ণনা করেছেন, যখন তারা রাসূলে করীম ﷺ-কে আযল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তিনি বললেন–

ذٰلِكَ الْوَاْدُ الْخَفِىُّ

এটা হলো গোপন জীবজন্তু হত্যা। (মুসলিম, ৪/১৬১; বাইহাকী, ৭/২৩১)

১৮. উভয়ে বিবাহের দ্বারা কি ইচ্ছা করবে : উভয়ের জন্য উচিত যে, তারা বিবাহের মাধ্যমে তাদের আত্মাদ্বয়কে পবিত্র রাখা এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা করা। কেননা, তাদের উভয়ের মিলনকে সাদকারূপে লেখা হয়। আবু যার (রা)-এর হাদীস তার প্রমাণ–

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদশালীরা যাবতীয় নেকী নিয়ে গেছে। তারা সালাত আদায় করে আমরা যেমন আদায় করি এবং আমরা যেমন সিয়াম-সাধনা করি তারাও তেমনি সিয়াম সাধনা করে এবং তারা অতিরিক্ত মাল দ্বারা সদকা করে। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের জন্য এমন কিছু করেননি যা দ্বারা তোমরা সদকা করবে? নিশ্চয় প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ)-তে সদকাহ রয়েছে, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) এ সদকা রয়েছে, প্রত্যেক তাহলীলে সদকা রয়েছে এবং প্রত্যেক হামদে সদকা রয়েছে, সৎকাজের আদেশ সাদকা, অসৎকাজে বাধা দেওয়া সাদকা এবং তোমাদের প্রত্যেকের যৌনাঙ্গে সাদকা রয়েছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার মনষ্কামনা পূরণ করবে আর এজন্য কি তার নেকী হবে? নবী ﷺ বললেন : তোমরা কি লক্ষ্য করনি, যদি সে তা হারাম কাজে ব্যবহার করত

www.pathagar.com

তাহলে কি তার পাপ হতো না? তাঁরা বলল : হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, অনুরূপ সে যদি তা হালাল কাজে ব্যবহার করে তাহলে তার সওয়াব হবে। তিনি আরও অনেক জিনিসের সদকার কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর বললেন : আর এ সমস্ত থেকে দু'রাক'আত সালাতুয যুহা আদায়ে সওয়াবে অধিক পাওয়া যাবে।
(মুসলিম, ৩/৮২)

১৯. বাসর রাতের সকালে করবে : বাসর রাতের সকালে তার জন্য মুস্তাহাব কাজ হল যে, সে তার ঐ সকল আত্মীয়-স্বজনদের নিকট আগমন করবে যারা তার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছে এবং তাদেরকে সালাম দিবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে। আর তাদের সাথে আদর্শের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

আনাস বিন মালিক (রা)-এর হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে–

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ بَنٰى بِزَيْنَبَ، فَاَشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، وَدَعَا لَهُنَّ، وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ وَدَعَوْنَ لَهُ، فَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ صَبِيْحَةَ بِنَائِهِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়নাবের সাথে যেদিন রাসূলে করীম ﷺ বাসর করলেন, সেদিন ওলীমা করলেন। মুসলমানদের তিনি রুটি ও গোশত পরিতৃপ্ত সহকারে আহার করালেন। অতঃপর উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নিকট গমন করলেন এবং সালাম দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করলেন। আর তারাও তাঁকে সালাম দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তিনি এসব বাসর রাতের সকালে করতেন। (ইবনু সা'দ, ৮/১০৭; নাসাঈ, ৬৬/২)

২০. বাড়িতে গোসলখানা নির্মাণ করা ওয়াজিব : স্বামী-স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব যে, তারা বাড়িতে গোসলখানা নির্মাণ করবে। আর বাজারের হাম্মামে স্ত্রীকে প্রবেশ করার অনুমতি থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এটা হারাম। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে :

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে হাম্মাম বা গোসলখানা প্রবেশ না করায় এবং যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে তার স্ত্রীকে যেন লুঙ্গী ব্যতীত হাম্মামে প্রবেশ না করায় এবং যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী সে যেন এমন দস্তরখানায় না বসে যেখানে মদ আপ্যায়ন করা হয়। (হাকিম, ৪/২৮৮; তিরমিযী, আহমদ, ৩/৩৩৯)

www.pathagar.com

২১. উপভোগের গোপনসমূহ প্রকাশ করা হারাম : সহবাস বিষয়ক যাবতীয় গোপনসমূহ প্রকাশ করা উভয়ের জন্য হারাম। এ বিষয়ে দু'টি হাদীস রয়েছে : রাসূলে করীম ﷺ-এর বাণী–

مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِىْ اِلَى امْرَاَتِهِ، وَتَفْضِىْ اِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا-

শেষ বিচার দিবসে আল্লাহর নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঐ ব্যক্তি এবং ঐ নারী নিকৃষ্ট, যারা উভয়ে মেলামেশা করে, অতঃপর মানুষের নিকট তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে। (ইবনু আবী শায়বাহ, ৭/৬৭/১; ইমাম মুসলিম, ৪/১৫৭)

৪২. বিবাহ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধিবিধান

১. ওলিমা (বৌভাত) বা বিবাহ উপলক্ষে খাবারের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। অবশ্যই সহবাসের পর ওলিমা (বৌভাত) করতে হবে। আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে ওলিমার ক্ষেত্রে রাসূলে করীম ﷺ-এর আদেশের কারণে, যা সামনে আসছে এবং বুরাইদা বিন হুসাইব-এর হাদীসের বাস্তব দলীল।

বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যখন ফাতিমা (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "অবশ্যই নববধূর জন্য ওলিমা বা বৌভাতের আয়োজন করতে হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, সা'দ বললেন, আমার একটি মেষ বা ভেড়া আছে, অমুক ব্যক্তি বলল : আমার ভুট্টার অমুক অমুক বস্তু আছে। অন্য বর্ণনায় আছে। আনসারদের ভূট্টার পিশা ছাতু তার ওলীমার বৌভাতের জন্য জমা করলেন। (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩৫৯; ত্ববরানী, ১/১১২/১)

২. ওলীমার সুন্নাত বিষয়াদি : বৌভাতের আয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়াদির প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক।

প্রথম বিষয় : সহবাসের পর তিন দিন পর্যন্ত ওলীমা বা বৌভাতের স্থায়ীত্ব থাকবে। কেননা, এটা নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : بَنَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِامْرَاَةٍ، فَاَرْسَلَنِىْ ، فَدَعَوْتُ رِجَالًا عَلَى الطَّعَامِ-

www.pathagar.com

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ এক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলেন। অতঃপর আমাকে সাহাবাদের নিকট পাঠালেন। আমি কতিপয় সাহাবীকে ওলীমা বা বৌভাত খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলাম।

(বুখারী, ৯/১৮৯-১৯৪; বাইহাকী, ৭/২৬০)

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে আরও বর্ণিত হাদীস আছে

وَعَنْهُ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيْمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ-

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাফিয়্যাকে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ হিসেবে তার মোহর নির্ধারণ করলেন এবং তিনদিন পর্যন্ত ওলীমা (বৌভাত) খাওয়ালেন। (বুখারী, ৭/৩৮৭; ফতহুলকাবীর, ৯/১৯৯)

দ্বিতীয় বিষয় : ওলীমার জন্য সৎব্যক্তিদের যেন দাওয়াত দেয়া হয়। চাই তারা গরীব হোক বা ধনী হোক। নবী করীম ﷺ-এর বাণীর ভিত্তিতে বলা যায়–

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ.

তুমি কেবলমাত্র ঈমানদার ব্যক্তির সাথী হবে, আর তোমার খাবার খাবে কেবলমাত্র পরহেযগারী ব্যক্তি। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, ৩/৩৮)

৩. গোশত ব্যতীত ওলীমা করা জায়েয : যে কোন সাধারণ খাবার দ্বারা ওলীমা অনুষ্ঠান পালন করা জায়েয আছে। যদিও তাতে গোশতের কোন ব্যবস্থা না থাকে।

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "মদীনা ও খায়বারের মাঝখানে নবী করীম ﷺ তিনদিন অবস্থান করলেন, তখন তাঁর জন্য বিবি সফীয়াকে দিয়ে বাসর ঘর নির্মাণ হয়েছিল। আমি মুসলমানদেরকে তার ওলীমাতে (বৌভাতের) দাওয়াত দিলাম। সে ওলীমাতে রুটি এবং গোশত ছিল না। চামড়ার দস্তরখানে যা একত্র করতে বলেছিলেন তা ছাড়া। তা আমি বিছিয়ে ছিলাম। (অপর বর্ণনায় আছে, আমি একটু সমতল স্থান খুঁজলাম, একটি চামড়ার দস্তখান আনা হল আর তা আমি সে সমতল ভূমিতে রাখলাম, জনগণ তাতে খেজুর, ঘি ফেলল (অতঃপর মানুষ তৃপ্তি করে আহার করল)।

(বুখারী, ৭/৩৮৭; মুসলিম, ৪/১৪৭)

৪ ধনীদের নিজস্ব মাল দ্বারা ওলীমাতে অংশগ্রহণ করা : ওলীমা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণ তাদের মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করা মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

সফীয়ার সাথে রাসূলে করীম ﷺ-এর বিবাহের ঘটনা সংক্রান্ত আনাস বিন মালেকের হাদীস দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়,

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী সফীয়া এর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন তিনি রাস্তায় ছিলেন সফীয়াহকে তার জন্য উম্মু সুলাইম প্রস্তুত করলেন অর্থাৎ সাজালেন এবং তাঁকে রাতে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। নবী করীম ﷺ বাসর ঘরেই সকাল অতিবাহিত করলেন। এরপর তিনি বললেন, যার নিকট কিছু খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অপর এক বর্ণনায় আছে– যার নিকট অতিরিক্ত খাবার মজুদ আছে সে যেন তা আমাদের নিকট নিয়ে আসে। আনাস (রা) বিন মালেক বলেন, তিনি একটি দস্তরখানা বিছালেন। তখন কেউ কেউ পনির নিয়ে আসল, কেউ কেউ খেজুর নিয়ে আসল, আবার কেউ ঘি নিয়ে আসল। সব দিয়ে তারা হাইস (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত খাবার) বানালো। (তারা সে হাইস আহার করতে লাগল এবং তাদের পাশের বৃষ্টির পানি হাউজ থেকে পান করতে লাগলেন) আর এটাই ছিল রাসূলে করীম ﷺ-এর ওলীমা। (বুখারী, মুসলিম ও আহমদ, ৩/১০৩, ১৯৫)

৫. কেবল ধনীদেরকে ওলীমায় (বৌভাতে) দাওয়াত দেয়া হারাম : গরীব মানুষ বাদ দিয়ে কেবল দেখে দেখে ধনীদেরকে ওলীমায় (বৌভাতে) দাওয়াত দেয়া নাজায়েয। নবী করীম ﷺ-এর বাণী–

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

"খাবারের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার হচ্ছে ঐ ওলীমার খাবার– যাতে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং তাতে দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করা হয়। আর ওলীমার দাওয়াত যে কবুল করল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করল।" (মুসলিম, ৪/১৫৪; বায়হাকী, ৭/২৬২)

৬. ওলীমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব : যাকে ওলীমাতে (বৌভাতে) দাওয়াত দেয়া হবে তার ওলীমা অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

فُكُّوا الْعَانِيْ، وَأَجِيْبُوا الدَّاعِيْ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ.

তোমরা দাস মুক্ত (আযাদ) করো। আমন্ত্রণকারীর (দাওয়াত দানকারী) আমন্ত্রণে সাড়া দাও এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও। (বুখারী, ৯/১৯৮)

www.pathagar.com

যদি তোমাদের কাউকে ওলীমাতে দাওয়াত দেয়া হয় সে যেন তাতে হাজির থাকে (চাই বিবাহ অনুষ্ঠান হোক বা অন্য কোন অনুষ্ঠান) যে ব্যক্তি দাওয়াতে হাজির থাকবে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যকারী হল।

(বুখারী, ৯/১৯৮; মুসলিম, ৪/১৫২)

৭. রোযাদার হলেও দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে হবে : রোযাদার হলেও দাওয়াতে যাওয়া আবশ্যক। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যখন তোমাদের কাউকে কোন খাবারের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে হাজির হয়। যদি রোযাদার না হয় তাহলে যেন আহার করে। আর যদি রোযাদার হয় তাহলে যেন দোয়া করে।

(মুসলিম, ৪/১৫৩; নাসাঈ, ৬৩/২; আহমদ, ২/৫০৭; বায়হাকী, ৭/২৬৩)

৮. মেহমানের জন্য ইফতারের আয়োজন করা : দাওয়াতকৃত ব্যক্তি যে কোন নফল রোযা রাখলে ইফতার করতে পারে। বিশেষ করে যখন মেযবান পীড়াপীড়ি বা অনুনয় করে তখন রোযা ভাঙ্গা জায়েয। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ.

যদি তোমাদের কাউকে কোন খাবারের দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে সে যেন তাতে উপস্থিত হয়। যদি ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করবে, আর যদি ইচ্ছা না হয় খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম, আহমদ, ৩/৩৯২)

৯. নফল রোযা কাযা করা ওয়াজিব : যদি কেউ দাওয়াত খাওয়া বা অন্য কোনো কারণে নফল রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে পরবর্তীতে এর কাযা করা ওয়াজিব।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম। এরপর তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ আমার নিকট আসলেন। যখন তিনি খাবারে হাত রাখলেন। তখন দলের একজন বলল, আমি রোযাদার। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের ভাই তোমাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য পরিশ্রম করেছেন। এরপর রাসূলে করীম ﷺ তাকে বললেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল এবং পরিবর্তে একদিন রোযা রেখে নিও। উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে ওলামায়ে করামের ঐক্যমতে এর কাযা করা ওয়াজিব। (বায়হাকী, ৪/২৭৯; ফাতহুলবারী, ৪/১৭০)

১০. যে দাওয়াতে গুনাহের কাজ হয় তাতে হাজির না হওয়া : ঐ দাওয়াতে হাজির হওয়া অবৈধ যা গুনাহের ও অবাধ্যচারিতার সাথে জড়িত। যদি সেটাকে অপছন্দ করে এবং তা প্রতিহত করার ইচ্ছা থেকে থাকে তাহলে যেতে বাধা নেই। যদি সম্ভব হয় সে গুনাহের কাজ বিদূরিত করতে চেষ্টা করবে। যদি না পারো তাহলে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে।

www.pathagar.com

১১. যে ব্যক্তি দাওয়াতে হাজির হবে তার জন্য যা করা মুস্তাহাব : যে ব্যক্তি দাওয়াতে হাজির হবে তার জন্য দু'টি কাজ করা মুস্তাহাব।

প্রথম কাজ : দাওয়াতকারীর জন্য খাওয়া শেষে দোয়া করা যা নবী করীম ﷺ থেকে প্রচলন হয়ে এসেছে তাহলে দোয়া করা।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِسْرٍ اَنَّ اَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَدَعَاهُ، فَاَجَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ.

আব্দুল্লাহ ইবনে বিসর থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা নবী করীম ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন এবং তাকে দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন। অতঃপর খাওয়া শেষ করে বললেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ – وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ.

হে আল্লাহ! তাদেরকে মাফ কর, তাদেরকে রহম কর। তাদের যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকত দান কর। (মুসলিম, ৬/১২২; আবু দাউদ, ২/১৩৫; তিরমিযী, ৪/২৮১)

১২. নববধূ অন্যান্য পুরুষদের সেবা করতে পারবে : নববধূ নিজেই দাওয়াতকৃত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের খিদমত করতে পারবে, এতে কোন অসুবিধা নেই। যখন সে পর্দানশীলা ও ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যা সাহাল বিন সা'দ এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا عَرَّسَ اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعَدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ. فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتْهُ لَهٗ فَسَقَتْهُ، تَتْحَفَهُ بِذٰلِكَ. (فَكَانَتْ امْرَاَتُهٗ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعُرُوْسُ)–

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ উসাইদ আস সায়াদী বিবাহ করলেন, তখন তিনি নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদের জন্য কোন খাবার প্রস্তুত করলেন না এবং তাদের নিকট তিনি কিছু এগিয়ে দিলেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী উম্মু উসাইদ যা কিছু করলেন। তিনি রাতে পাথরের এক পাত্রে খেজুর ভিজিয়ে ছিলেন। যখন নবী করীম ﷺ খাওয়া সমাপ্ত করলেন তখন অনুষ্ঠানে নিজ হাতে তিনি তাঁকে

www.pathagar.com

আপ্যায়ন করেন এবং তিনি তাঁকে পান করান। (তার স্ত্রী উম্মু উসাইদ সেদিন তাদের সেবিকা ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন নববধূ)।

(বুখারী, ৯/২০০, ২০৫, ২০৬; মুসলিম, ৬/১০৩; ইবনু মাজাহ, ৫৯০-৫৯১)

১৩. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান করা ও দফ বাজানো : কেবলমাত্র দফ বা তবলা বাজিয়ে বিবাহের ঘোষণা করার জন্য নারীদেরকে অনুমতি দেয়া জায়েয এবং ঐ সব গান করা জায়েয যাতে সৌন্দর্যের বর্ণনা ও নির্লজ্জকর কোন কথা নেই। এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে।

১৪. শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকা : শরীয়ত পরিপন্থী সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে মানুষ সীমালঙ্ঘন করে তা থেকে। আলেমদের চুপ থাকার কারণে অনেকেই ধারণা করে এতে কোন অসুবিধা নেই।

৪৩. বিবাহের মোহরানা

মোহরানা : বিবাহের আক্বদের (বন্ধনের) জন্য স্বামীর প্রতি ফরজ বিনিময়।

মোহরানা : ইসলাম নারী জাতির মর্যাদা উচ্চ করেছে। তাদেরকে মালিকানা হওয়ার অধিকার দিয়েছে। আর বিবাহের সময় তাদের জন্য মোহরানাকে ফরজ করে দিয়েছে। মোহরানা তার অধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছে যা দ্বারা পুরুষ তাকে সম্মানিত করে। এটি দ্বারা তার অন্তরে পূর্ণ ভালোবাসা ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভের বিনিময়। এ দ্বারা তার মনে আনন্দ আসে এবং তার প্রতি পুরুষের কর্তৃত্বের ওপর সন্তুষ্টি হাসিল করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।"

[সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-৪]

মোহরানা দেয়ার হুকুম : মোহরানা মহিলার হক-অধিকার যা পুরুষকে তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ বৈধ করার জন্য প্রদান করা তার প্রতি ফরজ। আর তার সন্তুষ্টি ব্যতীত তা থেকে কোন অংশ নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তার ক্ষতি না হলে এবং দরকার না থাকলে শুধুমাত্র বাবার জন্য মোহরানা থেকে গ্রহণ করা বৈধ যদিও সে অনুমতি না দেয়।

www.pathagar.com

মোহরানার পরিমাণ

১. মহিলাদের মোহরানা কম ও সহজ হওয়াটাই সুন্নাত। সর্বোত্তম মহর হলো যা আসান ও আদায়ে সহজ। আর অধিক পরিমাণ মহর কখনো স্বামী স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হওয়ার কারণও হতে পারে। মহর অপচয় ও গর্ব-অহঙ্কারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছলে এবং ঋণের বোঝায় স্বামীর ঘাড় ভারী হলে হারাম।

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رضى) اَنَّهٗ قَالَ : سَاَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهٗ لاَزْوَاجِهٖ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ : اَتَدْرِى مَا النَّشُّ؟ قَالَ :قُلْتُ : لاَ قَالَتْ : نِصْفُ اُوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَزْوَاجِهٖ.

আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। আল্লাহর রাসূলের মোহরানা কত ছিল? তিনি বলেন: রাসূলে করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণের মোহরানা ছিল সাড়ে বারো উকিয়া। ---- যার পরিমাণ হলো পাঁচশত দিরহাম। আর এটি হলো রাসূলে করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণের মোহরানা।"

(মুসলিম হাদীস নং ১৪২৬)

২. রাসূলে করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণের মোহরানা ছিল পাঁচশত দিরহাম (১৩১ ভরি-তোলা তথা ১৫২৭.৪৬ গ্রাম রূপা)। আর তাঁর কন্যাদের মোহরানা ছিল চারশত দিরহাম (১০৫ ভরি-তোলা তথা ১২২৪.৩ গ্রাম রূপা)। আমাদের জন্য রাসূল করীম ﷺ-এর মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা ও আদর্শ।

মোহরানার শ্রেণিভেদ : যে সব জিনিসের মূল্য রয়েছে তা মোহরানা ধার্য করা বিশুদ্ধ যদিও পরিমাণে কম হোক না কেন। মহরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা নেই। যদি স্বামী গরীব হয় তবে স্ত্রীর মহর হিসেবে কোন উপকারী জিনিস করতে পারে। যেমন : কুরআন শিক্ষা অথবা খিদমত ইত্যাদি। পুরুষ তার দাসীকে আযাদ করে তাই মহর নির্ধারণ করতে পারে এবং দাসী স্ত্রীতে পরিণত হবে।

মোহরানা দেয়ার সময় : মোহরানা নগদ করাই ভালো। কিন্তু বাকি করাও বৈধ আছে। অথবা কিছু নগদ আর কিছু বাকি করাও বৈধ। আর যদি আক্বদের সময় মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু স্ত্রীর জন্য মহরে মেছাল ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কমের ওপর ঐক্যমতে সন্তুষ্টি চিত্তে পৌঁছে যায় তবে সহীহ্ হয়ে যাবে।

* যদি কেউ তার কন্যার বিবাহ্ মহরে মেছাল বা তার চেয়ে কম কিংবা বেশি দ্বারা দেয় তবে বিবাহ্ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। মহিলা বিবাহ্ বন্ধনের দ্বারা মোহ্রানার মালিক হয় এবং মহর পূর্ণতা লাভ করে সহ্বাস ও স্বামীর সঙ্গে নির্জনে হলে।

মোহ্রানা নির্ধারণের পূর্বে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার বিধান : বিবাহ্ বন্ধনের পরে এবং সহ্বাসের পূর্বে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে আর মহর নির্ধারণ না হলে স্ত্রীর জন্য তার বংশের মহিলাদের মহরে মেছাল তথা সমপরিমাণ মহর পাবে। আর তার প্রতি ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং মিরাস (উত্তরাধিকারী সম্পত্তি) পাবে।

* বাতিল বিবাহের দ্বারা সহ্বাস করা হলে যেমন : পঞ্চমা স্ত্রী, ইদ্দত পালনকারিণী ও সন্দেহমূলক সহ্বাসকৃতা ইত্যাদির মহরে মেছাল ফরজ।

* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহরের পরিমাণ বা বস্তু নিয়ে মতবিরোধ হলে শপথ করে স্বামীর কথায় গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মহর গ্রহণ করা নিয়ে দু'জনের মাঝে দ্বিমত হয়, তবে কারো প্রমাণ না থাকলে স্ত্রীর কথায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪৪. ঈলা

ঈলা হলো : সঙ্গম করতে সক্ষম এমন স্বামীর আল্লাহ্র নামে বা তাঁর অন্য কোন নাম বা গুণের দ্বারা শপথ করা যে, সে তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে কখনো বা চার মাসের বেশি সময় সঙ্গম করবে না।

ঈলা জায়েয করণের রহস্য : ঈলা দ্বারা স্বামীদের নাফরমান ও অবাধ্য স্ত্রীদেরকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য। তাই স্বামীর জন্য প্রয়োজন অনুপাতে তথা চার মাস বা এর কম ঈলা জায়েয করা হয়েছে। আর এর অতিরিক্তকে হারাম ও জুলুম এবং অন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ এটি স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা ছেড়ে দেয়ার ওপর কসম।

ঈলার সময়সীমা নির্ধারণের রহস্য : জাহেলিয়াতের যুগে পুরুষেরা যদি স্ত্রীকে পছন্দ না করত তাই অন্য কেউ যাতে বিবাহ্ না করতে পারে সে জন্যে স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে শপথ করত যে, সে তার স্ত্রীকে চিরতরে বা এক বছর কিংবা দু'বছর স্পর্শ করবে না। তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত, না স্ত্রী আর না তালাকপ্রাপ্তা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর এক সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলো সর্বোচ্চ চার মাস এবং এর অতিরিক্ত ক্ষতিকর যা বাতিল করে দিয়েছেন।

ঈলা করার পদ্ধতি : যদি কসম করে যে, স্ত্রীর নিকটে কখনো বা চার মাসের বেশি যাবে না তাহলে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর

www.pathagar.com

সাথে সহবাস করে তবে ঈলা শেষ হয়ে যাবে এবং তার প্রতি কসম ভঙ্গের কাফফারা দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। কসম ভঙ্গের কাফফারা হলো : দশজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো অথবা তাদেরকে পোশাক পরানো কিংবা একটি দাস-দাসী আযাদ করা। যদি এগুলো না পারে তবে তিন দিন রোযা রাখা।

আর যদি সহবাস ব্যতীতই চার মাস অতিক্রম হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীকে সহবাস করতে বাধ্য করবে। যদি সহবাস করে তবে স্বামীর ওপর কসম ভঙ্গের কাফফারা ব্যতীত আর কিছুই আবশ্যক হবে না।

আর যদি সহবাস করতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রী তালাক চাইবে। যদি তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে আদালতের বিচারক সাহেব স্ত্রীকে ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্যে স্বামীর প্রতি এক তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য করবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَاءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

"যারা স্বীয় স্ত্রীর নিকট যাবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পারিক মিল-মিশ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর যদি ত্যাগ করার ইচ্ছা করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।" (সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২২৬-২২৭)

* ঈলাকৃতা স্ত্রীর ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার মতো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এর বিবরণ আসবে।

৪৫. জিহার

জিহার : স্ত্রীকে বা তার কোন অঙ্গকে যাকে স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম তার সাথে বা তার কোন অঙ্গের সাথে তুলনা দেয়া। যেমন : স্বামীর কথা– তুমি আমার ওপর আমার মায়ের মতো অথবা তুমি আমার প্রতি আমার বোনের পিঠের ন্যায় ইত্যাদি।

জিহার বাতিলকরণের রহস্য : জাহেলিয়াতের যুগে স্বামী স্ত্রীর প্রতি যে কোন কারণে গোস্বা হলে বলত : তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের ন্যায় আর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত। অতঃপর ইসলাম এসে মহিলাদেরকে এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দান এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল যে, জিহার করা এক নোংরা ও মিথ্যা কথা; কারণ এর কোন ভিত্তি নেই এবং স্ত্রী মা নয়, তাই মায়ের ন্যায় হারাম হবে

www.pathagar.com

না। আর ইসলাম এর বিধানকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে এবং জিহারকৃত স্ত্রীকে ততক্ষণ হারাম করে দিয়েছে যতক্ষণ স্বামী তার ভুলের মাশুল হিসেবে কাফ্ফারা আদায় না করে।

* স্বামী তার স্ত্রীকে জিহার করে তার সাথে সহবাস করতে চাইলে যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ সহবাস করা হারাম।

জিহারের হুকুম

১. আল্লাহ তা'আলা জিহারকে হারাম করে দিয়েছেন এবং জিহারকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۔

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তারা জেনে রাখুক তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা শুধু তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা–৫৮ মুজাদালা : আয়াত-২]

২. কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে জিহার করলে যতক্ষণ জিহারের কাফ্ফারা না আদায় করবে ততক্ষণ তার সাথে সহবাস করা হারাম।

জিহারের কিছু পদ্ধতি

১. বিনা শর্তে জিহার করা যেমন : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো।

২. শর্তের সাথে জিহার করা। যেমন বলা, যখন রমযান মাস আসবে তখন তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের মতো।

৩. কিছু সময়ের জন্য জিহার করা। যেমন : বলা, তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের মতো শা'বান মাসে। যদি শা'বান মাস শেষ হয়ে যায় আর এর মধ্যে সহবাস না করে তবে জিহার শেষ হয়ে যাবে। আর যদি শা'বান মাসে সহবাস করে তবে তার প্রতি জিহারের কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে।

* স্বামী স্ত্রীকে জিহার করলে তার সাথে সহবাসের আগেই কাফফারা আদায় করবে। আর যদি কাফফারা আদায়ের আগে সহবাস করে ফেলে তাহলে পাপী হবে এবং তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ফরজ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

জিহারের কাফফারার বিধান : জিহারের কাফফারা নিম্নের ধারাবাহিকভাবে ওয়াজিব

১. একজন ঈমানদার দাস বা ঈমানদার দাসী আজাদ করা।

২. যদি না পারে তবে একাধারে কোন বিরতি ব্যতীতই দু' মাস রোযা রাখা। আর এর মাঝে যদি দু' ঈদে বা রোগাক্রান্ত ইত্যাদি অবস্থায় রোযা না রাখে তাতে ধারাবাহিকতার বিচ্ছিন্ন ধরা হবে না।

৩. যদি দু' মাস একাধারে রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ষাটজন মিসকীনকে দেশের প্রধান খাবার থেকে খাওয়াবে বা দান করবে। প্রতিটি মিসকীনকে আধা সা'আ (প্রায় এক কেজি ২০ গ্রাম) খাদ্য দান করবে। অথবা ষাটজন মিসকীনকে দুপুরে বা রাত্রে একবার খাবার খাওয়াবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা বলেন–

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

"যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা হলো: একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এর সামর্থ্য নেই, সে পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে একাধিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা মুজাদালা : ৩-৪]

* আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল তাই তো মিসকীন-ফকীরদেরকে আহার করানকে গুনাহের কাফফারা ও পাপ মিটিয়ে দেয়ার মাধ্যম করে দিয়েছেন।

* স্বামী তার স্ত্রীকে বলে : যদি অমুক স্থানে যাও তবে তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের ন্যায়। যদি এর দ্বারা স্ত্রী নিজের ওপর হারাম করা উদ্দেশ্যে হয়, তবে জিহারকারী হবে। তাই যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। আর যদি এর দ্বারা সে কাজটি করতে নিষেধ করা উদ্দেশ্যে হয় হারাম করা না, তবে স্ত্রী হারাম হবে না। কিন্তু স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো কসম ভঙ্গ করার কাফফারা আদায় করা এবং এরপর তার কসম ভঙ্গ করা।

* যদি সকল স্ত্রীকে এক শব্দ দ্বারা জিহার করে, তবে একটি মাত্র কাফফারা জরুরি হবে। আর যদি একাধিক শব্দ দ্বারা তাদের সাথে জিহার করে, তবে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কাফফারা আবশ্যক হবে।

www.pathagar.com

৪৬. লি'আন

(স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে অভিশাপ দেয়া)

লি'আন : লি'আন হলো বিচারক বা তাঁর দায়িত্বশীলের নিকট স্বামীর পক্ষ থেকে আল্লাহর অভিশাপের বদদোয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে আল্লাহর গজবের বদ দোয়াসহ কতগুলো সাক্ষ্য ও কসমের নাম।

লি'আনের বিধান প্রবর্তনের রহস্য : যখন কোন স্বামী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখবে, যার ফলে সমাজে লাঞ্ছিত হচ্ছে অথবা তার পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথবা তার ঔরসে অন্যের সন্তান মিশ্রিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বামী কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারলে এবং ব্যভিচারের অপরাধ কার্যকর করতে না পারলে বা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীকার না করলে, এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি ও সমস্যা সমাধানের জন্যই আল্লাহ তা'আলা লি'আনের বিধান প্রবর্তন করেছেন। তাই উভয়ে পরস্পরকে লা'নত দেয়ার পূর্বে তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদান ও ওয়াজ-নসীহত করা মুস্তাহাব-উত্তম।

* স্বামী (স্ত্রীর অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ) উপস্থাপনের পর যদি আল্লাহর নামে কসম করে বলতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর স্ত্রী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করতে হবে।

অপর ব্যক্তির স্ত্রীকে যেনার অভিযোগের বিধান : কোন ব্যক্তি অপরের স্ত্রী অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দানকারী হিসেবে শাস্তি স্বরূপ ৮০ বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর তওবা ও সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সে ফাসেক বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ج وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ـ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ج فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ـ

"যারা সতী-সাধ্বী মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী হাযির করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না, এরাই হলো ফাসেক বা নাফরমান। কিন্তু

www.pathagar.com

যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" [সূরা নূর : আয়াত-৪-৫]

লি'আনের শর্তসমূহ

১. রাষ্ট্রপ্রতি বা প্রশাসক কিংবা তাদের প্রতিনিধির সম্মুখে প্রাপ্তবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ লি'আন সংঘটিত হতে হবে।

২. লি'আনের আগে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনা-ব্যভিচারের অপবাদ থাকতে হবে।

৩. স্বামীর এ অপবাদকে স্ত্রী অস্বীকার এবং লি'আন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত নিজের মতের ওপর অটল থাকবে।

লি'আনের পদ্ধতি : যখন কোন স্বামী নিজের স্ত্রীকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করবে এবং কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না তখন তাকে (স্বামীকে) মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, তবে লি'আনের মাধ্যমে সে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

লি'আনের পদ্ধতি নিম্নরূপ

১. সর্বপ্রথমে স্বামী চারবার বলবে : "আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার এ স্ত্রীকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করেছি, সে বিষয়ে আমি সত্যবাদী"। স্ত্রী হাযির থাকলে তার দিকে ইঙ্গিত করবে। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্য এর সাথে আরো বাড়িয়ে বলবে :

أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ .

"যদি সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।" [সূরা-২৪ নূর : আয়াত-৭]

২. অতঃপর স্ত্রী চারবার বলবে : "আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ দিয়েছেন তাতে সে মিথ্যাবাদী"। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্যের সাথে আরো বাড়িয়ে বলবে :

أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

"যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর তা'আলার গজব আসবে।" [সূরা-২৪ নূর : আয়াত-৯]

সুন্নাতি নিয়ম : লি'আন আরম্ভ করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রত্যেককে ভয়-ভীতি ও নসীহত মূলক কথা শুনানো, পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় স্বামীর

www.pathagar.com

মুখে হাত রেখে তাকে বলতে হবে "আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির চেয়ে অনেক হালকা; কারণ তোমার সাক্ষ্য সত্য না হলে তোমার জন্য পরকালের শাস্তি আবশ্যক। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও বলতে হবে কিন্তু তার মুখে হাত রাখতে হবে না। আরো সুন্নাতী নিয়ম হলো : রাষ্ট্রপ্রতি বা প্রশাসক কিংবা তাঁদের প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয়ে লি'আন করবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ . وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ . وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ . وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

"আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে : যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।" [সূরা নূর : আয়াত-৬-৯]

লি'আন সম্পন্ন হলে পাঁচটি বিধান কার্যকর হবে

১. স্বামীর ওপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি রহিত হবে।
২. স্ত্রী ব্যভিচারের শাস্তি রজম থেকে মুক্তি পাবে।
৩. উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
৪. উভয়ে পরস্পরের জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে।
৫. যদি কোন সন্তান হয় তাহলে সে সন্তান স্বামী পাবে না; বরং স্ত্রী পাবে।

* লি'আনের কারণে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইদ্দতে থাকাকালীন সময়ে স্ত্রী কোনরূপ ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাবে না।

www.pathagar.com

৪৭. ইদ্দত

ইদ্দত : তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর যে নির্দিষ্ট সময়কাল স্ত্রী অপেক্ষা করে এবং অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকে ঐ সময়কে ইদ্দত বলা হয়।

ইদ্দতের বিধান : বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জন বাস হলে তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হোক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিটি স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ফরজ। যাতে করে সন্তান প্রসব হওয়া অথবা কয়েক হায়েয অতিক্রম হওয়া অথবা কয়েক মাস অতিক্রম করার মাধ্যমে নিজ জরায়ুর সচ্ছতা প্রসঙ্গে জানতে পারে। আর এ বিবাহ বিচ্ছিন্নতা চাই তালাকের মাধ্যমে অথবা খোলা তালাকের দ্বারা অথবা অন্য যেভাবেই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা প্রযোজ্য।

ইদ্দতের বিধান প্রবর্তনের রহস্য

১. জরায়ুর সচ্ছতা প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়া, যাতে বংশে কোন রূপ সংমিশ্রণ না ঘটে।

২. তালাকদাতাকে কিছু সুযোগ দেয়া, যাতে অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে যেমন রাজ'য়ী তালাকে প্রযোজ্য।

৩. বিবাহ পদ্ধতির গুরুত্বারোপ করা হয়; কারণ এটি কতিপয় শর্ত ব্যতীত সংঘটিত হয় না অনুরূপ কিছু অপেক্ষা ও ধৈর্যধারণ ব্যতীত ভঙ্গও হয় না।

৪. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সম্মান প্রদর্শন করা; কারণ এ জীবন সহজেই অন্যের জন্য হয়ে যায় না, কিছু অপেক্ষা ও অবকাশের দরকার হয়।

৫. স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের হেফাজত করা।

অতএব, ইদ্দতে চার প্রকারের হক বা অধিকার রয়েছে : আল্লাহর হক, স্বামীর হক, স্ত্রীর হক ও সন্তানের হক।

ইদ্দতের আহকাম : স্ত্রীর সাথে সহবাসের আগেই যদি তালাক দেয়া হয়, তাহলে তার কোন ইদ্দত নেই। আর যদি মিলনের পরে তালাক দেয়া হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু সহবাসের আগেই বা পরে যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সদাচরণের জন্য চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতেই হবে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর মীরাস পাবে।

www.pathagar.com

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদেরকে বিবাহ কর। অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই, তোমরা তাদেরকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দাও।" [সূরা আহযাব : আয়াত-৪৯]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাদের স্ত্রীদের দায়িত্ব হলো, নিজেকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অতঃপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন নিজেদের প্রসঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। আর তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভালো করেই জানেন।" [সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৪]

ইদ্দত পালনকারী নারীদের প্রকার : এরা ছয় প্রকার–

১. **গর্ভবতী নারী :** স্বামীর মৃত্যু, তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত হলো গর্ভধারিণীর ইদ্দত, যার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস আর সর্বোচ্চ নয় মাস। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاُوْلاَتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ

"গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" [সূরা তালাক : আয়াত-৪]

২. **বিধবা মহিলা :** স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার ইদ্দত। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে চার মাস দশ দিন তার ইদ্দত। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে তার গর্ভবতী হওয়া ও না হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا .

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের দায়িত্ব হলো, নিজেদেরকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা।" [সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৪]

৩. **তালাকপ্রাপ্তা মহিলা** : যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি তালাক ব্যতীত অন্য কোন ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় যেমন : খোলা তালাক, লি'আন ইত্যাদি তাহলে ইদ্দত হলো এক হায়েয।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ .

"আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলা নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত।"
[সূরা বাকারা : ২২৮]

৪. **অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বয়োবৃদ্ধা মহিলা** : যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা শুরু হয়নি তাদের স্বামীর মৃত্যুবরণ ছাড়াই যদি বিবাহ বন্ধন (তালাক, খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে) বিচ্ছিন্ন হয় তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالّٰٓـئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـئِىْ لَمْ يَحِضْنَ .

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাদের প্রসঙ্গে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে।" [সূরা তালাক : আয়াত-৪]

৫. **যে মহিলার হায়েয অজানা কারণে বন্ধ** : তার ইদ্দত হল এক বছর। নয় মাস গর্ভধারণের সময় হিসেবে আর তিন মাস ইদ্দতের জন্য।

৬. **যে মহিলার স্বামী নিখোঁজ** : যদি স্বামীর জীবণ-মরণ প্রসঙ্গে কোন সংবাদ পাওয়া না যায় তাহলে স্ত্রী তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে। অথবা বিচারক সতর্কতামূলক কোন সময় বেঁধে দিবেন। সে সময়ের মধ্যে না

www.pathagar.com

আসলে সময় শেষ হওয়ার পর বিচারক তার মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিবেন। সে দিন থেকে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে।

* তালাকপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর ইদ্দত হল দুই হায়েয পর্যন্ত। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা বৃদ্ধা হয় তাহলে দুই মাস। আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের ইদ্দত

১. কোন ব্যক্তি সহবাস হয়েছে এমন ক্রীতদাসীর মালিক হলে তার জরায়ুর সচ্ছতা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করবে না। যদি গর্ভবতী হয় তাহলে প্রসব পর্যন্ত, হায়েয হলে এক হায়েয পর্যন্ত, বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

২. যে মহিলার যেনা-ব্যভিচার, অশুদ্ধ বিবাহ বা অন্য কোন মাধ্যমে সহবাস হয়েছে, অথবা খোলা (তালাক) হয়েছে, তার ইদ্দত হলো এক হায়েয এর দ্বারা তার জরায়ুর সচ্ছতা জানা যায়। কোন মহিলা রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দতে থাকা অবস্থায় তার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে, উক্ত ইদ্দত বাতিল হয়ে স্বামী মৃত্যুর দিন থেকে (চার মাস দশ দিনের) ইদ্দত আরম্ভ হয়ে যাবে।

শোক পালনের বিধান : যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তার ইদ্দতের পূর্ণ সময়কাল শোক পালন করা আবশ্যক।

শোক পালন হলো : চাকচিক্য বেশভূষণ, চাকচিক্য পোশাক পরিচ্ছেদ, অলংকার, মেহেদী, সুরমা, সুগন্ধি ইত্যাদি যা মহিলার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে এ সব ত্যাগ করা। কোন স্ত্রী যদি এরূপ শোক পালন না করে, তাহলে সে পাপী হবে। আর এ জন্যে তাকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা আবশ্যক।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تُحِلُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ اِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

মহিলা সাহাবী উম্মু আতীয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "কোন মহিলা মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করতে পারবে না। কিন্তু মৃত স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সাদা-সিধা

www.pathagar.com

পোশাক ব্যতীত কোন রঙ্গিন পোশাক পরিধান করবে না। আতর সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার করবে না। তবে হায়েয থেকে পবিত্রতা হাসিলের সময় তুলা ইত্যাদি দ্বারা অল্প সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রাখতে পারবে।"

(বুখারী : হাদীস নং ৫৩৪২ মুসলিম তালাক পর্বে হাদীস নং ৯৩৮)

শোক পালনের সময়সীমা : স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য তিনদিন শোক পালন করা জায়েয রয়েছে। আর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে চারমাস দশদিন যে ইদ্দত পালন করতে হয় মূলত: এটিই শোক পালনের নির্ধারিত সময়। স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত ও শোক পালনের সময়ও শেষ হয়ে যাবে।

ইদ্দত পালনের স্থান

১. স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী স্বামীর গৃহেই ইদ্দত পালন করবে। যদি কোন ভয়-ভীতি ও সমস্যা থাকে তাহলে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে। ইদ্দত পালনকালে দরকারবশত: বাইরে বের হওয়া জায়েয। স্বামীর ঘরে বা অন্য যেখানেই থাকুক না কেন (চার মাস দশ দিন) সময় পার হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাবে।

২. রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারী মহিলা স্বামীর ঘরেই থাকবে এবং তাকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে; কেননা সে এখনও তার স্ত্রী। তার কথা ও কাজে এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতায় পরিবারের লোকেরা কষ্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেয়া যাবে না।

৩. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাকে খরচ দিতে হবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ইদ্দতের সময় কোন খোরাকি দিতে হবে না। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা, খোলা তালাক ও অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সে মহিলা তার পিত্রালয়ে ইদ্দত পালন করবে।

ইদ্দত পালনকারিণীর জন্যে যা করা জায়েয

ইদ্দত পালনকারিণীর জন্যে জায়েয হলো : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, গোসল করা, চুল পরিপাটি করা, সাধারণ পোশাক পরিধান করা, শালীনভাবে দরকারবশত: বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং কোন ধরনের সন্দেহ না থাকলে পুরুষদের সাথে কথা বলা।

www.pathagar.com

৪৮. ১০টি স্বভাবজাত সুন্নাত

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "স্বভাবজাত সুন্নাত হলো দশটি: ১. গোঁফ কাটা ২. দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া ৩. মেসওয়াক করা ৪. নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো ৫. নখসমূহ কাটা ৬. আঙ্গুলগুলোর গিরা ও জোড়া ধৌত করা ৭. বগলের চুল উপড়ান ৮. নাভির নিচের লোম কামানো ৯. ওযুর পর লজ্জাস্থানের উপর বরাবর পানি ছিটানো" ১০. মুস'আব বলেন : আমি দশমটি ভুলে গেছি তবে সম্ভবত তা কুলি করাই হবে। (মুসলিম : হাদীস নং ২৬১)

মেশক ও অন্যান্য সুগন্ধি ব্যবহার করা : মাথার চুলের পরিচর্যা করা, তেল লাগানো ও চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো। মাথার চুলের কিছু অংশ কামানো ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া হারাম; কারণ এটি কাফেরদের সদৃশ।

মেহেদী ও কাতাম ইত্যাদি দ্বারা সাদা চুলকে পরিবর্তন করা : সৌন্দর্য ও যুদ্ধের জন্য কালো রঙ দ্বারা চুলকে রঙ করা জায়েয। কারণ নবী করীম ﷺ সাদাকে পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ করেছেন এবং সর্বোত্তম কি তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর "কালো থেকে বিরত থাক" সহীহ মুসলিমে এ অতিরিক্ত বর্ণনাটি কম। তবে ধোকা দেয়ার জন্য কালো রং ব্যবহার করা হারাম।

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "নিশ্চয় ইহুদি ও খ্রিস্টানরা চুল-দাড়ি রং করে না। অতএব, তোমরা তাদের বিপরীত কর।" (বুখারী হাদীস নং ৫৮৯৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১০৩)

www.pathagar.com

٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : أُتِىَ بِأَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ .

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন আনা হলো। তার মাথার চুলগুলো সাদা ধবধবে ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ (তা দেখে) বললেন : "এগুলোকে কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর।" (মুসলিম, হাদীস নং ২১০২)

٣. عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هٰذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ .

৩. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "মেহদী ও কাতাম দ্বারা সাদা চুল-দাঁড়ি রং করা সবচেয়ে উত্তম।"
(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ : হাদীস নং ৪২০৫ ও তিরমিযী, হা: নং ১৪৫৩)

৪৯. রোগ এবং রোগীকে দেখার মাসায়েল

১. যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যাবে না, কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ. يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ

ذٰلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে প্রভু! তোমাকে কীভাবে দেখতে আসব? তুমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে দেখা হতো।

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! তোমাকে কীভাবে আহার করাতে পারি? তুমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেয়ে যেতে।

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! তোমাকে কীভাবে পানি পান করাতে পারি? তুমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে পান করাতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেয়ে যেতে। (মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-১৪৬৫)

২. রোগীকে সেবা শুশ্রূষা করার পুরস্কার

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتَى اَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِى خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسَ فَاِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَاِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ

www.pathagar.com

مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُونَ اَلْفَ

مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ.

আলী (রা) ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভ্রাতাকে দেখতে যায়, সে তার নিকট এসে বসা পর্যন্ত জান্নাতের পথে চলতে থাকে। যখন বসে, তাকে আল্লাহর অনুগ্রহে আচ্ছাদিত করে ফেলে। যদি সকালে দেখতে যায়, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের প্রার্থনা করেন। আর যদি সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার রহমতের ফেরেশতা প্রার্থনা করেন। **(আহমদ, সহীহ সুনান ইবনে মাজাহ : হাদীস নং-১১৮৩)**

৩. অমুসলিম রোগীকে সেবা শুশ্রূষা করা বৈধ

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ غُلاَمًا، لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ

فَمَرِضَ. فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ فَقَالَ اَسْلِمْ فَاَسْلَمَ .

আনাস (রা) বলেন, এক ইহুদী গোলাম নবী করীম ﷺ-এর খেদমত করত। সে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ তাকে দেখতে গেলেন এবং বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তখন সে ইসলাম কবুল করল।

(মুখতাছারুল বুখারী, হাদীস নং-৬৭৯)

৪. রোগীকে দেখার সময় সাতবার এই দোয়া পড়া সুন্নাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا

لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهٗ فَقَالَ عِنْدَهٗ سَبْعَ مِرَارٍ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ

الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ اِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ

ذٰلِكَ الْمَرَضِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যায় এবং এ কথা সাত বার বলেন আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম আইয়াশফিয়াকা'। (অর্থাৎ মহান আল্লাহ, আরশে আযীমের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে শেফা দান করেন।) তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে রোগমুক্ত করেন। **(সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৬৬৩)**

www.pathagar.com

৫. রোগীকে দেখার সময় এমন কথা বলা উচিত, যাতে সে মনে প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহস জোগায়

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِالْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ.

উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন অসুস্থ বা মৃতকে অবলোকন করতে যাবে তখন উত্তম কথা বল, কারণ তোমরা যা কিছু বলবে তার উপর ফেরেশতারা আমীন বলে থাকেন।

(মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-৪০২)

৬. অসুস্থতাকালীন সময়ে রোগীর দোয়া কবুল করা হয়

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَمْسُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حِيْنَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حِيْنَ يُصْدِرُ، وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حِيْنَ يَقْفُلُ، وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حِيْنَ يَبْرَأُ، وَدَعْوَةُ الْاَخِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ- ثُمَّ قَالَ : وَاَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعْوَاتِ اِجَابَةً، دَعْوَةُ لِاَخٍ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়।

১. মজলুমের দোয়া প্রতিশোধের পূর্ব পর্যন্ত।
২. হজ্জ আদায়কারীর দোয়া ঘরে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত।
৩. মুজাহিদের দোয়া জিহাদ থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত।
৪. অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।
৫. এক মুসলিম ভাইয়ের দোয়া তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য। তারপর বললেন, এসব দোয়ার মধ্যে দ্রুত গ্রহণযোগ্য দোয়া হল, মুসলিম ভাইয়ের দোয়া অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য। (বুখারী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-২৬৬০)

www.pathagar.com

৫০. কুরবানী (উযহিয়্যা)-এর অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরবানীকে আরবী ভাষায় أُضْحِيَّةٌ বলা হয়। أُضْحِيَّةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঐ পশু যা কুরবানীর দিন যবেহ করা হয়। শরী'আতের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পশু যবেহ করাকে কুরবানী বলা হয়।

কুরবানীর তাৎপর্য হলো, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা। বস্তুত মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কুরবানী। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ـ

আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনান, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কবুল হলো না। (সূরা–৫ মায়িদা : আয়াত-২৭)

এ কুরবানীর বিধান যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ সমস্ত শরী'আতেই বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ـ

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছে যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছে সেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সূরা–২২ হাজ্জ : আয়াত-৩৪)

মূলত প্রচলিত কুরবানী ইবরাহীম (আ.) অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ। এ ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ـ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ـ وَ

www.pathagar.com

نَادَيْنَهُ اَنْ يَّـٰاِبْرٰهِيْمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ . وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ . وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ . سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ . كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ .

তারপর সে (ইসমাঈল) যখন তাঁর পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বলল– হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাঁর পুত্রকে কাত করে শায়িত করল তখন আমি তাঁকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাঁকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বার্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা সাফফাত : আয়াত-১০২)

বস্তুত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানী দেওয়ার এ অবিস্মরণীয় ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্যেই উম্মাতে মুহাম্মদীর উপরও তা ওয়াজিব করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ .

সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। (সূরা–১০৮ কাউসার : আয়াত-২)

কুরবানীর তাৎপর্য, গুরুত্ব ও ফযীলত : নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইবন মাজাহ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهٗ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا .

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

অপর এক হাদীসে আছে, যায়িদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! এ কুরবানী কী? তিনি বললেন, ইহা আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত। তাঁরা (আবার) বললেন, এতে আমাদের কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন– এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পশমেরও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী আছে।

কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন ঐ আবেগ, অনুভূতি, প্রেম, ভালবাসা ও ঐকান্তিকতার যে আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে কুরবানী করেছিলেন আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ.)। কেবল গোশত ও রক্তের নাম কুরবানী নয়; বরং আল্লাহর রাস্তায় নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের নাম কুরবানী। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা কেবল পশুর গলায় ছুরি চালায় না; বরং সে তো ছুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগল পরা হয়ে। এটিই কুরবানীর মুল নিয়ামক। এ অনুভূতি ব্যতিরেকে কুরবানী করা ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ.)-এর সুন্নাত নয়, এটা এক রুসম তথা প্রথা মাত্র। এতে গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু ঐ তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর প্রাণশক্তি। কুরআন ইরশাদ হয়েছে–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ

আল্লাহর নিকট পৌছায় না এর গোশত ও রক্ত, পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।
(সূরা–২২ হাজ্জ : আয়াত-৩)

যে কুরবানীর সাথে তাকওয়া এবং আবেগ ও অনুভূতি নেই, আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই কুরবানীর কোন মুল্য নেই। আল্লাহর নিকট ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য, যার প্রেরণা দেয় তাকওয়া।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। (সূরা–৫ মায়িদা : আয়াত-৬)

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব : যদি আকল, বালিগ, মুকীম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) ব্যক্তি ১০ যিলহজ্জ ফজর হতে ১২ই যিলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়; বরং যে অবস্থায় সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয় ঐ অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হয়। মুসাফির ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

কোন মহিলা নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব।

কুরবানী ওয়াজিব নয় যেমন কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানী করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং বহু সাওয়াবের অধিকারী হবে। এরূপ কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যতে পশু খরীদ করলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে পিতা যদি নিজের মাল হতে নাবালিগ ছেলের পক্ষ হয়ে কুরবানী করে তাহলে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তির উপর শুধুমাত্র একটি কুরবানী ওয়াজিব। একাধিক কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। যদিও সে অধিক সম্পদের মালিক হোক না কেন। অবশ্য যদি কেউ একাধিক কুরবানী করে তবে এতে সে অনেক সাওয়াব লাভ করতে পারবে।

ঋণ করে কুরবানী করা ভাল নয়, যখন ব্যক্তির উপর কুরবানীই ওয়াজিব নয় তখন অন্যের থেকে ধার নিয়ে কুরবানী করার কোন প্রয়োজন নেই।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। তার জন্য কুরবানী না করাই উত্তম। এরপরও যদি সে কুরবানী করে তাহলে সাওয়াব পাবে।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। আর এতে সে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করাও বিশেষ সাওয়াবের কাজ।

কুরবানীর পশু ও এদের হুকুম

কুরবানীর পশু ছয় প্রকার : উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, মহিষ। এ সমস্ত পশু ব্যতীত অন্য পশু কুরবানী করা জায়িয নেই।

দুম্বা, ছাগল, ভেড়া পূর্ণ এক বছর বয়সের হলে, এদের দ্বারা কুরবানী দুরস্ত হবে। অবশ্য ছয় মাসের ভেড়া, দুম্বা মোটাতাজা হলে এবং দেখতে এক বছরের বয়সের ন্যায় দেখা গেলে এদের কুরবানী জায়িয। গরু, মহিষ পূর্ণ দুই বছর বয়সী হতে হবে। দুই বছরের কম হলে কুরবানী জায়িয হবে না। উট পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে। এর কম হলে কুরবানী জায়িয হবে না।

গরু, মহিষ ও উট–এই তিন প্রকার পশুর এক একটিতে সাত ব্যক্তি পর্যন্ত শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবে। তবে কুরবানীর জন্য শর্ত হলো কারো অংশ যেন

www.pathagar.com

এক-সপ্তমাংশ হতে কম না হয়। যদি শরীকদের একজনও গোশত খাওয়ার নিয়্যাত করে তবে কারো নিয়্যত দুরস্ত হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন শরীকের অংশ সপ্তমাংশ হতে কম হয় তবে সকলেরই কুরবানীই নষ্ট হয়ে যাবে।

গরু, মহিষ ও উট–এর মধ্যে সাত জনের কম অংশীদার হতে পারে। যেমন, দুই, চার বা এর কম অংশ কেউ নিতে পারে। তবে এখানেও এ শর্ত জরুরী যে, সবার অংশই যেন সমান হয়।

যদি গরু খরীদ করার পূর্বেই সাতজন ভাগী হয়ে সকলে মিলে খরীদ করে তবে এটা জায়িয। আর যদি কেউ একা কুরবানী করার জন্য একটা গরু খরীদ করে থাকে এবং মনে মনে ইচ্ছা রাখে যে, পরে আরও লোক শরীক করে তাদের সাথে মিলে একত্রে কুরবানী করবে তবে তাও দুরস্ত আছে। কিন্তু যদি গরু ক্রয় করার সময় অন্যাকে শরীক করবার ইচ্ছা না থাকে, একা একাই কুরবানী করার নিয়্যত থাকে তার পর যদি অন্যকে শরীক করতে চায় তবে এমতাবস্থায় যদি ঐ ক্রেতা এমন গরীব লোক হয় যে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তাহলে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে না। এভাবে একাই কুরবানী দিতে হবে। আর যদি ক্রেতা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে সে অন্য কাউকে অংশীদার করতে পারবে। কিন্তু নেক কাজে নিয়্যত পরিবর্তন ঠিক নয়।

যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় ও তৎপরিবর্তে অন্য একটি পশু খরদি করা হয় তারপর প্রথম খরদিকৃত পশুটিও পাওয়া যায় এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে যে কোন একটি পশু কুরবানী করলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। আর যদি লোকটি গরীব হয় তবে উভয় পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে।

গর্ভবতী পশুও কুরবানী করা জায়িয। অবশ্য বাচ্চা পয়দা হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলে এ ধরনের গর্ভবতী পশু কুরবানী করা মাকরূহ, এ পশুর পরিবর্তে অন্য পশুর কুরবানী করাও দুরস্ত আছে।

পশুটি গর্ভবতী কিনা জানা ছিল না এমতাবস্থায় যবেহ করার পর যদি তার পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে ঐ বাচ্চাও যবেহ করে দিবে এবং এর গোশত খাওয়াও দুরস্ত আছে। অবশ্য তা যবেহ না করে সদকা করে দেওয়াও জায়িয। আর যদি পেটে মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে এর গোশত ভক্ষণ করা জায়িয নয়।

যে পশুর দু'টি চোখ অন্ধ বা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা এক-তৃতীয়াংশের বেশি নষ্ট হয়ে গিয়েছে এ ধরনের পশু কুরবানী করা দুরস্ত নয়। অনুরূপভাবে যে পশুর একটি কান বা লেজের এক-তৃতীয়াংশের বেশি কেটে গিয়েছে এরূপ পশুও কুরবানী করা দুরস্ত নয়।

www.pathagar.com

যে পশু এমন খোঁড়া যে, মাত্র তিন পায়ের উপর ভর করে চলে, চতুর্থ পা মাটিতে লাগেই না, কিংবা মাটিতে লাগে বটে, কিন্তু এর উপর ভর করে চলতে পারে না, এরূপ পশু কুরবানী করা দুরস্ত নয়। আর যদি খোঁড়া পায়ের উপর ভর করে চলতে পারে তবে তা কুরবানী করা দুরস্ত আছে। যবেহ করার জন্য পশু মাটিতে শোয়ানোর সময় যদি তার পা ভেঙ্গে যায় তবে এ পশুও কুরবানী করা জায়িয আছে।

কোন পশু যদি এমন হয় যে, তার হাড়ের মজ্জাও শুকিয়ে গেছে তবে এ ধরণের পশু কুরবানী করা দুরস্ত নয়। হাড়ের ভিতরের মজ্জা যদি না শুকায় তবে তা কুরবানী করা দুরস্ত আছে।

যে পশুর দাঁত উঠেনি তার কুরবানী দুরস্ত নয়। অবশ্য যদি অধিকাংশ দাঁত বাকি থাকে তবে এরূপ পশুর কুরবানী দুরস্ত আছে।

যে পশুর কান এক-তৃতীয়াংশের অধিক কাটা তা দ্বারা কুরবানী জায়িয নেই।

যে পশুর শিং উঠেনি তা দিয়ে কুরবানী জায়িয আছে। অনুরূপভাবে শিং-এর অগ্রভাগ ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে তা দিয়ে কুরবানী জায়িয। কিন্তু শিং মূল থেকে ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে তা দ্বারা কুরবানী জায়িয নেই।

যে জন্তুর গায়ে বা কাঁধে দাদ বা খুজলি হয়েছে তার কুরবানীও জায়িয। অবশ্য খুজলির কারণে গোশতের উপর প্রভাব পড়ায় যদি পশু একেবারে কৃশ হয়ে যায় তবে এরূপ পশুর কুরবানী জায়িয নেই।

কুরবানী ওয়াজিব এমন সচ্ছল ব্যক্তি কুরবানীর জন্য কোন পশু খরীদ করার পর যদি তাতে এমন কোন দোষত্রুটি দেখা যায় যার কারণে তা কুরবানী করা দুরস্ত হয় না তবে সে এর পরিবর্তে অন্য একটি পশু খরীদ করে কুরবানী করবে। অবশ্য যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় সে ঐ পশুটিই কুরবানী করবে। অন্য পশু খরীদ করার প্রয়োজন নেই।

কুরবানীর দিন ও সময় : কুরবানীর সময়কাল হলো যিলহজ্জের ১০ তারিখ হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এই তিন দিনের যে কোন দিন কুরবানী করা জায়িয। তবে প্রথম দিন কুরবানী করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।

যিলহজ্জের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পর কুরবানী করা দুরস্ত নয়।

ঈদুল আযহার সালাতের পূর্বে কুরবানী করা দুরস্ত নয়। অবশ্য যে স্থানে ঈদের সালাত বা জুমু'আর সালাত দুরস্ত নয় সে স্থানে ১০ই যিলহজ্জ ফজরের সালাতের পরও কুরবানী করা দুরস্ত আছে।

www.pathagar.com

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কোন ব্যক্তি ১০ ও ১১ই যিলহজ্জ যদি সফরে থাকে তারপর ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়িতে আসে তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

যবেহ করার পদ্ধতি : নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে যবেহ করতে না পারে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করাবে। এমতাবস্থায় নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম।

যবেহ করার সময় কুরবানীর পশু কিবলামুখী করে শোয়াবে অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ। (বিসমিল্লাহি আল্লাহুর আকবার) বলে যবেহ করবে। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে যবেহকৃত পশু হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে তা খাওয়া জায়িয আছে।

কুরবানীর সময় মুখে নিয়্যত করা জরুরী নয়। অবশ্য মনে মনে নিয়্যত করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করছি। তবে মুখে দু'আ পড়া উত্তম।

কুরবানীর পশু কিবলামুখী করে শোয়ানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ۔

তারপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে যবেহ করবে।

এরপর যবেহ করে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ۔

যদি নিজের কুরবানী হয় তবে مِنِّىْ বলবে। আর যদি অন্যের বা অন্যদের কুরবানী হয় তবে مِنْ শব্দের পরে দাতার বা দাতাগণের নাম উল্লেখ করবে।

যবেহ করার সময় চারটি রগ কাটা জরুরী : ১. কণ্ঠনালী, ২. খাদ্যনালী, ৩. ওয়াদজান অর্থাৎ দুই পাশের দু'টি মোটা রগ। এগুলোর যে কোন তিনটি যদি

www.pathagar.com

কাটা হয় তবুও কুরবানী শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি দু'টি কাটা হয়, তবে কুরবানী দুরস্ত হবে না। যবেহ করার পূর্বে ছুরি ভালভাবে ধার দিয়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

কুরবানীর পশুকে এমনভাবে যবেহ করা উচিত যাতে পশুর কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় কষ্ট না হয়। এমনিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে যবেহ্ করা উচিত।

যবেহ্কারী ব্যক্তির সাথে যদি কেউ ছুরি চালানোর জন্য সাহায্য করে তবে তাকেও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব।

কুরবানীর গোশতের বিধান : কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াবে, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিবে এবং গরীব ও মিসকীনকে সদকা করবে। গোশত বিতরণের মুস্তাহাব তরীকা হল, তিনভাগ করে একভাগ পরিবার পরিজনের জন্য রাখবে এবং বাকী দুইভাগের একভাগ বন্ধু-বান্ধবকে আর একভাগ গরীব মিসকীনকে বণ্টন করে দিবে।

কয়েক ব্যক্তি একসাথে শরীক হয়ে যদি একটি গরু কুরবানী করে তবে পাল্লা দ্বারা মেপে সমানভাবে গোশত বণ্টন করে নিবে। অনুমান করে বণ্টন করা জায়িয নেই। কেননা ভাগের মধ্যে কমবেশি হলে সুদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি গোশতের সঙ্গে মাথা, পায়া এবং চামড়াও ভাগ করে দেওয়া হয় তবে যেভাবে মাথা, পায়া এবং চামড়া থাকবে সে ভাগে যদি গোশত কম হয় তবে এ বণ্টন দুরস্ত হবে। আর যে ভাগে গোশত বেশি ঐ ভাগে মাথা পায়া বা চামড়া দিলে বণ্টন দুরস্ত হবে না। সুদ হবে এবং গুনাহ্গার হতে হবে।

কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে দেওয়াও জায়িয। কিন্তু মজুরী বাবদ দেওয়া জায়িয নেই। অবশ্য মুসলিমকে দেওয়াই উত্তম।

কসাইকে গোশত বানানোর মজুরী স্বরূপ গোশত, চামড়া, রশি প্রভৃতি দেওয়া জায়িয নেই। পারিশ্রমিক দিতে হলে ভিন্নভাবে আদায় করবে।

গরু, মহিষ বা উটের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি শরীক থাকলে তারা নিজেদের মধ্যে গোশত ভাগ করে নেওয়ার পরিবর্তে যদি সমস্ত গোশত একত্রে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে অথবা রান্না করে তাদের খাওয়ায় তবে ইহাও জায়িয। কিন্তু শরীকদের কোন একজন ভিন্নমত প্রকাশ করলে জায়িয হবে না।

কুরবানীর চামড়ার বিধান : কুরবানীর চামড়া দান করে দিবে এবং নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। আর বিক্রি করলে তার মূল্য গরীব ও মিসকীনদেরকে দান করতে হবে। বিক্রিত পয়সা নিজে খরচ করে যদি অন্য পয়সা দান করে তবে আদায় হবে তবে মাকরূহ্ হবে।

www.pathagar.com

কুরবানীর পশুর গোস্ত কাটা ইত্যাদি কারণে যথোচিত মূল্যের কমে কসাইর নিকট চামড়া বিক্রয় করাও দুরস্ত নয়। যে সকল ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া যায় সে সকল ক্ষেত্রে কুরবানীর চামড়ার টাকা দেয়া যাবে।

কুরবানীদাতার মাসনূন আমল : যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে তার জন্য মুস্তাহাব হলো জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখার পর শরীরের কোন অংশের চুল না কাটা নখ না কাটা। আর যার কুরবানী করার সামর্থ্য নেই, তার জন্য উত্তম হলো কুরবানীর দিন কুরবানীর পরিবর্তে চুল ও নখ কাটা এবং নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা। কুরবানীর পূর্বে কুরবানীর পশুর দ্বারা কোন কাজ নেওয়া, যেমন হাল চাষ করা, এর উপর আরোহণ করা, দুগ্ধ দোহন করে পান করা কিংবা কুরবানীর জন্তুর পশম কেটে বিক্রয় করা মাকরূহ।

মানতের কুরবানী : কোন ব্যক্তি যদি কুরবানীর মানত করে এবং যে উদ্দেশ্যে মানত করেছেন তা যদি পূর্ণ হয় তবে সে গরীব হোক বা ধনী হোক তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কুরবানীর জন্য পশুর যে সমস্ত গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে, মানত কুরবানীর পশুও ঐ সমস্ত গুণ সম্পন্ন হতে হবে। অনুরূপভাবে মানতের কুরবানীও কুরবানী দিনসমূহের মধ্যে করতে হবে।

মানতের কুরবানীর পশুর সমস্ত গোশত এবং চামড়া গরীব, মিসকীনদেরকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। এর গোশত নিজে খেতে পারবে না এবং কোন ধনী ব্যক্তিকেও খাওয়াতে পারবে না। যদি নিজে খায় কিংবা কোন ধনী ব্যক্তিকে হাদিয়া দেয় তাহলে ঐ পরিমাণ গোশত বা মূল্য পুনরায় গরীব ও মিসকীনদেরকে দান করতে হবে।

কুরবানী করার অসিয়্যত : যদি পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় কিন্তু কোন কারণবশত সে কুরবানী করতে না পারে তবে তার পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য সন্তানদেরকে অসিয়্যত করা জরুরী। অসিয়্যত করার পর যদি সে মারা যায় তবে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মাল হতে কুরবানী করবে।

অসিয়্যতের কুরবানীর গোশত সমস্তই সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ তা খেতে পারবে না। কোন ধনী ব্যক্তিকেও আহার করাতে এবং হাদিয়া দিতে পারবে না।

কুরবানীর কাযা : কোন ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কুরবানীর তিনটি দিনই গত হয়ে গেল অথচ সে কুরবানী করল না এমতাবস্থায় তাকে একটি বকরী কিংবা এর মুল্য সাদাকা করতে হবে। আর যদি গরীব ব্যক্তি কুরবানীর পশু খরীদ করা সত্ত্বেও কুরবানী করতে না পারে তবে হুবহু ঐ পশুটিই সদকা করে দিতে হবে। মানতকারীদের উপরও এই হুকুম হবে।

www.pathagar.com

৫১. ইস্তিখারা সালাতের বর্ণনা

যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা হয়। আর মনে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে, তখনই ইস্তিখারা করে আল্লাহর সাহায্যে তার ভাল-মন্দ ফলাফল জানার জন্যই ইস্তিখারা করতে হয়।

ইস্তিখারা করার নিয়ম : উত্তমরূপে অযু করে দু'রাক'আত সালাত পড়ে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করীম ﷺ এর উপর দরূদ পড়ে নিচের দু'আটি পড়ে ডান কাঁতে শুয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে কাজটির ভাল-মন্দ ফলাফল জানতে পারবে। স্বপ্নে কিছু না দেখলে এভাবে সাতদিন করবে। সাতদিনেও যদি না জানা যায়। তাহলে মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখবে। ইনশাআল্লাহ উক্ত কাজে আর কোন ক্ষতি হবে না।

জাবির (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে কুরআন মাজীদের সূরা শিক্ষা দেয়ার মতই ইস্তিখারার দু'আ শিখাতেন।

নবী বলতেন, তোমরা যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা কর (অর্থাৎ) বিয়ে-শাদী, চাকুরী, বিদেশ গমন ইত্যাদি তখন ফরয সালাত ব্যতীত দুই রাক'আত সালাত পড়ে এ দু'আটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَلاَ اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ، فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ، فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকার আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা- আক্বদিরু ওয়ালা আলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুমা ইন্ কুনতা তা'লামু আন্না হাযালু আমরা খাইরুল্ লী ফী দীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আক্বিবাতি আমরী ফী আজিলি আমরীঅ ওয়া আজিলীহি ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াস্সিরহু লী

সুম্মা বারিকলী ফী। ওয়া ইনঁ কুনঁতা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা শাররুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআশী ওয়াআক্বিবাতি আম্‌রী ফী আজিলী আমরী ওয়াআজিলিহী ফাস্‌রিফহু আন্নী ওয়াস্‌রিফনী আনহু ওয়াক্বদির লীয়াল খাইরা হাইসু কানা সুমমা আরযিনী বিহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অসীম জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার অসীম কুদরতের সাহায্যে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি। আর তোমার মহান দয়া হতে কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি সর্বশক্তিমান আর আমি শক্তিহীন, তুমি সবকিছু জান আর আমি জানি না, তুমিই অদৃশ্যের জ্ঞান রাশির একমাত্র মালিক। হে আল্লাহ! এ কাজটি যদি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার তথা পরকালের জন্য কল্যাণজনক বলে জান এবং শীঘ্র আসার মধ্যে কিংবা দেরীতে আসার মধ্যে যেভাবে তুমি কল্যাণ মনে কর। তাহলে এ কাজটি আমার জন্য সহজ ও ঠিক করে দাও এবং সাথে সাথে এর মধ্যে বরকত ও সমৃদ্ধি দান কর। আর যদি এ কাজটি আমার দ্বীন-দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য ক্ষতিকারক বলে তুমি মনে কর তা সে শীঘ্রই হোক কিংবা দেরীতে হোক। তাহলে এ কাজটি আমার হতে এবং আমাকে এটা হতে দূরে সরিয়ে রাখ। অনন্তর আমার জন্য কল্যাণ যেখানে থাকে সেখান থেকে ঠিক করে দাও এবং এতেই আমাকে রাযি ও সন্তুষ্ট রাখ। (বুখারী ১/১৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)

৫২. হজ্ব

হজ্বের পরিচয় : হজ্ব ইসলামের পঞ্চ রুকনের একটি অন্যতম রুকন। যারা আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে সামর্থবান তাদের উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। হজ্বের আভিধানিক অর্থ, কোন মহৎ কাজের জন্য ইচ্ছা বা সংকল্প করা। শরী'আতের পরিভাষায় হজ্বের সংজ্ঞা হল–

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ فِىْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ بِعَمَلٍ مَخْصُوْصٍ ـ

আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শরী'আতের নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান তথা বায়তুল্লাহ শরীফ এবং সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন করাকে ইসলামের পরিভাষায় হজ্ব বলা হয়। (শামী, ২য় খণ্ড)

হজ্বের ঐতিহাসিক পটভূমি : প্রাচীন কাল হতেই আল্লাহর প্রেমিক বান্দাগণ বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব ও যিয়ারত করে আসছেন।

আদম (রা) আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জিব্রাঈল (আ) কর্তৃক বাতলানো পদ্ধতি মোতাবেক এ ঘরের তাওয়াফ ও যিয়ারত করেন। এরপর থেকে এই ঘরের

www.pathagar.com

তাওয়াফ ও যিয়ারত জারী থাকে। নূহ (আ)-এর সময়কাল তুফানে এই ঘর লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপা পড়ে যায়। এরপর আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে কা'বাঘর পুনঃনির্মাণের নির্দেশ দেন। পবিত্র কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করেই হজ্বের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইব্রাহীম (আ)-এর প্রথম নির্মাতা। আবার অনেকে বলেন, আদম (আ)-ই এই ঘর প্রথম নির্মাণ করে ছিলেন। ফিরিশতা কর্তৃক এই ঘর প্রথম নির্মিত হয়েছিল এরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। তবে কা'বা ঘরই যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ পবিত্র কুরআনে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতো বাক্কায় (মক্কায়) তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-৯৬)

জান্নাত থেকে আদম (আ) দুনিয়াতে আগমনের পর তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট ইবাদতের জন্য একখানা ঘর নির্মাণের ফরিয়াদ জানালে আল্লাহ তাঁকে এ কা'বাঘর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। এরপর জিব্রাঈল (আ)-এর স্থান ও নকশা পেশ করলেন এবং আদম (আ) সেই মোতাবেক কা'বাঘর নির্মাণ করেন (শোয়াবুল ঈমান)।

বায়তুল্লা শরীফের পুনঃনির্মাণের কাজ সমাধান করার পর জিবরাঈল (আ) ইবরাহীম (আ)-কে এই পবিত্র গৃহের তাওয়াফ ও হজ্ব করার জন্য বললেন। এবং ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) উভয়েই তাওয়াফসহ হজ্বের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাধা করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা হুকুম করলেন হে ইবরাহীম! তুমি বিশ্বময় হজ্বের ঘোষণা ছড়িয়ে দাও। একথা শুনে ইবরাহীম (আ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! গোটা বিশ্বে কেমন কর আমি আওয়াজ পৌছাব? আল্লাহ বললেন : তুমি ঘোষণা কর আমি পৌছিয়ে দিব। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করলেন। মহান রাব্বুল আলামীন পাহাড়-পর্বত; সাগর মহাসাগর ও মরু বিয়াবান তথা মানব-দানবের গোটা জনপদ তার সামনে তুলে ধরলেন। তিনি ডানে বামে পূর্বে পশ্চিমে ফিরে হজ্বের ঘোষণা করে বললেন–

أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَأَجِيْبُوْا رَبَّكُمْ ـ

হে লোক সকল! বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও।

www.pathagar.com

পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَ لَافُسُوْقَ وَ لَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ ـ

হজ্ব হয় সুবিদিত মাসে। এরপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে তার জন্য হজ্বের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয় (সূরা–২ আল বাক্বারা : আয়াত-১৯৭)

হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল : হজ্ব একটি ফরয ইবাদত। এর ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনে ইরমাদ হয়েছে–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে ঘরের হজ্ব করা তার উপর ফরয। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখপেক্ষী নন। (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ـ

এবং মানুষের নিকট হজ্বের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে (সূরা–২২ আল হাজ্ব : আয়াত-২৭)

বহু হাদীসে হজ্ব ফরয হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে দুটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল–

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর–

১. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দান, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ্ব করা এবং ৫. রামাযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী)

অপর এক হাদীসে আছে–

أُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ صُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحَجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রামাযানে রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাদের মালের যাকাত আদায় করবে তাহলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আল্লামা কাসানী (র) বলেন–

হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা ঐক্যমত সংঘটিত হয়েছে।

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তাবলী : হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি–

১. মুসলমান হওয়া, ২. জ্ঞানবান হওয়া, ৩. বালিগ হওয়া, ৪. আযাদ হওয়া, ৫. আর্থিক দিক থেকে হজ্ব পালনে সক্ষম হওয়া, ৬. হজ্ব ফরয হওয়ার ইলম থাকা, ৭. হজ্বের সময় হওয়া (শামী, ২য় খণ্ড)।

হজ্ব আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী : যে সব শর্ত পাওয়া গেলে হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হয় তা পাঁচটি–

১. শারীরিক সুস্থতা, ২. রাস্তাঘাট নিরাপদ হওয়া, ৩. কারাবন্দী না হওয়া। (এই তিনটি শর্ত পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান)। ৪. মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা অন্য কোন মাহরাম সংগে থাকা, ৫. মহিলাদের ইদ্দত পালনের অবস্থা হতে মুক্ত হওয়া। শেষোক্ত দু'টি শর্ত শুধু মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য (শামী, ২য় খণ্ড)।

এগুলো এমন ধরণের শর্ত যে তা পাওয়া যাওয়ার উপরই হজ্ব আদায় ওয়াজিব হয়। যদি হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত এবং আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত একই সাথে পাওয়া যায় তবে যদি কারো এমন ঘর থাকে যে ঘরে সে বসবাস করে না এবং এমন গোলাম থাকে যার থেকে সে খিদমত গ্রহণ করে না তবে তার উপর ওয়াজিব হল এগুলো বিক্রি করে হজ্জ করা। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

www.pathagar.com

কারো নিকট যদি অব্যবহৃত কাপড় থাকে এবং তা বিক্রি করে যদি হজ্জ করা সম্ভব হয় তবে এ কাপড় বিক্রি করে হজ্জ করা তার উপর ওয়াজিব।

(আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

হজ্জ আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান হওয়া। ইসলাম হল প্রত্যেক আমল বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত।

২. ইহ্‌রাম। বিনা ইহ্‌রামে হজ্ব আদায় করা হলে তা সহীহ্ হবে না।

৩. নির্দিষ্ট সময়ে হজ্ব করা। অর্থাৎ হজ্বের নির্ধারিত মাসে হজ্জের কাজসমূহ আদায় করা।

৪. হজ্বের প্রত্যেকটি কাজ এর নির্দিষ্ট স্থানে সম্পন্ন করা। অর্থাৎ উকূফ-আরাফাতের ময়দানে, তাওয়াফ মসজিদে হারামে, কুরবানী-হরমের সীমানার মধ্যে এবং কংকর-মিনায় নিক্ষেপ করা। সুতরাং কেউ যদি হজ্জের কোন রুকন বা ওয়াজিব অথবা সুন্নাত এর নির্দিষ্ট স্থানে আদায় না করে অন্যত্র আদায় করে তবে তা সহীহ হবে না।

৫. ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকা।

৬. জ্ঞানবান হওয়া।

৭ হজ্বের যাবতীয় কাজ চাই তা শর্ত অথবা রুকন অথবা ওয়াজিব যাই হোক না কেন নিজেই তা আদায় করা। অবশ্য ওযরবশত কোন কোন কাজ অন্যকে দিয়ে করানো যায়।

৮. ইহরাম বাঁধার পর আরাফাতের ময়দানে অবস্থান পর্ব সমাপ্ত করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস না করা। যদি কেউ আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তবে তার হজ্ব সহীহ হবে না বরং পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব হবে।

৯. যে বছর ইহরাম বাঁধবে ঐ বছরই হজ্জ সমাপন করা (শামী, ২য় খণ্ড ও মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)।

হজ্জের ফরয তিনটি যথা

১. ইহ্‌রাম বাঁধা। অর্থাৎ হজ্জের নিয়্যত করে তালবিয়া পাঠ করা।

২. আরাফার ময়দানে উকূফ (অবস্থান) করা। অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের নবম তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্বের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা। অর্থাৎ যে তাওয়াফ ১০ই যিলহজ্বের সকাল থেকে ১২ই যিলহজ্ব পর্যন্ত যে কোন সময় আদায় করা হয়।

যদি এই ফরয তিনটির কোন একটিও বাদ পড়ে যায় তবে হজ্ব সহীহ্ হবে না এবং দম বা কুরবানী দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না। এই তিনটি ফরয

www.pathagar.com

ক্রমানুযায়ী আদায় করা এবং প্রত্যেক ফরযকে এর নির্দিষ্ট স্থান ও নির্ধারিত নিয়মে সম্পন্ন করা ওয়াজিব। আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস হতে বিরত থাকাও ওয়াজিব। উপরোক্ত ফরয তিনটির থেকে প্রথমটি অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধা হজ্বের শর্ত। আর উকূফে আরাফা এবং তাওয়াফে যিয়ারত হল রুকন। রুকন দু'টোর মধ্যে উকূফে আরাফাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। (শামী, ২য় খণ্ড)

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্বের ওয়াজিব পাঁচটি–

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা, ২. সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা, ৩. রমী করা (কংকর মারা), ৪. মাথার চুল মুণ্ডানো অথবা ছোট করা, ৫. মীকাতের বাইরে লোকদের বিদায়ী, তাওয়াফ করা (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

হজ্বে তামাত্তু ও হজ্বে কিরান আদায়কারীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। এটাকে নিয়ে ওয়াজিবের সংখ্যা হয় ছয়টি। উল্লেখ যে কোন কোন কিতাবে হজ্বের ওয়াজিবের সংখ্যা বাইশটি। কোন কিতাবে চব্বিশটি এমনকি কোন কিতাবে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সতন্ত্রভাবে হজ্জের ওয়াজিব নয়। বরং এগুলো হজ্বের বিভিন্ন আমলের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াজিব। কোনটা তাওয়াফের সাথে। কোনটা ইহরামের সাথে আবার কোনটা রমীর সাথে সম্পৃক্ত।

হজ্বের ওয়াজিব সমূহের কোন একটি যদি বাদ পড়ে যায় তবুও হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ুক অথবা ভুলক্রমে বাদ পড়ুক উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য মহিলাদের ক্ষেত্রে হায়িয-নিফাসের কারণে তাওয়াফে-বিদা করতে না পারলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না (শামী, ২য় খণ্ড)।

হজ্বের সুন্নাত : হজ্বের সুন্নাতসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১. মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী লোকদের মধ্যে যারা হজ্জে ইফরাদ এবং হজ্বে কিরান করেন তাদের জন্য তাওয়াফে কুদূম করা। তাওয়াফে কুদূমে রমল করা। অর্থাৎ বীরের ন্যায় চলা। যদি এই তাওয়াফে রমল না করে তবে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে রমল করা।

২. সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ীর সময় সবুজ বাতির মাঝখানে দ্রুতগতিতে চলা।

৩. কুরবানীর দিনগুলোর রাতে মিনায় অবস্থান করা।

৪. ৯ই যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা।

৫. ১০ই যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা।

৬. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

www.pathagar.com

৭. তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তারতীব-ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)।

এছাড়া আরো কিছু সুন্নাত রয়েছে যা হজ্বের কার্যাবলী ও মাস'আলা বর্ণনার সাথে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত ত্যাগ করা দোষণীয়। পালন করলে সাওয়াব হয় আর তরক করলে দম ওয়াজিব হয় না।

হজ্ব তিন প্রকার

১. ইফরাদ, ২. তামাত্তু এবং ৩. কিরান।

১. **ইফরাদ :** শুধু হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করাকে 'হজ্বে ইফরাদ' বলে।

২. **তামাত্তু :** হজ্বের মাসসমূহে প্রথমে উমরা আদায় করে হালাল হয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করে ঐ বছরই হজ্বের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্ব পালন করাকে 'হজ্বে তামাত্তু' বলা হয়।

৩. **কিরান :** একই সময় হজ্ব এবং উমরা পালনের নিয়্যত করে ইহরাম বাঁধাকে 'হজ্বে কিরান' বলে। এই তিন প্রকার হজ্বই জায়িয। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্বে কিরানই সবচেয়ে উত্তম। এরপর তামাত্তু এরপর হজ্বে ইফরাদ। এ হুকুম মক্কার বাইরের লোকদের জন্য। মক্কাবাসী লোকদের জন্য হজ্বে ইফরাদ উত্তম (শামী, ২য় খণ্ড)।

দু'আ কবূলের স্থানসমূহ : মক্কা শরীফের সব জায়গায়ই দু'আ কবূল হয়। কিন্তু কোন কোনস্থানে বিশেষভাবে দু'আ কবূল হয়ে থাকে বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এ সকল স্থানে ইহতিমামের সাথে দু'আ করা উচিত । যেমন–

১. বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে নযর পড়ার সময়, ২. মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফ করার জায়গায়, ৩. মুলতাযাম অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র দরজা এবং হজরে আসওয়াদের মাঝখানে অবস্থিত জায়গায়, ৪. মীযাবে রহমতের নীচে, ৫. বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে, ৬. যমযম কূপের নিকটে, ৭. মাকামে ইবরাহীমের পিছনে, ৮. সাফা পাহাড়ের উপরে, ৯. মারওয়া পাহাড়ের উপরে, ১০. মাস'আ অর্থাৎ সায়ী করার স্থানে, বিশেষভাবে সবুজ স্তম্ভ দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, ১১. আরাফার ময়দানে, ১২. মুযদালিফা, বিশেষভাবে মাশ'আরুল হারামে, ১৩. মিনায়, ১৪. জামরাতের নিকটে, ১৫. হাতীমের ভিতরে, ১৬. হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামনীর মাঝখানে, আলিম দারে আরকাম নবী ﷺ এর জন্মস্থান, খাদীজা (রা)- এর গৃহ, রুকনে ইয়ামনী, গারে সাওর, গারে হেরা, বায়তুল্লাহ শরীফের সেই বন্ধ দরজা যা বর্তমান দরজার বিপরীত দিকে ছিল, প্রভৃতি স্থান সমূহকেও দু'আ কবূলের স্থান হিসাবে গণ্য করেছেন।

www.pathagar.com

৫৩. জুমআর সালাতের বর্ণনা

শুক্রবার সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম দিন, এই দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে আর তাঁকে এই দিনে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং এ জুমুআর দিনেই মহাপ্রলয় সংগঠিত হবে। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এমন এক সময় নির্দিষ্ট আছে যে সময়ে বান্দার যে কোন সঙ্গত আবদার আল্লাহ্ কবুল করেন। তবে এটি খুবই অল্প সময় তাও আবার বান্দার নিকট নির্দিষ্ট নয়। বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সময়ের কথা উল্লেখ আছে। যেমন আবূ বুরদা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জুমআর দিনের ঐ সময় প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি যে, তা হচ্ছে ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নিয়ে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত।

(মুসলিম, মিশকাত– আলবানী ১ম/৪২৮ পৃষ্ঠা)

আনাস ইবনে মালেক (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনায়, আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের উল্লেখ আছে। [মুয়াত্তা মালিক (হাদীস সহীহ) আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত (আলবানী) ১/৪২৮/২৯-৩১] অন্য আর সময়ের বর্ণনাও আছে।

কাজেই কোন নির্দিষ্ট সময়ের ওপর নির্ভর না করে জুমআর দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিকর-আযকার এবং দু'আ ও দরূদ পাঠেরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

আবূ লুবাবা (রা)-এর বর্ণনায়, নবী করীম ﷺ বলেন, নিশ্চয় জুমআর দিন অন্যান্য দিনগুলোর সর্দার এবং আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে মহান দিন। আর এ দিন ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও আল্লাহ্র নিকট মহান।

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত- আলবানী ১ম/৪৩০ পৃষ্ঠা সনদ হাসান)

আওস ইবনে আওসের বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন (সহবাসের কারণে) নিজের স্ত্রীকে গোসল করায় এবং সে নিজেও গোসল করে। আর সে সকলের আগে পায়ে হেঁটে মসজিদে আসে এবং সে কোন বাহনে চড়ে না এবং ইমামের কাছে এসে বসে ইমামের খুৎবা শ্রবণ করে। কিন্তু আজে বাজে কথা বলে না। তাহলে তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের রোযা ও সালাতের নেকী হবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত (আলবানী) ১ম/৪৩৭/৩৮ পৃষ্ঠা, সনদ সহীহ)

রোগাক্রান্ত, মুসাফির, ক্রীতদাস, নাবালক ও নারীদের জন্য জুমআ ফরয নয়। তবে ইচ্ছা করলে পড়তে পারবে। অন্যথায় জুহরের সালাত আদায় করে নিবে। জুমআ প্রতিটি শহরবাসী কিংবা গ্রামবাসী সকলের ওপরই ফরয।

(সূরা জুমআ ; আয়াত-৯)

www.pathagar.com

জুহর ও জুমআর সময় একই। জুমআর দিন সকলের আগে গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে, আতর, খুশবু মালিশ করে এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে আযান হওয়ার পূর্বেই মসজিদে পৌছবে। (বুখারী ১/১২১ পৃষ্ঠা)

মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে মাসনুন দু'আ পড়বে এবং মসজিদে পৌছে দুই রাক'আত تَحِيَّةُ الْمَسْجِد সালাত না পড়ে কখনও বসবে না।
(বুখারী ১/১৫৬ পৃষ্ঠা)

জুমুআর দিন ঠিক দুপুরের সময়ও মসজিদে প্রবেশ করলে ঐ দু'রাক'আত পড়তে পারবে এমন কি ইমাম খুৎবা শুরু করে দিলেও হাল্কাভাবে দু'রাক'আত পড়ে বসবে। (মুসলিম ১ম ২৮৭ পৃষ্ঠা)

সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য কাতার চিরে, মানুষের ঘাড় টপকিয়ে যাওয়া কঠিন পাপী কাজ। তাই এটা হতে সতর্ক থাকবে। খুৎবার সময় কারো সাথে কোন কথা বলা, কোন কাজ করা বা ইশারা-ইঙ্গিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এরূপ করলে জুমুআর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী, ১ম ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

কাজেই খুৎবার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে সাধ্যানুসারে দুই রাক'আত করে চার বা ছয় রাক'আত সুন্নাত পড়ে বসে দু'আ, দরূদ এবং যিকর আযকার এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে। তবে এসবই চুপে চুপে করবে যাতে অন্য মুসল্লির বিরক্তির কারণ না হয়। অতঃপর মনোযোগ সহকারে ইমামের খুৎবা শুনবে।

জুমআর ফরয সালাত দুই রাক'আত। দুই রাক'আতই ইমামকে উচ্চঃস্বরে ক্বিরআত পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর প্রথম রাক'আতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশিয়াহ পড়তেন। আবার কখনো কখনো প্রথম রাক'আতে সূরা-জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশিরভাগ খুৎবায় সূরা-ক্বাফ পাঠ করতেন। (মুসলিম, মিশকাত-১২৩)

জুমুআর দিন ঈদ হলে জুমআর সালাতে রুখসত আছে ইচ্ছা করলে পড়বে, নতুবা যুহর পড়বে। (আবূ দাউদ ১৫৩ পৃষ্ঠা)

বিশেষ কারণে দেরী হওয়ার জন্য কেউ যদি জুমআ সালাতের তাশাহহুদে শামিল হয় তবে সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে জুমুআর দু'রাক'আতই পড়বে। (তুহফাতুল আহওয়াযী মিরআত ২/৩১৩ পৃষ্ঠা)

কিন্তু যদি কেউ তাশাহহুদও না পায় তবে তাকে জুহরের চার রাক'আত ফরযই পড়তে হবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত পরপর একাধারে তিন জুমআ ছেড়ে দিবে সে ব্যক্তি মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে নিফাকের মোহর মেরে দেন। (আবূ দাউদ ১৫১ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

মসজিদে বসে ঘুম বা তন্দ্রা লাগলে স্থান পরিবর্তন করে বসবে অথবা খুৎবার সময় না হলে কারো সঙ্গে দ্বীনি আলাপ করবে। (মুসলিম ১/২৮৮, আবূ দাউদ ১৬০)

ইমাম মিম্বরে উঠে মুক্তাদীগণকে সালাম দিয়ে বসবেন। সে সময় মুয়াযযিন মসজিদের দরজা বরাবর বাহিরে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। ইমাম লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে স্থানীয় ভাষায় দুই খুৎবা দিবেন, মধ্যখানে বসবেন। (বুখারী ১/১২৫)

খুৎবায় কুরআন ও সহীহ পড়ে মুসাল্লীদেরকে উপদেশ দিবেন। আল্লাহর প্রশংসা নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ ও বিশ্ব মুসলমানদের জন্য দু'আ করবেন। খুৎবা খুব দীর্ঘ করা সমীচীন নয়; বরং খুৎবা সংক্ষিপ্ত ও সালাত লম্বা করা বুদ্ধিমানের পরিচয়। (মুসলিম ২৮৬ পৃ:)

কোন স্থানে তিনজন মুসল্লী একত্রিত হলেই জুমুআ পড়তে পারবে।

(ফিকহুস সুন্নাহ ১ম ২৮৭ পৃষ্ঠা)

জুমু'আর আগে ও পরে সুন্নত : জুমু'আর খুতবার পূর্বে 'কাবলাল জুমু'আহ' বলে কোন নির্দিষ্ট ২ বা ৪ রাকআত সুন্নত নেই। অতএব সালাতী মসজিদে এলে 'আহিয়্যাতুল মাসজিদ' ২ রাকআত সুন্নত পড়ে বসে যেতে পারে এবং দুআ, দরূদ তাসবীহ-যিকর বা তেলাআত করতে পারে। আবার ইচ্ছা হলে সালাতও পড়তে পারে। তবে এ সালাত হবে নফল এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন যথা নিয়মে গোসল করে, দাঁত পরিষ্কার করে, খোশবূ থাকলে তা ব্যবহার করে, তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে, অতঃপর (মসজিদে) যায়, নামাযীদের ঘাড় ডিঙিয়ে (কাতার চিরে) আগে যায় না, অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সালাত পড়ে। তারপর ইমাম উপস্থিত হলে নীরব ও নিশ্চুপ থাকে এবং সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলে না, সে ব্যক্তির এ কাজ এই জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আর মধ্যবর্তীকালে কৃত পাপের কাফফারা হয়ে যায়।"

(মুসনাদ আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, মুস্তাদরাক, সহীহুল জামে' ৬০৬৬ নং)

প্রকাশ থাকে যে, "প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে সালাত আছে।

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৬৬২ নং)

এই হাদীস দ্বারা কাবলাল জুমু'আর সুন্নত প্রমাণ হয় না। কারণ, বিদিত যে, জুমু'আর আযান ও ইকামতের মাঝে থাকে খুতবা। আর মহানবী ﷺ-এর যুগে পূর্বের আর একটি আযান ছিল না। আর সুন্নত প্রমাণ হলেও মুআক্কাদাহ ও নির্দিষ্ট সংখ্যক নয়। তদনুরূপ "এমন কোন ফরয সালাত নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।" (সহীহ, ত্বাবঃ, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৩২, সহীহুল জামে ৫৭৩০)

www.pathagar.com

এ হাদীস দ্বারাও জুমু'আর পূর্বে ২ রাকআত সুন্নত প্রমাণ হয় না। কারণ, জুমু'আর ফরয সালাতের পূর্বে খুতবা হয়। আর খুতবার পূর্বে ২ রাকআত সালাত এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। (সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৩২ নং)

সতর্কতার বিষয় যে, ইমামের খুতবা চলাকালে কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে তাকে সেই অবস্থায় হাল্কা করে যে ২ রাকআত পড়তে হয়, তা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নয়; বরং তা হল তাহিয়্যাতুল মাসজিদ।

জুমু'আর পরে বা বা'দাল জুমু'আর ৪ অথবা ২ রাকআত সুন্নত

জুমু'আর পর মসজিদে সুন্নত পড়লে একটু সরে গিয়ে বা কারো সাথে কোন কথা বলার পরে ৪ রাকআত সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়তে হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আর পর সালাত পড়ে, সে যেন ৪ রাকআত পড়ে।" (সুনানু আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৪৯৯ নং)

তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আহ পড়ে, সে যেন তার পর কোন কথা না বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত না পড়ে।"

(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৩২৯ নং)

ইবনে উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ জুমু'আর সালাত পড়ে বাসায় ফিরে ২ রাকআত সালাত পড়তেন।

(সহীহুল বুখারী ৯৩৭ নং, সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

অবশ্য যদি কেউ মসজিদে ২ রাকআত পড়ে তাও বৈধ। পরন্তু যদি কেউ ২ অথবা ৪ রাকআত বাসায় পড়ে তাহলে সেটাই উত্তম। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "ফরয সালাত ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার স্বগৃহে পড়া সালাত।" (নাঃ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, সহীহ তারগীব ৪৩৭ নং, তামামুল মিন্নাহ, আলবানী ৩৪১-৩৪২ পৃঃ)

প্রকাশ থাকে যে, জুমু'আর পরে যোহরের নিয়তে ৪ রাকআত এহতিয়াতী যোহর পড়া বিদআত। (আল-আজবিবাতুন নাফেআহ, আন আসইলাতি লাজনাতি মাসজিদিল জামেআহ, মুহাদ্দিস আলবানী ৭৪ পৃঃ, মুবিঃ ১২০, ৩২৭ পৃঃ)

যেমন বিদআত রমযানের শেষ জুমু'আকে জুমু'আতুল বিদা নাম দিয়ে কোন খাস মসজিদে ঐ জুমু'আহ পড়তে যাওয়া।

www.pathagar.com

জুমুআর সালাতের পর আসর পর্যন্ত করণীয় : সাহাবী সাহল ইবনে সাআদ (রা) বলেন, আমরা জুমআর সালাতের পূর্বে দুপুরের বিশ্রামও করতাম না এবং দুপুরের খাবারও খেতাম না বরং পরে করতাম।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- আলবানী ১/৪৪১ পৃষ্ঠা)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম জুমআর দিন অন্য দিনের মত সালাতের আগে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম না করে জুমআর সালাতের পরে করতেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা জুম'আর ১০ নম্বর আয়াতে বলেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

বস্তুতঃ হাদীসের মর্ম এবং কুরআনের বাণীর মধ্যে কারো দ্বন্দ্ব মনে হতে পারে কিন্তু মূলত এতে কোন দ্বন্দ্বও নেই। কারণ, পূর্ববর্তী আয়াত জুমআর সালাতের জন্য আযান শ্রবণের সাথে সাথে দোকান-পাট, বেচা, কেনা সব বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ আয়াতে অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র, অর্থাৎ জুমুআর সালাত সমাপ্ত হলে পুনরায় ব্যবসায়িক কাজ কর্ম এবং রিজিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে। এতে ইসলামের বিধানে কোন আপত্তি নেই কিন্তু সকলকে রিযক তালাশে বেরিয়ে যেতেই হবে। বিধানটা এমন নয়; বরং যারা রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং অবসর জীবন অতিবাহিত করছেন তারা এ সময়ে দুপুরে খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলে তাহাজ্জুদ পড়তে সুবিধা হবে।

এভাবে বিশ্রাম কিংবা কাজরত অবস্থায় আসরের সালাতের সময় হয়ে যাবে। এবার আসরের সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে সম্ভব হলে বাড়ীতে, দোকানে কিংবা অফিসেই অযু করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিবেন।

www.pathagar.com

৫৪. আছরের সালাত

আছরের ফরয সালাত চার রাকা'ত। (সূত্র, বুখারী, মুসলিম, বায়হাক্বী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আছরের ফরয সালাতের পূর্বে কোন সময় দুই রাকা'ত কোন সময় চার রাকা'ত (সুন্নাত) সালাত পড়তেন। (সূত্র : নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

তিনি আছরের সালাতের পূর্বে চার রাকা'ত সালাত আদায়কারীর ওপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেন বলে বর্ণনা করেছেন। (সূত্র : তিরমিযী, আবু দাউদ)

আছরের সালাতের শুরু এবং শেষ সময় : জুহরের সালাতের সময় যেখানে শেষ হয় আছরের সালাতের সময় তখন শুরু হয় এবং সূর্যের রং যখন হলদে হয়ে যায় তখন আছরের সময় শেষ হয়। (সূত্র : তিরমিযী, নাসায়ী, মুআত্তা)

ফজর ও আছরের সালাতের প্রতি অধিকতর সচেতন থাকা : আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ .

যার আছরের সালাত ফউত অর্থাৎ কাযা হয়েছে, তার যেন পরিবার ও সম্পদ সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। (বুখারী)

বুখারীর অপর বর্ণনায় নবী ﷺ বলেছেন–

مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .

যে ব্যক্তি আছরের সালাত ছেড়ে দিয়েছে, তার আমলই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

বুখারীর আরেক বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) রাসূলুল্লা ﷺ বলেছেন : তোমাদের নিকট রাতে ও দিনে যেসব ফেরেশতা আসে তাদের একদল আসে ও আর একদল যায় এবং ফজর ও আছরের সালাতে তারা উভয়দল একত্রিত হয়। অত:পর তোমাদের মাঝে রাত-যাপনকারী ফেরেশতা দল (যখন আসমানে) ওঠে যায়, তখন তাদের প্রভু (মহান আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় দেখে এসেছ? অথচ তিনি তাদের সবকিছুই ভালোভাবে অবগত আছেন। জবাবে ফেরেশতাগণ বলেন, আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় তাদেরকে সালাতরত অবস্থায় রেখে এসেছি। আর যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তাদেরকে আমরা সালাতরত অবস্থায় পেয়েছি।"

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ـ

"তোমরা সব সালাতের সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের"।

(সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-২৩৮)

অধিকাংশ বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে, মধ্যবর্তী সালাতের অর্থ হচ্ছে আসরের সালাত। কেননা এর একদিকে দিনের দুটি সালাত ফজর ও যুহর এবং অপর দিকে রাত্রের দু'টি সালাত মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ সালাতের প্রতি তাকীদ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক লোকের এ সময় কাজ কর্মের ব্যস্ততা থাকে।

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার সব আমল নষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী, মিশকাত ৬০ পৃষ্ঠা)

কোন জিনিসের ছায়া ঠিক দুপুরের ছায়া ব্যতীত যখন সমপরিমাণ হয়ে যায় তখন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সময়। (মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূর্য যখন হলদে রং হয় এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে এসে যায় তখন মুনাফিকরা আসরের সালাত পড়ে–

(মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃষ্ঠা)

কাজেই সূর্যের রং স্বাভাবিক সাদা থাকতে হলদে রং হয়ে আসার পূর্বেই আসর পড়া উচিত।

বুখারীর অপর বর্ণনায় জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক সময়ে আমরা নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় ছিল রাতের বেলা। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: এ চাঁদকে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক তেমনি তোমাদের প্রভুকেও তোমরা (বেহেশতে) দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করো না। সুতরাং সূর্য উদয় হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার আগে (শয়তানের ওপর বিজয়ী হয়ে)

যদি তোমরা ঠিক সময়ে সালাত আদায় করতে পারো তাহলে তা-ই করো। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ـ

অর্থ : সূর্য উদয়ের পুর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে তুমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। (অর্থাৎ এ সময় সালাত পড়)। (সূরা ক্বাফ : আয়াত-৩৯)

www.pathagar.com

আসরের পর করণীয় : পূর্বে বর্ণিত ফরয সালাতের পর যিকর-আযকার, দু'আ-দরূদ করে যে ব্যক্তি কোন কাজে ব্যস্ত, তিনি সেই কাজে লিপ্ত হবেন। কিন্তু যিনি অবসর পাবেন তিনি আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নিতে পারেন। সন্ধ্যা বেলায় কোন রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দেখতে যাওয়া খুবই সওয়াবের কাজ। যেমন আলী (রা)-এর বর্ণনায় নবী করীম ﷺ বলেন, কোন মুসলমান যখন সকাল বেলায় অন্য কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায় তখন তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় কোন রোগীকে দেখতে যায় তাহলে তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি বাগান বরাদ্ধ দেয়া হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ১৩৫ পৃষ্ঠা)

রোগী দেখার দু'আ : আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ডান হাত দিয়ে লোকটিকে বুলিয়ে দিতেন। তারপর তিনি বলতেন

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

উচ্চারণ : আযহিবিল বা'স, রাব্বান্নাস, অশফি আনতাশ শাফী লা শিফায়া ইল্লা শিফাউক, শিফাআল্লা ইউগাদিরু সাক্বামা।

অর্থ : হে মানুষের রব! এর কষ্ট দূর কর এবং একে আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য দান ছাড়া আর কোন আরোগ্যই নেই। এমন আরোগ্য দান যা কোন রোগকে ছেড়ে না দেয়। (বুখারী, মিশকাত ১৩৪)

শরীর ব্যথার দু'আ : ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) একদা তাঁর দেহে ব্যথার অভিযোগ করলে, নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তোমার হাতটা ব্যথার জায়গায় রাখ এবং তিনবার বল।

বিসমিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, বিসমিল্লাহ। অতঃপর সাতবার বল,

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ـ

উচ্চারণ : আউযু বি ইয্যাতিল্লাহি ওয়াকুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু।

অর্থ : আল্লাহর নাম নিয়ে হাত রাখলাম (তিনবার)। আমি আল্লাহর সম্মান ও শক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই কষ্ট থেকে যা আমি (আমার দেহে) পাচ্ছি এবং যা থেকে আমি বাঁচতে চাচ্ছি।

www.pathagar.com

হাদসিটির বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাই করলাম। সুতরাং আল্লাহ্ আমার ব্যাথ্যা দূর করে দিলেন। (মুসলিম, মিশকাত ১৩৪ পৃষ্ঠা)

আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কোন ব্যক্তি যখন রোগাক্রান্ত হতো কিংবা তার ফোঁড়া হতো অথবা কোন ধরনের চোঁট বা আঘাত লাগত তখন নবী ﷺ ঐ স্থানে তাঁর আঙ্গুলটি দিয়ে বলতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى بِهٖ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তুররাতু আরদিনা বি রীকাতি বা'দিনা লি ইউশফা সাক্কীমুনা বি ইযনি রাব্বিনা।

অর্থ : আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থাথুর সাথে মিশিয়ে আল্লাহর নাম নিচ্ছি যাতে আমাদের রোগী আমাদের পালনকর্তার নির্দেশে আরোগ্য লাভ করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৩৪ পৃষ্ঠা)

৫৫. মাগরিবের সালাত

মাগরিবের ফরয সালাত তিন রাকা'ত। (সূত্র বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের ফরয সালাতের পর দুই রাকা'ত সালাত পড়তেন।
(সূত্র : মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

তিনি মাগরিবের ফরয সালাতের পর দু রাকা'ত (সুন্নাত) সালাত (অধিকাংশ সময়) তাঁর ঘরে গিয়েই পড়তেন এবং অপরকেও এ সালাত নিজগৃহে গিয়ে পড়তে বলতেন। (সূত্র : মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

তিনি মাগরিবের আজান ও ইক্বামাতের মধ্যে দুই রাকা'ত সালাত পড়তে বলতেন। তিনি বলতেন: প্রতি দুই আজানের (অর্থাৎ আজান ও ইকামতের) মধ্যবর্তী সময়ে সালাতের পড়ার আছে; যদি কেউ ইচ্ছা করে।
(সূত্র: বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

তিনি মাগরিবের ফরয সালাতের পর দুই রাকা'ত সুন্নাত সালাতে কোন সময় সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাছ পড়তেন। আবার কোন সময় এ দুই রাকা'তের ক্বিরাআত এত দীর্ঘ করে পড়তেন, এ সময়ে মসজিদে আগত লোকেরা সব চলে যেত। (সূত্র : ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মাগরিবের সালাতের শুরু এবং শেষ সময় : যখন সূর্য অস্ত যায় তখন মাগরিবের সালাতের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশের শফক্ব অর্থাৎ লালবর্ণ যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হয়।

(সূত্র তিরমিযী, নাসায়ী, মুআত্তা)

মাগরিবের ফরযের আগে দুই রাক্'আত সুন্নাত সালাত : আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা মাগরিবের ফরযের আগে দুই রাক'আত সালাত পড়। তিনি দুইবার এভাবে বললেন। তৃতীয় বার বললেন, যার ইচ্ছা। অর্থাৎ লোকেরা যাতে এটাকে খুব জরুরী সুন্নাত মনে না করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-আলবানী ১/৩৬৬ পৃষ্ঠা)

আনাস (রা)-এর বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরাম (রা) এই দুই রাক্'আত সালাত প্রায় সকলেই পড়তেন। এই সালাত পড়ার সময় বাহির থেকে কোন অপরিচিত লোক আগমন করলে তার ধারণা হত যে, মাগরিবের ফরয সালাত পড়া হয়ে গেছে, আর এখন লোকজন মাগরিবের পরের সুন্নাত পড়ছেন। (মুসলিম, মিশকাত-আলবানী ১/৩৭০)

সুতরাং মাগরিবের আযানের আগে যারা অযু করে প্রস্তুত থাকবে তারা আযানের জওয়াব এবং আযান শেষে দরূদ শরীফ-দরূদে ইবরাহীম এবং অসীলার দু'আ পাঠ করে সূরা ফাতিহাসহ ছোট ছোট সূরা পাঠ করে হালকাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে। যারা এই সালাত পড়েন না এবং যে সকল ইমাম সাহেবরা মুসল্লীদেরকে এই সালাত পড়ার সুযোগ দেন না তারা রাসূল ﷺ-এর একটি সুন্নাতকেই অস্বীকার করেন। এই সালাত পড়া যাবে না এমন কোন দলীলও তাদের নিকট নেই। তারপর মাগরিবের ফরয সালাত তিন রাক'আত জামাআতের সাথে পড়তে হবে।

মাগরিবের পর সুন্নাত ও নফল সালাত : মাগরিবের পর দুই রাক্'আত সুন্নাত সালাত সুন্নাতে রাতিবাহ হিসাবে অবশ্যই পড়তে হবে। তবে সফরে মাগরিব ও এশা এক সাথে জমা করে পড়লে এ সুন্নাত পড়তে হবে না। একামত দিয়ে মাগরিবের ফরয তিন রাক্'আত, অতঃপর ইকামত দিয়ে এশার ফরয দুই রাক'আত এবং বিতর এক বা তিন রাক'আত আদায় করলেই চলবে।

(বুখারী, মিশকাত-আলবানী ১/৪২২ পৃষ্ঠা)

মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাত সালাতের পর বিভিন্ন দুর্বল হাদীসে ৪, ৬ কিংবা ২০ রাকাত নফল সালাত পড়ার ফযীলত অকল্পনীয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শওকানী বলেন, এ সব হাদীস অত্যন্ত দুর্বল। তাই এ সকল দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করার দরকার নেই; বরং মাগরিবের পর যাদের জরুরী কাজ থাকবে তারা নিজ নিজ কাজে রত হবেন। আর যারা অবসর তারা এশা পর্যন্ত বিভিন্ন দু'আ দরূদ যিকর-আযকার এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পরে বেহুদা আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়ে গল্প গোজব করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃষ্ঠা)

(বি: দ্র: সন্ধ্যা বেলায় পঠিত দু'আ, সকাল বেলায় পঠিত দু'আ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখান থেকে মুখস্থ করে সন্ধ্যা বেলায়ও পাঠ করুন। এছাড়া আরো বহু দু'আ আছে)

মাগরিবের পর খাস দু'আ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ : আউযু বিকালিতিল্লাহিত-তাম্মাতি মিন্ শাররি মা খালাক্ব।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ বাণীসমূহের সাহায্যে তার সমস্ত সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, তিরমিযী)

উপরিউক্ত দু'আটি সন্ধ্যায় তিনবার পড়লে ঐ রাত্রিতে বিষাক্ত কোন প্রাণী ক্ষতি করতে পারবে না। (মিশকাত-আলবানী ২/৭৫০ পৃষ্ঠা)

সফরে রাত্রে কোন স্থানে অবস্থান করলে এ দু'আ পড়বেন।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি গোপন, প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীমদাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক-বাদশাহ, মহান পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা। উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

(৫৯- সূরা আল হাশর : ২২-২৪)

www.pathagar.com

ফযীলত : তিরমিযীতে মাকাম ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ এই তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সেও এ মর্যাদা লাভ করবে। (মাজহারী, তিরমিযী, হাদীসটি দুর্বল)

এশার সালাত : সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে যে লাল রঙের আভা থাকে তা মিটে যাওয়ার পর থেকে অর্ধেক-রাত্রি পর্যন্ত এশার সালাতের সময়।
(মুসলিম, মিশকাত ৫৯ পৃষ্ঠা)

এশার ফরয সালাতের পূর্বে দাখিলা মসজিদ কিংবা তাহইয়াতুল অযু দুই রাক'আত সালাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত সালাতের প্রমাণ নেই, কাজেই মসজিদে প্রবেশ করে জামাআত শুরু হতে বিলম্ব হলে দুই রাক'আত দাখিলা মসজিদ পড়ে বসবে এবং তাসবীহ, তাহলীল অথবা কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে। অতঃপর জাম'আতের সাথে চার রাক'আত ফরয সালাত আদায় করবে। সালাম ফিরানোর পর ফরয সালাতের পর পঠিতব্য দু'আ সমূহ পড়বে। তারপর দুই রাক্'আত সুন্নাতে রাতিবা-মুয়াক্কাদা পড়বে। এশার পরে চার কিংবা ছয় রাক্'আত সুন্নাত পড়ার হাদীস দুর্বল। (আলবানী-মিশকাত ১/৩৬৮)

তবে তাহাজ্জুদের নিয়তে কেউ যদি দুই, চার, ছয়, আট, কিংবা দশ রাক'আত সালাত পড়ে, বিতর এক বা তিন রাক'আত পড়ে তাহলে উত্তম হবে। কারণ তাহাজ্জুদের সালাতের সময় এশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত। (বুলুগুল মারাম ৪০) যদিও এর উত্তম সময় হচ্ছে রাত্রির তিন ভাগের দুই ভাগ অতিবাহিত হওয়ার পর ঘুম থেকে উঠে পড়া। (সূরা মুযাম্মিল : আয়াত-৬)

৫৬. বিতর সালাতের বর্ণনা

এশা কিংবা তাহাজ্জুদ সালাতের পর রাতের সালাতকে বেজোড় করার জন্য কতিপয় বেজোড় রাক'আত সালাতের নাম বিতর সালাত বা সালাতুল বিতর। صَلَاةُ الْوِتْرِ বিতর শব্দের অর্থ বেজোড়। বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ বিতর সালাত এক, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা নয় রাক'আত।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১১-১১২)

তবে বিভিন্ন রাক'আতের বিতর আদায়ের পদ্ধতি আলাদা। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৯ রাক'আত বিতর পড়ার ইচ্ছা করলে একাধারে ৮

www.pathagar.com

রাক'আত পড়ে বসতেন এবং তাশাহহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু .... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়ে নবম রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন এবং সূরা ফাতিহাসহ অন্য কোন সূরা পড়তেন, অতঃপর রুকুর পরে বা আগে দু'আ কুনুত পড়তেন তারপর দুই সিজদা দিয়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দু'আ মা'সূরা পড়ে সালাম ফিরাতেন।

অনুরূপ সাত রাক'আত পড়ার ইচ্ছা করলে ৬ রাক'আত পড়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু ..... আবদুহু ওয়া রাসূলুহ পর্যন্ত পড়ে পুনরায় দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট এক রাক'আত দু'আ কুনূতসহ পুরা করে বসতেন এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাতেন। (মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃষ্ঠা)

বিতর পাঁচ রাক'আত কিংবা তিন রাক'আত পড়লে মধ্যস্থলে কোথাও বসতেন না বরং একেবারে পঞ্চম রাক'আতে অথবা তিন রাক'আত পড়লে তৃতীয় রাক'আতে দু'আ কুনূত পড়ে বসতেন এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাতেন। (হাকিম, বাইহাকী, মিশকাত ১১২)

তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর সালাতে, প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরুন (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) পড়া সুন্নাত।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা)

আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় শেষ রাক'আতে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ার কথা বাড়তি আছে। (তিরিমযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ১১২ পৃষ্ঠা)

এক রাক'আত বিতর আল্লাহ্র রাসূল ﷺ নিজে পড়েছেন এবং এক রাক'আত বিতর পড়ার জন্য আদেশও দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃষ্ঠা)

বিতর সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' পড়বে। তৃতীয়বার উচ্চস্বরে পড়বে।

(নাসায়ী, তিরমিযী, মিশকাত ১১২ পৃষ্ঠা)

যে ব্যক্তির এ আশা আছে যে, সে শেষ রাতে ঘুম থেকে অবশ্য জাগবে এবং নিয়মিত শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের অভ্যাস আছে। সে রাতের প্রথম ভাগে এশার সালাতের পর বিতর পড়বে না। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে বিতর পড়বে। আর যে ব্যক্তির এ ভয় আছে যে, সে শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠতে পারবে কিনা সে প্রথম রাত্রিতে এশার সালাতের পর সম্ভব হলে দুই, চার .... রাক'আত তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে বিতর পড়ে নিবে এবং বিতরের পর শুয়ার পূর্বে আর দুই রাক'আত পড়ে শুয়ে থাকবে। (দারেমী, মিশকাত ১১২ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

অগত্যা কারো বিতর থেকে গেলে ফজর সালাতের পূর্বে পড়ে নিবে। ফজরের সালাতের পর বিতর পড়া জায়েয নয় এবং এক রাত্রিতে দু'বার বিতর পড়া জায়েয নয়। সওয়ারীর উপর আরোহিত অবস্থায় বিতর ও সুন্নাত সালাত পড়া জায়িয আছে। বিনা ওযরে সওয়ারীতে ফরয সালাত আদায় করা জায়েয নেই। সওয়ারীতে সালাত আদায়ের জন্য শর্ত হলো তাকবীর তাহরীমার সময় সওয়ারীর মুখ কিবলার দিকে থাকতে হবে। তারপর সওয়ারীর মুখ যে দিকে ইচ্ছা ঘুরে গেলে কোন দোষ হবে না। সওয়ারীর উপর রুকু ও সিজদা ইশারার সাথে করবে। কিন্তু সিজদার সময় রুকু অপেক্ষা অধিক ঝুঁকবে।

(সিহাহ সিত্তাহ, মিশকাত ১১১-১১২ পৃষ্ঠা)

তিন রাক'আত বিতর সালাত আদায়ের নিয়ত করলে দু'রাক'আত প্রথমে পড়ে তাশাহুদে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে প্রয়োজনে কথাবার্তা বলার পর এক রাক'আত পড়তে পারবে। (বুখারী ১/১৩৫)

বিতর সালাতে দু'আ কুনূত ও তা পড়ার নিয়মাবলী : বিতরের দু'আ কুনূত রুকুর পূর্বে কিংবা পরে পাঠ করার বিষয়ে কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। রুকুর পরে কুনূত পাঠ করাই উত্তম। কেননা বেশিরভাগ বর্ণনায় রুকুর পরে পড়ার বর্ণনা রয়েছে। হানাফী মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী বলেছেন, বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী মুসতাদরকে হাকীমে বর্ণিত রুকুর পরে কুনূত পড়ার হাদীসটি সহীহ। অতএব, বিতর সালাতে রুকুর পরে কুনূত পাঠ করাই উত্তম। তবে রুকুর পূর্বে পড়াও জায়েয। (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাত, আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী ২২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, রুকুর আগে ক্বিরআত শেষ করে কুনূত পড়তে হবে। কিন্তু ক্বিরআত শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত উঠিয়ে পুনরায় বেঁধে পড়তে হবে। এ প্রচলিত নিয়ম আমার শায়খ তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মোবারকপুরী বলেন, এর কোন সহীহ প্রমাণ আছে বলে আমার জানা নেই। তবে কিছু আসার বর্ণিত আছে কিন্তু এরও কোন সনদ আছে বলে জানি না। (মিরআত, শরহে মিশকাত ২/২১৯ পৃষ্ঠা)

দু'আ কুনূত পড়ার সময় রাসূল ﷺ হাত তুলেছেন বলে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ওমর, আবূ হুরায়রাহ, ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে বর্ণিত আছে। (ক্বিয়ামুল লাইল, ইবনে আবূ শাইবা)

◆ **বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার পদ্ধতি :** যদি তিন রাকাত বিতর আদায় করে তাহলে তৃতীয় রাকাতের রুকুর পরে অথবা রুকুর আগে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া কুনূত পড়বে, যাতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা এবং নবী করীম ﷺ এর প্রতি দরূদ থাকবে। অত:পর হাদীসে এসেছে এমন কোন দোয়া পড়বে।

www.pathagar.com

নিম্নোক্ত দোয়াটি কুনূতের দোয়া যা রাসূল ﷺ আলী (রা)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

"আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া 'আফিনী ফীমান আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়া বারিক লী ফীমা আ'ত্বাইত, ওয়াকিনী শাররা মা ক্বাদাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বদী ওয়ালা ইউক্দা 'আলাইকা, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিললু মাওঁ ওয়ালাইতা, তাবারকতা রব্বনা ওয়া তা'আলাইত।"

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ১৪২৫, তিরমিযী হাদীস নং ৪৬৪)

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাকে হেদায়েত দান করেছ তাদের মধ্যে আমাকেও হেদায়েত দান কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদ রাখ। তুমি যাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ তাদের মধ্যে আমার সাথেও বন্ধুত্ব কর। আমাকে তুমি যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দান কর। তুমি যা ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর; কেননা তুমিই ফয়সালা কর, তোমার উপর কেউ ফয়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব কর সে কখনও বেইজ্জত হয় না। হে আমাদের রব ! (প্রতিপালক) তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ . اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা'ইনুকা, ওয়া নাস্ তাগ্ফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতা ওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়ানুস্নী আলাইকাল খাইর, ওয়া নাশকুরুকা, ওয়ালা নাক্ফুরুকা, ওয়া নাখলাউ ওয়া নাত্রুকু মাইয়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী, ওয়ানাস্জুদু ওয়া ইলাইকা নাস্আ ওয়া নাহ্ফিদু ওয়ানার্জু রাহামাতাকা ওয়া নাখ্শা আযা-বাকা, ইন্না আযা-বাকা বিল্কুফ্ফা-রি মুলহিক্ব।" (তাবারানী ও বায়হাকী)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার প্রতি ঈমান রাখি, আপনার উপর ভরসা করি, আর আপনার উত্তম গুণগান করি, আপনার শুকরিয়া আদায় করি, আপনার নাশুক্‌রী করি না, যে আপনার নাফরমানী করে (গুনাহের কাজ করে) আমরা তাকে ত্যাগ করি, বর্জন করে চলি। হে আল্লাহ! আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই সালাত পড়ি, আপনাকেই সেজদা করি, আর আপনার সন্তুষ্টি তালাশের জন্য দ্রুত অগ্রসর হই, আর আপনার রহমতের আশা রাখি, আর আপনার আযাবকে ভয় করি, নিশ্চয়ই আপনার আযাব কাফিরদের জন্য অবধারিত।

১. সমাজে আমরা যে দোয়া কুনূতটা পড়ি তা বায়হাকী ও তাবরানী শরীফে আছে। তার সনদও দুর্বল। তাছাড়া তাও দু তিনটা হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয়। তাই এটার সনদ দুর্বল হওয়ার এটাও অন্যতম কারণ।

২. প্রচলিত দোয়া কুনূতে যা পড়ি। তার মধ্যে আল্লাহর সাথে বেশ কিছু ওয়াদা করছি।

আমরা আপনার শুকরিয়া আদায় করছি, আপনার প্রতি কুফুরী করব না, যে আপনার নাফরমানী করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি, আমরা আপনার জন্যই সালাত পরি, আপনাকে সিজদা করি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ ওয়াদা নামাজের পর আমরা তার বিরোধিতা করছি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রথমটির মধ্যে এ জাতীয় কোন ওয়াদা নেই। তাই প্রথমটির মধ্যে হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রথমটিই পড়া যৌক্তিক।

দোয়া কুনূতে অন্যান্য সাব্যস্ত দোয়াও বাড়াতে পারে; তবে বেশি দীর্ঘ করবে না। সাব্যস্ত দোয়াসমূহের মধ্যে রয়েছে–

١. اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ـ

٢. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ـ

www.pathagar.com

রাতের খাওয়ার পর বিপূর্ণ বিশ্রাম : এশার সালাতের পূর্বেই রাতের খাবার খেয়ে নেয়া উচিত। এটা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বটে, এছাড়া এশার সালাত একটু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। (মুসলিম, সুবুলুস সালাম ১/১০৯ পৃষ্ঠা)

এশার সালাতের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শয়ন করা উচিত। যাতে ঘুমের প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায় এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে চাইলে অসুবিধা না হয়। তাছাড়া এশার পরে অনর্থক কথাবার্তা বলা রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃষ্ঠা)

তবে রাতের খাবারের পর একটু হাটাহাটি রা হাদীসে সুন্নাত বলা হয়েছে, আর এটা বিজ্ঞান সম্মত।

৫৭. রাতে শয়ন করার পূর্বে করণীয়

রাতে শয়ন করার পূর্বে কুরআন মাজীদের ধারাবাহিক তিলাওয়াত অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক পঠিত বিশেষ বিশেষ সূরা ও যিকর-আযকার পড়ে শয়ন করা উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে শয়ন করার পূর্বে তার উভয় চোখে ইসমিদ নামক এক ধরণের সুরমা তিনবার করে লাগাতেন। (তিরমিযী, মিশকাত ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা সিজদা الٓمّٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ (..... এবং সূরা মূল্ক (.... تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ) না পড়ে কখনও নিদ্রা যেতেন না। (তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত ১৮৮ পৃষ্ঠা)

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি শয়ন করার সময় আয়াতুল কুরসী (اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ) শেষ পর্যন্ত পড়ে শয়ন করবে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং ফজর পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।

(বুখারী, মিশকাত- আলবানী ১/৬৫৫ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলায় শয়ন করার পূর্বে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পড়বে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (ঐ রাত্রির সমস্ত কল্যাণ হাসিল করতে এবং সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্তি পেতে। আর দিনের সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি হতে ক্ষমা লাভ করতে)। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৫ পৃষ্ঠা)

আয়াত দু'টি–

www.pathagar.com

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -

উচ্চারণ : আমানার রাসূলু বিমা উনঁযিলা ইলাইহি মিররাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহী ওয়া মালা ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ ওয়া ক্বালূ সামি'না ওয়া আত্ব'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা-উস'আহা, লাহা-মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা-মাকতাসাবাত, রাব্বানা-লা-তুআখিযনা- ইন্নাসীনা- আও আখত্বা'না রাব্বানা-ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইস্‌রানঁ কামা-হামালতাহূ আল্লাল্লাযীনা মিনঁ ক্বাবলিনা, রাব্বানা-ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহ, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগ্বফির লানা, ওয়ারহামনা, আনঁতা মাওলা-না ফানঁসুরনা আলাল কাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : রাসূল ﷺ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন ঐ সকল বিষয়ের প্রতি যা তাঁর রবের নিকট থেকে তাঁর কাছে নাযিল করা হয়েছে এবং মু'মিনেরাও (তা বিশ্বাস করেছে) তাঁরা সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি আর তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি। তাঁরা সকলেই বলেন যে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তাঁরা আরোও বলেন যে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা তোমার ক্ষমা ভিক্ষা চাই। বস্তুতঃ আমাদের তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। তার জন্য তাই রয়েছে সে যা উপার্জন করছে এবং তার ওপর তার মন্দ কাজেরই দোষ বর্তাবে। হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করে দোষ করে থাকি তবে আমাদেরকে অপরাধী করে পাঁকড়াও করো না। হে আমাদের রব! আর তুমি আমাদের ওপর এমন দায়িত্বের বোঝা অর্পণ করো না যেমন আমাদের

www.pathagar.com

পূর্ববর্তীদের ওপর করেছ। হে আমাদের রব! আর আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিওনা যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের সাহায্যকারী, কাজেই কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।
(সূরা আল বাক্বারাহ ২৮৫/২৮৬ আয়াত)

* নবী করীম ﷺ জনৈক সাহাবীকে (উসাইদ ইবনে হুযাইর) বললেন, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নিতে যাবে তখন সালাতের মত অযু করে ডান কাঁতে শুয়ে এ দু'আটি পাঠ করবে। তাহলে ঐ রাতে তুমি মৃত্যুবরণ করলে প্রকৃত ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০৯ পৃষ্ঠা)

আর যদি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাক তাহলে তুমি কল্যাণে পৌঁছে যাবে।

* বারা ইবনে আযিব (রা)-এর বর্ণনায়, নবী করীম ﷺ নিজেও প্রতিদিন রাতে শুয়ে এই দু'আটি পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لاَ مَلْجَاَ وَلاَ مَنْجَاَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আস্‌লামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াঅজজাহ্‌তু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়া ফাওয়াদতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইক লা-মালজাআ ওয়ালা-মানঁজাআ মিনঁকা ইল্লা ইলাইক আমানঁতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনঁযালতা ওয়াবিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, আমি আমার নিজ সত্তাকে তোমার দিকে ফিরালাম, আর আমি আমার যাবতীয় বিষয় তোমার নিকট অর্পণ করলাম এবং তোমার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে আমার পিঠটা তোমার নিকট ঠেকালাম। কেননা তোমার নিকট থেকে পলায়ন করার কোন আশ্রয়স্থল কিংবা পরিত্রাণস্থল নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় ব্যতীত। আমি সেই কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি যেটাকে তুমি নাযিল করেছ এবং সেই নবীর ওপরেও যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।

* ফারওয়া ইবনে নাওফিল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা নাওফিল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আমার বিছানায় আশ্রয় নেয়ার সময় আমল করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ

www.pathagar.com

বললেন, তুমি তখন পড় "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন (শেষ পর্যন্ত)" কেননা এটা শিরক থেকে মুক্তি (তাওহীদের উপকারী)।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী, মিশকাত ১৮৮ পৃষ্ঠা)

* আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ প্রত্যেক রাতে যখন তাঁর বিছানায় আশ্রয় নিতেন তখন তিনি নিজের হাতের তালুদ্বয়কে এক সাথে মিলাতেন। তারপর তিনি "কূল হুয়াল্লাহু আহাদ' ...... এবং কূল আউযুবিরাব্বিল ফালাক্ব ও কূল আউযু বিরাব্বিন্নাস ..... " সূরা তিনটি পড়ে হাতের তালুদ্বয়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর তিনি এটা দ্বারা তাঁর মাথা, মুখ ও দেহের সম্মুখ ভাগ মুছে নিতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৬ পৃষ্ঠা)

* আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট একজন সেবক চাওয়ার জন্য আসলেন। তখন তাঁকে তিনি বললেন, একজন সেবাকারী সেবকের চেয়ে যা উত্তম আমি তোমাকে তা বলে দিচ্ছি। তুমি প্রত্যেক সালাতের পরে এবং তোমার নিদ্রা যাওয়ার সময়ে "সুবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদুল্লিাহ" তেত্রিশবার এবং "আল্লাহু আকবার" চৌত্রিশবার পাঠ করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০৯ পৃষ্ঠা)

শয়নের সুন্নাতি নিয়ম : হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে বিছানায় শয়ন করে ডান গালের নীচে তাঁর ডান হাত রেখে নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই জীবিত হই। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০৮ পৃষ্ঠা)

* হাফসা (রা)-এর বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ তার ডান হাতটা তাঁর ডান গালের নীচে রাখতেন। তারপর নিম্নবর্ণিত দু'আটি তিনবার পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ক্বিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ঐ দিনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরোত্থিত করবে (অর্থাৎ শেষ বিচার দিবসের শাস্তি হতে বাঁচাও)। (আবূ দাউদ, মিশকাত ২১১ পৃষ্ঠা)

* নবী করীম ﷺ এক পায়ের উপর অন্য পা তুলে চিত হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, মিশকাত ৪০৪ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

তবে যদি বেপর্দা বা উলঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে যেমন পায়জামা, সেলোয়ার কিংবা সেলাই করা লুঙ্গি গিঠ দিয়ে পরা থাকলে চিত হয়ে শয়ন করা জায়েয আছে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪০৪ পৃষ্ঠা)

* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শয়ন করতে দেখে বললেন, এ যাবতীয় শয়ন আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না। (তিরমিযী, মিশকাত ৪০৪ পৃষ্ঠা)

অন্য বর্ণনায় আছে, এটা জাহান্নামীদের শয়ন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪০৪ পৃষ্ঠা) যে ছাদে রেলিং নেই এমন ছাদে কেউ যদি শোয়, তাহলে তার থেকে আল্লাহর যিম্মাদারীর দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। (আবূ দাউদ, মিশকাত ৪০৪ পৃষ্ঠা)

* আবূ সাঈদ (রা)-এর বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জন পুরুষকে পরস্পর জড়িয়ে শুতে এবং দু'জন মহিলাকে পরস্পর জড়িয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ১ম খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা)

* আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে শয়ন করার সময় কাপড়ের আচলের দ্বারা বিছানা তিনবার ঝেড়ে নিতে বলেছেন।

৫৮. ঘুমানোর সময়

আল্লাহ তা'আলা ঘুম দিয়েছেন আরামের জন্য। তাইতো তিনি এরশাদ করেছেন–

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا . وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا .

আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, রাত্রিকে করেছি আবরণ, আর দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়। (সূরা–৭৮ নাবা : আয়াত-৯-১১)

তাই আমাদেরকে রাত্রি বেলায় এশার সালাতের পর অবশ্যই নিদ্রা যেতে হয়। কিন্তু ভোর বেলা যখন সুবহে সাদিক হয় অর্থাৎ ফজরের সালাতের সময় হয় তখন প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে ফজরের সালাতের জন্য নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় না করে সূর্য উঠা পর্যন্ত নিদ্রায় বিভোর থাকে তাহলে শয়তান তার দুই কানে পেশাব করে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১০৯ পৃ:)

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا .

আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে (ঘুমকে) করেছি ক্লান্তি দূরকারী আরামের বস্তু। (সূরা নাবা : আয়াত-৯)

কাজেই রাত্রে আরামের জন্য কতক্ষণ ঘুমানো উচিত? স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে, শিশু ঘুমাবে ৯ ঘণ্টা, কিশোর ৮ ঘণ্টা , যুবক ৭ ঘণ্টা, মধ্যম বয়সের লোকেরা ৬

www.pathagar.com

ঘণ্টা, বৃদ্ধরা ৫ ঘণ্টা। শরীয়ত এ বিষয়ে সময়ের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি বটে কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বা কোন কোন সাহাবী যেভাবে কিয়ামুল লাইল (রাত্রের সালাত) পড়তেন তাতে বুঝা যায় যে, তারা কখনও ছয় ঘণ্টার বেশী সময় ঘুমাননি। কারণ শীতকালে ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে এশার সালাত পড়ে ৯টা বা সাড়ে নয়টার দিকে শুয়ে পড়লে রাত ৩টা বা সাড়ে তিনটার দিকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া যায়। আর গরমকালে ৮-৩০টা থেকে নয়টার মধ্যে এশার সালাত পড়ে সাড়ে ৯টা-১০টার দিকে শুয়ে পড়লে আড়াইটার দিকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া যায়। তবে গরমকালে সাধারণত রাত্রে ৫ ঘণ্টার অধিক ঘুমানো যায় না। সুতরাং দিনের দুপুর বেলায় (কাইলুলাহ) অর্থাৎ ঘন্টাখানিক ঘুমালে রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তে সুবিধা হয়। মনে রাখবেন! কম ঘুমানো, কম খাওয়া, কম কথা বলা বুদ্ধিমানের পরিচয়। আরো মনে রাখবেন! আহার নিন্দ্রা ভয় যত বাড়ে তত হয়। সুতরাং পরিমিত আহার, পরিমিত নিদ্রা এবং সৎ সাহস নিয়ে জীবন যাপন করা কর্তব্য।

৫৯. তাহাজ্জুদ সালাতের বর্ণনা

তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও ফযীলত : ফরয সালাতের পর অন্যান্য সুন্নাত ও নফল-সব সালাতের মধ্যে তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত সবচেয়ে বেশী।

(আহমাদ, মিশকাত ১১০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এবং সে তার স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে সালাত পড়ায় এমনকি সে যদি জাগ্রত না হয়, তবে তার মুখে খানিকটা পানি ছিটিয়ে দেয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করে থাকেন। অনুরূপ কোন নারী যদি রাত্রিকালে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে এবং সে তার স্বামীকে সালাতের জন্য জাগ্রত হয়ে এমনকি স্বামী না জাগ্রত হলে স্ত্রী তার মুখে পানি ছিটিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় তাহলে তার প্রতিও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে।

(আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ১০৯ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়ার আসমানে (যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়) নেমে আসেন যখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা আমাকে ডাকবে! আমি তার ডাকে সাড়া দেব। যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দেব, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

(মুসলিম, মিশকাত ১০৯ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুস্থ হতেন অথবা ক্লান্ত হতেন তখন বসে বসে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

(আবূ দাউদ ১/১৮৫ পৃষ্ঠা)

তাহাজ্জুদের সময় : একদা মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কী? তিনি বললেন, স্থায়ী আমল অর্থাৎ যা সর্বদা সমানভাবে করা হয়। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, রাতের কোন সময় রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়াতেন। বললেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতে পেতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৭ পৃষ্ঠা)

ইবনে বাত্তাল বলেন, রাত্রির তিন ভাগের শেষাংশের শেষভাগে মোরগ ডাক দেয়।

(মিরকাত, শরহে মিশকাত ২/১৭১ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় সালাত দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং রাতের তৃতীয় ভাগে সালাতে দাঁড়াতেন আর ৬ষ্ঠ ভাগে আবার ঘুমাতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস দু'টি দ্বারা বোঝা যায় যে, রাতকে তিন ভাগ করে শেষ ভাগটি তাহাজ্জুদের সময় অর্থাৎ রাত্রির দুই তৃতীয়াংশের পর তাহাজ্জুদের সালাতের প্রকৃত সময় শুরু হয়। অথবা পূর্ণ রাত্রিকে ৭ ভাগ করে ৪র্থ ও ৫ম ভাগে তাহাজ্জুদ পড়বে। ৬ষ্ঠ ভাগে সাহরী খাবে অথবা ঘুমিয়ে একটু আরাম করবে ৭ম ভাগে ফজর পড়বে।

তাহাজ্জুদ সালাতের পূর্বে করণীয় : হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলল্লাহ ﷺ যখন তাহাজ্জুদ আদায় করতে জাগ্রত হতেন তখন মিসওয়াক করতেন এবং আমাদেরকেও মিসওয়াক করার হুকুম দেয়া হত, আমরা যখন তাহাজ্জুদ আদায় করতে উঠতাম। (নাসায়ী)

অতঃপর নবী ﷺ অযু করতেন। (মুসলিম)

তারপর নীচের দু'আ ও তাসবীহগুলো দশবার করে পড়তেন। তারপর সালাত আরম্ভ করতেন। (আবূ দাউদ মিশকাত ১০৮ পৃষ্ঠা)

১. ১০ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)–আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

২. ১০ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লা)-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই।

৩. ১০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুবহা-নাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী)-আমি আল্লাহ প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

www.pathagar.com

৪. ১০ বার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ (সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস)- আমি মহা পবিত্র মালিকের গুণগান করছি।

৫. ১০ বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আসতাগফিরুল্লাহ)-আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৬. ১০ বার لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু)-আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই।

৭ ১০ বার اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন দীক্বিদ্দুনিয়া ওয়া দীক্বি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ) হে আল্লাহ! আমি এ জগতের এবং আখিরাতের সঙ্কট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ নিদ্রা শেষে যখন তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক ও অযু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়তেন।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ...... وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

১৯১ আয়াত থেকে ২০০ আয়াত পর্যন্ত পড়তেন।

তাহাজ্জুদ সালাতের পূর্বে এ আয়াতসমূহ এবং পূর্ববর্তী দু'আগুলো পড়লে খুব ভাল হয়। তবে পড়তে না পারলে তাহাজ্জুদ সালাতের কোন ক্ষতি হয় না।

তাহাজ্জুদ সালাত কত রাক'আত পড়বেন এবং কিভাবে পড়বেন তার বর্ণনা :

তাহাজ্জুদ সালাত বিতরসহ ১৩, ১১, ৯ কিংবা ৭ রাক'আতও পড়া যায়।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৬ পৃষ্ঠা)

তের রাক'আত তাহাজ্জুদ ও তা পড়ার নিয়ম : প্রথমে দু' রাক'আত ছোট ছোট সূরা মিলিয়ে হালকাভাবে পড়ে শুরু করবে। (মুসলিম, মিশকাত ১০৬ পৃষ্ঠা)

তাহাজ্জুদের সালাত নয় কিংবা সাত রাক'আতও আদায় করা যায়। নয় রাক'আত পড়লে তিন সালামে ২য় রাক'আত পড়বে। পরে তিন রাক'আত বিতর পড়বে। আর সাত রাক'আত পড়তে চাইলে দু' সালামে চার রাক'আত পড়ে পরে তিন রাক'আত বিতর আদায় করবে। (বুখারী, মিশকাত ১০৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদের সালাত এক সালামে চার রাক'আতও আদায় করা যায়।
(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম ২৭ পৃষ্ঠা।)

এমতাবস্থায় দু' রাক'আত পড়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু আবদুহু ওয়া রাসূলুল্লাহু" পর্যন্ত পড়ে উঠে অবশিষ্ট দু'রাক'আত পড়তে হবে। তবে যেকোনো সুন্নাত সালাত দু' রাক'আত করে পড়াই উত্তম। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃষ্ঠা)।

তাহাজ্জুদের সালাতের কেরাআত উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে উভয় প্রকারেই পড়া যায়। তবে মধ্যম আওয়াজে পড়াই উত্তম। অসামর্থ্য বৃদ্ধ, দুর্বল ব্যক্তির তাহাজ্জুদ সালাতের কেরআত খুব দীর্ঘ করে পড়ার ইচ্ছা করলে বসে বসে পড়বে। অতঃপর ক্বিরআত কিছু পরিমাণ থাকতে দাঁড়িয়ে বাকী ক্বিরআত পড়ে রুকূতে যাবে। এরূপ দ্বিতীয় রাক'আতেও করবে। । (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৬ পৃষ্ঠা)

তাহাজ্জুদ সালাতে বিশেষ ছানা (দু'আয়ে ইসতিফতাহ)

বিভিন্ন হাদীস একত্রিত করলে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় ৬/৭ ধরনের ছানা পড়তেন। নিম্নে কয়েকটির বিবরণ দেয়া হল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন তখন নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ
الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَّالْجَنَّةُ حَقٌّ
وَّالنَّارُ حَقٌّ وَّ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَّمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ .

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ
وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ
وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ
وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ .

www.pathagar.com

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু আনতা ক্বায়্যিমুস সামা-ওয়াতি ওয়াল্ আরদি ওয়া মান ফহিন্না, ওয়া লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা মালিকুস সামা-ওয়াতি ওয়াল্ আরদি ওয়ামান, ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আন্‌তা নূরুস সামা-ওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দি ওয়ামান্ ফীহিন্না, ওয়া লাকাল্ হাম্‌দু আন্‌তাল হাক্কু ওয়া ওয়া'দুকাল্ হাক্কু ওয়া লিক্বাউকা হাক্কুন ওয়া ক্বাওলুকা হাক্কুন, ওয়াল্ জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান্নারু হাক্কুন, ওয়ান নাবিয়্যনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন্ হাক্কুন, ওয়াস্‌সা'আতু হাক্কুন।

আল্লাহুম্মা লাকা আস্‌লামতু ওয়া বিকা আ-মানঁতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খা-সাম্‌তু ওয়া ইলাইকা হা-কাম্‌তু ফাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আনঁতা আ'লামুবিহী মিন্নী আনঁতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনঁতাল মুআখ্‌খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের এবং উভয়ের মাঝে যারা রয়েছে তাদের সকলেরই ব্যবস্থাপক। তোমার জন্য প্রশংসা। কেননা তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের এবং উভয়ের মাঝে যারা আছে তাদের সকলের নূর জ্যোতি। আবারও তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, কারণ তুমি আকাশসমূহ ও যমীনের এবং এগুলোর মধ্যে যারা আছে তাদের সকলের মালিক। আর তোমারই সব গুণগান, কেননা তুমি সত্য এবং তোমার প্রতিশ্রুতিও সত্যি। তোমার সাক্ষাৎ সত্য আর তোমার কথাও সত্য, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং নবীগণ সকলেই সত্য, মুহাম্মদ ﷺও সত্য। আর শেষ বিচার দিবসও সত্য।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি আর তোমার ওপর ভরসা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি আর তোমারই নিকটে প্রার্থনা করি এবং তোমার কাছেই বিচার কামনা করি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর! আমি যা আগে এবং পরে করেছি, আর যা গোপনে এবং প্রকাশ্য করেছি আর আমার যে সব বিষয়ে তুমি আমার চেয়েও অধিক জান, কারণ তুমি সব কিছুর আগেও আছে এবং পিছেও আছে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৭- ১০৮ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

আয়েশা (রা) বলেন, নবী নবী করীম ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাত আরম্ভ করতেন তখন বলতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরায়ীলা ওয়া মীকায়ীলা ওয়া ইস্‌রাফীলা ফাতিরাস্ সামওয়াতি ওয়াল আরদি আলিমাআইবি ওয়াশশাহাদাতি আনঁতা তাহ্‌কুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন। ইহদিনী লিমাখ্‌তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিকা ইন্নাকা তাহদী মান তাশায়ু ইলা সিরাতিম্ মুসতাক্বীক।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের পালনকর্তা! আসমানসমূহ এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মত বিরোধ করছে সে ব্যাপারে তুমি তাদের মধ্যে সমাধান দিবে। তোমার অনুমতি দ্বারা মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে আমাকে সত্যের প্রতি হেদায়েত কর। নিশ্চয়ই তুমি যাকে খুশী সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাক।

উপরিউক্ত দু'আসমূহ ব্যতীত তাহাজ্জুদ সালাতে ছানা হিসাবে "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস মুকা "অথবা' আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী .... ও পাঠ করা যায়। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আলবানী মিশকাত ১/৩৮৩)

এশার সালাতের পর বিতর আদায় করে ফেললে শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গলে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে।

তিরমিযির ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মোবারকপুরী (র) বলেন, শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে এক রাক'আত সুন্নাত পড়ে প্রথম রাতের বিতর ভেঙে জোড় বানানোর যে বর্ণনা রয়েছে এ বিষয়ে আমি কোন সহীহ মারফু হাদীস পাইনি।

(মিরকাত ২য় খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা)

কাজেই এশা বাদ বিতর আদায়ের পর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে এবং তাহাজ্জুদের পর আর বিতর পড়তে হবে না; বরং প্রথম রাতের বিতর শেষ রাতেও বহাল থাকবে। বিতর ভেঙে জোড়া বানানোরও দরকার নেই। চার ইমাম ও অধিকাংশ আলিমের অভিমতও তাই। (ঐ)

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৫.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৬.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলুগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
৮.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	
৯.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১০.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১১.	সহীহ মুকসূদুল মুকমিনীন	৪০০
১২.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন	৪০০
১৩.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৪.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৫.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৬.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৭	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৮.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় – আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
১৯.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২১.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২২.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৩.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৪.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৫.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৬.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
২৮.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
২৯.	দোয়া কবুলের পূর্বশত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩০.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩১.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন – ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩২.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৩.	ফাজায়েলে আমল	
৩৪.	কবিরা গুনাহ্	২১০
৩৫.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০	২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০	২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০	২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২৩.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
			২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ এর রোযা	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
			৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	৩৩.	ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩৪.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায	৬০	৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০
১৭.	ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩৬.	....	

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০	৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০	৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০	৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০			

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে ......

ক. রাসূল ﷺ এর অজিফা, খ. আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন) গ. আল্লাহর দরবারে ধরণা, ঘ. আপনার শিশুকে লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঙ. আসুন কুরআনের সাথে কথা বলি, চ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায়, ছ. শব্দে শব্দে হিসনুল মু'মিনীন, জ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমগ্র।

www.pathagar.com